॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

॥শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

॥কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত॥

(আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা একত্রে)

॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

॥আদিলীলা॥

॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

আমি দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু প্রভৃতিকে, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরভক্তবৃন্দকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারদিগকে, ঈশ্বরের প্রকাশমূর্ত্তি নিত্যানন্দাদিগকে, গদাধরাদি ঈশ্বর-শক্তিসমূহকে এবং কৃষ্ণ-চৈতন্যাখ্য ভগবান্‌কে বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

যাঁহারা গৌড়দেশরূপ পূর্ব্ব-পর্ব্বতে (উদয়াচলে) যুগপৎ চন্দ্রসূর্য রূপে উদিত হইয়াছেন, যাঁহারা চিত্ররূপী ও কল্যাণপ্রদ, সেই অজ্ঞানতিমিরহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

যিনি উপনিষদে ব্রহ্মশব্দে পরিকীর্ত্তিত, তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহকান্তি বলিয়া জানিবে ; যোগিবৃন্দ যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অংশবিভূতি বলিয়া জানিবে এবং সাত্ত্বতগণ তত্ত্ববিচারবলে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তিনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; অতএব একমাত্র কৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন ত্রি-জগতে পরম পরতত্ত্ব দ্বিতীয় কেহই নাই।

বিদগ্ধমাধবে (১।২)–
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

যিনি করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে অন্য অবতার কর্ত্তৃক অনর্পিত, মুখ্য-উজ্জল-রসগর্ভ, স্বীয় উপাসনাসম্পত্তি-রূপ ভক্তি প্রদানার্থ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণাপেক্ষাও অধিকতর কান্তিমান, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়রূপে পর্ব্বত-কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

সিংহ যেমন গিরিকন্দরে অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য গজযূথকে বিনিপাত করে, শচীনন্দনরূপ সিংহও সেইরূপ তোমাদিগের হৃদয়গুহায় অভ্যুদিত হইয়া তত্রত্য কামাদি অরিকুলরূপ করিবৃন্দকে সংহার করুন।

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-

দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।'

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণপ্রেমের বিলাস-রূপিণী হ্লাদিনীশক্তি, সুতরাং রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে বিলাসবাসনায় জগতীতলে দেহভেদ স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা উভয়ে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই জন্যই রাধাভাব ও রাধাকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি

লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীমতী রাধিকার প্রেমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেমসহকারে যাহা আস্বাদন করেন, মদীয় সেই বিচিত্র মাধুর্য্যাধিক্যই বা কীদৃশ এবং মদীয় অনুভববশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কি প্রকার, এই তিনটি বিষয়ে লোভবশবর্ত্তী হইয়া শচীগর্ভরূপ সমুদ্রে রাধাভাব-সমন্বিত কৃষ্ণরূপ চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।

শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥

পরব্যোমবূ্যহাধিষ্ঠিত মহাসঙ্কর্ষণ, কারণ-জলাশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু গর্ভোদশায়ী সহস্রশিরাঃ পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও অনন্ত, ইহাঁরা যাঁহার কলা (অংশ) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, সেই নিত্যানন্দসংজ্ঞ রাম (মূলসঙ্কর্ষণ) আমার একমাত্র শরণ হউন। মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,

তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপী বৈকুণ্ঠলোকে পূর্ণৈশ্বর্য্যরূপ চতুর্ব্যূহমধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণসংজ্ঞ রূপ বিরাজিত, আমি সেই নিত্যানন্দাখ্য রামের (বলরামের) শরণ গ্রহণ করি।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসদঘাশ্রয়াঙ্গঃ, শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।

যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

যিনি সাক্ষাৎ মায়ার অধীশ্বর, যাঁহার দেহে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, যিনি বিরজা-জলগর্ভে শয়ান থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামী আদিপুরুষ যাঁহার একাংশস্বরূপ, আমি সেই নিত্যানন্দ-সংজ্ঞ রামের (বলরামের) আশ্রয় গ্রহণ করি।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী, যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

যাঁহার নাভিসরোজনালে যাবতীয় লোকের অধিষ্ঠান, যাঁহাকে লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাগৃহস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, সেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী যাঁহার অংশের অংশ, আমি সেই নিত্যানন্দসংজ্ঞ রামের (বলরামের) আশ্রয় গ্রহণ করি।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং, পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

যিনি সর্ব্বান্তর্যামী, জগৎ-সংসারের পোষণকর্ত্তা ও তৃতীয় পুরুষাবতার বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং অবনীধর্ত্তা অনন্ত যাঁহার কলা, সেই নিত্যানন্দসংজ্ঞ রাম (বলদেব) আমার আশ্রয়স্থান হউন।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥

যিনি মায়াযোগে জগতের সৃষ্টিবিধান করিতেছেন, অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর সেই জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুর অবতার।

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

শ্রীহরির সহিত যাঁহার দ্বৈতভাব নাই, সুতরাং অদ্বৈত ও ভক্তির উপদেশক বলিয়া যাঁহাকে আচার্য্য নামে কীর্ত্তন করা যায়, বিশেষতঃ যিনি ভক্তরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর আমার আশ্রয়স্থল হউন্।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্ত্যাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

যিনি ভক্তরূপ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ), ভক্তস্বরূপ (নিত্যানন্দরূপ), ভক্তাবতাররূপ (অদ্বৈতাচার্য্যরূপ), ভক্তাখ্য (শ্রীবাসাদিরূপ) ও ভক্তশক্তিক (শ্রীগদাধরাদিরূপ), সেই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে নমস্কার।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

যাঁহারা এই খঞ্জ মূঢ়মতি আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদিগের পাদপদ্ম মদীয় সর্ব্বস্ব, সেই পরমদয়াল রাধা-মদনমোহন উভয়ে জয়যুক্ত হউন।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

যাঁহারা সুশোভন বৃন্দাবনধামে কল্পপাদকের মূলে রত্নাগার-মধ্যস্থিত রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক প্রিয়সহচরীবৃন্দকর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, আমি সেই শ্রীমতী রাধা ও শ্রীলগোবিন্দদেবকে স্মরণ করি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

যে শ্রীমান্ (সর্ব্বার্থপরিপূর্ণ), রাস-প্রবর্ত্তক, দেবদেব বংশীবটমূলে দাঁড়াইয়া বংশীধ্বনিতে গোপবালাগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই গোপীবল্লভ আমাদিগের কল্যাণবিধান করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ।

এই তিনের চরণ বন্দ তিনে মোর নাথ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।

গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ॥

তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।

অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।

বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার॥

প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবনমস্কার।

সামান্য বিশেষরূপে দুই ত’ প্রকার॥

তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।

যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥

চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।

সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥

সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার কারণ।

পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন॥

এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব।

আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব॥

আর দুই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বাখ্যান।

আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান॥

এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।

তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ॥

সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।

এই সব শ্লোকের করি অর্থবিচার॥

সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন।

চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র যেমত নিরূপণ॥

কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত, অবতার প্রকাশ।

শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

এই ছয় তত্ত্বের করি চরণবন্দন।

প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ॥

তথাহি–

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।

তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞম্॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।

তাঁ সবার চরণ আগে করিয়ে বন্দন॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।

ইহাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান।

তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম॥

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার।

তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার॥

নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।

তাঁর পাদপদ্মে বন্দ যাঁর মুঞি দাস॥

গদাধরপণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি।

তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।

তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম॥

সাবরণ মহাপ্রভুকে করিয়া নমস্কার।

এই ছয় তেঁহো যৈছে করি সে বিচার॥

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।

তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

তথাপি শ্রীভাগবতে (১১।১৭।২৭)–

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেতে কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব ! গুরুকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তদীয় অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, গুরুদেব সর্ব্বদেবময়।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।

অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

তত্রৈব (১১।২৯।৬)–

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,

ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-

ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

ঈশ্বর ! তুমি বাহিরে আচায্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে দেহিগণের অশুভ বিনাশ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপনার গতি প্রদান কর। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমার কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিতে করিতে আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন এবং ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন না।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তাং যেন মামুপষান্তি তে॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন ! যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে ঐকান্তিকমনে প্রীতিসহকারে আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই বুদ্ধিযোগ অর্পণ করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

তথাহি–

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিত-বান্।

যেরূপ উপদেশবাক্যে ভগবান্ ব্রহ্মাকে আত্মানুভব করাইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)–

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! বিজ্ঞানসমন্বিত, সরহস্য ও অঙ্গযুক্ত মদীয় পরম গুহ্য জ্ঞান (ভগবদ্জ্ঞান) তোমার নিকট বলিতেছি, তুমি উহা গ্রহণ কর।

তত্রৈব (৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫)–

যাবানহং যথাভাবো যদ্রুপগুণকর্ম্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনগ্রহাৎ॥

ব্রহ্মন্ ! আমার পরিমাণ, ভাব, রূপ, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি যে প্রকার, আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সেই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানসঞ্জাত হউক।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, এই যে স্থূল সূক্ষ্ম–কার্য্যকারণাত্মক যাহা কিছু দেখিতেছ, তখন এই সকলের কিছুই ছিল না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাহা কিছু রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু থাকিবে সে সমস্তও আমিই।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতিয়েত চাত্মানি।

তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

পরমার্থস্বরূপ যে আমি, সেই আমি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, অথচ স্বরূপতঃ যাহার কোনরূপ প্রতীতি হয় না, তাহাকেই পরমাত্মাস্বরূপ আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ইহার দৃষ্টান্ত–যেমন আভাস (দ্বিচন্দ্রাদি) এবং তমঃ (রাহু)।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষাচ্চাবচেষ্বনু।

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥

ক্ষিত্যাদি মহাভূতসমূহ যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে পৃথকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমিও তদ্রূপ এই ভূতময় জগতে ভূতগ্রামে সত্ত্বাশ্রয় রূপে পরমাত্মাভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও অপ্রবিষ্ট রহিয়াছি অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজ করিতেছি।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

যে পদার্থ অন্বয়-ব্যতিরেকরূপে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই বিষয়েরই জিজ্ঞাসা করিবেন।

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে–

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে,

শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।

যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,

লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

চিন্তামণিস্বরূপ (কিংবা চিন্তামণিনাম্নী বেশ্যা) এবং সোমগিরিসংজ্ঞক মদীয় গুরু জয়যুক্ত হউন্। যাঁহারা পদরূপ কল্পবৃক্ষের পল্লবসমূহরূপ নখাগ্রে জয়শ্রী (শ্রীরাধা) লীলাস্বয়ংবররস প্রাপ্ত হইতেছেন, ময়ূরবর্হের চূড়া দ্বারা বিভূষিত সেই মদীয় শিক্ষাগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৬)–

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।

ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

সুতরাং হে ব্রহ্মন্ ! তুমি আমার এই মত একাগ্রমনে সম্যক্ অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে কি মহাকল্পে কি অনুকল্পে কদাচ মুগ্ধ হইবে না।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈতন্যরূপে।

শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬)–

তততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ভগবান্ কহিতেছেন–অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি দুঃসঙ্গ বিসজ্জনকরতঃ সাধুসঙ্গে অনুরাগী হইবেন ; কেন না, সাধুগণই উপদেশবলে তদীয় মনোবেদনা দূর (কিংবা সংশয় ছেদন) করিতে পারেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৫)–

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

কপিল বলিয়াছিলেন, সাধুব্যক্তির সহিত সমাগম হইলে আমার যে সকল বীর্য্যসূচক কথা আলোচিত হইয়া থাকে, তৎসমস্ত হৃদয়-প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখকর। অতএব তৎসমস্তের সেবন দ্বারা আশু আমাতে (অপবর্গ-মার্গস্বরূপ হরিতে) ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তির সঞ্চার হয়। ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৮)–

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুকুলের হৃদয়স্বরূপ। আমাকে ভিন্ন তাঁহারা অপর কাহাকেও পরিজ্ঞাত নহেন, আমিও সেই সমস্ত সাধুভিন্ন কাহাকেও জানি না।

তত্রৈব (১।১।১০)–

ভবদ্‌বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

যুধিষ্ঠির বিদুরকে বলিয়াছিলেন, হে প্রভো ! আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্তি-পরপায়ণ মহাত্মারাই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থভ্রমণে আপনাদের কিছুমাত্র স্বার্থ লক্ষিত হয় না, বরং তাহাতে তীর্থেরই সৌভাগ্য বলিতে হয় ; কেন না, যে সমস্ত তীর্থ কলুষজন সংস্পর্শে অতীর্থ হইয়া পড়ে, আপনাদিগের হৃদয়-মন্দিরাধিষ্ঠিত গদাধর ভগবানের দ্বারা সেই সকল তীর্থ পূত হইয়া পুনরায় তীর্থত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।

পরিষদগণ এক সাধকগণ আর॥

ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার।

অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার॥

শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।

অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণাবতারে গণি।

শক্ত্যাবেশ-সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি॥

এইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।

একে ত’ প্রকাশ হয় আর বিলাস॥

একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।

আকারে হ’ ভেদ নাহি একই স্বরূপ॥

মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩৩।৩)–

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।

যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্ধয়োঃ॥

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।

যং মন্যেরন্নভস্তারবিমানশতসঙ্কুলম্॥

দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্।

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ॥

গোপীকুলবিমণ্ডিত রাসোৎসব আরম্ভ হইল। ব্রজসুন্দরীরা মণ্ডলাকারে সংস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগেরই দুই জনের মধ্যভাগে এরূপভাবে প্রবেশ করিলেন এবং উভয় পার্শ্বে দুই দুই গোপিকার কণ্ঠপ্রদেশে এ প্রকার আলিঙ্গন করিলেন যে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই জ্ঞান হইল যে, “শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটস্থ হইয়া কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক আমাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন।” তৎকালে ঔৎসুক্যসহকারে সমাগত সস্ত্রীক অমর বৃন্দের শত শত বিমানে গগনতলে সমাকীর্ণ হইল ;

তখন স্বর্গ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও কুসুমবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তত্রৈব (১০।৬৯।২)–

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

অহো ! ইহা পরম বিস্ময়ের বিষয় যে, একই শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে, একই সময়ে, ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহে গমন করিয়া পৃথক্‌রূপে সকলের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্ব খণ্ডে (১৮)–

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।

সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

একই রূপের একই সময়ে যে অনেক স্থানে প্রকাশ অথচ যাহাতে সকল রূপই সর্ব্বতোভাবে মূলরূপেই অনুরূপ হয়, তাহাই ‘প্রকাশ’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।

অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম॥

তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (৫)–

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।

প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

কোন লীলাবিলাসবশতঃ সেই স্বয়ং-রূপের যে মূর্ত্তি স্বরূপতঃ পৃথক্ না হইয়াও কেবলমাত্র বিভিন্ন আকারে অবভাত হন, অথচ যাঁহার শক্তি প্রায় স্বয়ংরূপেই সমান, তিনিই বিলাস নামে সেই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যৈছে বলদেব পরব্যোমে নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ॥ কৃষ্ণের নিজ শক্তি হয় এ তিন প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥ ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান। ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্॥

স্বয়ং রূপ কৃষ্ণের কায়বূহ্য তার সম।

ভক্ত সহিত সব হয় আবরণ॥

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।

এ সবার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ॥

এক শ্লোকে কহিল সামান্য মঙ্গলাচরণ।

দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

ব্রজে যে বিহারে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।

কোটি সূর্য্য চন্দ্র যিনি দোঁহার নিজ ধাম॥

সেই দুই জগতের হইয়া সদয়।

গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয়॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।

যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥

সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।

বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥

এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।

তব নাশ কৈল করি বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান॥

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।

ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)–

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরানাং সতাং,

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়ো-ন্মুলনম্‌।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

মহামুনি নারায়ণকৃত এই মনোহর ভাগবতশাস্ত্রে নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বরারাধনরূপ পরমধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকন্তু আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপনাশন শিবপ্রদ বাস্তব বস্তুও ইহাতে অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। অন্যান্য শাস্ত্রে বা উল্লিখিত সাধনে কি তখনই ভগবান্‌কে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারা যায় ? কখনই নহে। কিন্তু শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছু-পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণসমকালেই ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ–

প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি চ॥

শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন যে, এই শ্লোকমধ্যগত “প্রোজ্‌ঝিত” পদের ‘প্র’শব্দ দ্বারা মোক্ষাভিসন্ধিও প্রধান কৈতব বলিয়া তাহারও নিরাস করা হইল।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।

সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥

যাহার প্রসাদে এই তমঃ হয় নাশ।

তমঃ নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ॥

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।

নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ॥

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।

বর্হিবস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে॥

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।

দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।

আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।

তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেম হয় বশ॥

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।

আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ॥

এই দুই সূর্য্য চন্দ্র পরম সদয়।

জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥

সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।

যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন॥

বক্তব্য-বাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।

বিস্তারি না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

উক্তঞ্চ–

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি।

অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীনগণ স্ব স্ব শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, সারগর্ভ পরিমিত বাক্যকেই বাগ্মিতা বলে।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদিদোষ।

সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞান হবে পাইবে সন্তোষ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতমহত্ত্ব।

তাঁর ভক্ত ভক্তি নাম প্রেম-রসতত্ত্ব॥

ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।

শুনিলে জানিবে সব বস্তু তত্ত্বসার॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে

মঙ্গলাচরণং গুর্ব্বাদিবন্দনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।

তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্॥

যাঁহার কৃপায় মূঢ় ব্যক্তিও নানামতরূপ গ্রাহসঙ্কুল (কুম্ভীরাদি জলজন্তু) সিদ্ধান্তসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা,

সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণী বিলাসাস্পদম।

কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে,

শ্রীচৈতন্যয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী॥

হে দয়াসিন্ধো চৈতন্যদেব ! যাহা কৃষ্ণ-বিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন, গান ও নর্ত্তনবৈদগ্ধী প্রভৃতিরূপ কমলসমূহে সমলঙ্কৃত, আর যাহা প্রেমভক্তাধিকারী ভক্তবৃন্দস্বরূপ হংস, চক্রবাক ও উলিকুলের একমাত্র বিলাসস্থল, আপনার সেই কর্ণানন্দপ্রদ-কলধ্বনিসমন্বিত সুধামন্দাকিনী মদীয় মরুভূমিবৎ নীরস জিহ্বায় প্রবাহিত হউন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।

বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ।

তথাহি–

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা,

য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ-বিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং,

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণার্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান অনুবাদ তিন।

অঙ্গপ্রভা অংশ-স্বরূপ তিন বিধেয় চিহ্ন॥

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয় স্থাপন।

সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ কৃষ্ণ পরতত্ত্ব।

পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥

প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম।

ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১১)–

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বংযজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করেন। ঐ একই তত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।

উপনিষদ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥

চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।

জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৬)–

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্‌ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষিত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ ভূতরূপে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই নিষ্কল, অনন্ত ও অশেষস্বরূপ ব্রহ্ম যে প্রভাবশালী গোবিন্দের দেহপ্রভা, তাঁহাকে আরাধনা করি।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।

সে ব্রহ্ম গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গকান্তি॥

সেই গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।

তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৭)–

বাতরসনাঃ য ঋষয় শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

পরমার্থবিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা ও দিগম্বর মুনিগণ এবং শান্ত ও নির্ম্মলচিত্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ মদীয় ব্রহ্মসংজ্ঞ ধামে গমন করেন।

আত্মান্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।

সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয়॥

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।

তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

শ্রীভগবদ্‌গীতায়াম্ (১০।৪২)–

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

ধনঞ্জয় ! অথবা এই সকল বহু বিষয় জানিয়াই বা তোমার প্রয়োজন কি ? সংক্ষেপে ইহাই জানিও যে, আমি এক অংশ এই সমস্ত জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থান করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।৪২)–

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।

প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

ভগবান্ অজন্মা হইয়াও স্বয়ং স্বসৃষ্ট জীববৃন্দের প্রত্যেক হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। একমাত্র সূর্য্য যেমন প্রত্যেক দৃষ্টিতে বহুধা প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইনিও অধিষ্ঠানভেদে অনেকটা প্রকাশমান হন। যাহা হউক, ইঁহাকে পাইয়া ও ইঁহাকে দেখিয়া আমার মোহ ও ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং আমি ইঁহাকে একান্তভাবে আশ্রয় করিলাম।

সেই ত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান॥
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম।
পূর্ণ তত্ত্ব যারে কহে নাহি যাঁর সম॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ॥
জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব॥
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকার বিভেদ॥
ইহোঁ ত' দ্বিভুজ তিঁহো চক্রাদিক সাথ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)–
নারায়ণোস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

ব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে অধীশ ! তুমি সর্ব্বলোকসাক্ষী। তুমি যখন নিখিল দেহীর আত্মা (আশ্রয়), তখন কি তুমি (মদীয় পিতা) নারায়ণ নহে ? নর হইতে উৎপন্ন চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ও জল যাঁহার অয়ন (আশ্রয়), তাঁহার নাম নারায়ণ, এ কথা সত্য, তোমার মায়া নহে; সুতরাং তুমিই মূল নারায়ণ।

শিশু বৎস হরি ব্রহ্ম করি অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ॥

কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন॥
ব্রহ্মা বলেন তুমি কি না হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ॥
প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টে যত জীব রূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি তুমি সর্ব্বাশ্রয়॥
নার-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
অয়ন-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার।
তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম॥
তোমার দর্শনে সর্ব্বজগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
জীবহৃদি জলে বৈসে সেই নারায়ণ॥
ব্রহ্মা কহে জলে জিবে যেই নারায়ণ।

সেই সব তোমার অংশ এ সত্য বচন॥

কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী।

মায়া দ্বারে সৃষ্টি করে তাতে সব মায়ী॥

সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।

ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী॥

হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।

ব্যষ্টিজীব অন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী॥

ইঁহা সবার দর্শনাদ্যে আছে মায়াগন্ধ।

তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ॥

তথাহি স্বামিটীকায়াম্–

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।

ঈশস্য যল্রৈর্ব্বিহীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে॥

বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ, এই তিন ঈশ্বরের (পুরুষাবতারের) উপাধি। ইঁহার মায়া সম্বন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু মায়া গন্ধরহিত এই তিনটির অতীত পদার্থকেই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পদার্থ কহে।

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।

তথাপি তৎস্পর্শ নাই সবে মায়াপার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।৩৯)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

যেরূপ ভক্তবৃন্দের ভগবদাশ্রিতা বুদ্ধি প্রাকৃত পদার্থে দৈবাৎ পতিত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, এইরূপ ভগবান্ প্রাকৃত প্রপঞ্চে অবস্থান করিয়াও, তাহার গুণে লিপ্ত হন না ; এইটিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।

তুমি মূল নারায়ণ ইথে কি সংশয়॥

সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ।

তেঁহ তোমার বিলাস তুমি মূল নারায়ণ॥

অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ।

তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস এই তত্ত্ব বিবরণ॥

এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবতসার।

পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার।

এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥

অবতারী নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।

তেঁহ চতুর্ভূজ ইহঁ মনুষ্য আকার॥

এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।

তাহারে নির্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১১)–

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শুন ভাই এই শ্লোকের করহ বিচার।

এক মুখ্যতত্ত্ব তিন তাহার প্রচার॥

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ॥

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বাচন।

আর এক শুন ভাগবতের বচন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)–

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

সূত বলিয়াছিলেন, রাম-নৃসিংহাদি যে সকল অবতারের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ, কেহ বা তদীয় বিভূতি ; কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্তানিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণাবতার স্বয়ং ভগবান্। পূর্ব্বোক্ত অবতারগণ দানবপীড়িত লোককে যুগে যুগে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।

তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥

তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।

যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংম॥

পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভাষাতে ব্যাখ্যান।

পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্॥

তেঁহ আমি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।

এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥

তারে কহে কেন কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥
তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতন্যায়ঃ–
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলবব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥
অনুবাদ অনুক্ত রাখিয়া বিধেয়ের উল্লেখ করিবে না ; কারণ, যাহার স্থান পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা কুত্রাপি প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে না।
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ॥
তৈছে ইহা অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দে আগে অনুবাদ।
স্বয়ং ভগবত্ত্ব পিছে বিধেয় সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিতা ব্যাখ্যান॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।

আর্য বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এইসব॥

বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।

তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ॥

যার ভাগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।

স্বয়ং ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।

মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥

তৈছে সব ভগবানের কৃষ্ণ সে কারণ।

আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২৷১০৷১২)–

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।

মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥

সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশটি বিষয় এই ভাগবতে কীর্ত্তিত আছে।

দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।

বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

দশম পদার্থ যে আশ্রয়, তাহার তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ মহাত্মগণ অপর নয়টির লক্ষণ কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা কোন কোন স্থানে শব্দ দ্বারা সাক্ষাৎ এবং কোন কোন স্থানে বা তাৎপর্য্য দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই বর্ণন করিয়াছেন।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।

এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।

কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম॥

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (১০৷১৷১)–

দশমে দশমঃ লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থই ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য। তিনি আশ্রিত-বৃন্দের আশ্রয়বিগ্রহরূপী, পরমধাম ও জগতের আধারস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার।

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।

যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

“কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।

প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥

অংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্ত রূপে এক রূপ নাহি কিছু ভেদ॥
"চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।"
মূখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এই ত' স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিয়াদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি সকলের আদি ; কিন্তু তাঁহার আদি কেহ নাই, তিনি গোবিন্দ এবং সর্ব্বকারণীভূতা মায়ারও কারণ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥
সেহো ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।

সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনরূপে কহে যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো নর-নারায়ণ।
কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন॥
“কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥”
কেহো কহে পরব্যোমে নারায়ণ করি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে যাতে অবতারী॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে॥
চৈতন্য-প্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে॥
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তু-
নির্দ্দেশমঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূ-
পণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্॥

যাঁহার পাদপদ্মাশ্রয়-প্রসাদে মূঢ়জনও শাস্ত্ররূপ আকর হইতে সিদ্ধান্তস্বরূপ অত্যুৎকৃষ্ট মণিরাশি সংগ্রহে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ॥
বিদগ্ধমাধবে (১।২)
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফূরিত বঃ শচীনন্দনঃ॥
পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগে গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥

দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
যথেচ্ছা বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজের ভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥
সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত’ সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
তথাহি গীতায়াম্ (৪।৮)–
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভগবান্ বলিয়াছিলেন, সাধুগণের পরিত্রাণার্থ, পাপাত্মগণের সংহারার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকি।

তত্রৈব (৪।৭)–
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে ভারত ! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি সেই সেই সময়েই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকি।

তত্রৈব (৩।২৪)–

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥

আমি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, এই সমস্ত লোক উৎপন্ন হইয়া যায় এবং আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইয়া প্রজা-কূলনাশী হইয়া পড়ি।

তত্রৈব (৩।২১)–

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

মহাত্মগণ যেরূপ আচরণ এবং যেরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন, প্রাকৃতলোকে তাহারই অনুগামী হইয়া থাকে।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।

আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

লঘুভাগবতামৃতধৃতবিল্বমঙ্গলকৃতশ্লোকঃ–

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

শ্রীকৃষ্ণের অংশ পদ্মনাভের সর্ব্বমঙ্গলময় বিবিধ অবতার থাকেন থাকুন, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণ ভিন্ন আর কে আছেন, যিনি লতিকাদিগকেও প্রেম প্রদান করিতে পারেন ?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে।

পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।

অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥

চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার।

সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার॥

সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।

কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥

প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম।

ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম॥

ডুভৃঙ ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ।

ধরিল পুষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য।

তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।

কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৯)–

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গ ঋষি নন্দকে বলিয়াছিলেন, তোমার এই পুত্রটি প্রতিযুগেই দেহ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অন্য তিন যুগে ইঁহার শুক্ল, লোহিত ও পীত, এই ত্রিবিধ বর্ণ ছিল, সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।

সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥

ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।

এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৫)–

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।

শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥

ভগবান্ দ্বাপরযুগে শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, নিজাস্ত্রধারী (চক্রাদিধারী) ও শ্রীবৎসাদি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হইয়া অবতীর্ণ হন।

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।

তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥

তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।

নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর॥

দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে।

চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে॥

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল হয় তার নাম।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম॥

আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।

তিলফুল সম নাসা সুধাংশুবদন॥

শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ।

ভক্তবৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥

চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ।

নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥

এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।

সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন॥

দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ॥
মহাভারতে দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে–
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃত শম, শান্ত, নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ এই আটটি নামের মধ্যে আদিলীলায় চারিটি এবং অন্তলীলায় সন্ন্যাসকৃৎ হইতে চারিটি নাম হইয়া থাকে।

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন সার॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৮)–
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥

হে রাজন্ ! এই প্রকারে দ্বাপরযুগে জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন ; সম্প্রতি নানাতন্ত্রবিধান দ্বারা কলিকালের পূজাবিধি অবধান কর।

তত্রৈব (১১।৫।২৯)–

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ, যাঁহার কান্তি গৌর এবং যিনি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অস্ত্র-পার্ষদসমন্বিত, সমেধাগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা॥
কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজে সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণবরণ।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ।
দেহকান্ত্যা হয় তিঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীত-বরণ॥
স্তবমালায়াম্ (২।১)–
কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-

দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।

উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

কলিযুগে মনীষিগণ নামসঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীরাধিকার কান্তি দ্বারা গৌরবর্ণ ধারণ করিয়াছেন এবং বিদ্বদ্-বৃন্দ যাঁহাকে চতুর্থাশ্রমী পরমহংসগণের উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয় কৃপাবিস্তার করুন।

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।

যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥

জীবের কল্মষ তমো নাশ করিবারে।

অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।

তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতম॥

বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্টে চায়।

করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাষায়॥

স্তবমালায়াম্ (২।৮)–

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো,

গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।

পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং,

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যাঁহার ঈষদ্ধাস্য-বিরাজিত করুণকটাক্ষ নিঃশেষে জগতের শোকাপনোদন করে, যাঁহার বাক্যোচ্চারণপ্রারম্ভ কুশল-পরম্পরা প্রকাশ করিয়া দেয়, যাঁহার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলে সমধিক কৃষ্ণপ্রেমের পাত্র হওয়া যায়, সেই চৈতন্যাকৃতি দেবতা আমাদিগের প্রতি অতিশয় করুণা প্রকাশ করুন্।

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।

তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন॥

অন্য অবতার সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে।

চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

তথা শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে (১।১)–

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং,

বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।

স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রাসুপদিশন্,

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

শিব-বিরিঞ্চি-প্রমুখ অমরবৃন্দ মানবদেহ ধারণ করিয়া প্রীতিসহকারে সতত যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, সেই চৈতন্যদেব কি ভক্তবৃন্দকে স্বীয় বিশুদ্ধ ভজনপ্রণালী উপদেশ করিতে করিতে পুনরায় আমার নেত্রপথের পথিক হইবেন ?

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে কার্য্য সাধন।

অঙ্গ শব্দের অর্থ শুন দিয়া মন॥

অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।

অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥

তথা হি ভাগবতে (১০।১৪।১৪)–

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী !

নারায়ণোঽঙ্গ নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ।

সেহো তোমার অংশ তুমি মূল নারায়ণ॥

অঙ্গ শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়।

মায়া-কার্য্য নহে সব চিদানন্দময়॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।

অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।

সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥

নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।

দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥

পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দ রায়।

আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায়॥

সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥

সেই ত’ সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।

সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।

যেই কহে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম॥

ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।

এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥

তথা হি ভাগবতসন্দর্ভে (২)–

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।

কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতঃ॥

যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ ও বহির্দ্দেশে গৌরদেহ ধারণপূর্ব্বক অঙ্গাদির বৈভব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শরণ গ্রহণ করি।

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।

কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন॥

তথা হি উপপুরাণে–

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

হে ব্রহ্মন্ ! আমি কোন কলিযুগে অবতার গ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত ব্যক্তিদিগকে হরিভক্তি করাইব।

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ।

চৈতন্যকৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥

প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।

অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভব॥

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।

উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

তথা হি যামুনাচার্য্যস্তোত্র (১৫)–

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ,

সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।

প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ,

নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্॥

ভগবান্ ! তোমার পরম প্রকৃষ্টশীল, রূপ ও চরিত্র, অসমোর্দ্ধ বল, সত্ত্বপ্রধান প্রবল শাস্ত্রসমূহ এবং সুপ্রসিদ্ধ দৈব ও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত, এই সমস্ত দ্বারা, অন্যে তোমাকে জানিতে পারিলেও, আসুরপ্রকৃতিগণ তোমাকে জানিতে পারে না।

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।

তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥

তথা হি তত্রৈব (১৮)–

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি, সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং, পশ্যন্তি কোচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

ভগবন্ ! জগতের সমস্ত বস্তুই দেশ, কাল ও পরিমাণ এই সীমাত্রয় দ্বারা আবদ্ধ, কিন্তু ভবদীয় প্রভুত্বের স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ সম ও অতিশয়শূন্য হওয়াতে ঐ সীমাত্রয় লঙ্ঘনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে ; পরন্তু আপনি মায়াবলে আপন স্বরূপ আবরণ করিলেও ভবদীয় একান্ত-ভক্তগণ সর্ব্বদা ঐ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥

তথা হি পাদ্মে–

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

সৃষ্টি দ্বিবিধ ;–দৈব ও আসুর। বিষ্ণুভক্তগণ দৈব এবং তদীয় অভক্তেরাই আসুর।

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।

কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥

কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।

প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার॥

পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।

প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম॥

মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ।

অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ॥

প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।

কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়ব্যবহার॥

কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।

ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥

লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়।

বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥

আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।

আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥

নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।

কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করেন কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন আরাধনে।
বিচারিতে এই শ্লোক আইল তাঁর মনে॥
তথা হি গৌতমীয়তন্ত্রে–
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চলুকেন বা।
বিক্রিণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

একটিমাত্র তুলসীদল বা এক গণ্ডুষ জল দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবৃন্দের নিকট আত্মবিক্রয় করেন।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন॥
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু॥
তথাহি ভাগবতে (৩।৯।১১)–
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত’ উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, হে প্রভো ! বেদাদি শাস্ত্র দ্বারা ত্বদীয় পথ বিদিত হওয়া যায়। ভক্তিযোগে হৃৎকমল বিশোধিত হইলেই তুমি সেই পবিত্র হৃদয়কমলে অধিষ্ঠান করিয়া থাক। হে নাথ ! তোমার করুণার কথা আর কি বলিব, ত্বদীয় ভক্তবৃন্দ মনোদ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি কল্পনাকরতঃ ধ্যান করিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং তত্তৎরূপই প্রকাশিত করিয়া থাক।

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
“ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার॥”
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে॥
শ্রীরূপ-রঘুনার্থ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
আশীর্ব্বাদমঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতারসামান্য-
কারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য প্রসাদেন তদ্রুপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ॥

মূঢ়জনও শ্রীচৈতন্যানুগ্রহে শাস্ত্রদৃষ্টি-বলে শ্রীচৈতন্যরূপী ব্রজবিহারী শ্রীহরির প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার॥
সত্য এই হেতু কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।

স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ-পালন॥

কিন্তু কৃষ্ণের হয় সেই অবতারকাল।

ভার-হরণকাল তাতে হইল মিশাল॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতারে যেই কালে।

আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥

নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।

যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥

সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।

ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।

বিষ্ণু-দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে॥

আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।

যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ॥

"প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।

রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।

এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।

ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেম নাহি মোর প্রীত॥

আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।

তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।

তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥

তথা হি গীতায়াম্ (৪।১১)–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যাহারা যে ভাবেই আমাকে আরাধনা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি সেই ভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। হে পার্থ ! সকল ব্যক্তিই মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৩১)–
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

কৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রতি ভক্তিই প্রাণিগণের মোক্ষের কারণ, সুতরাং মৎপ্রতি তোমাদিগের যে স্নেহ আছে, ইহা পরমমঙ্গলের বিষয় ; কেন না, এইরূপ স্নেহ দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহন।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসনা।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
আমিই না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুহেঁ করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম॥

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩।৩৬)–

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহনিবন্ধন নরদেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই প্রকার লীলা করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তজন ভাবপরায়ণ হইবেন।

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্ সেই ইহা কয়।

কর্ত্তব্য অবশ্য এই অন্যথা প্রত্যবায়॥

এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ।

অসুর-সংহার অনুষঙ্গ প্রয়োজন॥

এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম॥

কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।

যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন॥

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।

আপনে আস্বাদে প্রেম নামসংকীর্ত্তন॥

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।

নামপ্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে॥

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।

আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।

চারিভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার॥

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।

নিজভাবে করে কৃষ্ণ সুখ-আস্বাদনে॥

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।

সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (২২)–

যথোত্তরমসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাসময্যপি।

রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

উক্ত পঞ্চ প্রকার রতির উত্তরোত্তর স্বাদের আধিক্য থাকিলেও, ভক্ত-বিশেষের বাসনাভেদে কোন কোন রতি স্বাদু বলিয়া বিবেচিত হয়।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান॥

পরকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ব্রজবধুগণের এই ভাব নিরবধি।

তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।

কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ॥

অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।

সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

তথাহি স্তবমালায়াং চৈতন্যস্তবে (১২)–

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,

মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।

বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বজদৃশাং,

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের পক্ষে দুর্ব্বোধ উপনিষদসমূহের একমাত্র গতি, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, ভক্তবর্গের সাক্ষাৎ মাধুর্য্যস্বরূপ এবং গোপবালাদিগের প্রেমের সার পদার্থ, সেই চৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দর্শন করিতে পাইব ?

তত্রৈব দ্বিতীয়স্তবে (২।৩)–

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,

রসস্তোমং হৃত্বা মধরমপভোক্তুং কমপি যঃ।

রুচিরং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যে কৌতূকী কৃষ্ণ কোন প্রণয়িজনবৃন্দের অপার ও অপ্রাকৃত মধুররস অপহরণ-পূর্ব্বক উপভোগবাসনায় শ্রীরাধার কান্তি স্বীকারকরতঃ আপন রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকার দেবতা আমাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন্।

ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন।

মূল হেতু আগে শ্লোকে করিব বিবরণ॥

ভাব-গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।

তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিবে বিচার॥

এই ত' পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।

এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামী-কড়চায়াম্–

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-

দেকাত্মানাবপি ভবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্॥

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।

ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥

ইথি লাগি আগে করি ত হার বিবরণ।

যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা-কথন॥

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।

স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।

হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)–

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্তয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

ধ্রুব ভগবানকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন ! তুমি সর্ব্বাধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই প্রধান তিনটি শক্তি অধিষ্ঠিত আছে। তুমি ত্রিগুণাতীত, এই কারণে তোমাতে হ্লাদকরী ও তাপকরী মিশ্রা শক্তি নাই।

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধসত্ত নাম।

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।

এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥

তথা হি ভাগবতে (৪।৩।২১)–

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্রপুমানপাবৃতঃ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

সদাশিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, হে প্রিয়তমে ! ভগবানের স্বরূপশক্তিগত বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব শব্দে অভিহিত, বিমল পরমপুরুষ বাসুদেব সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হন। এই জন্য আমি মনোদ্বারাই সেই ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্ বাসুদেবের সর্ব্বদা ধ্যান করি।

কৃষ্ণ-ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার।

ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।

ভাবের পরমকাঠা নাম মহাভাব॥

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।

সর্ব্বগুণ খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥

তথা হি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ–

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥

গোপিকাগণমধ্যে রাধিকা ও চন্দ্রাবলী প্রধানা। এই উভয়ের মধ্যে আবার রাধিকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। ইনি মহাভাব-স্বরূপিণী ও গুণে গরীয়সী।

কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়।

কৃষ্ণের নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)–

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-

স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

আনন্দ-চিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিত॥

গোপীগণের সহিত যে সর্ব্বাত্মভূত আদিপুরুষ গোলোকে অবস্থিতি করেন, আমি সেই গোবিন্দকে আরাধনা করি।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।

ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ॥

কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।

এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর॥

ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার।

শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার॥

অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।

অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥

লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ-বিভূতি।

বিম্ব-প্রতিবিম্বস্বরূপ মহিষীর ততি॥

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।

মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ॥

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ।

কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।

লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥

তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে।

কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।

গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥

তথা হি বৃহদ্গৌতমীয়তন্ত্রে–

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহনী পরা॥

রাধিকা কৃষ্ণময়ী পরদেবতা, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী ও পরা নামে কীর্ত্তিতা।

দেবী কহে দ্যোতমানা পরমসুন্দরী।

কিংবা কৃষ্ণক্রীড়াব্রজের বসতি-নগরী॥

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।

যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।

অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২০)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

গোপিকাগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে রাধাকে লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, হে সখীবৃন্দ ! এই নারী নিশ্চয়ই ঈশ্বর ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছেন। যে হেতু, কৃষ্ণ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে ইহাকে বিজনপ্রদেশে লইয়া গেলেন।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমা দেবতা।
সর্ব্ব-পালিকা সর্ব্ব-জগতের মাতা॥
সর্ব্ব-লক্ষ্মীশব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
কিংবা সর্ব্ব-লক্ষ্মী কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব-শক্তিবর্য্য॥
সর্ব্বসৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে॥
কিংবা কান্তিশব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ।
সর্ব্বকান্তিশব্দের এই অর্থ-বিবরণ॥
জগৎ-মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে শদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রিকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস॥
অবতরি প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।

এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥

অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।

রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥

অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।

দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার॥

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।

তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ॥

রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।

সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর॥

শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ উন্মাদ।

ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ॥

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।

সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে॥

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি।

আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি॥

যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।

সেই গীত শ্লোকে সুখ দেন দামোদর॥

এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।

আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে॥

পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।

কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর অতি মর্ম্ম॥

বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।

পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল॥

রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস।

বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস॥

কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সফল।

রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল।

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৫)–

সোঽপি কৈশোরকবরো মানয়ন্মধুসুদঃ।

রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥

সেই মধুসূদনও কিশোরবয়সকে সফল করিতে করিতে জগতের অমঙ্গল নাশ করিয়া ললনারত্নমণ্ডলী-মণ্ডিত হইয়া, শারদীয় রজনীসমূহে রমণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চ–

বাচা সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলাপ্রাগল্ভয়া রাধিকাং,

ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।

তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,

কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

একদা শ্রীমতী কুঞ্জমধ্যে সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সহচরীবর্গের সম্মুখে প্রগল্ভবাক্যে গত রাত্রির রতিকলা-সম্বন্ধীয় বিবরণ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে, রাধা লজ্জাবশে নেত্র কুঞ্চিত করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহার কুচদ্বয়ে চিত্র-কেলি-মকরাদি চিত্রিত করিয়া সখীবৃন্দের সম্মুখে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হরি এইরূপ রসলীলা দ্বারা কুঞ্জাভ্যন্তরে বিহারপূর্ব্বক কৈশোরবয়স সফল করেন।

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫) –

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি ! রাধিকা চ।

অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্য বিশেষতস্তদাত্র॥

হে মধুরনয়না বৃন্দে ! যদি এই কৃষ্ণ ও রাধা মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিশ্বসংসারের, অধিকন্তু কামের সৃষ্টি বিফল হইয়া যাইত।

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।

যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ।

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।

তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥

তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।

রাধিকার প্রেমে আমার করায় উন্মত্ত॥

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।

যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।

সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭)–

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুলোঽসৌ,

কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।

তং তম্মুর্ত্তিং প্রতিতরুলতাং দিগবিদিক্ষু স্ফূরন্তী

শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥

শ্রীরাধিকা বলিলেন, "বৃন্দে ! কোথা হইতে আসিতেছ ?" বৃন্দা বলিলেন, "শ্রীমতি ! আমি শ্রীহরির পাদমূল হইতে আগমন করিতেছি।" রাধিকা কহিলেন, "কৃষ্ণ এখন কোথায় ?" বৃন্দা কহিলেন, "তিনি এখন কুঞ্জ-কাননে-রাধাকুণ্ডারণ্যে।" শ্রীরাধিকা কহিলেন, "তিনি এখন কি করিতেছেন ?" বৃন্দা কহিলেন, "নৃতা-শিক্ষায় নিযুক্ত আছেন।" রাধিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেম, "নৃত্য-শিক্ষার গুরু কে ?" রাধিকা কহিলেন, তদীয় মূর্ত্তি কি দিক্‌, কি বিদিক, সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শৈলূষীর (নর্ত্তকীর) ন্যায় পরিভ্রমণসহকারে সেই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃত্য করাইতেছে।"

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।

তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।

রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥

রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাই ঠাঞি।

তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ায় সদাই॥

যাহা হইতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত।

তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত॥

যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।

তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥

তথা হি দানকেলিকৌমুদ্যাম্‌ (২)–

বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাভিবৃদ্ধিং,

গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।

মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো,

জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অনুরাগ অসীম হইয়াও পলকে পলকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, গুরু হইয়াও গৌরবাচরণশূন্য হইতেছে এবং নির্ম্মল হইয়াও পুনঃ পুনঃ বঙ্কিমভাব ধারণ করিতেছে। শ্রীহরির প্রতি সেই রাধিকানুরাগ জয়যুক্ত হউক।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম আশ্রয়।

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥

বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়ায়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকি॥
এই এক শুন আর লোভের প্রমার।
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য্য রাধার দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হরি॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পনাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকারূপ হৈতে তবে মন ধায়॥
তথা হি ললিতমাধব (৮।৩২)–
অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফূরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

অহমহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

অহো ! এই অদৃষ্টপূর্ব্ব, চমৎকারকারী, আমার মাধুর্য্য সম্মুখস্থিত মণিস্তম্ভে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। ইহা দর্শনপূর্ব্বক আমিও লুব্ধচত্তি হইয়া রাধিকার ন্যায় সবলে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।

কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥

শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।

আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন॥

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।

তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥

অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।

অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।

তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

তথা হি ভাগবতে (১০।৮২।২৭)–

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং,

যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।

দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-

স্তদ্ভাবমাপুরাণ নিত্যযুজাং দুরাপম্।

গোপিকারা বহুদিনের অভীষ্ট শ্রীহরিকে লাভ করিয়া তদ্দর্শনকালে, নেত্রের পলকসৃষ্টিকারী বিধিকে তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং নেত্র দ্বারা সকলে সেই হরিকে হৃদয়ে সর্ব্বদা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক ব্রহ্মধ্যাতা যোগিজনদুর্লভ পরমভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩১)–

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটীর্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥

গোপিকারা বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ! তুমি দিবাভাগে যখন কাননে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে এক একটি ত্রুটিকালও আমাদিগের নিকট যুগবৎ জ্ঞান হয়। আমাদিগের যে চক্ষু তোমার কুটিলকুন্তলবিশিষ্ট শ্রীমুখ দর্শন করে, বিধাতা সেই চক্ষুতে পলকের সৃষ্টি করাতে তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়াই বিবেচনা করিতেছি।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রফল নাহি আন।

যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই জন ভাগ্যবান্॥

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৭)–

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ, সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।

বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনু বেণুজুষ্টং, যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥

গোপিকারা বলিলেন, হে সখীবৃন্দ ! ধেনুগণসহ বয়স্যগণপরিবৃত হইয়া ব্রজরাজনন্দনদ্বয় যে সময়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদিগের বেণুধ্বনিযুক্ত এবং অনুরক্ত ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপকারী মুখপদ্মের মধু যাঁহারা নেত্র দ্বারা পান করেন, তাঁহাদেরই জন্ম সার্থক। ইহাই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের পরম লাভ, ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর দৃষ্ট হয় না।

তত্রৈব (১০।৪৪।১৩)–

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥

মথুরাবাসিনীরা বলিলেন, অহো ! গোপিকারা কি (অনির্ব্বচনীয়) তপস্যাচরণ করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা চক্ষু দ্বারা শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশের একান্ত আস্পদ, দুষ্প্রাপ্য অনন্য-সিদ্ধা, সমানাধিকবর্জ্জিত লাবণ্যসাররূপ শ্রীহরির রূপসুধা পান করিয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।

যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল॥

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে ক্ষোভ।

সম্যক্ আস্বাদিতে নারে মনে রহে লোভ॥

এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।

তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ॥

অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।

স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত॥

যেবা কেহ অন্য জানে সেহ তাঁহা হৈতে।

চৈতন্য গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাঁতে॥

গোপিগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।

বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।

ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোপরমণীগণের পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও ঐ প্রেম বাঞ্ছা করেন।

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।

লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥

দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন।

স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।

স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥

অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।

কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর॥

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।

কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)–

যত্তে সুজাতচরণাম্বরূহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

তেনাটবীটসি তদ্ বাথতে ম কিং স্বিৎ, কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ূষাং নঃ॥

গোপললনারা বলিলেন, হে প্রিয় ! তোমার যে কোমল চরণকমল আমরা আমাদের কঠিন স্তনোপরি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই পদ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ ; তোমার সেই পাদপদ্ম কি উপলখণ্ডাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না ? (বোধ হয়, অবশ্যই বেদনা বোধ হইতেছে), উহা ভাবিয়া আমাদিগের মন অতীব বিমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে, কারণ, তুমিই আমাদিগের জীবনস্বরূপ।

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।

কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনো-ব্যবহার॥

কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।

কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ ৩২।২০)

এবং মদর্থোজ্ ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং, মাসূয়িতুমার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

ভগবান বলিয়েছিলেন, হে গোপীগণ। তোমরা আমার জন্য লোকধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম ও আত্মীয়স্বজন বিসর্জ্জন করিয়াছ সত্য, তথাপি আমার প্রতি তোমাদিগের অনুবৃত্তির আধিক্য হইবে বলিয়া আমি অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। হে প্রেয়সীগণ ! আমি তোমাদিগেরই প্রিয়সাধনে নিরত, মৎপ্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের উচিত নহে।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)–
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে॥
তথা ভাগবতে (১০।৩২।২২)–
ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং, সুসাধকৃত্যং বিবধায়ষাপি বঃ।
যা মাভজন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন হে সুন্দরীগণ ! তোমাদিগের সহিত আমার প্রেম সংযোগ (নির্ম্মল), আম্যিবহুব্রহ্মপাতকাল জীবন ধারণ করিয়াও তোমাদিগের প্রতি সাধুব্যবহার (বা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান) করিতে সমর্থ হইব না। কারণ, তোমরা দুশ্চেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদনকরতঃ আমাকে ভজনা করিয়াছ। আমি তোমাদিগের ঋণপরিশোধে সমর্থ নহি ; অতএব নিজ নিজ সাধুব্যবহার দ্বারাই তোমাদিগের কৃত সাধুব্যবহারের বিনিময় হইল অর্থাৎ আমি প্রত্যুপকার করিয়া তোমাদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, তোমাদিগের শীলতা দ্বারাই তোমরা সন্তুষ্ট হও।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগসাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥
তথা হি গোপীপ্রেমামৃতে (৩৬)–
নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি সমূপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন ! যে সকল গোপিকা আপনাদিগের অঙ্গকেও মদীয় ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন, তাঁহারা ভিন্ন মদীয় প্রেমপাত্র আর অন্য কেহ নাই।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।

সুখ-বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥

গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।

তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥

তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।

তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥

এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।

গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।

সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥

‘আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।’

এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।

কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥

এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।

পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে।

তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥

অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।

এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালায়াম–

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং

স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।

স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং

ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্॥

যিনি বন হইতে প্রত্যাগমনকালে স্মিতশোভিত নটনশীলকটাক্ষভঙ্গীশত দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে সৎকৃত হইতেছেন এবং গোপিকাদিগের স্তনস্তবকে যাঁহার ভ্রমরবৎ নেত্রপ্রান্ত পরিভ্রমণ করিতেছে, আমি সেই হরিকে ভজনা করি।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।

যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন॥

গোপী-প্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।

মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি॥

প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।

তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।

প্রীতি বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।

নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।

সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

যথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে

প্রীতিভক্তিলহর্য্যাম্ (২।২৪)–

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং, প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।

কংসারার্তেবীজনে সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তারয়ো ব্যধায়ি॥

দারুক শ্রীহরিকে চামরবীজন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রেমানন্দ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে স্তম্ভাধিক্য (জড়তা) বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু দারুক উহাকে সাক্ষাৎ হরিসেবার অন্তরায়জ্ঞানে তৎপ্রতি আদর প্রদর্শন করেন নাই।

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকভাবলহর্য্যাম্ (৩।৩২)–

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপুরাভিবর্ষিণম্।

উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥

পদ্মনয়না গোবিন্দভাবিনী রুক্মিণী কৃষ্ণদর্শনের অন্তরায় স্বরূপ অশ্রুরাশি-বর্ষণ-শীল আনন্দকে যার পর নাই নিন্দা করিয়াছিলেন।

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে।

স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১০।১১)–

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

মদীয় গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী জাহ্নবী-জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলানুসন্ধান-শূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞানকর্ম্মাদির ব্যবধানশূন্যা) মনো-গতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ।

তত্রৈব (১২)–

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুতে

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

আমার ভক্তগণ কেবল মৎসেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সমীপ্য বা একত্ব প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করেন না।

তত্রৈব (১৩)–

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে॥

ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। ইহা দ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক মদ্‌ভাব (মদীয় বিমলপ্রেম) প্রাপ্ত হন।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৪৯)–

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কাল-বিপ্লুতম্‌॥

মদীয় সেবা দ্বারাই ভক্তগণের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ; তাঁহাই সেই সেবাপ্রভাবে স্বয়ং উপস্থিত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ই যখন কামনা করেন না, তখন যাহা কালবশে বিনষ্ট হয়, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবেন কেন ?

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।

নির্ম্মল উজ্জ্বল শুষ্ক যেন দগ্ধ হেম॥

কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।

গোপীকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী॥

তথা হি গোপীপ্রেমামৃতে–

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।

সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, পৃথানন্দন ! গোপিকারা আমার যে কি নহেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহারা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, বন্ধু, প্রেয়সী,–যাহা বল তাহাই !

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।

প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত॥

আদিপুরাণে–

মন্মাহাত্মাং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্‌

জানন্তিগোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

মদীয় মাহাত্মা, সপর্য্যা (পূজা), মৎপ্রতি শ্রদ্ধা এবং আমার মনোভীষ্ট কেবলমাত্র গোপিকারা জ্ঞাত আছেন। হে পার্থ ! স্বরূপতঃ ঐ সকল অন্য কেহ জানে না।

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।

রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা॥

তথা হি পদ্মপুরাণে–

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

রাধিকা যেমন কৃষ্ণের প্রিয়তমা, তদীয় কুণ্ডও তদ্রূপ প্রিয়স্থান। গোপীগণ মধ্যে রাধিকাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

তথা হি গোপীপ্রেমামৃতে—

ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।

তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥

পার্থ ! বৃন্দাবন-পুরী বিদ্যমান থাকাতেই ত্রিলোকীতলে পৃথিবী ধন্যা হইয়াছেন। সেই বৃন্দাবনে গোপিকা গণই ধন্যা, কেন না, তন্মধ্যে মৎ-প্রিয়তমা শ্রীরাধিকা রহিয়াছেন।

রাধা সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ।

আর সব গোপীগণ রসোপকরণ॥

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রানধন।

তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ॥

তথা হি গীতগোবিন্দে (২।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

কংসনিসূদন শ্রীহরিও সারতম রাসলীলাবাসনায় বন্ধন-শৃঙ্খল-স্বরূপা শ্রীরাধিকাকে বক্ষোপরি লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।

যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥

সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ।

অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।

রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥

সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।

আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥

তথা হি গীতগোবিন্দে (২।১২)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-

শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

হে সখি ! বাঞ্ছাতিরিক্ত প্রেমরস প্রদানে ব্রজসুন্দরীবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক, ইন্দীবর অপেক্ষা মনোহর করচরণাদি দ্বারা ব্রজললনা-হৃদয়ে মদনোৎসবের উদয় করাইয়া এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতি অঙ্গে সুখে আলিঙ্গিত হইয়া, সাক্ষাৎ শৃঙ্গারস্বরূপ শ্রীহরি বসন্ত-ঋতুতে বিহার করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষবিশেষে কৈল রস আস্বাদন॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম॥
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস।
গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস॥
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ॥
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবো-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনভবতঃ কীদৃশং বেতি
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়।
না কহিলে কেহ অন্ত নাহি পায়॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ়॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ॥
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে।

ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে॥
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সভার হউক চমৎকার॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন॥
আমা হৈতে যায় হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর স্বর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হবে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত ঘ্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচার দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে আগেয়ান॥

পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে।
সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ॥
তাম্বুলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দে-সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত॥
লীলা অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি॥
দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥
অন্যান্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই॥
তথা হি ললিতমাধবে (৯।৫)–
নির্ধুতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো,
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরত-শ্লাঘাবিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং অনুরিয়ং সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বভাক্,
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে ! মুহুর্মোদতে॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মঙ্গলময়ী ! তোমার বিম্বাধর সুধামাধুরীর পরিমলকেও পরাজিত করিতেছে, ত্বদীয় বদন পদ্মগন্ধে সুবাসিত, বাক্যাবলি কোকিল-কাকলীর শ্লাঘাও দূর করিয়াছে, অঙ্গ চন্দনবৎ সুশীতল এবং এই শরীর সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ। হে রাধে ! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম মুহুর্মুহুঃ আনন্দিত হইতেছে।

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্–
রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽহতি-হৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্ট-নাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখা-ম্ভোরুহাং,
দম্ভোদ্‌গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্-বিকারাকুলাম্॥

শ্রীমতি রাধিকার নেত্রদ্বয় কংসারি শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোলুপ, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শে কণ্ঠকিত, কৃষ্ণের বচনশ্রবণার্থ তদীয় কর্ণ উৎকলিত, নাসাপুট অঙ্গগন্ধে আমোদিত, অধরপুটে সুধাপানার্থ রসনা অনুরক্ত, তাঁহার বিকসিত বদন-কমল নম্রীভূত এবং ধৈর্য্যহারক উৎকট রোমাঞ্চাদি বিকার-সমূহে অঙ্গ পরিব্যাপ্ত।

তাতে জানি মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভে বাড়ে চিতে॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণ দ্বারে॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকার ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত’ নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতারসময়॥
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি।
রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভশুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু॥
এই ত’ ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান।
স্বরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,

রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।

রুচং স্বামাবরে দ্যুতিমহ তদায়াং প্রকটয়ন,

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঁ কৃপয়তু॥

গ্রন্থকারস্য—

মঙ্গলাচরণঃ কৃষ্ণ চৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।

প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্॥

মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-তত্ত্ব-লক্ষণ আর অবতারের প্রয়োজন, ছয়টি শ্লোক দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইল।

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যা-

বতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।

যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥

যাঁহার ইচ্ছায় মূঢ় ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় করিতে পারে, সেই অনন্ত অদ্ভুতৈশ্বর্য্যবান, ঈশ্বর নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।

পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা॥

সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥

একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায়।

আদ্য কায়াব্যূহ কৃষ্ণ লীলার সহায়॥

সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম–
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃশরণং মমাস্তু।
শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন॥
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরে চারি কায়॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন।
শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ।
সেই রাম চৈতন্যের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে।
যাতে নিত্যানন্দ তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে॥
তথাহি–
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং, তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি॥
তথা হি অনাদিসিদ্ধ প্রাচীনোক্তপদ্যম্–
স্ব-স্ব-মূর্দ্ধিণ যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে॥

মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য যেরূপ সকলেরর স্ব স্ব মস্তকোপরি দৃষ্ট হন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণধাম সর্ব্বোপরিচরমধাম হইলেও, অচিন্ত্যশক্তিবলে ঊর্দ্ধে ও ধরাতলে বিরাজ করিতেছেন।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন !
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রপঞ্চের সম॥
প্রেমনেত্রে দেখে তারে স্বরূপপ্রকাশ।
গোপ-গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৫)–
চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসুকল্পবৃক্ষ লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রতশসম্ভ্রমসেব্যমানং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

লক্ষ লক্ষ কল্পপাদক দ্বারা সমাচ্ছন্ন চিন্তামণিসমূহখচিত স্থলে, পোপালনকারী, শত সহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সম্ভ্রমে সেবিত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মথুরায় দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া।
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা॥
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-রূপী তুরীয় বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময়॥
পরব্যোমমধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মাহশ্বর্য্যময়।
শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয়॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।

তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম॥

সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য প্রকার।

চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার॥

ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি।

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি॥

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।

কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল॥

সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।

চিৎস্বরূপ তাহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার॥

সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ॥

ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১০৮)–

যদয়ীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।

তদ্‌ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

শাস্ত্রে যে ভগবানের শত্রু ও তাঁহার প্রিয়ব্যক্তিগণের একত্বলাভের বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা কিরণস্থানীয় ব্রহ্ম ও সর্য্যস্থানীয় কৃষ্ণের একত্মনিবন্ধনই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ভগবানের প্রিয়ব্যক্তিরা বৈকুণ্ঠবৈচিত্র আর তদীয় শত্রুরা বিলাসবর্জ্জিত সিদ্ধস্থান লাভ করেন।

তৈছে পরব্যোম নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।

নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ॥

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।

সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয়॥

তথা হি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে–

সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।

সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥

তমঃপারে অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন সিদ্ধবৃন্দ এবং ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক নিহত (কংসাদি) দৈত্যেরা তথায় অবস্থিতি করেন।

সেই পরব্যোম নারায়ণের চারি পাশে।

দ্বারিকাদি চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই তুরীয় বিশুদ্ধ॥

তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ।

চিচ্ছক্তি আশ্রয় তেঁহো কারণের কারণ॥

চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম।

শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।

সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়॥

জীব নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।

মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়॥

যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়।

সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়॥

সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার।

অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার॥

তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম।

তেঁহো যার অঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥

অষ্টম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ।

নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসজ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ, শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।

যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।

তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম॥

বৈকুণ্ঠ বেড়িয়ে এক আছে জলনিধি।

অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি॥

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।

মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়॥

চিন্ময় জল সেই পরম কারণ।

যার জল-কণা গঙ্গা পতিত পাবন॥

সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।

আপনার এক অংশে করেন শয়ন॥

মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগৎ-কারণ।

আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ॥

মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।

কারণ-সমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে॥

সেই ত' মায়ার দুই বিধ অবস্থিতি।

জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি॥

জগৎ-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।

শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।

অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥

অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ।

প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন॥

সেই নহে যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ।

হেতু কর্ত্তা করে তারে শক্তি সঞ্চারণ॥

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।

তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥

কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়।

ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়॥

দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবদান।

জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন অবধান॥

এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।

মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশে।

তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥

পুরুষ সহিতে যবে বাহিরায় শ্বাস।

নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥

পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।

শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে॥

গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্র্যসরেণু চলে।

পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৪)–

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য, জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ যাঁহার রোমবিবর হইতে উৎপন্ন হইয়া যাঁহার একটি নিশ্বাস-কালমাত্র অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, আমি সেই আদিপুরুষ শ্রীলগোবিন্দদেবকে ভজনা করি।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১১)–

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভুসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ॥

ক্বেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি প্রভৃতি দ্বারা সংবেষ্টিত (নির্ম্মিত) অণ্ডঘটে (ব্রহ্মাণ্ডে) সপ্তবিতস্তিপরিমিত-দেহ-ধারী আমিই বা কোথায়, আর অখিল-ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরমাণুর গমনাগমনের বাতায়নস্বরূপ যাঁহার রোমবিবর, সেই তোমার মহিমাই বা কোথায় ? অর্থাৎ তোমার মহিমার সহিত আমার তুলনা অসম্ভব।

অংশের অংশ যেই কলা তার নাম।

গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম॥

তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।

তাঁর অংশে পুরুষ হয় কলায়ে গণ॥

যাঁহাকে ত’ কলা কহি তিঁহো মহাবিষ্ণু।

মহাপুরুষ অবতারী সেহ সর্ব্বজিষ্ণু॥

গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম।

সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম॥

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কে–

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।

একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষসংজ্ঞ তিনটি রূপ আছে। তন্মধ্যে প্রথম রূপ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, দ্বিতীয় রূপ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী এবং তৃতীয় রূপ সর্ব্বভূতান্তর্যামী। এই তিনটি জানিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়।

যদ্যপি কহয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি।

মৎস্য-কুর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)–

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।

নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা॥

সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত যেই অংশে অবধান।

সেই ত' অংশের কহি অবতার নাম॥

আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্।

সর্ব্ব-অবতার-বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২৪।৪০-৪৩)–

আদ্যেঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যঃ, কালং স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি, বিরাট স্বরাট স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা, দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।

স্বর্লোকপালঃ খগলোকপালা, নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ॥

গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণেশা, যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ।

যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং, দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ॥

অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূতকুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ।

যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃসহস্বদবলবৎ ক্ষমাবৎ॥

শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণংতত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥

ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, বৎস, সেই সর্ব্বাতিশায়ী শক্তি ও স্বরূপসম্পন্ন পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রথম অবতার –পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী)। আর কাল, স্বভাব, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ কার্য্যকারণাত্মক প্রকৃতি, মন (মহত্তত্ত্ব), দ্রব্য (পঞ্চমহাভূত), বিকার (অহঙ্কার), সত্ত্বাদিগুণ, বিরাট (সমষ্টিশরীর) আমি (ব্রহ্মা), রুদ্র, যজ্ঞ, (বিষ্ণু), এই দক্ষাদি প্রজাপতি-গণ, তুমি (নারদ) প্রভৃতি দেবর্ষিবৃন্দ, স্বর্লোকপালকগণ, খগলোকপালক-সমূহ, নৃলোকপালকবৃন্দ ও তললোক-পালকগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যধর ও চারণ-সমূহের অধিপতিগণ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প (একমস্তকবিশিষ্ট) ও নাগ (বহুমস্তকবিশিষ্ট) সমূহের নাথগণ, ঋষি ও পিতৃগণের শ্রেষ্ঠগণ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর ও দানবেন্দ্রবৃন্দ এবং প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলজন্তু, পশু ও পক্ষিগণের অধিপতিগণ, অধিক কি, এই লোকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজঃসম্পন্ন, ইন্দ্রিয়, মন ও শরীরের পটুতাবিশিষ্ট, ক্ষমান্বিত, শোভা, লজ্জা ও বিভূতি-সংযুক্ত, বুদ্ধিমান্, আশ্চর্য্যবর্ণসম্পন্ন, অস্মদাদির ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও কালাদির ন্যায় আকারশূন্য যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই পরমতত্ব।

তত্রৈব (১।৩।১)–

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।

সম্ভূতঃ ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়াঃ॥

শৌনকাদির প্রতি সূত বলিয়াছিলেন, ঋষিগণ ! ভগবান্ মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা লোকসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, সম্যক্ সত্যস্বরূপ, শ্রী, ভূ, লীলা প্রভৃতি ষোড়শ-শক্তিসম্পন্ন শ্রীবিগ্রহ সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলেন।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো তাঁহাতে সংসার।

অন্তরাত্মারূপে তিঁহো জগৎ-আধার॥

প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৪)–
এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।
এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়॥
আমি ত’ জগতে বসি জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত’ গীতার অর্থ কৈল পরচার॥
সেই ত’ পুরুষ যাঁর অংশ ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম॥
এই ত’ নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী, যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুং সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥
সেই ত’ পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সেই অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্তি হঞা॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন।
আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক সম॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম।

“শেষশয়ন জলে করিলা বিশ্রাম॥

অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।”

সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন॥

সহস্র নয়ন হস্ত সহস্র চরণ।

সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগৎ-কারণ॥

তাঁর নাভিপদ্মেতে হইল এক পদ্ম।

সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভূবন।

তেঁহো ব্রহ্মা হৈঞা হৃষ্টি করিল সৃজন॥

বিষ্ণুরূপ হৈঞা করে জগত পালনে।

গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে॥

রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাহার॥

হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী জগৎ-কারণ।

যাঁর অঙ্গে করি স্থির-চরের কল্পন॥

হেন নারায়ণ যাঁর অংশের অংশ।

সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস॥

দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।

একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–

যস্যাঃশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং, পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

নারায়ণের নাভিনালেমধ্যেতে ধরণী।

ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি॥

তাঁহা ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম।

পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম॥

সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্যামী।

জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী॥

যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার।

ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দর্শন।
ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন॥
তবে অবতরি করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস॥
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি॥
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল্‌মল॥
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার।
যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার॥
সেই ত' অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর॥
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান।
নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে।
ভগবানের গুণ কহে ভাসে প্রেমসুখে॥
ছত্র পাদুকা শয্যা উপধান বসন।
আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন॥
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা শেষ নাম ধরে॥
সেই ত' অনন্ত যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-সীমা।
তাঁহাতে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি।
সেহো ত' সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী॥

অবতার অবতারী অভেদ যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহ কাহো করি মানে॥
কেহ বলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কেহ বলে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহ কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
যেই যেই রূপে জানে সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞিঃ।
সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি সবারে দেখাই॥
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ।
সেই ভাব কহে মুঞিঃ চৈতন্যের দাস॥
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাখামাখি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসংবাহন॥
আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণ প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।!১১।৪০)–
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য কৃতৈর্জন্তূচশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কখনও বৃষের অনুসরণ করিয়া বৃষের ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন, কখনও বা ময়ূর, হংস প্রভৃতি জন্তুর স্বরের অনুকরণ করিয়া অতি প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন।

তথা হি তত্রৈব (১০।১৫।১৩)–
ক্কচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপর্বণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন,–কখনও অগ্রজ বলরাম ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশান্ত হইয়া কোন গোপের ক্রোড়দেশে উপধান (বালিশ) করিয়া শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদসংবহ-নাদি দ্বারা অগ্রজের শ্রম অপনীত করিতেন।

তত্রৈব (১০।১৩।১৪)–

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা ন্যার্য্যতাসুর।

প্রায়ো মায়া তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলদেব বলিয়াছিলেন, এ কে? কোথা হইতেই বা আসিল? এ কি কোন দেবী, মানুষী বা আসুরী মায়া ? বোধ হয়, তাহাও নহে। এ আমার প্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, আর কেহ নহে। এ যে আমাকেও বিমোহিত করিতেছে।

তত্রৈব (১০।৬৮।২৬)–

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-

মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।

ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্যঃ কলাঃ কলায়াঃ॥

শ্রীশ্চোদ্‌বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ক॥

দুর্য্যোধনাদির প্রতি বলদেব সোপহাস কোপসহকারে কহিয়াছিলেন,–যাঁহার চরণকমলের পরাগ অখিললোক-পালকগণ কিরীটশোভিতমস্তকে ধারণ করেন, যাহা সর্ব্বজনসেবিত তীর্থেরও তীর্থতা-সম্পাদক, ব্রহ্মা, মহাদেব, আমি (বলরাম) এবং কমলা, আমরা যাঁহার অংশের অংশ হইয়া চিরকাল যাহা মস্তকে ধারণ করিতে অভিলাষ করি, সেই শ্রীকৃষ্ণের আবার রাজ-সিংহাসন কোথায় ?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।

যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

এইমত চৈতন্য গোসাঞি একলা ঈশ্বর।

আর সব পরিষদ কেহ বা কিঙ্কর॥

গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য।

শ্রীনিবাস আদি যত লঘু সম আর্য্য॥

সবে পারিষদ সবে লীলার সহায়।

সবা লঞা নিজকার্য্য সাধে গৌররায়॥

অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ।

দুই জন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

প্রভু গুরু করি মানে তিঁহো ত' কিঙ্কর॥

আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।

কৃষ্ণ অবতারি যেহো তারিল ভুবন॥

নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ।

লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন॥

রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।

স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ॥
নিষেদ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই।
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই॥
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণে।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদনে॥
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতাম্ (৫ ৩৬)–
রামাদি-মূর্ত্তিষূ কলানিয়মেন তিষ্ঠন্,
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান যো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, নিয়মিত শক্তির প্রকাশপুরঃসর রামাদি মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া, ভুবনে বিবিধ অবতার করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই পোপালনশীল আদি-পুরুষকে ভজনা করি।

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র যে কৃপা তাঁহার॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা॥
দেবগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে॥
উল্লাস উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ॥
অবধূত-গোসাঞি এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন।

তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ॥
মহা প্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে॥
নমস্কার করিতে কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প॥
নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা-চমৎকার॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র-আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহো করে সেবাকার্য্য॥
অঙ্গনে বসিয়া তিঁহো না কৈল সম্ভাষ।
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস॥
এই ত' দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ।
বলদেবে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্‌গম॥
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ॥
চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ বিষয়ে কিছু বিশ্বাস-আভাস॥
ইহা জানি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিল ভর্ৎসনা॥
দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মানে তোমার হবে সর্ব্বনাশ।
একে ত' বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥

কিংবা দোঁহা না মানিঞা হও ত’ পাষণ্ড।
একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ॥
এই ত’ কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন॥
নৈহাটি-নিকটে ঝামাটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥
শ্যাম-চিক্কণকান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর॥
সুবলিত হস্ত-পদ কমললোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান॥
সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম্।
মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ॥
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ উজ্জ্বল বরণ।
দাড়িম্ববীজ সমদন্ত তাম্বুলচর্ব্বণ॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে !
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া গভীর বোলে বলে॥
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ।
চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ॥
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে সবে সপ্রেম আবেশ॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বুল চামর ঢুলায়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব॥
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী॥
অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করত ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হইতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হইতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥

মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।

মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়॥

এমন নির্ঘৃণ কে বা মোরে কৃপা করে।

এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎসংসারে॥

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।

উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥

যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।

অতএব নিস্তারিল মো হেন দুরাচার॥

মো পাপিষ্ঠে আনিলেক শ্রীবৃন্দাবন।

মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ॥

শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন।

কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন॥

বৃন্দাবনপুরন্দর মদনগোপাল।

রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র কুমার॥

শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস।

মন্মথ-মন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)–

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।

পাতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিয়াছিলেন,–শূরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজবনিতাবৃন্দের সমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল, পরিধান পীতবাস, গলে বনমালা, রূপ সাক্ষাৎ মদনমোহন।

দুই পাশে ললিতা রাখা করেন সেবন।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ॥

নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।

শ্রীরাধা-মদনগোপাল প্রভু করি দিল॥

মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।

কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে।

রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে॥

শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন॥
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে।
রাসাদিক লীলা প্রভু করে যত রঙ্গে॥
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলা করে গান॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (৮৭)–
স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধরকিসলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥

সখে ! যদি তোমার স্ত্রীপুত্রাদি বান্ধব-বৃন্দসহ বাস করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি এই কেশিতীর্থ-সমীপে অবস্থিত নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ,–যাহা ত্রিভঙ্গসুন্দর, বঙ্কিম, বিশাল, নয়নবিশিষ্ট, অধরপল্লবে বংশী সুশোভিত, শিখিপিচ্ছে সমুজ্জ্বল, সেই শ্রীবিগ্রহ অবলোকন করিও না।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞ করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নবকেতে পড়ে কি বলিব আর॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম-মঙ্গল।
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে মাহি জানে অন্য॥
সেই বৈষ্ণবের পদরেণু পদচ্ছায়া।

মো হেন অধমে দিল নিত্যানন্দ-দয়া॥

“তাঁহা সৰ্ব্ব লভ্য হয়” তাঁহার বচন।

সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ॥

সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আর।

এ সব লভ্য হয় প্রভুর কৃপায়॥

আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।

নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ-মহিমা অপার।

সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় যাঁর॥

শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে

শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ॥

যাঁহার প্রাসাদে অতি অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপনিরূপণে সমর্থ হয়, সেই অদ্ভুতলীলাশালী শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পঞ্চ শ্লোকে কহিল নিত্যানন্দ-তত্ত্ব।

শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।

তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।

ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য॥
যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্তে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ।
শরীর-বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ॥
জগৎ মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম॥
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার॥
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান।
মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি ধরিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা॥
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ।
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ॥
নিমিত্তাংশে করে তিঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন॥
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা॥
সেই নারায়ণের মূখ্য অঙ্গ অদ্বৈত।
অঙ্গ শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫)–

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোঽঙ্গ নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥

ঈশ্বরের অঙ্গ অংশ চিদানন্দময়।

মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয়॥

অংশ না করিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ।

অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ॥

মহাবিষ্ণুর মহা অংশ অদ্বৈত গুণধাম।

ঈশ্বরের অভেদ তেঞিঃ অদ্বৈত পূর্ণ নাম॥

পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের সৃজন।

অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রকর্ত্তন॥

জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।

গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান॥

ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।

অতএব নাম হইল অদ্বৈত আচার্য্য॥

বৈষ্ণবের গুরু তিঁহো জগতের আর্য্য।

দুই নাম মিলেন হৈল অদ্বৈত আচার্য্য॥

কমল-নয়নের তিঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ।

কমলাক্ষ করি ধরে নাম-অবতংস॥

ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ।

চতুর্ভূজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ॥

অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।

তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য॥

যাহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে।

স্বগণ সহিতে চৈতন্যেরে অবতারে॥

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।

যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার॥

আচার্য্যগোসাঞিঃর গুণ-মহিমা অপার।

জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার॥

আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রিবাসাদি ভক্তগণ।
হস্ত মুখ নেত্রঅঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম॥
এই সব লইয়া প্রভু করেন বিহার।
এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার॥
মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য এই জ্ঞানে।
আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু গুরু করি মানে॥
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্ম-মর্য্যাদারক্ষণ।
স্তুতিভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন॥
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান॥
সেই অভিমানে সুখে আপন পাসরে।
কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে॥
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥
মুঞি সে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ।
দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তিঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি॥
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদ্‌গণ।
বিধি ভব নারদাদি শুক সনাতন॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল॥
শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর।
মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর॥
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত॥
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস।

লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস॥
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভাব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ॥
অন্যের কা কথা সেই নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়॥
শুদ্ধবাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি যাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার॥
তিঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে॥
শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়।
তিঁহো ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৫৮-৫৯)–
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীনাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্কাপীশ্বরেচ্ছয়া॥
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥

নন্দমহারাজ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,–উদ্ধব। যদি তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে অঙ্গীকার কর, তবে আমাদগের মনোবৃত্তি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করুক, বাণী তাঁহার নামসংকীর্ত্তনে নিরত থাকুক, এবং শরীর তাঁহার সেবাদিকার্য্যে সংরত হউক। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কর্ম্মফলে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন,–যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, পূণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দান দ্বারা তোমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের রতি থাকে।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময়॥
কৃষ্ণসঙ্গে বুদ্ধ করে স্কন্দে আরোহণ ;
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৫)–

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।

অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন–কেহ কেহ সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণেয় চরণ-সংবাহন করিয়াছিলেন, আর পাপ-পরিহীন অপর কেহ কেহ তাঁহাকে ব্যঞ্জন দ্বারা মন্দ মন্দ বীজন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।

যাঁয় পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন॥

যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।

তাঁহারা আপনাকে করে দাসী অভিমান॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৬)–

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।

ভজ সখে ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম নো, জলরুহাননং চারু দর্শয়॥

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীগণ গান করিয়াছিলেন,–হে ব্রজজনের পীড়া-নাশক শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি মহাবীর; তোমার মৃদু মৃদু হাস্য প্রিয়জনের মান অপনয়নে সমর্থ ; তুমি আমাদিগের সখা ; আর আমরা একে স্ত্রীজাতি, তাহার উপর আবার তোমার কিঙ্করী ; তুমি একবার আসিয়া আমাদিগকে ভজনা কর ; তোমার সেই মনোহর মুখকমল একবার আমাদিগকে দেখাও।

তত্রৈব (৪৭।২০)–

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে,

স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপন্।

ক্বচিদপি স কথাং নং বিঙ্করীণাং গৃণীতে,

ভূজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যাধাস্যৎ কদা নু॥

ঈশ্বরের প্রতি কোন গোপী (শ্রীরাধিকা) বলিয়াছিলেন,–সৌম্য। (শোভন-স্বরূপ !) আমাদিগের সেই আর্য্যপুত্র এক্ষণে মধুপুরীতেই অবস্থান করিতেছেন ? তিনি তাঁহার পিতৃগৃহ, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য গোপগণের কথা স্মরণ করেন কি ? আর তাঁহার কিঙ্করী আমাদিগের কথা তিনি কখনও কি করিয়া থাকেন ? অহো ! তিনি কবে আগমন করিয়া তাঁহার সেই অগুরুসুগন্ধি হস্ত আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন ?

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতি রাধিকা।

সবা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা॥

তিঁহো যাঁর দাসী হৈঞা করেন সেবন।

যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৩৪)–

হা নাথ রমণ শ্রেষ্ঠ ক্বাসি মহাভূজ।

দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কোন গোপিকা (শ্রীরাধিকা) কহিয়াছিলেন, –হা নাথ ! হা রমণ ! হা প্রিয়তম ! হা মহাবাহো ! তুমি এখন কোথায় –কোথায় রহিয়াছ? সখে ! আমি তোমার দাসী ; তোমার বিচ্ছেদদুঃখ আর সহ্য করিতে পারিতেছি না ; একবার নিকটে আসিয়া দেখা দাও।

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।

তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৩।১১)–

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।

সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং নাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী কালিন্দী দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন, –আমি তাঁহার চরণস্পর্শলালসায় তপস্যা করিতেছি, ইহা জানিতে পারিয়া, সেই শ্রীকৃষ্ণ, সখা অর্জ্জুনের সহিত উপস্থিত হইয়া, আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ; অথচ আমি তাঁহার গৃহমার্জ্জনী –দাসী।

তত্রৈব (৮।৩।৩৪)–

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।

সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভুবিম॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী লক্ষ্মণা দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন, আমরা মোক্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, সাক্ষাৎ তপস্যা দ্বারা –ভক্তিযোগ দ্বারা সেই আত্মগৃরামের দাসী হইয়াছি।

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।

যাঁহার ভাব শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥

তিঁহো আপনাকে করে দাস-ভাবনা।

কৃষ্ণদাসভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥

সহস্র বদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ।

দশ দেহ যায় করেন কৃষ্ণের সেবন॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ।

গুণাবতার তিঁহো সব্বদেব-অবতংস॥

তিঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।

নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস॥

কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর।

কৃষ্ণ-গুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর॥

পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেন নয়।

কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয়॥

এক কৃষ্ণ সর্ব্ব-সেব্য জগৎ-ঈশ্বর।

আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর।
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর॥
কেহ মানে কেহ না মানে সব তাঁর দাস।
যে না মানে তার হয় সেই পাপে নাশ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস॥
ইহা বলি নাচে গায় হুঙ্কারে গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলাচার্য্য হইয়া সুস্থির॥
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ॥
সঙ্কর্ষণ অবতার করণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী॥

তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য॥
বাক্যে কহে মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত মানে ভাবে নিরন্তর॥
জল তুলসী দিয়া করে কায়ে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের ত' সেবন॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার।
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার॥
অতএব অংশী কৃষ্ণ অংশ অবতার।
অংশী অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার॥
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান।

কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান॥

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় শুভ-পদ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥

আত্মা হইতে কৃষ্ণ-ভক্ত বড় করি মানে।

তাহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)–

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।

ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ তথা ভবান্॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,–উদ্ধব! আত্মযোনি ব্রহ্মা আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহেন, শঙ্কর নহেন, সঙ্কর্ষণ নহেন, লক্ষ্মী নহেন, আমার এই শ্রীবিগ্রহও সেরূপ প্রিয়তম নহেন, যেমন তুমি।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।

ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ॥

শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব।

মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব॥

ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্যরমামৃত করে পান।

সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন॥

অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ।

আপন মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ॥

স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।

ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন॥

ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ॥

নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।

পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান॥

অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।

ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর॥

মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।

ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন॥

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।

যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার॥

সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।

অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥

অদ্বৈত-মহিমানন্ত কে পারে কহিতে।

সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে॥

আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।

ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার॥

তোমার মহিমা কোটি-সমুদ্র অগাধ।

তাহার ইয়ত্তা কহি বড় অপরাধ॥

জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য॥

দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ।

পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীমদ-

দ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।

শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য ভক্তিপ্রেমবদান্যতা॥

যিনি অগতির একমাত্র গতি, যিনি জাতি-কুল ও কর্ম্মাদিবিহীন হীনজনের প্রয়োজনই অধিকতররূপে সংসাধিত করেন, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি-বদান্যতা লিখিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য॥

পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের রঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তাঁর বিবিধ বিভেদ॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াম্–
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর।
আর যত দেখ সব তাঁর পরকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনাস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।"
ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি গাই॥
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বরাধ্য করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধ্য করি জানি॥
শ্রীনিবাস আদি কোটি কোটি ভক্তগণ।
শুদ্ধভক্ততত্ত্ব মধ্যে যাঁহার গণন॥

গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্তি করি গণন যাঁহার॥
যাঁ সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার॥
যাঁ সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন।
যাঁ সবা লঞা দান করেন প্রেমধন॥
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় মহামত্ত।
নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক আদি সকলি ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ।
তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে।
তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন।

জগৎ ডুবাইতে আজি করিল যতন॥
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ।
তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ॥
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যাতিধর্ম্মে॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ।
যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দুকাদি যত।
তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে একা এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদীগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দীতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফিরে ভাবুকের সনে॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
সনাতনগোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা॥
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ়-মর্ম্ম॥
ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া॥
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুক্রি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥
আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
সবা নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ-প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।

মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস॥

প্রভাতে আকর্ষিল সর্ব্বসন্ন্যাসী প্রধান।

উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥

প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্বসন্ন্যাসী-প্রধান।

প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান॥

ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ।

অপবিত্র স্থান বৈস কিবা অবসাদ॥

প্রভু কহে আমি হই হীন সম্প্রদায়।

তোমা সভাতে মোরে বসিতে না জুয়ায়॥

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।

বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥

পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য॥

সম্প্রদায়ীসন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে।

কি কারণে আমা সবাই না কর দর্শনে॥

সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।

ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন॥

বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবুকের কর্ম্ম॥

প্রভাবে দেখিয়া তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।

হীনাচার কর কেন কি ইহার কারণ॥

প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।

গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।

কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।

সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।

কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥

তথা হি বৃহন্নারদীয়বচনম্–

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিযুগে কেবলমাত্র হরিনাম হরিনাম হরিনামই। ইহা ছাড়া আর গতি নাই-ই নাই-ই নাই-ই !

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।

নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥

ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।

হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥

তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।

কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার॥

পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নহে মনে।

এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে॥

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।

জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥

হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।

এত শুনি গুরু বলিলা মোরে বচন॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।

যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দমৃত সিন্ধু।

ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনুক্ষোভ।

কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্তো উপজয়ে লোভ॥

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।

উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায়॥

স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।

উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।

কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায়॥

ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।

তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ॥

নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।

কৃষ্ণনাম উপদেশি তার সর্ব্বজন॥

এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।

ভাগবতের সার এই বলি বারে বারে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪৭।৩৮)–

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগে দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

হরি-নামক যোগীন্দ্র রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন, রাজন ! ভগবদ্‌ভজন-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের প্রিয় সেই শ্রীহরির নাম যখন কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন অনুরাগের আবির্ভাবে তাঁহাদিগের চিত্ত দ্রবীভূত হয়, আর অবশহৃদয়ে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও নৃত্য করিতে থাকেন।

এই তাঁর বাক্য আমি দৃঢ়-বিশ্বাস ধরি।

নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি॥

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।

গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥

কৃষ্ণ-নামে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন।

ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে–

তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিবুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

হে জগদ্‌গুরো ! আমি তোমার সাক্ষাৎ-কারসঞ্জাত বিমল আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন। ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও আমার সমীপে গোষ্পদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ।

চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥

যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়।

কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥

কৃষ্ণভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ।

বেদান্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ॥

এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন।

দুঃখ না মানিহ যদি করি নিবেদন ;

ইহা শুনি বলে সর্ব্বসন্ন্যাসীর গণ।

তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥

তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ।

তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।

কভু তসঙ্গত নহে তোমার বচন॥

প্রভু কহে বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরবচন।

ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ॥

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করুণাপাটব।

ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।

মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥

গৌণবৃত্তে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।

তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য॥

তাঁহার নাহিক দোষ ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা।

গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥

ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।

চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥

তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।

চিদ্বিভূতি আস্বাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥

চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার।

তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥

তাঁর দোষ নাহি তিঁহো আজ্ঞাকারী দাস।

আর যেহ শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥

বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।

জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।

গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥

তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্–

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

মহাবাহো ! ইতিপূর্ব্বে যে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা কহিলাম, ইহা অপরা। যাহা সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আমার সেই জীবস্বরূপা প্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতি বলিয়া অবগত হও।

তথা হি বিষ্ণুপরাণে (৬।৭।৬০)–

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার ;–পরা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞনাম্নী অর্থাৎ তটস্থাখ্য-শক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য্য, সেই মায়া তৃতীয়া শক্তি বলিয়া পরিচিত।

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব।

আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥

ব্যাসের সূত্রে কহে পরিণামবাদ।

ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ॥

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।

এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥

বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত' প্রমাণ।

দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥

অবিচিন্তা-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।

ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।

প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।

তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥

প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।

ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি এ কোন্ বিস্ময়॥

প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।

ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম॥

সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।

তত্ত্বমসি বাক্য হয় বেদের একদেশ॥

প্রণব মহাবাক্য তাঁহা করি আচ্ছাদন।

মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥

সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।

মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥

স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।

লক্ষণা হইলে স্বতঃ প্রমাণতা হানি॥

এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।

গোণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া॥

এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ।

শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥

সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ।

তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ এ নহে বিবাদ॥

আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি।

সম্প্রদায় অনুরোধে তবু নাহি মানি॥

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।

মুখ্যার্থে লাগাইল প্রভু সূত্র সকল॥

বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্।

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম॥

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ।

সকল বেদের ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।

অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

ভগবান্ প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধনভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ সেবা সুখ রস॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান॥
এইমত সব সূত্রেয় ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
অপরাধ ক্ষম পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
এইমতে তা সবার ক্ষমি অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ॥
তবে সন্ন্যাসীর গণ মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসঘর।
হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন।
শুনি দেখি আনন্দিত সবকার মন॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করি সব বারাণসী॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পুরী সহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে নারে প্রবেশিতে॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাঁহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে॥
বাহু তুলি প্রভু বলে বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন॥
রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ॥
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে॥
আপনে দক্ষিণদেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণ-নাম প্রচারণ॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার॥
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় গৌরতত্ত্বজ্ঞান॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন।
শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ॥

সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চ-
তত্ত্বার্থ নিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥

যাঁহার ইচ্ছায় এই জড়ব্যক্তিও লিখন-কার্য্যরূপে রঙ্গভূমিতে উৎসাহের সহিত আশ্চর্য্যরূপে নৃত্য করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়॥
জয় জয় শ্রীনিবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
মূক কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধ দেখে তারাগণে॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল।
তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল॥
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ।
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি মানি।

চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।

এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।

তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার।

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।

সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন॥

অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।

চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥

যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ।

তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।

তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (১।২২)–

জ্ঞানতঃ সুলতা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতেঃ।

সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥

জ্ঞান দ্বারায় মুক্তি সুলভ, যজ্ঞাদি পুণ্য-প্রভাবে ভুক্তিও (স্বর্গাদি সুখসম্ভোব) সহজে লাভ করা যায়, কিন্তু হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারা লাভ করা যায় না–ইহা অতি দুর্লভ।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।

কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখেন লুকাইয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৬।১৮)–

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং,

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো,

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ ! যিনি আপনাদিগের, পাণ্ডববর্গের এবং যাদুবসমূহের পালক, গুরু (উপদেষ্টা), উপাস্য-দেবতা, প্রিয় বান্ধব এবং কুলপতি, অধিকন্তু যিনি কোন সময়ে আপনাদিগের কিঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেও অন্যান্য ভজনপরায়ণ জনসমূহকে মুক্তিপ্রদান করেন, কিন্তু কখনও ভক্তিযোগ প্রদান করেন না।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা।

জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।

বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার॥

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।

কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥

নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।

আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ অশ্রু-গঙ্গা বয়॥

কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।

কৃষ্ণ বলিতে অপরাধীর না হয় বিচার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪)–

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহ্যেষু হর্ষ॥

যে হৃদয় বারংবার হরিনাম গ্রহণেও দ্রবীভূত না হয়, অহো ! সে হৃদয় পাষাণসার বা লৌহ দ্বারা বিনির্ম্মিত। চিত্তের বিকার উপস্থিত হইলে বা চিত্ত দ্রবীভূত হইলে নয়নে জল এবং শরীরে রোমোদ্‌গম হইয়া থাকে।

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।

প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥

প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।

স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥

অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।

এক কৃষ্ণনামের ফল পাই এত ধন॥

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।

তবু যদি প্রেম নহে নহে অশ্রুধার॥

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

চৈতন্য নিত্যানন্দ নাহি এ সব বিচার।

নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।

তাঁরে নাহি ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

অরে মূঢ়লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছে ইহাঁ আনি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি যেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যরচিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে কৈল শুদ্ধ ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।

সূত্রধর কোন্ লীলা না কৈল বর্ণন॥

নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।

চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥

সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।

বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন॥

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণ-সদন।

মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন॥

তাতে বসি আছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন।

শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥

রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার।

দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার॥

সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।

সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন॥

সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।

তাঁর যশ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥

সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।

মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর॥

সবার সম্মানকর্ত্তা করে সবার হিত।

কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে যাঁর চিত।

কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।

সেই সব গুণ তাঁর শরীরে প্রকাশ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)–

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কূতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

ভগবানে যাঁহার অহৈতুকী ভক্তি আছে, সমস্ত দেবগণ সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাতে অটলভাবে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি হরিভক্ত নহে, মনোরথ-সাহায্যে বাহিরের বিষয়ে প্রতিনিয়ত ধাবমান, সে ব্যক্তি মহজ্জনোচিত গুণরাশির অধিকারী কিরূপে হইবে ?

পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য।

কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য॥

তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।

তাঁর প্রিয়শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস॥
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী নাহি দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ॥
নিরন্তর তিঁহো শুনেন চৈতন্যমঙ্গল।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজগুণামৃতে বাড়ান বৈষ্ণব-আনন্দ॥
তিঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবাঁর তরে॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ-গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই॥
শ্রীযাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তিঁহো অতি বড় রঙ্গী॥
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস।
কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত সদা করে পান।
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন॥
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ।
শেষ ললি শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া।
তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥

দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণসেবন॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল॥
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যৈছে শুকের পঠন॥
সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন।
যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপসনাতন॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে
বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

ভং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।

যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥

যাঁহার কৃপায় কুক্কুরও পরমসুখে মহাসাগর সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, আমি সেই সমগ্র জগতের গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ।

সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট রঘুনাথ।

শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥

এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ।

জানি বা না জানি করি আপন শোধন॥

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।

দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রেমরূপ অমরতরু, তিনিই স্বয়ং তাহার মালাকার। যিনি সেই তরুর ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আশ্রয় করি।

প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।

নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥

এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।

নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।

ভক্ত-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানী॥

জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর।

ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর॥

শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।

আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল॥

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়।

সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়॥

পরমানন্দপুরী আর কেশব-ভারতী।
ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী॥
বিষ্ণুপুরী কেশবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ।
নৃসিংহানন্দতীর্থ আর পুরী সুখানন্দ॥
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে॥
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর।
এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির॥
স্কন্ধের উপরি বহু শাখা উপজিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল॥
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল।
মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-গণন।
আগেতে করিব শুন বৃক্ষের বর্ণন॥
শাখার উপরে বৃক্ষ হৈল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল॥
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা।
যত উপজিল তার কে করিবে লেখা॥
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥
মুলস্কন্ধের শাখা উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।

বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল॥

ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি।

এক ফলের মূল্যে করি তাহা নাহি গণি॥

মাগে বা না মাগে কেহ পাত্র বা অপাত্র।

ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে।

দরিদ্র কুড়ায় খায় মালাকার হাসে॥

মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার।

মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার॥

অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।

স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম॥

এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।

বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন॥

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।

একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।

কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।

যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।

না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব॥

আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।

তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥

অতএব সবে ফল দেই যারে তারে।

খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥

জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য-খ্যাতি।

সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি॥

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।

জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)–

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।

প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

এই সংসারে দেহধারিমাত্রের ইহাই জন্মসাফল্য যে, প্রাণ, ধন, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা অন্যান্য দেহধারীর সতত মঙ্গলাচরণ।

বিষ্ণুপুরাণে (৩।৪।২)–

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥

যে কার্য্যে ইহলোকে ও পরলোকে প্রাণিবর্গের উপকার সাধিত হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত।

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।

ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য-উপার্জ্জন॥

মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত’ ইচ্ছাতে।

সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৩)–

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুজীবিনাম্।

সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ॥

সখাগণের সমীপে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, অহো ! শ্রীবৃন্দাবনস্থ এই বৃক্ষসমূহের জন্ম সফল। ইহারা সর্ব্ববিধ প্রাণীর উপজীবিকাস্বরূপ। যেমন সুজনের নিকট হইতে কখনও কোন প্রার্থী ব্যক্তি বিমুখ হয় না, সেইরূপ ইহাদিগের নিকট হইতেও কখনও কোন অর্থীকে বিমুখ হইয়া গমন করিতে হয় না।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য মালাকার।

পরম আনন্দ পাইল তবে বৃক্ষ-পরিবার॥

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল।

প্রেমফলস্বাদে সুখে ব্যাপিল সকল॥

মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়।

মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায়॥

কেহ গড়াগড়ি যায় কেহ ত’ হুঙ্কার।

দেখি আনন্দিত হৈঞা হাসে মালাকার॥

এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।

নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল॥

সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান।

প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন॥

যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল।
সেই ফল খায় নাচে বলে ভাল ভাল॥
এই ত’ কহিল প্রেমফল-বিবরণ।
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্প-
বৃক্ষবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ- মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেযাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ॥

যাঁহাদিগের কোন প্রকার আশ্রয়প্রভাবে কুক্কুরও শ্রীচৈতন্যচরণারবিন্দের গন্ধে আমোদিত হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমলের মধুকরস্বরূপ ভক্তবৃন্দকে বারংবার নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন।
এবে শুন মূলশাখার নামবিবরণ॥
চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু গুরু ভাব কার না হয় নিশ্চয়॥
যত যত মহান্ত করিব তা সবার গণন।
কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু-ক্রম॥
অতএব তা সবারে করি নমস্কার।
নামমাত্র করি দোষ না লবে আমার॥
তথা হি–
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাত্ম প্রেমের কল্পতরু। যাঁহারা সেই কল্পপাদকের পরমপ্রিয় ও শাখাস্বরূপ এবং যাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমফল প্রদানে সমর্থ, সেই ভক্তগণকে বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত।
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন॥
সবংশে করে চারি ভাই চৈতন্যের সেবা।
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা॥
বিনা গৌরচন্দ্র নাহি জানে দেবী দেবা॥
শ্রীআচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক শাখা।
তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা॥
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর।
যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর॥
পুঞ্জরীক-বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি॥
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
তিঁহো লক্ষ্মরূপা তাঁর সম কেহ নাঞি॥
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা॥
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য॥
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ।
তারা গায় মুঞি নাচি তবে মোর সুখ॥
প্রভু বলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা॥
আকাশে উড়িয়া যাঙ পাঙ আর পাখা॥

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন।
বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন॥
দুই জনে খটমটি লাগায় কোন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥
রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক মকরধ্বজ কর॥
তাঁর ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী।
প্রভুর ভোগের সামগ্রী যে করে বারমাসী
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
রাঘবের ঝালি বলি প্রসিদ্ধি যাহার॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ॥
চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যিঁহো করে বাক্যদণ্ড॥
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাল নদীয়া॥
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত।
প্রভুপাদোপধান যাঁর নাম বিদিত॥
সদাশিব পণ্ডিত যার প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।

প্রভু তাঁর নাম কৈল নৃসিংহানন্দ করি॥

নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার।

চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর॥

শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য।

দিউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য॥

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।

যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইল ভগবান্॥

নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।

লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥

শ্রীমুকুন্দদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।

যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্যগোসাঞি॥

বাসুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।

সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়॥

জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা।

নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥

হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত।

তিন লক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত॥

তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র।

আচার্য্যগোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র॥

প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।

যবন-তাড়নে যাঁর নাহি ভ্রূভঙ্গ॥

তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।

নাচিল চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে॥

তাঁর লীলা বর্ণিয়াছে বৃন্দাবন দাস।

যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ॥

তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন।

সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত গুপ্ত-প্রেমের ভাণ্ডার।

প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর॥

প্রতিগ্রহ নামি করে না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ॥
চিকিৎসা করেন যাঁরে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥
শ্রীমান্‌সেন প্রভুর ভকত-প্রধান।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥
শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ॥
প্রতিবর্ষ প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে।
সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাবরূপে॥
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখি নির্ব্বিশেষ।
নকুল-ব্রহ্মচারি দেহে প্রভুর আবেশ॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী যাঁর আগে নাম ছিল।
নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যর আবির্ভাব।
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক অভাব॥
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ।
বিস্তারি কহিল আগে এ সব আনন্দ॥
শিবানন্দের উপশাখা তাঁর পরিকর।
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্য কিঙ্কর॥
চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর॥
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥
প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত।

প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত॥
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া।
প্রভুকে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া॥
রত্নবাহু বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম॥
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল।
যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিল জল॥
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত॥
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়।
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়॥
সেই দুই ঘরে প্রভু একাদশীদিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়।
ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয়॥
বনমালী পণ্ডিত হয় বিখ্যাত জগতে।
সোনার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে॥
শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান॥
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল।
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল॥
গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি প্রভু তাঁরে করে পরিহাস॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥

এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম।

প্রেমফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান॥

কুলীনগ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।

যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥

বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।

সবে শ্রীচৈতন্যভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।

সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর॥

শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায়॥

অনুপমবল্লভ শ্রীরূপ সনাতন।

এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন॥

তাঁর মধ্যে রূপসনাতন বড় শাখা।

অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা॥

মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল।

বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল॥

আসি সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।

বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয়॥

দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।

প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল॥

পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।

তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার॥

শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার।

বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার॥

মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস।

সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস॥

প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।

প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে॥

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন।

স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া॥
এই ত’ নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবন।
আসি রূপ সনাতনের বন্দিল চরণ॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর॥
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে লয়ে লক্ষণাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবের করে নিত্য প্রণাম॥
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে॥
তাঁহার সাধনরীতি কহিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার॥
ইহা সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন॥
শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপসনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন॥
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্ধ উপশাখা লেখা॥
শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস।

প্রভুর আজ্ঞাতে তিঁহো কৈল গঙ্গাবাস॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্টিবর॥
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান।
শ্রীনিধিমিশ্র গোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্॥
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন।
মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন॥
পুরুষোত্তম পালিত জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য দ্বিজ হরিদাস॥
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস॥
জগন্নাথ তীর্থ বিভু শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল-আচার্য্য আর বিভু বাণীনাথ॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু আজ্ঞায় আইলা॥
রামদাস মাধব আর বসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ॥
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন।
মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন॥
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই।
পতিতপাবন নামের সাক্ষী দুই ভাই॥
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত না যায় গণন॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভুর সেবা কৈল নানারঙ্গে॥

কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু তা সবার কথন॥
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন॥
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর।
গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথদাস॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি করেন প্রভুর সেবন॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখি নীলাচলে আসি॥
নীলাচলে প্রভুর প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন॥
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীমদ্‌গোপীনাথাচার্য্য॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুন্নমিশ্র রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ॥
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন॥
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র॥
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ॥
ভগবান আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারি-মাহিতী॥
মাধবীদেবী শিখি-মাহিতীর ভগিনী।

শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যার নাম গণি॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।

শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥

তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।

নীলাচলে প্রভু-স্থানে মিলিলা আসিয়া॥

গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে।

তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে॥

অঙ্গসেবা গোবিন্দের দিলেন ঈশ্বর।

জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর॥

অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।

লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥

রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।

গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥

বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।

গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নাই॥

কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।

যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন॥

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী।

মথুরা-গমনে প্রভুর যিঁহো ব্রহ্মচারী॥

বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।

দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥

রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।

তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥

সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দস্তুর শিবানন্দ।

গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥

অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্যতনয়।

নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥

নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস।

ইহা সবের নীলাচলে প্রভুসঙ্গে বাস॥

বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্রতপন॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল্য দুই মাস বাস।
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহি ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপগোসাঞির নিকটে রহিলা॥
তাঁর ঠাঞি রূপগোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো হৈল প্রেমে মত্ত॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেমজলে॥
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ।
সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূল
স্কন্ধ-শাখা-গণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাসিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যতে কতিচিন্ময়া॥

আমি প্রেমমকরন্দপানে উন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণকমলের ভ্রমরস্বরূপ ভক্তবৃন্দকে প্রণামপুরঃসর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান কতকগুলির পরিচয় লিখিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় নিত্যানন্দ ধন্য॥
তথা হি–
তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরণাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পপাদকের
ঊর্দ্ধস্কন্ধস্বরূপ অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ
প্রভুর শাখারূপ গণবৃন্দকে প্রণাম করি।
শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর॥
মালাকারের ইচ্ছাজালে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেমফুল-ফলে ডরি ছাইল ভুবন॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ সম শাখা।
তার উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত॥
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তিঁহো মূলস্তম্ভ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ।

যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ॥
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস।
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥
রামদাস মহাশাখা সখ্য প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে যে তুলি কৈল বাঁশী॥
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ॥
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥
মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে সর্প সনে খেলা॥
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয়॥
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম॥
কমলাকর পিপলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥
সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥

নিত্যানন্দ সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥
নিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥
শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার-হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥
রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
নিত্যানন্দ প্রভুর তিঁহো পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহ রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর॥
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।

পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥
বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই।
পূর্ব্বে যার ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপ্যাধায়।
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥
নারায়ণ কৃষ্ণদাস আর মনোহর।
দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রভু প্রাণ।
নিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন॥
নকড়ি মুকুন্দ সূর্য্য মাধব শ্রীধর।
রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ।
শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥
বসন্ত নবমী হোড় গোপাল সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ মুকুন্দ তিন কবিরাজ॥
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন।॥
চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিল রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই॥

অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন।
আত্ম-পবিত্রতা হেতু লিখিল কত জন॥
সেই সব শাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে।
যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে॥
অনর্গল প্রেম সবার চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে সবে বল॥
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দের গণ।
যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যা-
নন্দস্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্॥
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে চৈতন্যজীবনান্॥

যাঁহারা সার ও অসার, এতদুভয়ই ধারণ করেন, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণ-রাজীবের ভৃঙ্গতুল্য সেই সমস্ত ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিয়া অসার পরিত্যাগ-পুরঃসর সারগ্রাহী চৈতন্যগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দকে বন্দনা করি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণন্ নুমঃ॥

শ্রীচৈতন্যরূপ সুরপাদকের দ্বিতীয়স্কন্ধ-রূপী অদ্বৈতপ্রভুর শাখারূপ গণসমূহকে প্রণাম করি।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হৈল তার লেখা নাঞি॥
চৈতন্য-মালীর কৃপা-জলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে॥

সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল॥
সেই জল স্কন্ধের করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে ফুলে বাড়ি শাখা হইল বিস্তার॥
প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ॥
কেহ ত’ আচার্য্যের আজ্ঞায় কেহ ত’ স্বতন্ত্র।
স্বমত-কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র॥
আচার্য্যের মত যেই সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত’ অসার॥
অসারের নামে ইহা নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন॥
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে।
পশ্চাতে পাতনা উড়াঞা সংস্কার করিতে॥
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ॥
চৈতন্যগোসাঞির গুরু কেশবভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি॥
জগদ্‌গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশ নষ্ট হৈল দেশ॥
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্যগোসাঞি।
তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার॥
কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্যতনয়।
চৈতন্যগোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়॥
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।

কীর্ত্তনে নৃত্য করে গোপাল বড় প্রেমসুখে॥

নানা ভাবোদ্গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।

দুই গোসাঞি হরিবোলে আনন্দিত মন॥

নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।

ভূমিতে পড়িলা দেহে নাহিল সংবিৎ॥

দুঃখী হৈলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।

রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িঞা॥

নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন।

দুঃখী হৈঞা আচার্য্য করেন ক্রন্দন॥

তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি।

উঠহ গোপাল বলি বোলে হরি হরি॥

উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি।

আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি॥

আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম।

আর পুত্র স্বরূপ শাখা জগদীশ নাম॥

কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।

আচার্য্য-ব্যবহার সব তাঁর গোচর॥

নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।

প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিলা পাঠাইয়া॥

সেই ত' পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।

কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুর স্থানে॥

সে পত্রীতে লেখা আছে এই ত' লিখন।

ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করেছে স্থাপন॥

কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।

ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন॥

পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুখ।

বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চাঁদমুখ॥

আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।

ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর॥

ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছেন ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইহাঁ আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত॥
বিশ্বাসেরে কহে তুমি বড় ভাগ্যবান।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অপমান॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বশিষ্ট ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি॥
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ॥
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদ-পাত্র করিলা কমলা॥
আমারেহ কভু যেই না হয় সে প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা॥
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে মোরে করে বিড়ম্বন॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দোহার অন্তর-কথা দোঁহে সে জানিল॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ঐছে কাহে কর।

আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম নাহি সে আচর॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিয়ে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন॥
লোকলজ্জা হয় ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি।
এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি॥
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল।
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে।
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেবদত্ত তিঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ॥
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য॥
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দে সেন আর দাস ভোলানাথ॥
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ॥
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারি হরিদাস।
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস॥
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ॥

লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত॥
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লব নাম॥
মালীদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায়॥
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শখাগণ।
না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ॥
সৃজাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশশাখা শুকাইয়া মরে॥
চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম।
জীবিতেই মৃত সেই দণ্ডে তারে যম॥
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্যবিমুখ যেই সেই ত’ পাষণ্ড॥
কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি।
চৈতন্যবিমুখ যেই তার এই গতি॥
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত॥
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত সব হৈল ছারখার॥
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটি নমস্কার।
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার॥
এই ত’ কহিল আচার্য্য-গোসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন॥
শাখা উপশাখা তাঁর নাহিক গণন।

কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী॥
অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্রনয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ॥
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস।
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ-প্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিশ্র কাঠকাটা জগন্নাথদাস॥
শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল॥
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল-পায়ে যাহার বিশ্রাম॥
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব॥
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন॥
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
এই তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন।
যাঁ সবার স্মরণে হয় বন্ধ বিমোচন॥
যাঁ সবা স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ।
যাঁ সবা স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ॥

অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ।

চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম॥

গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ।

কে করিতে পারে তাহা অবগাহ সাধ॥

তাহার মাধুর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।

অতএব তটে রহি চাখি এক কণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে

অদ্বৈতাদি-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।

তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধ মোঽপ্যয়ম্॥

এই অধম ব্যক্তিও যাঁহার প্রসাদে তাঁহার লীলাবর্ণনে তৎক্ষণাৎ যোগ্যতালাভ করে, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ॥

জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।

জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস॥

জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।

এ সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত॥

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ।

সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন॥

এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।

এবে কহি চৈতন্য-লীলার ক্রম-অনুবন্ধ॥

প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন।

পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান॥
আর চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস॥
চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান।
মধ্য-অন্ত্য-লীলা শেষ লীলার দুই নাম॥
আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষ-লীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যৌবন চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে গণি চারিভেদ॥
তথাহি–
সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥
যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বসুপ্রসিদ্ধ সদ্‌গুণপূর্ণ ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে বন্দনা করি।
বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতি যুগসম্ভবে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে॥

ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ॥

বৈবস্বতমনুর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতে সপ্তবর্ষসংযুক্ত চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রমণীয় ভাগীরথীতটে পূর্ণিমাতিথিতে চন্দ্র রাহুকবলিত হইলে শচীগর্ভরূপ মহাসাগরে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র প্রকট হইয়াছিলেন।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলেন চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলে প্রভু নানা ছলে॥
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
‘কৃষ্ণ-হরিনাম’ শুনি রহয়ে রোদন॥
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ববন্ধুজন॥
গৌরহরি বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী।
অতএব হইল তাঁর নাম গৌরহরি॥
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন॥
পৌগণ্ডবয়সে পড়েন পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা কৃষ্ণেত তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য॥
যারে দেখে তারে কহে ‘কেহ কৃষ্ণনাম।’
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম॥
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।

ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য গীক্ত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর॥
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ॥
এই মধ্যলীলা-নাম লীলামুখ্যধাম।
শেষে অষ্টাদশ বর্ষ অন্ত্যলীলা নাম॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে॥
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদনে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া॥
সূত্র করি গণে যদি আপনি অনন্ত।
সহস্র-বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত॥
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি॥

সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
মধুর করিয়া লীলা করিয়া প্রকাশ॥
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তিঁহো ছাড়িল যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ॥
আদিলীলাসূত্রে লিখি শুন ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন॥
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী জগন্নাথ মাধবেন্দ্রপুরী।
কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্রনাথমিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান॥
সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর।
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণ-সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত গুপ্ত মুরারি মুকুন্দ॥

অসংখ্য নিজভক্তের করাইয়া অবতার।

শেষে অবতীর্ণ হৈল ব্রজেন্দ্রকুমার॥

প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।

অদ্বৈতাচার্য্যের স্থানে করেন গমন॥

গীতা ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি।

জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন॥

তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।

কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥

কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্মুখ।

বিষয়-নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুখ॥

লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।

কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ॥

কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার।

তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার॥

কৃষ্ণাবতারিতে আচর্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।

কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥

কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।

হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥

জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীর উদরে।

অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে॥

অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।

পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ॥

তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ নাম।

মহাগুণবান তিঁহো বলদেবধাম॥

বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।

তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ॥

তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাঁহার॥
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।২৫)–
নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ॥

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, রাজন্ সেই ভগবান অনন্ত জগদীশ্বরে এই অসুরবধরূপ কার্য্য কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেন না, বস্ত্র যেমন তন্তুতে ওতপ্রোত (টানাপোড়েন) ভাবে অবস্থিত, এই বিশ্বসংসারও তাঁহাতে সেইরূপই ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।

অতএব প্রভুর তেঁহ বড় ভাই।
কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই॥
পুত্র পাঞা দম্পত্তি হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষ সেবন করে গোবিন্দ-চরণ॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে।
জগন্নাথ-শচী-দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে॥
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি অন্যরীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত॥
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় বস্ত্র ধন ধান॥
শচী কহে মুঞি দেখো আকাশ উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়য়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল॥
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে॥
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হৈল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা॥

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পূর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি সংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে’ ভাসে ত্রিভুবন॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে হরি হরি।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভুমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন !
হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥
হরি বলি নারীগণ সেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হইল দশদিক্ প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥
যথা-রাগ
নদীয় উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগভরি হরিধ্বনি হয়॥
সেই কালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিতমনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে॥ ধ্রু॥
দেখি উপরাগ শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিলা নানা দান॥

জগৎ আনন্দময়　　　দেখি মনে সবিস্ময়

ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।

তোমার ঐছন রঙ্গ　　　মোর মন পরসঙ্গ

দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস॥

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস　　　হৈল মনে সুখোল্লাস

যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন　　　করে হরি সঙ্কীর্ত্তন

নানা দান কৈল মনোবল॥

এইমত ভক্ত-ততি　　　যার যেই দেশে স্থিতি

তাঁহা তাঁহা পাঞা মনোবলে।

নাচে করে সংকীর্ত্তন　　　আনন্দে বিহ্বল মন

দান করে গ্রহণের ছলে॥

ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী　　　নানা দ্রব্য থালি ভরি

আইলা সবে যৌতুক লইয়া।

যেন কাঁচা সোনা দ্যুতি　　　দেখে বালকের মূর্ত্তি

আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা॥

সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী　　　শচী রম্ভা অরুন্ধতী

আর যত দেব-নারীগণ।

নানা দ্রব্য পাত্র ভরি　　　ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি

আসি সবে করে দরশন॥

অন্তরীক্ষে দেবগণ　　　গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ

স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।

নর্ত্তক বাদক ভাট　　　নবদ্বীপে যার নাট

সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত॥

কেবা আইসে কেবা যায়　　　কেবা নাচে কেবা গায়

সম্ভালিতে নারে কারো বোল।

খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক　　　প্রমোদে পুরিল লোক

মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥

আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস　　　জগন্নাথ মিশ্র-পাশ

আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম যে আছিল বিধিধর্ম্ম
তবে মিশ্র করে নানা দান॥
যৌতুক পাইল যত ঘরে বা আছিল কত
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন ভট্ট অকিঞ্চন জন
ধন দিয়া কৈল সবার মান॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী নাম তাঁর মালিনী
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দুর হরিদ্রা তৈল দধি কলা নানা ফল
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে॥
অদ্বৈতাচার্য্যা-ভার্য্যা জগৎপূজিতা আর্য্যা
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লঞা
দেখিতে বালক-শিরোমণি॥
সুবর্ণের কড়িবৌলি রজতমুদ্রা পাশুলি
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ রজতের মলবঙ্ক
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজুড়ি কটি-পট্টসূত্র ডোরী
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী ভুনী-পোতা পট্টপাড়ি
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহু ধন॥
দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহর সঙ্গে লৈল বহুভার
শচীগৃহে হইয়া উপনীত।

দেখিয়া বালক-ঠাম সাক্ষাৎ গোকুলকান

বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত॥

সর্ব্বা-অঙ্গ সুনির্ম্মাণ সুবর্ণপ্রতিমা ভান

সর্ব্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।

বালকের দিব্য দ্যুতি দেখি পাইল বহু প্রীতি

বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়॥

দূর্ব্বা ধান্য দিলে শীর্ষে কৈল বহু আশীষে

চিরজীবি হও দুই ভাই।

ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে

ডরে নাম থুইল নিমাই॥

পুত্র-মাতা-স্নানদিনে দিল বস্ত্র বিভূষণে

পুত্রসহ মিশ্রের সম্মানি।

শচী-মিশ্রের পূজা লঞা মনেতে হরিষ হঞা

ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥

ঐছে শচী জগন্নাথ পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ

পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।

ধন-ধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর

দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত অলম্পট শুদ্ধ দন্তি

ধন-ভোগে নাহি অভিমান।

পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত

বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান॥

লগ্ন গণি হর্ষমতি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী

গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।

মহাপুরুষের চিহ্ন লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন

দেখি এই তারিবে সংসারে॥

ঐছে প্রভু শচীঘরে কৃপায় কৈল অবতারে

যে ইহা করয়ে শ্রবণ।

গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়

সেই পায় তাঁহার চরণ॥

পাইয়া মানুষ-জন্ম যে না শুনে গৌরগুণ

হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।

পাইয়া অমৃত-ধুনী পিয়ে বিষগর্ত্তপানি

জন্মিয়া সে কেনে না মইল॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র

স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।

ইঁহা সবার শ্রীচরণ শিরে বন্দি নিজধন

জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্ম-

মহোৎসববর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিভক্তিবিলাসে (২০।১৮)–

কাঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।

বিস্মৃতিঞ্চ স্মৃতিং যাতি শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে॥

যাঁহাকে যে কোন প্রকারেই হউক, স্মরণ করিলেই অতি দুষ্করকার্য্যও সুখকর হয়, এবং বিস্মৃতবস্তুও স্মৃতি-পথসমারূঢ় হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।

যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র॥

সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনিক্রম।

এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন॥

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্

লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টায় বলিতান্তরাম্॥

যাহা আপাততঃ লৌকিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও অলৌকিককার্য্যের পরিচায়ক, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোহর বাল্যলীলার বন্দনা করি।

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্থান শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ॥
গৃহে দুই জন দেখি লঘু পদচিহ্ন।
তাহে শোভে ধ্বজ ব্রজ শঙ্খ চক্র মীন॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে না পায় নিশ্চয়॥
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা সঙ্গে।
তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে॥
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লৈয়া শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া॥
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ॥
তথা হি সামুদ্রকে তৃতীয়-শ্লোক :–
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান॥

যে ব্যক্তির নাসিকা, হস্ত, হনু (গণ্ডের ঊর্দ্ধভাগ), নয়ন ও জানু এই পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ ; ত্বক, কেশ, অঙ্গুলীর পর্ব্ব, দন্ত ও রোম এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ; নয়নের প্রান্তভাগ, চরণতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ এই সপ্ত স্থান রক্তিমাযুক্ত ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসা, কটিদেশ ও মুখ এই ছয়টি স্থান সমুন্নত গ্রীবা, জঙ্ঘা ও লিঙ্গ এই তিনটি অঙ্গ খর্ব্ব ; কটিদেশ, ললাট ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি স্থান বিশাল এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি এই তিনটি গাম্ভীর্য্যযুক্ত, এইরূপ অসাধারণ দ্বাত্রিংশলক্ষণ দ্বারা
বুঝিতে হইবে, ইনি ‘মহাপুরুষ।’

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোকের করিবে তারণ॥
এই ত’ করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার।
ইহাঁ হৈতে হবে দুই কূলের উদ্ধার॥

মহোৎসব কর সব বোলোহ ব্রাহ্মণ।
আজ দিন ভাল করিব নামমরণ॥
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ।
বিশ্বম্ভর নাম ইহার এই ত' কারণ॥
শুনি শচীমিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ।
নানা চমৎকার যাতে করাইল দর্শন॥
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম।
নারী সব হরি বলে হাসে গৌরধাম॥
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণ মিলি করে বিবিধ খেলন॥
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি দিয়া খাও ত' বসিয়া॥
এত বলি গেল গৃহকর্ম্মাদি করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে॥
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লঞা কহে মাটি কেনে খায়॥
কান্দিয়া কহেন শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এহো মাটি সেহো মাটি কি ভেদ ইহার॥
মাটি দেহ মাটি ভক্ষ্য দেখহ বিচারি।
অবিচারে দোষ দেহ কি বলিতে পারি॥
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয়॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি আনি।

মাটি পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিলা তাঁহারে।
আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে॥
এবে ত' জানিলূ আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব॥
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
এইমত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়॥
অতিথি বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া॥
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইল একাদশীদিনে॥
শিশুগণ লঞা পাড়াপড়সীর ঘরে।
চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে॥
শিশু সব শচীস্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন॥
কেনে চুরি কর কেনে মারহ শিশুরে।
কেন পর-ঘরে যাহ কিবা নাহি ঘরে॥
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘর-ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইল প্রভু জানি নিজদোষ॥
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতারে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করেন ক্রন্দন॥
নারীগণ কহে নারিকেল দেহ আনি।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী॥

বাহির হইয়া আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা অপূর্ব্ব সকল॥
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে॥
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা॥
কন্যাগণে কহে আমা পূজ আমি দিব বর।
গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥
আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কারিয়া খান সন্দেশ চাল কাল॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসর্জ্জ না কর অন্যায়॥
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসনা করে করি মিথ্যা রোষ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী॥
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়।
জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয়॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।

দুঃখ কারো মনে নহে সবে সুখ পায়॥
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে প্রীতি পাইল প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবাচ্ছন্ন তনু হইল নিশ্চয়॥
দুঁহা দেখি দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজাচ্ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল সপুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গীকার কৈল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৯)–
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ! ভবতীনাং মদর্চ্চনম্
ময়ানুমোদিতঃ সৌঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন, সাধ্বীগণ ! আমার অর্চ্চনা করাই যে আপনাদিগের সঙ্কল্প, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি, আমি তাহার অনুমোদনও করিয়াছি ; সুতরাং সত্য হইবেই হইবে।

এইমত লীলা করি দুঁয়ে গেলা ঘর।
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন॥
একদিন শচীদেবী পুত্ত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে গেলা পলাইয়া॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর।
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা।

গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা॥
ইহা শুনি মাতা প্রতি কহে ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিত হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান॥
কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন॥
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে॥
চলিতে চরণে নুপূর বাজে ঝন্‌ঝন্‌।
শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন॥
মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি॥
শচী বলে আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল॥
কিবা কোলাহল করে বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে অনুমান করি॥
মিশ্র বলে কিছু হউক্ চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এইমাত্র চাই॥
একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন॥
মিশ্র ! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসনা তাড়ন কর পুত্র করি মান॥
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয়॥
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম॥
বিপ্র কহে এই যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়।
স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়॥

মিশ্র কহে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ॥
এইমত দুঁহে করেন ধর্ম্মবিচার।
বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর॥
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়ায় আনন্দ॥
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল॥
বাল্যলীলা-সূত্রে এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্য-
লীলাসূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

যাঁহার পদ-পঙ্কজ-যুগলে কুটিলতাশূন্য মন বা কুসুমরাশি সমর্পণমাত্রেই, যাহার হৃদয় অতি কুৎসিত, সে ব্যক্তিও শোভন-মনঃসম্পন্ন হয়, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।

পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন॥

তথা হি–

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য-কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।

বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা॥

শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডলীলা অতি বিস্তৃত ও মনোহর। বিদ্যারম্ভ উক্ত লীলার আদি এবং পাণিগ্রহণই উহার অন্ত।

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।

শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥

অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।

চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন॥

অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন।

চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারিত বর্ণন॥

একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।

প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥

মাতা বলে তাহি দিব যে তুমি মাগিবে।

প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥

শচী কহে না খাইব ভালই কহিলা।

সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।

কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন॥

বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইল।

সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥

শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন।

তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন॥

ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।

পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥

আমি ত' করিব তোমা দুঁহার সেবন।

শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন॥

একদিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া।

ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া॥

আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী।

সুস্থ হঞা প্রভু কহে অদ্ভুত কাহিনী॥

এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।

সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা॥

আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা।

আমি বালক সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা॥

গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন।

ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ॥

তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে।

মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে॥

এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।

কি কারণে লীলা ইহা বুঝিতে না পারি॥

কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।

মাতা পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদে শোক॥

বন্ধুবান্ধব আসি দুঁহা প্রবোধিল।

পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল॥

কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।

গৃহস্থ হইলাম এবে চাহি গৃহধর্ম্ম॥

গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।

এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন॥

তথা হি স্মৃতিবচনম্–

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

পণ্ডিতগণ আপন গৃহকে 'গৃহ' বলেন না, কিন্তু গৃহিণীকেই 'গৃহ' করিয়া থাকেন। কেন না, গৃহী ব্যক্তি গৃহিণীর সহিত মিলিত হইয়াই সকল পুরুষার্থ লাভ করেন।

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে॥
পূর্ব্বে সিদ্ধভাব দুঁহার উদয় করিল।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইল॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন॥
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস।
এই ত’ পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ॥
পৌগণ্ডলীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গল সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-
লীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥
যাঁহার কৃপামৃত-কল্লোলিনী বিশ্ব-সংসারকে আপ্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান হন, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাগমাৎ
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ॥

যিনি গৃহস্থাশ্রম লাভ করিয়া, স্বকীয় সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী এবং দিগ্‌বিজয়ীয় জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবী কর্ত্তৃক পূজিত, সেই কিশোরবয়স্ক শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জয় হউক।

এই ত' কৈশোর লীলাসূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয়॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নামসংকীর্ত্তন॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে॥
সেই দেশ বিপ্র নাম মিশ্রতপন।
নিশ্চয় করিতে পারে সাধ্যসাধন॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয়॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুন হে তপন।
নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন॥
তিঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিব নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিনি নাহিক সংশয়॥
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
নামসংকীর্ত্তন কর উপদেশ কৈল॥
তাঁর ইচ্ছা প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী॥
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হইবে মিলন।

আজ্ঞা পাঞা কৈল কাশীতে গমন॥

প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি।

স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠান কাশীপুরী॥

এইমত বঙ্গদেশে কৈল সবার হিত।

নাম দিয়া ভক্ত কৈল পড়াঞা পণ্ডিত॥

এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।

একথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা॥

প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।

বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল॥

অন্তরে জানিলে প্রভু যাতে অন্তর্যামী।

দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি॥

ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন।

তত্ত্ব কহি কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন॥

শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।

বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ॥

তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়।

তবে ত’ করিল প্রভু দিগ্বিজয়-জয়॥

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।

স্ফূট নাহি করেন দোষ-গুণের বিচার॥

সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।

যাহা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার॥

জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগন সঙ্গে।

বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে॥

হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঞি আইলা।

গঙ্গারে বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা॥

বসাইল তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।

দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া॥

ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম।

বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম॥

ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ॥
প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি নব শিষ্য পড়ুয়া নবীন॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটি একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ কিবা সরস্বতী॥
তোমার শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইবেক সুখে॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত’ পড়িল॥
তথা হি দিগ্বিজয়িবাক্যম্–
মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

গঙ্গার এই মহিমা নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে যে, ইনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে সঞ্জাত হইয়া সৌভাগ্য লাভ, করিয়াছেন ; কি সুর, কি নর, সকলেই দ্বিতীয়-কমলার ন্যায় ইঁহার চরণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আর ইনি ভবানীপতির শীর্ষভাগে অদ্ভুতগুণ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছেন।

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল॥
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।

তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল॥

প্রভু কহে দেবের বরে তুমি কবিবর।

ঐছে দেবের বরে কেহ শ্রুতিধর॥

শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।

প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ॥

বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।

উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥

প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ।

কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ॥

প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।

ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ দোষে॥

তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।

কবি কহে যে কহিলে সেই বেদসার॥

ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।

তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার॥

প্রভু কহেন অতএব পুছিয়ে তোমারে।

বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে॥

নাহি পড়ি অলঙ্কার করিয়াছি শ্রবণ।

তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ॥

কবি কহে কহ দেখি কোর্ন গুণ দোষ।

প্রভু কহে কহি শুন না করিও রোষ॥

পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।

ক্রমে আমি কহি শুন করহ বিচার॥

অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঁঞি চিহ্ন।

বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্তি দোষ তিন॥

গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকের মূল বিধেয়।

ইদংশব্দে অনুবাদ পাছে ত’ বিধেয়॥

বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলা অনুবাদ।

এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥

তথা হি কাব্যপ্রকাশে–

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।

ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥

দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী ইহা দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।

সমাসে গৌণ হৈল শব্দ-অর্থ গেল ক্ষয়॥

দ্বিতীয় শব্দ অবিধেয় তাহা পড়িল সমাসে।

লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে॥

অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষের নাম।

আর এক দোষ আছে শুন সাবধান॥

ভবানীভর্ত্তৃ শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।

বিরুদ্ধ-মতিকৃৎ নাম এই মহা দোষ॥

ভবানী শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।

তাঁর ভর্ত্তা কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা-জানি॥

শিবপত্নীভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।

বিরুদ্ধমতি শব্দ শাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ॥

ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান।

শব্দ শুনিতে হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান॥

বিভবতি ক্রিয়া বাক্যসঙ্গে পুনর্বিশেষণ।

অদ্ভুতগুণা এই পুনরাত্তি-দূষণ॥

তিন পদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম॥

এক পাদে নাহি এই দোষ ভগ্নক্রম॥

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।

এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার॥

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।

এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়॥

সুন্দর-শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।

এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত॥

তথা হি ভরতমুনিবাক্যম্‌–

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক চেদ্‌বিভূষিতম্‌।

স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেনৈকেন দুর্ভগম্‌॥

শৃঙ্গারাদি রস ও অনুপ্রাসাদি অলঙ্কার-সমন্বিত কাব্যই শোভা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেরূপ সুন্দর শরীরও একমাত্র শ্বিত্র (শ্বেতকুষ্ঠ) রোগে শ্রীহীন হইয়া থাকে, এইরূপ দোষযুক্ত কাব্যও শোভাসম্পন্ন হয় না।

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।

দুই শব্দালঙ্কার তিন অর্থ-অলঙ্কার॥

শব্দালঙ্কারে তিন পাদে আছে অনুপ্রাস।

শ্রীলক্ষ্মীশব্দে পুনরুক্তবদাভাস॥

প্রথমচরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি।

তৃতীয়চরণে হয় পঞ্চ-রেফ-স্থিতি॥

চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।

অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস॥

শ্রীশব্দে লক্ষ্মীশব্দে এক বস্তু উক্ত।

পুনরুক্তবদাভাসে নহে পুনরুক্ত॥

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে অর্থের বিভেদ।

পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কারভেদ॥

লক্ষ্মীরিব অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ।

আর অর্থালঙ্কার আছে নাম বিরোধাভাস॥

গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ।

কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ॥

ইহাঁ বিষ্ণু-পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।

বিরোধালঙ্কারে ইহা মহা চমৎকৃতি॥

ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।

ইহাতে বিরোধ নাহি বিরোধ আভাস॥

তথা হি–

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্ব।

মুরভিদি তদ্‌বিপরীতং পাদপ্রোজান্মহানদী জাতা॥

জল হইতেই জলজের (কমলের) জন্ম। জলজ হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না। কিন্তু মুরারির সকলই বিপরীত। –তাঁহার পাদপদ্ম হইতেই গঙ্গা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্যসাধন তাহার।

বিষ্ণুপাদোৎপত্তি অনুমান অলঙ্কার॥

স্থূল এই পঞ্চ দোষ পঞ্চ অলঙ্কার।

সূক্ষ্ম বিচারিলে যদি আছয়ে অপার॥

প্রতিভা কবিত্ব তোমায় দেবতা-প্রসাদে।

অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষবাদে॥

বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।

সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥

শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত।

মুখে না নিঃসরে বাক্য প্রতিভা স্তম্ভিত॥

কহিতে চাহয়ে কিছু না আইসে উত্তর।

তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁপর॥

পড়ুক বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ।

জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ॥

যে ব্যাখ্যা করিল সে মনুষ্যের নহে শক্তি।

নিমাঞি-মুখে রহি বলে আপনে সরস্বতী॥

এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত।

তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাম বিস্মিত॥

অলঙ্কার নাহি পড় নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।

কেমনে এ অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ॥

ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।

তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী॥

শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি।

সরস্বতী যে বলায় সেই বলি বাণী॥

ইহা শুনি দিগ্‌বিজয়ী করিল নিশ্চয়।

শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়॥

আজি তারে নিবেদিব করি জপধ্যান।

শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান॥

বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।

বিচারসময়ে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।

তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল॥

তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি।

যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী॥

তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার।

তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥

ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।

তা সবার কবিত্বে আছে দোষের আভাস॥

দোষ গুণ বিচারে এই অল্প করি মানি।

কবিত্বকরণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি॥

শৈব-চাপল্য কিছু না লবে আমার।

শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥

আজি বাসা যাহ কালি মিলিব আবার।

শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার॥

এইমতে নিজঘরে গেলা দুই জন।

কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন॥

সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর কবি প্রভুরে জানিল॥

প্রাতে আসি প্রভু-পদে হইল শরণ।

প্রভু কৃপা কৈল তার খণ্ডিল বন্ধন॥

ভাগ্যবন্ত দিগবিজয়ী সফল জীবন।

বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ॥

এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।

যে কিছু করিল ইহা বিশেষ প্রকাশ॥

চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।

সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
কৈশোরলীলা সূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহহং তং চৈতন্যং যৎ প্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ॥

যাঁহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হয়, যাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাধীন ও অতি অদ্ভুত, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম॥
তথা হি–
বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদবেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দাব্যতি যৌবনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যৌবনসমাগমে বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্‌বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন এবং প্রেম ও কৃষ্ণনাম-প্রদান দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন।

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ-বিভূষণ।
দিব্যবস্ত্র দিব্য-বেশ মাল্য চন্দন॥
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন॥
বায়ুব্যাধিচ্ছলে করে প্রেম-পরকাশ।
ভক্তগক্ত লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস॥
তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায় মিলন॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন।

অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন॥

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।

খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ॥

তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।

প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্ভুজ দর্শন॥

প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর॥

পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র।

দুই হস্তে বেণু বাজায় দুয়ে শঙ্খ চক্র॥

তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।

শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাসপূজন।

নিত্যানন্দবেসে কৈল মূষলধারণ॥

তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই।

তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই॥

তবে সপ্ত প্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।

যথা তথা ভক্তগক্ত দেখিল বিশেষে॥

বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।

তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে॥

তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ।

হরের্নাম শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ॥

তথা হি বৃহন্নারদীয়ে–

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।

নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥

দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।

জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥

কেবল শব্দ পূনরপি নিশ্চয় কারণ।

জ্ঞানযোগ কর্ম্ম তপ আদি নিবারণ॥

অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।

নাহি নাহি নাহি তিন তিন একবার॥

তৃণ হৈতে নী চহেঞা সদা লইবে নাম।

আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।

ভর্ৎসনা-তাড়নে কারে কিছু না বলিব॥

কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয় !

শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়॥

এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।

অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব॥

সদা নাম লইব যথালাভেতে সন্তোষ।

এই ত' আচার করি ভক্তিধর্ম্ম পোয॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (২০শ অঙ্কে)–

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণের অপেক্ষা নীচের নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণ আশ্রয় করিয়া, আপন অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের সম্মান করিয়া নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক।

নামসূত্রে গাঁথি কণ্ঠে পর এই শ্লোক॥

প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।

অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।

রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর॥

কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।

পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে॥

কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে

শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে॥

একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।

পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল॥

ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।

রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া॥

কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।

হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল॥

মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘরে গেলা।

প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা ত' দেখিলা

বড় বড় লোকে সব আনিল ডাকিয়া।

সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া॥

নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন।

আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন॥

তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।

ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার॥

হাড়ি আনাইয়া সব দূর করাইল।

জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল॥

তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।

সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥

সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীড়া কাটে নিরন্তর।

অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর॥

গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া।

একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া॥

গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।

কুষ্ঠব্যাধিতে মুঞি হৈঞাছো ব্যাকুল॥

লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।

মুঞি বড় দুঃখী মোরে করহ উদ্ধার॥

এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন।

ক্রোধাবেশে করে তারে তর্জ্জন বচন॥

আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু।

কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥

শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন।
কোটি জন্ম হবে রৌরবে পতন॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার॥
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভঞ্জে না যায় পরাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু যদি নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে রবে কুলিয়া-গ্রামেতে আইলা॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ॥
শ্রীবাসপণ্ডিতের স্থানে হৈয়াছে অপরাধ।
তাহা যাহ তিঁহো যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ॥
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাসের শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ-বিমোচন॥
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট না পাইল ভিতরে যাইতে॥
ফিরি গেলা বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গা-ঘাটে পাঞা॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছো মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ॥
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি মহাপ্রভুর হইল উল্লাস॥
প্রভুর শাপবার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ॥
মুকুন্দ দত্তের কৈল দণ্ডপরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ॥
তআচার্য্য গোসাঞির প্রভু করে গুরুভক্তি।

হাতে আচার্য্য বড় হয়ে দুঃখমতি॥

ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।

ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥

তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল।

লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥

মুরারি গুপ্তের মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম।

ললাটে লিখিল তার রামদাস নাম॥

শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।

সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবরদান॥

হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।

আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ॥

ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।

শুনি এক পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥

নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুখ।

সভে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ॥

সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।

ভক্তির মহিমা তাহা করিল ব্যাখ্যান॥

জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক প্রেমভক্তিরস॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২০)–

ন সাধযতি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ভব

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, উদ্ধব ! আমার উর্জ্জিত–শ্রেষ্ঠা, ভক্তি–প্রেম ভক্তি যেরূপ আমাকে রুদ্ধ করে,–বশীভূত করে, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য (আত্মানাত্মবিবেক), ধর্ম্ম (গার্হস্থ্য ধর্ম্ম) স্বধ্যায়–বেদপাঠ (ব্রহ্মচারিধর্ম্ম), তপস্যা (বানপ্রস্থধর্ম্ম) এবং ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইহারা কেহই আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না।

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ হৈলা।

শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা॥

তথা হি তত্রৈব (১০।৮১।১৪)–

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

সুদামা বিপ্র বলিয়াছিলেন, একে সামান্য জীব, তাহার উপর আবার দরিদ্র ও পাপাত্মা আমি কোথায়, আর সেই শ্রীনিকেতন স্বয়ং ভগবান্শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায় ? উভয়ের তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু আমি নাকি ব্রাহ্মণ-কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাই সেই ব্রহ্মণ্যদেব যুগলবাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে প্রগাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন।

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।

সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা॥

এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।

তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল॥

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত।

পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিত॥

শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।

প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল॥

রক্ত-পীতবর্ণ নাহি অষ্ঠংশ বল্কল।

একজনের পেট ভরে খাইলে এক ফল॥

দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।

সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ॥

অষ্ঠিবল্কল নাহি অমৃত-রসময়।

এই ফল খাইলে রসে উদর পূরয়॥

এইমত প্রতিদিন ফলে বার মাস।

বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস॥

এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।

অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ॥

এইমত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।

আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে॥

কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।

আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ॥

একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।

বৃহৎ সহস্রনাম পড় শুনিতে মন হৈল॥
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম॥
নৃসিংহ আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময়।
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা মহাভয়॥
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া গদা ফেলাইল॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায় মোর হয় অপরাধ॥
শ্রীবাস বলেন যে তোমার নাম হয়।
তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয়॥
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার॥
এত বলি শ্রীবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বুরু বাজায়॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে॥
আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল॥
কে আছিলাঙ পূর্ব্বজন্মে আমি কহ গণি।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু-বাক্য শুনি॥

গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়॥
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁপর॥
বলিতে না পারে কিছু মৌন ধরিল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈলে কহিতে লাগিল॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি পরম আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ॥
প্রভু হাসি বলে তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ জাতিতে গোয়ালা॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল গাভীর রাখাল।
সেই পূণ্যে হইলা আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাম।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হইলাম॥
সেই রূপে এই রূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি এই মায়ায় তোমার॥
যে হও সে হও প্রভু তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার॥
একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
মধু আন মধু আন বলেন ডাকিয়া॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল॥
জলপান করিয়া নাচে হইয়া বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণলীলা দেখায় সকল॥
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার।
আচার্য্য-শেখর তাঁরে দেখে রামাকার॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।

সবে মেলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলা॥
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন মহাধ্বনি।
হরি হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥
এতকালে কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী।
এবে যে উদ্যম চালাও কোন্ বল জানি॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগি পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু॥
এত বলি কাজী গেলে নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক॥
প্রভু আজ্ঞা দিল যাহ করহ কীর্ত্তন।
আমি সংহারিমু আজি সকল যবন॥
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ-নহে চমকিত মন॥
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগরমণ্ডন॥

সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচেন আচার্য্যগোসাঞি পরম উল্লাস॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি বলে প্রভু নিত্যানন্দ॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন চৈতন্য-কৃপাবলে॥
এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেলা॥
তর্জ্জন-গর্জ্জন করে লোকে করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বলে লোক প্রশ্রয় পাগল॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে॥
উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা॥
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥
প্রভু বলে আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত॥
কাজী কহে তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া॥
এবে তুমি শান্ত হইলে আসি মিলিলাম।
ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥
গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা।

দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধ হও তুমি আমার ভাগিনা॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
এইমতে দুঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে॥
প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজাত তাতে তিঁহো পিতা॥
পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম॥
কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ॥
সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ॥
প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয়॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি॥
প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে॥
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে এই আছে আজ্ঞাবাণী॥
অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার॥

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮০।১৮৫)–
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
কলিযুগে অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, এবং দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, এই পাঁচটি বর্জ্জন করিবে।
তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার॥
গরুর যতেক রোম তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর॥
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল॥
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি॥
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারস্থ নয়॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি।
জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদঢ় বিচার।
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার॥
আর এক প্রশ্ন করি শুন তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে ছলে না বঞ্চিবে আমা॥
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন।
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত-নর্ত্তন॥
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম-রোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মামা বুঝিতে না পারি॥
কাজী বলে সবে তোমায় বলে গৌরহরি।
সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি॥
শুন গৌরহরি এই প্রশ্নের কারণ।

নিভৃত হও যদি তবে করি নিবেদন॥
প্রভু বলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি কহ তুমি না করিহ ভয়॥
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া।
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর।
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি।
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত কড়মড়ি॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ-বদলে॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়॥
সে দিন বহুত নাহি কৈল উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈল প্রাণাঘাত॥
ঐছে যদি পুনঃ কর তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়ে।
এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়ে॥
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল।
শুনি দেখি সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল॥
আসি কহে গেলু মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে॥
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হইল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ॥

তা দেখি বলি মুই মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিয়া॥
তাহাতে নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন॥
নগরে হিন্দুধর্ম্ম বাড়িল অপার।
হরি হরি ধ্বনি বই নাহি শুনি আর॥
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি॥
হরি হরি কহি হিন্দু করে কোলাহল।
পাৎসাহা শুনিলে তোমার করিবেক ফল॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
হিন্দু হরি বলে তার স্বভাব জানিল॥
তুমিহ যবন হৈঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতা নাম লও কি কারণ॥
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ কৃষ্ণদাস কেহ রামদাস॥
কেহ হরিদাস সদা বলে হরি হরি।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি হরি।
ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি॥
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হইতে॥
জিহ্বা কৃষ্ণ নাম করে না মানে বর্জ্জন।
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ॥
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল॥
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করে জাগরণ।

তাতে নৃত্য গীত বাদ্য যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালাল বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়।
হাসে কাঁদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়॥
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার বার।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।
সবে ঘরে যাহ আমি নিষেধিব তারে॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ !
সেই তুমি হও লয় হেন মোর মন॥
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া॥
“তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল হৈলা পরম-পবিত্র॥
হরি কৃষ্ণ নারায়ণ লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্॥”
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী।
প্রভুর চরণ ছুঁয়ে বলে প্রিয়বাণী॥

"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি॥"
প্রভু কহে "এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায়॥"
কাজী কহে "মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥"
শুনি প্রভু হরি বলি উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥

একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥
শ্রীবাসপুত্রের তাঁহা হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক॥
মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥
তবে ত' করিলা সব ভক্তে বরদান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন॥
"দেখিনু দেখিনু" বলি হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশী মাগিল।
শ্রীবাস কহে 'গোপীগণ বংশী হরি নিল॥'
শুনি প্রভু বোল বলেন আবেশে।

শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে॥
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্য বণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥
তবে বোল বোল প্রভু বলে বার বার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের করে আকর্ষণ।
তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ॥
তাহি মধ্যে ছয় ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন॥
বোল বোল বলে প্রভু শুনিয়া উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাসরসের বিলাস॥
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞা গেলা॥
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
‘গোপী গোপী’ নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
‘গোপী গোপী’ নাম শুনি লাগিলা কহিতে॥

‘কৃষ্ণনাম’ না লও কেনে ‘কৃষ্ণনাম’ ধন্য।
‘গোপী গোপী’ বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণ দোষোদ্‌গার।
ঠেঞা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার॥
ভয়ে পালায় পড়ুয়া প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তেব্যাস্ত ভক্তগণ প্রভুর পাছে যায়॥
প্রভুরে শান্ত করি আসিল নিজঘরে।
পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া সভারে॥
পড়ুয়া সহস্র যাহা পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাই॥
শুনি ক্রোধে কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন॥
‘সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাঞি॥
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥’
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হইল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি চিন্তেন তা সবার অব্যাহতি॥
যত অধ্যাপক আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত॥
আমাকে প্রণতি করে হয় পাপক্ষয়।

তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার॥
এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে॥
প্রভু তাঁরে নমস্কার কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন॥
তুমি ত' ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি কর মোর সংসার-মোচন॥
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী।
যেই কহ সেই করি স্বতন্ত্র নহি আমি॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণ।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে॥
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥

গোপিভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়॥

শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ।

গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥

ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।

গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার॥

তথা হি ললিতমাধবে (৬।১৬)–

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াঃ।

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবী তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভির্যাসাং

হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥

শ্রীমতী বিশাখা সূর্য্যপত্নীকে কহিয়াছিলেন, অহো ! শ্রীকৃষ্ণ উপহাসচ্ছলে জয়াশংসক (শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা সুশোভিত) চারিটি হস্তযুক্ত সর্ব্বচিত্তাকর্ষক অপূর্ব্ব রুচিসম্পন্ন শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কার করিলেও যাঁহাদিগের অনুরাগের উচ্ছ্বাস সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, এমন কার্য্যকুশল ব্যক্তি কে আছেন যিনি সেই গোপললনাগণের নন্দনন্দননিষ্ঠ ভাবের–যাহা অতিদুরূর পদবীতে সঞ্চরণ করে,–সেই ভাবের প্রক্রিয়া অবগত হইতে সমর্থ ?

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।

অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে॥

নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট।

অন্বেষিতে আইলা তাঁহা গোপিকার ঠাট॥

দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি বলে গোপীগণ।

এই দেখ কুঞ্জভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।

লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ॥

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া।

কৃষ্ণে দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া॥

ইহোঁ কৃষ্ণ নহে ইঁহো নারায়ণমূর্ত্তি।

এত বলি তাঁরে সবে করে নতি স্তুতি॥

নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ।

কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ॥

এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ।

হেন কালে রাধা আসি দিলা দরশন॥

রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।

সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে॥

লুকাইয়া দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।

বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে॥

রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।

যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব।

উজ্জ্বলনীলমণৌ নাসিকাভেদকথনে (৩৭।৬)

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈর্দৃষ্টং

গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া হা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রহিতুং,

সা শক্য প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥

রাসারম্ভসময়ে শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জকাননে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় হরিণনয়না গোপবালাগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত, আর একটু হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন আর কি ; শ্রীকৃষ্ণ তখন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, অবশেষে কি করেন, আপনাকে লুকাইবার নিমিত্ত অতিসুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু হায় ! শ্রীরাধার প্রেমের এমনি মহিমা যে, সেই প্রেমের প্রভাবে প্রভূত-প্রভাবসম্পন্ন শ্রীহরিও সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই।

সেই ব্রজেশ্বর ইহা জগন্নাথ পিতা।

সেই ব্রজেশ্বরী ইহা শচীদেবী মাতা॥

সেই নন্দসুত ইহা চৈতন্যগোসাঞি।

সেই বলদেব ইহা নিত্যানন্দ ভাই॥

বাৎসল্য সখ্য দাস্য তিন ভাবময়

সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায়॥

প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে।

তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে।

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।

কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার॥

সখ্য দাস্য দুই ভাব সহজ তাঁহার।

কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার॥

শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।

নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্যসেবন॥

পণ্ডিতগোসাঞি আদি যার যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হন তাঁর বশ॥
তিঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী।
ইহেঁ গৌর কভু দ্বিজ কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাননাথ করি॥
তেঁহ কৃষ্ণ তেঁহ গোপী পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্রভাব চিত্রগুণ চিত্র ব্যবহার॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
স্থায়িভাবলহর্য্যম্ (৪৯)
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষ্মণম্॥

যে সকল ভাব অনিত্য–চিন্তার অতীত, সেই সকল ভাব লইয়া কখনও তর্ক করিবে না। যাহার উপাদানে সমগ্র ; সংসার সংগঠিত, সেই প্রকৃতিরও যিনি পর–প্রকৃতিরও যিনি অতীত, তিনিই অচিন্ত্য।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে শুদ্ধভক্তি হয় তার॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ॥
অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি অনুবাদ করে বার বার॥
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন

প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তিঁহো ত’ চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ॥
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ।
যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ॥
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন।
স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ-রস-আস্বাদন॥
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব-নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হইলা রাম রোহিণীনন্দন॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্ত্বের বিচার।
অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান॥
অষ্টমে চৈতন্যলীলা-বর্ণন-কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন॥
নবমেতে ভক্তিকল্প-বৃক্ষের বর্ণন।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ॥
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদি-গণন।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ॥
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা বিবরণ।
দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখার বর্ণন॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম॥
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপে কথন॥
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ।
সপ্তদশে যৌবনলীলা কহিল বিশেষ॥

এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ॥
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চ বয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত॥
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে।
বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত॥
যেই যেই অংশে কহে যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি আদি ভক্তবৃন্দ॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাহার চরণে॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ॥
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করো তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-
লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

॥মধ্যলীলা॥

॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু॥

যাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হউন্।

বন্দেশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীগোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্রমধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন॥

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিলা বর্ণন॥
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র যে লিখিব।
তাহা যে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥
ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যে যে লীলা তার শেষলীলা নাম॥
শেষলীলার মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নামভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাঁহা যেই লীলা মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥
আদিলীলা মধ্যলীলা অন্ত্যলীলা আর।
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে॥
নিত্যানন্দগোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥
সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-প্রেমোদ্দাম।

প্রভুর-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের প্রিয় যিঁহো লওয়াইল সংসার॥
চৈতন্যগোসাঞি যাঁরে বলে বড় ভাই।
তিঁহো কহে মোর প্রভু চৈতন্যগোসাঞি॥
যদ্যপি আপন হয়েন প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস অভিমান॥
চৈতন্য সব চৈতন্য গাও লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল।
দীন-হীন-নিন্দকাদি সব নিস্তারিল॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন॥
ভক্তি প্রচারিয়া সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল॥
নানা শাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থসার।
মূঢ় অধমজনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার॥
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার॥
হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপ্পনী আর দশমচরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত কে করু গণন॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস-বর্ণন॥
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব॥
দানকেলি-কৌমুদী আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী॥

গোবিন্দ-বিরুদাবলী তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য আর নাটক বর্ণন॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজ-বিলাস বর্ণন॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই॥
শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার।
ভক্তি-সিদ্ধান্তের তাতে লিখিয়াছেন সার॥
গোপালচম্পু নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা-স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিত কৈল বৃন্দাবনে বাস॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি-গমন॥
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহি চারিমাস।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস॥
বিদায়-সময়ে প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি॥
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরমবিষাদে॥
যেকালে করেন জগন্নাথ-দরশন।
মনে ভাবে কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন॥
রথযাত্রা আগে যবে করেন নর্ত্তন।

তাঁহা এই পদমাত্র করয়ে গায়ন॥

তথা হি পদম্–

সেই ! সেই ত' পরাণনাথ পাইনু।

যাঁহা লাগি মদন-দহনে দহি গেনু॥ ধ্রু॥

এই ধূয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।

কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর॥

এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।

যে শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক॥

তথা হি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)–

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র-

ক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমূৎকণ্ঠতে॥

কোন নায়িকা কহিয়াছিলেন, যিনি আমার কৌমারকাল হরণ করিয়াছেন–আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, আমার বর–অভিমত সেই পতি, সে-ই চৈত্রমাসের রজনী, সেই-ই বিকসিত মালতীর সৌরভসংযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, আর আমিও সেই রহিয়াছি, তথাপি সেই রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসীতরুর তলে সুরতলীলা-বিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।

দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ॥

প্রভু মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।

সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই॥

শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া।

আপন বাসার চালে রাখিলা গুঁজিয়া॥

শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।

হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে॥

হরিদাসঠাকুর আর রূপ-সনাতন।

জগন্নাথ-মন্দিরে নাহি যায় তিন জন॥

মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।

নিজগৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া॥

এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।

তাঁরে আসি আপনে নিলে প্রভুর নিয়ম॥

দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিল।

চালে গোঁজা তালপত্রে এই শ্লোক পাইল॥

শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইয়া।

রূপগোসাঞি আসি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥

উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।

কহিতে লাগিল কিছু কোলেতে করিয়া॥

মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে।

মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে॥

এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিঞা।

স্বরূপগোসাঞিরে শ্লোক দেখাইলা লঞা॥

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।

মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে॥

স্বরূপ কহেন যাতে জানিল তোমার মন।

তাতে জানি হয় তোমার কৃপার ভাজন॥

প্রভু কহে তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।

আলিঙ্গন কৈল সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া॥

যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস বিবেচনে।

তুমি কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে॥

এই সব কথা আগে বিস্তার করিয়া।

সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ–

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-

স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,

মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্রীরাধিকা কহিতেছেন,–সহচরি ! আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধিকা, উভয়ের মিলন-জনিত সুখও সেই, তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিনের–যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন।
যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন।
কাঁহা গোপবেশ কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৩৫)–
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহং জুষামিপি মনুস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

কুরুক্ষেত্রযাত্রায় মিলিত সেই গোপীগণ বলিয়াছিলেন, নলিনপদ্মনাভ! তোমার যে চরণারবিন্দ অগাধবোধসম্পন্ন (মুক্ত) যোগেশ্বরগণ অনুক্ষণ হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, যাহা সংসারকূপে নিপতিত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসমূহের উদ্ধারের একমাত্র উপায়স্বরূপ, সেই পাদপদ্ম গৃহস্থিত – বৃন্দাবনে অবস্থিত আমাদিগের মানসে সর্ব্বদা সমুদিত হউক।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘুরে।
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে॥
ভাগবতের শ্লোক গূঢ়ার্থ বিচার করিয়া।
রূপগোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥
ললিতমাধবে (১০।৩৬)–
যা তে লীলাপদপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ !
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ,
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুবিহারম্॥

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন, –চটুল !–চঞ্চলস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ! তুমি একবার সেই মথুরামণ্ডলমধ্যগত ব্রজভূমিতে –যাহা তোমার লীলাস্থান-সমূহের পরিমল প্রকাশ করিতেছে, এরূপ কাননসমূহে পরিবৃত ও মাধুর্য্যরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমধিক শোভাসম্পন্ন হইতেছে, সেই প্রেমসমৃদ্ধ ব্রজভূমিতে গমন করিয়া, গোপাঙ্গনাভাবে বিমুগ্ধচিত্ত আমাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়াও অধরে মধুরমুরলী সংযোজিত করিয়া বিহার কর।

এই মতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে।
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাই হাতে॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা পাব এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ॥
শ্রীরাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্‌ঘূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে॥
দ্বাদশ বৎসর শেষে ঐছে গোঙাইল।
এই মত শেষ লীলা ত্রিবিধান কৈল॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে কর্ম্ম।
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম॥
উদ্দেশ্য করিতে করি দিগ্‌দরশন।
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্রগণন॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
তবে ত' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ।
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন॥
মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্বসমাধান করি কৈল নীলাদ্রি-গমন॥
পথে নানা লীলা সব দেবদরশন।
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন॥
ক্ষীরচুরির কথা সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভু দণ্ডভঞ্জন॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা আপন ভবন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।

পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল॥
তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণগমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন॥
জীয়ড়নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন।
পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্ত্তন॥
গোদাবরীতীর বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দরায় সহ তাহাঞি মিলন॥
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণ-নাম-প্রচারণ॥
তবে ত' পাষণ্ডিগণ করিল দলন।
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্লভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরমপণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত॥
চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইলা নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণে গমন।
পরমানন্দপুরী সনে তাঁহাই মিলন॥
তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার॥
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাঁহাই মিলন।
রামদাস-বিপ্রের কৈল দুঃখ-বিমোচন॥
তত্ত্ববাদী সনে কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা সবার॥

অনন্ত পুরুষোত্তম শ্রীজনার্দ্দন।

পদ্মনাভ বাসুদেব কৈল দরশন॥

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।

সেতুবন্ধে স্নান রামেশ্বর দরশন॥

তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ-শ্রবণ।

মায়াসীতা নিল রাবণ তাহাতে লিখন॥

শুনিয়া প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।

রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥

সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল।

রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল॥

ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুথি পাঞা।

দুই পুস্তক লঞা আইল উত্তম জানিয়া॥

পুন নীলাচলে প্রভু গমন করিল।

ভক্তগণ মিলিয়া স্নান-যাত্রা দেখিল॥

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন।

বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥

ভক্তসঙ্গে দিনকত তাহাঞি রহিল।

গৌড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল॥

নিত্যানন্দ প্রভু তবে আগ্রহ করিয়া।

নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া॥

বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি-দিনে।

হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে॥

সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল।

কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন-স্থির হৈল॥

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।

নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা॥

রাজ আজ্ঞা লঞা তিঁহো আইলা কত দিনে।

রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে॥

কাশীমিশ্রে কৃপা প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি-মিলন।

পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন॥

দামোদর-স্বরূপ-মিলন পরম আনন্দ।

শিখিমাহিতী-মিলন রায় ভবানন্দ॥

গৌড় হৈতে সব বৈষ্ণবের আগমন।

কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন॥

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।

শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি॥

স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।

সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন॥

সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন।

রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন॥

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।

গৌড়ের ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে॥

প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা দরশনে।

এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে॥

সার্ব্বভৌমঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী।

ষাঠীর মাতা কহে যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী॥

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্ত আগমন।

শিবানন্দসেন করে সবার পালন॥

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।

প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান॥

পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন॥

প্রভুরে মিলিয়া সর্ব্ববৈষ্ণব আসিয়া।

জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া॥

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন।

রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন॥

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।

প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস॥

গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরা পঞ্চমীতে দেখে লক্ষ্মীদেবীর কেলি॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল।
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায়॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন॥
পুরীগোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত॥
আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোক-সঙ্ঘট্ট হইলা॥
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম॥
কুলিয়াগ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন॥
কুলিয়াগ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥
বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে পাইয়া আনন্দ॥
কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নির্বৃন্ত পুষ্পের শয্যা উপরে পাতিল॥
পথে দুই দিগে পুষ্প বকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী॥
রত্নবাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষি কোলাহল সুধা-সম জল॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।

কানাইর নাট্যশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া॥

আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে।

পথ বান্ধা না যায় নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে॥

নিশ্চয় করিয়া কহি শুন ভক্তগণ।

এবার না যাবে প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥

কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া।

জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া॥

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন।

সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ॥

যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।

দেখিতে আইসে দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক॥

যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে।

সেই মৃত্তিকা লয় লোক গর্ত্ত হয় পথে॥

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।

গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম॥

তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।

কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ॥

গৌড়েশ্বর যবন-রাজা প্রভাব শুনিয়া।

কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া॥

বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয়।

সেই ত’ গোসাঞা ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।

আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উঁহার মন॥

কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।

প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥

ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।

তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন॥

যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।

তাঁর হিংসায় লাভ নাহি হয় আরও হানি॥

রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীরখাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞিঁর মহিমা তিঁহো লাগিলা কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিলা তোমার গোঁসায়া।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণুর অংশ সম॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয় সেই ত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর মনে হেন লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবীরখাস আইল আপনার ঘরে॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া॥
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইল প্রভুর স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে॥
তাঁহা দুই জনে জানাইল প্রভুর গোচরে।
রূপসাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
দৈন্য-রোদন করে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।

পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচজাতি নীচ-সঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৫)–
মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥

হে পুরুষোত্তম ! আমার মত কেহ পাপাত্মাও নাই, অপরাধীও নাই। অধিক কি বলিব, –“ভগবান আমায় ক্ষমা কর” এইরূপ পরিহার করিতেও আমার লজ্জা হয়।

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥
ব্রাহ্মণজাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা না করে নহে নীচের কূর্পর॥
সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার॥
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন।
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ॥
জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী মোরা দুই জন॥
ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গী করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বাঁধিয়া।
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিতে যদি দেখাও নিজবল।
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল॥

সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময়।

মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়॥

মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল॥

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ–

না মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।

যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ॥

নাথ! সর্ব্বাগ্রে তোমাকে আমার এক বিজ্ঞাপন শ্রবণ করিতে হইবে, –এ কথা মিথ্যা নহে, বাস্তবিকই সত্য যে, তুমি যদি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ না কর, তাহা হইলে তোমার দয়ার পাত্রই দুর্লভ হইয়া পড়িবে।

আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।

তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ॥

বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে।

তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উপজে অন্তরে॥

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ–

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং, প্রশান্ত-নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ।

কদাহমৈকান্তিক-নিত্য-কিঙ্করঃ, প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥

নাথ ! আমার এমন দিন কবে হইবে, যে দিন নিরন্তর তোমারই পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমার মনের সকল বৃত্তি তোমাতেই উন্মুখ হইয়া উঠিবে, আর সেই আমি তোমার ঐকান্তিক নিত্যভৃত্য হইয়া জীবনকে পরমানন্দিত করিব ?

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন রূপ-দবীরখাস।

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥

আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন।

দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥

দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার।

সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার॥

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে।

শিখাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে॥

তথা হি বশিষ্ঠরামায়ণে–

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।

তদেবাস্বাদয়ত ন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥

যে রমণী পরপুরুষে আসক্ত, গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও সে মনে মনে জার-সঙ্গজনিত সুখেরই আস্বাদ করিয়া থাকে।

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে কেনে আইলা রামকেলিগ্রামে॥
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘর যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার॥
এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে।
দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাথে॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু কহিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে।
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস শ্রীবাস গদাধর।
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর॥
সবার চরণ ধরি পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞি॥
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলনসময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয়॥
ইহাঁ হৈতে চল প্রভু ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবনযাত্রার এ নহে পরিপাটী।
যদ্যপি বস্তুত প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময়॥
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুই জন।

প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন॥
প্রভাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা॥
সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে কৈল সনাতন॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে।
কিছু সুখ না পাইব হৈবে রসভঙ্গে॥
একাকী যাইব কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন॥
এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি।
নীলাচলে যাইব বলি চলিলা গৌরহরি॥
এইমতে চলি চলি আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে॥
শচীদেবী আনি তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার॥
তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা করিলা গমন।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণ॥
জন দুই সঙ্গে আমি যাইব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রাকালে॥
বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
দুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল॥
তিন দিন তাঁহা রহি চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাইয়া চলিল রাত্রে না জানে কোন জন॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝাড়িখণ্ড পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে॥
দিন চারি কাশীতে রহি গেলা বৃন্দবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন॥
লীলাস্থলে দেখি প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির॥

গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা॥
শ্রীরূপ আসি প্রভুরে তাঁহাই মিলিলা।
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন।
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ॥
মথুরা পাঠাইলে তারে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল॥
ছয়বর্ষ ঐছে প্রভু করিলা বিলাস।
কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস॥
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন বিলাস।
জগন্নাথ দরশনে প্রেমের বিকাশ॥
মধ্যলীলার করিল এই সূত্র বিবরণ।
অন্ত্যলীলা-সূত্র এবে শুন ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহা নাহি গেলা॥
প্রতি বর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥
নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্ত্তন বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ॥
পণ্ডিতগোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর দামোদর শঙ্কর হরিদাস॥
জগদানন্দ ভবানন্দ ভগবান্ কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী আর স্বরূপ দামোদর॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভু সঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ মুকুন্দ শ্রীবাস।

বিদ্যানিধি বাসুদেব আর যত দাস॥
প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস।
তাহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব।
আপনি সে মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব॥
তবে রূপগোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড॥
তবে সনাতন গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত-ভোজন॥
নিত্যানন্দের সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে॥
তবে ত' বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা॥
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল ত্রাতা॥
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘটাইল।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ-ভুবন।
চতুর্দ্দশ-ভুবনে বৈসে যত জীবগণ॥
মনুষ্যের বেশ ধরে যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে॥
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণে গাঞা করেন কীর্ত্তন॥

শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন।
কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশাবে ভুবন॥
দশদিকের কোটি কোটি লোক হেনকালে।
জয় কৃষ্ণচৈতন্য করি করে কোলাহলে॥
জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্র-কুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার॥
বহুদূর হৈতে আইলাঙ হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময়॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি॥
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন॥
স্তব শুনি প্রভুকে কহয়ে শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হঞা কেন বাহিরে প্রকাশ॥
কে শিখাইল এই লোকে কহে কোন্ বাত।
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত॥
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে॥
প্রভু কহে শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা॥
এত বলি লোকে করি শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা লোক পূর্ণ হৈল কাম॥
রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা।
চিড়া দধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা॥
তাঁর আজ্ঞা লইয়া গেলা প্রভুর চরণে।

প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।

এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর॥

এই ত’ করিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।

অন্ত্যলীলার সূত্রের তবে বিস্তারবর্ণন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-

সূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্য-লীলাসূত্রানুবর্ণনে।

গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে॥

আমি এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—যাহাতে প্রভুর অন্ত্যলীলার সংক্ষিপ্ত-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত প্রলা পাদির বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।

কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধবদর্শনে।

এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে॥

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।

ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥

রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।

ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রি নাহি নিদ্রা লব।

ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥

তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক-পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধনভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥
কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার॥
হস্ত-পদের-সন্ধি সব বিতস্তি প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে॥
হস্ত পদ শির সব শরীরভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুতভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হুতাশ॥
কাঁহা কাঁরো কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন॥
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥
এইমত বিলাপ করি বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর॥
তথা হি জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।৪)–
প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরিনায়ং ন চ প্রেম বা,
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং,
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি বৌবনমিদং হা হা বিধিঃ কা গতি॥

শ্রীরাধিকা মদনিকাকে কহিয়াছেন,–সখি ! এই হরি প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া যে কিরূপ গুরুতর, তাহা অবগত নহেন ; মদনও আমাদিগকে অবলা বলিয়া জানিলেন না ; অন্যের সকল দুঃখ অন্যে জানে না ; আমাদিগের জীবন চঞ্চল ; এই যৌবনও দুই তিন দিনের জন্য ; হায় হায়, বিধাত ! আমাদের গতি কি হইবে ?

অস্যার্থঃ—যথা রাগঃ।

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পুর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ
পরনারী-বধে সাবধান॥
সখি হে না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে হায় না রবে পরাণ॥ ধ্রু॥
কুটিল প্রেমা আগেয়ান নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে॥
যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয় না লয় জীবন॥
অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাহা নাহি জানে
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্যজন কাঁহা লিখি নাহি জানে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার॥
কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার কভু করিবেন অঙ্গীকার
সখি ! মোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্মপত্রের জল
তত দিন জীবে কোন্ জন॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন-ধন যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন দিন দুই চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম

পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
উঘাড়িয়া দুঃখের কবাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে নানারূপে মন চলে
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ–
শ্রীকৃষ্ণরূপাদি-নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেহহান্যলিখেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদির সেবন ব্যতিরেকে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত সময় অতিশয় বৃথাই হইতেছে। অহো ! আমি নির্লজ্জ হইয়া পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠবৎ সেই ইন্দ্রিয়াদিকে কিরূপে ধারণ করিতেছি ?

অস্যার্থঃ–যথা রাগঃ।
বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে ! শুন মোর হতবিধি বল।
মোর বপু চিত্ত মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে

সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥

মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল

যেই হরে তার গর্ব্ব মান।

হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ

সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল

তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।

তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার

সেই বপু লৌহ সম জানি॥

করি এত বিলপন প্রভু শচীনন্দন

উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।

দৈন্য নির্ব্বোদ বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে

পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥

তথা হি শ্রীজগন্নাথবল্লভনাটকে (৩।৯)–

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং,

তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।

পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং

বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ॥

শ্রীরাধিকা কহিয়াছিলেন,–কোন সৌভাগ্যবশে সেই মধুসূদন যখন লোচনপথের পথিক হইয়াছিলেন, তখন দুরন্ত মদন আমাদিগের মন হরণ করিয়াছিল। আবার যখন তিনি ক্ষণকালের জন্যও আমাদিগের নয়ন-পদবীসমারূঢ় হইবেন, তখন আমরা সেই সময়ের সমস্ত ঘটিকাই রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিব।

অস্যার্থঃ–যথা রাগঃ।

য কালে বা স্বপনে দেখিনু বংশীবদনে

সেই কালে আইলা দুই বৈরী।

আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন

দেখিতে না পাইনু নেত্র ভরি॥

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন

তবে সে ঘটী ক্ষণ পল।

দিয়া মাল্য-চন্দন নানা রত্ন আভরণ

অলঙ্কৃত করিব সকল॥

ক্ষণে বাহ্য হৈল মন　　আগে দেখে দুই জন

তারে পুছে আমি না চৈতন্য।

স্বপ্ন প্রায় কি দেখিনু　　কিবা আমি প্রলাপিনু

তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য॥

শুন মোর প্রাণের বান্ধব।

নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন　　দরিদ্র মোর জীবন

দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব॥

পুনঃ কহে হায় হায়　　শুন স্বরূপ রামরায়

এই মোর হৃদয়নিশ্চয়।

শুনি করহ বিচার　　হয় নয় কহ সার

এত কহি শ্লোক উচ্চারয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১)–

জয়তি তে ইত্যস্য তোষণীকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো ন্যায়ঃ।

কই অব রহিঅং পেম্মং নহি হোই মানুষে লোএ।

জই হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি ণ কো জীঅই॥

এই মনুষ্যজগতে কৈতববিহীন–প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষাশূন্য প্রেম হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে কি কাহারও বিরহ ঘটিত ? আর এরূপ প্রেমে বিরহ হইলেই বা কে বাঁচিতে পারে ?

যথা–রাগঃ।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম　　যেন জাম্বুনদ হেম

সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ　　না হয় তার বিয়োগ

বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়॥

এত কহি শচীসূত　　শ্লোক পড়ে অদ্ভুত

শুনে দোঁহে একমন হৈঞা

আপন হৃদয়কাজ　　কহিতে বাসিয়ে লাজ

তবু কহি লাজবীজ খাঞা॥

তথা হি মহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ–

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ, ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।

বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা, বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

আমি যখন সেই মুরলীধারীর মুরলীমনোহর আনন অবলোকন না করিয়া, পতঙ্গের ন্যায় অতি তুচ্ছ প্রাণ বৃথা ধারণ করিতে পারিতেছি, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীহরিতে আমার প্রেমের ঈষৎ গন্ধমাত্রও নাই। তবে সে ক্রন্ধন করি, –সে কেবল স্বকীয় সৌভাগ্যের আতিশয্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত।

যথা–রাগঃ।

দূরে শুদ্ধপ্রেম-বন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ

সেহ মোর নাহি পায়।

তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন

কহি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥

যাতে বংশীধ্বনি-সুখ না দেখি সে চাঁদমুখ

যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।

নিজ দেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি

প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ॥

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল

সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায়ে অন্য দাগে

শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসিবিন্ধু॥

শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু

সেই বিন্ধু জগৎ ডুবায়।

কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়

কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥

এইমত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে

নিজভাব করেন বিদিত।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়

কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥

এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ

মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।

সেই প্রেমা যার মনে   তাঁর বিক্রম সেই জানেকঁ

বিষামৃত একত্রে মিলন॥

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (২।৪৬)–

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,

নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,

জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিয়াছিলেন,–সুন্দরি ! শ্রীনন্দনন্দনবিষয়ক প্রেম যাহার অন্তরে জাগরূক হয়, এই প্রেমের বক্র অথচ মধুর বিক্রম সেই ব্যক্তি স্পষ্টরূপে জানিতে পারে। এ

প্রেমের এমনি পীড়া যে, সে নূতন কালকূটবিষের কটুত্বগর্ব্বও বিদূরিত করিয়া দেয়, আবার যখন এ প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন তাহা অমৃতের মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকেও সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।

যে কালে দেখে জগন্নাথ   শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ

তবে জানে "আইলাম কুরুক্ষেত্র।

সফল হইল জীবন   দেখিনু পদ্মলোচন

জুড়াইল তনু মম নেত্র॥

গরুড়ের সন্নিধানে   রহি করে দরশনে

সে আনন্দের কি কহিব বোলে।

গরুড়স্তম্ভের তলে   আছে এক নিম্ন খালে

সেই খাল ভরিল অশ্রুজলে॥

তাহা হৈতে ঘরে আসি   মাটির উপরে বসি

নখে করি পৃথিবী-লিখন।

"হা হা কাঁহা বৃন্দাবন   কাঁহা সেই বেণুগান

কাঁহা সেই বংশীবদন॥

কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম   কাঁহা সেই বেণুগান

কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।

কাঁহা নৃত্য গীত হাস   কাঁহা রাসবিলাস

কাঁহা প্রভু মদনমোহন॥"

উঠিল নান ভাব-আবেগ   মনে হইল উদ্বেগ

ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।

প্রবল বিরহানলে   ধৈর্য্য হৈল টলমলে

নানা শ্লোক লাগিল পড়িতে॥

তথা হি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)–

অমুন্যধন্যানি দিনান্তরাশি, হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো, হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥

বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন,–হরি ! তুমি অনাথের বান্ধব এবং করুণার অপার সাগর। তোমার অদর্শনে আমার অহোরাত্রমধ্যগত ক্ষণ-লবমুহূর্ত্তাদি সমস্ত কালই বিফল হইয়া গিয়াছে ! হায় হায় ! আমি এই কল্পকোটিতুল্য কাল কিরূপে যাপন করিব ?

তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রি-দিনে

এই কাল না যায় কাটন।

তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণা-সিন্ধু

কৃপা করি দেহ দরশন॥

উঠিল ভাব চাপল মন হইল চঞ্চল

ভাবের গতি বুঝন না যায়।

অদর্শনে পোড়ে মন কেমনে পাব দরশন

কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায়॥

তথা হি তত্রৈব (৩৩)–

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি, মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।

তৎ কিং করোমি বিরলং মূরলীবিলাসি, মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমিক্ষণাভ্যাম্॥

নাথ ! তোমার শৈশব (কৈশোর) ও আমার এই চাপল্য দুইটিকে ত্রিভুবন-মধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জান। এ দুইটি তোমার বা আমার জানিবার যোগ্য ;–অন্য কাহারও নহে। এখন তোমার সেই বংশীবিলাসসম্পন্ন মনোহর মুখকমল, দুইটি নয়ন ভরিয়া বিরলে দেখিবার নিমিত্ত কি উপায় করি বল দেখি ?

যথা–রাগঃ।

তোমার মাধুরী-বল তাতে মোর চাপল

এই দুই তুমি আমি জানি।

কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে তোমা পাঙ

তাহা মোরে কহ ত' আপনি॥

নানা ভাবের প্রাবল্য বিষাদ দৈন্য চাপল্য

ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।

ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোমহর্ষ আদি সৈন্য

প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥

মত্তগজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষুবন

গজযুদ্ধে বনের দলন।

প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ তনু মনের অবসাদ

ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

তথা হি তত্রৈব (৪০)–

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,

হে কৃষ্ণ কে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,

হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু ! হে চপল ! হে করুণার অপার সাগর ! হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নান্দদায়ক ! তুমি কবে আমার নয়নগোচর হইবে ?

যথা—রাগঃ।

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফুরণ

ভাবাবেশে উঠে প্রণয়মান।

সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজস্তুতি

কভু নিন্দা কভু বা সম্মান॥

তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত

তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।

তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত্ত

মোর ভাগ্যে কর আগমন॥

ভুবনের নারীগণ সবার কর আকর্ষণ

তাহা কর সব সমাধান।

তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ঐছে কোন্ পামর

তোমারে বা কে না করে মান॥

তোমার চপল মতি না হয় একত্রে স্থিতি

তাতে তোমায় নাহি কিছু দোষ।

তুমি ত’ করুণাসিন্ধু তুমি মোর প্রাণের বন্ধু

তোমায় নাহি মোর কোন রোষ॥

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ব্রজের কর পরিত্রাণ

বহু-কার্য্যে নাহি অবকাশ।

তুমি আমার রমণ সুখ দিতে আগমন
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম তুমি মোর ধন-প্রাণ
হা হা পুনঃ দেহ দরশন॥
স্তম্ভ কল্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কান্দে নাচে গায় উঠি ইতি উতি ধায়
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে নানা ভ্রম হয় মনে
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

তথা হি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮)–

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু মাধুর্য্যমের নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু, কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥

ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প ? মধুরদ্যুতিসমূহ কি ? মাধুর্য্য কি ? মনোনয়নের অমৃত কি ? আমার বেণীসংস্কারকারী (প্রবাস-প্রত্যাগত কান্ত) কি ? না না সখি ! এ যে আমার জীবিতবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই লোচনসুখসম্পাদনার্থ সমুদিত হইতেছেন।

যথা—রাগঃ।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম দ্যুতি কিংবা মূর্ত্তিমান
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব কিবা প্রাণবল্লভ
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥
গুরু নানা ভাবগণ শিষ্য প্রভুর তনু-মন
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্য চাপল্য হর্ষ ধৈর্য্য মন্যু
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি

কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস।
গদাধর জগদানন্দ স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥
লীলাশুক মর্ত্ত্যজন তার হয় ভাবোদ্‌গম
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য রসাশ্রয় হইয়াছেন মহাশয়
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয়॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাব সার আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে শিক্ষাইল ভক্তগণে
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি॥
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার ঐছে দাতা নাহি আর
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
হেন চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় যদি তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥
চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।

তাঁহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহাঁ বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
যদি কেহ হেন কহে গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে
ইতর জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ সেই করি বর্ণন
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥
নাহি কাঁহসো বিরোধ নাহি কাঁহো অনুরোধ
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ দ্বেষ তাঁহা হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন॥
যে বা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হয় বড় হিত॥

ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন॥
শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ শেষ বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
আমি বৃন্দ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়ন না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলা সার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে

এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥

সঙ্ক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল

আগে তাহা করিব বিস্তার।

যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে

ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দো সবার শ্রীচরণ

সবে মোরে করহ সন্তোষ।

স্বরূপ-গোসাঞির মত রঘুনাথ জানে যত

তাহি লিখি নাহি মোর দোষ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ

শিরে ধরি সবার চরণ।

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ

ধূলি করো মস্তক-ভূষণ॥

পাঞা যাঁর আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ

বন্দো তাঁর মুখ্য হরিদাস।

চৈতন্যবিলাস সিন্ধু কল্লোলের এক বিন্দু

তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা

সূত্রবর্ণনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,

বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাত্মা।

রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,

ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি॥

যিনি সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিয়া উৎকটপ্রেমের প্রাদুর্ভাববশতঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনের অভিলাষী হইয়া, পথভ্রান্তি-নিবন্ধন, রাঢ়প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুরে আগমনপূর্ব্বক, ভক্তবৃন্দের সহিত শোভমান হইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।

তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।

রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ॥

এই শ্লোক পড়ি কভু ভাবের আবেশে।

ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।৫৩)–

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামূপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।

অহং তরিষ্যামি দুরন্তপরাং, তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

ভিক্ষুক উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন,–সেই আমি প্রাচীন মহর্ষিবৃন্দ কর্ত্তৃক অবলম্বিত এই ব্রহ্মনিষ্ঠবেশ স্বীকার করিয়া মুকুন্দের চরণসেবন-প্রভাবেই অপার সংসারের পারে গমন করিব।

প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন।

মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥

পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ-ধারণ।

মুকুন্দসেবায় হয় সংসারতারণ॥

সেই বেশে কৈল এবে বৃন্দাবনে গিয়া।

কৃষ্ণ-নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।

দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রি-দিন॥

নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্ন মুকুন্দ তিন জনা।

প্রভু-পাছে পাছে তিনে করেন গমন॥

যেই যেই প্রভু দেখে সেই সব লোক।

প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ-শোক॥

গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া।

হরি হরি বলি উঠে উচ্চ করিয়া॥

শুনি তা সবার নিকটে গেলা গৌরহরি।

বোল বোল বলে সবার শিরে হস্ত ধরি॥

তা সবারে স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরি-নাম॥
গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ॥
বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইও তাঁরে॥
তবে প্রভু পুছিলেন শুন শিশুগণ।
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন॥
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞিঃ।
শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্য্যের ঠাঞিঃ॥
প্রভু লঞা যাব আমি তোমার মন্দিরে।
সাবধানে রহে যেন নৌকা লঞা তীরে॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি দিলা পরিচয়॥
প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে তোমা সনে যাব বৃন্দাবন॥
প্রভু কহে কতদূর আছে বৃন্দাবন।
তিঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন॥
এত বলি তারে নিলা গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে॥
অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করয়ে স্তবন॥
তথা হি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৫।১৩)–
চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবৎ-ব্রহ্মগাত্রী !

অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,

পবিত্রীক্রিয়ান্নো রপুর্মিত্রপুত্রী॥

যিনি চিদানন্দপ্রকাশক নন্দনন্দনের পরম প্রেমের পাত্র, চিন্ময় জলস্বরূপে অবস্থান করিতেন, যিনি দর্শনমাত্রেই সকল প্রকার পাপচ্ছেদন করিয়া থাকেন, সেই জগতের মঙ্গলবিধায়নী সূর্য্যতনয়া যমুনা আমাদিগের শরীর পবিত্র করুন।

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান।

এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥

হেনকালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া।

আইলা নতুন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥

আগে আসি বসিলা আচার্য্য নমস্কার করি।

আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি॥

তুমি আচার্য্য গোসাঞি হেতা কেনে আইলা।

আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥

আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন।

মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥

প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।

গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা॥

আচার্য্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদবচন।

যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥

গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।

পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥

পশ্চিমে যমুনা বহে তাহা কৈলা স্নান।

আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি কর শুষ্ক পরিধান॥

প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।

আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস॥

এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছো পাক।

শুকারুখা বাঞ্জন কৈল সূপ আর শাক॥

এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর।

পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর॥

প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।

বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি॥

তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইলা সম করি।

শ্রীকৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রপরি॥

বত্রিশ আঁঠিয়া কলার আঙ্গাটিয়া পাতে।

দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভাল মতে॥

মধ্যে পাত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন-স্তূপ।

চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুগসূপ॥

বাস্তক শাক পাক বিবিধ প্রকার।

পটল কুষ্মাণ্ড বড়ী মানকচু আর॥

চই মরিচ সূক্তা দিয়া সব ফল-মূলে।

অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥

কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।

ফুলবড়ী ভাজা আ কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥

নারিকেল-শস্য ছানা শঙ্গরা মধুর।

মোচাঘণ্ট দুগ্ধকুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥

মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।

সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥

মুদগবড়া মষবড়া কলাবড়া মিষ্টান্ন।

ক্ষীরপুলি নারিকেল যত পিঠা ইষ্ট॥

বত্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।

চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতিবড় দড়॥

পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে পূরিয়া।

তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া॥

সঘৃত পায়স মৃৎ-কুণ্ডিকা ভরিয়া।

তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখে ত' ধরিয়া॥

দুগ্ধচিড়া কলা আর দুগ্ধলকলকি।

যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি॥

দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।

চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥

অন্ন-ব্যঞ্জন উপরে দিন তুলসী-মঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি॥
তিন শুভ্র পীঠ তাঁর উপরে বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাতে কৃষ্ণে করায় ভোজন॥
আরাত্রিককালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন।
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইল তবে করিতে ভোজন॥
মুকুন্দ হরিদাস দুই প্রভু বোলাইলা।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥
মুকুন্দ কহে মোর কিছু কৃত্য নাহি সারে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে॥

হরিদাস কহে মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিব ভোজন॥
দুই প্রভু আচার্য্য গেলা ভিতরঘর।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণের করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ॥
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃকথা ননে প্রভুর বেদ্য॥
প্রভু কহে বৈস তিনে করিয়ে ভোজন।
আচার্য্য কহে আমি করিব পরিবেশন॥
কোন্ স্থানে বসিব আর আন দুই পাত।
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন-ভাত॥
আচার্য্য কহে বৈস দোঁহে পীঁড়ির উপরে।
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দোঁহারে॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসীর ভক্ষণ নহে উপকরণ।

ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ॥
আচার্য্য কহেন ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি॥
ভোজন করহ ছাড় বচন-চাতুরী।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে নার পাতে রহিবেক আর॥
প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে॥
আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একেবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
তিনজনের ভক্ষ্যপিণ্ড তোমার এক গ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নয় পঞ্চ গ্রাস॥
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন॥
এত বলি জল দিল দুই গোসাঞিঁর হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে॥
নিত্যানন্দ কহে কৈল তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে মনে ছিল বড় আশ॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে॥
আচার্য্য কহে হও তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল মূল খাও কভু উপবাসী॥
দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন।
ইহাতে সন্তোষ হও ছাড় লোভমন॥
নিত্যানন্দ কহে যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিনে চাহ যত করিয়ে ভোজন॥
শুনি নিত্যানন্দ-কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহিলেন তাঁরে কিছু পাইয়া পিরীত॥

ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিত॥
তুমি খাইতে পার দশবিশ মণের অন্ন।
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
যে পাঞাছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ।
পাগলাই না করিহ না ছাড়হ ঝুঠ॥
এইমত হাস্য-রসে করয়ে ভোজন।
অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন॥
সেই ব্যঞ্জন আচার্য্য পুনঃ করয়ে পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
ডোঙ্গা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন।
প্রভু কহেন আর কত করিব ভোজন॥
আচার্য্য কহে যে দিয়াছি তাহা ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা॥
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুকে করাইলা ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ॥
নিত্যানন্দ কহে মোর পেট না পূরিল।
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল॥
এত বলি এক গ্রাস অন্ন হাতে লঞা।
উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা॥
ভাত দুই চারি লাগিল আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত অঙ্গে লঞা আচার্য্য নাচে বড় রঙ্গে॥
অবধূতের ঝুঁট মোর লাগিল অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে করিল এই ঢঙ্গে॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল।
তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুঁটা দিলা বিপ্র বলি ভয় না করিলে॥
নিত্যানন্দ কহে এই কৃষ্ণের প্রাসাদ।

ইহাকে ঝুঁটা কহিলে করিলে অপরাধ॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন॥
আচার্য্য কহে প্রভু না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব শ্রুতিধর্ম্ম॥
এই বলি দুইজনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন॥
লবঙ্গ এলাচী বীজ উত্তম রসবাস।
তুলসী মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি মাল্য আনি দিল হৃদয় উপর॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাসংবাহন।
সঙ্কোচিত হঞা প্রভু কহেন বচন॥
বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন।
মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ইচ্ছায় ভোজন যে আছিল মনে॥
শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ॥
হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার হৈল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া॥
গৌরদেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্র-কান্তি তাহে করে ঝলমল॥
আইসে যায় লোক সব নাহি সমাধান।
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন প্রভু করেন দর্শন॥
নিত্যানন্দগোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিয়া।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হৈঞা॥

তথা হি পদম্–

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।

চিরদিনের মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥

এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন।

স্বেদ কল্প অশ্রু পুলক হুঙ্কার গর্জ্জন॥

ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ।

আলিঙ্গন করি প্রভু বলেন বচন॥

অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।

ঘরে পাইয়াছ এবে রাখিব বান্ধিয়া॥

এত বলি আচার্য্য করেন নর্ত্তন।

প্রহরকে রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীর্ত্তন॥

প্রেমে উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহিক কৃষ্ণসঙ্গ।

বিরহে বাড়িল প্রেমজ্বালার তরঙ্গ॥

ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।

গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সংবরিলা॥

প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।

ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে॥

আচার্য্য উঠাইলা প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।

পদ শুনি প্রভুর অঙ্গে না যায় ধরণ॥

অশ্রু কল্প পুলক স্বেদ গদ্‌গদ বচন।

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥

তথা হি পদম্–

হা হা প্রাণ-প্রিয়সখি কি না হৈল মোরে।

কানু-প্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥ ধ্রু॥

রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ।

যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাঙ॥

এই পদ গায় মুকুন্দ সমধুর স্বরে।

শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে॥

নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।

প্রভুর শরীরে যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥
জর্জ্জর হইয়া প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈল সব ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন॥
বোল বোল বলি নাচে আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া।
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে॥
তিনদিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর হৈল পরিশ্রম॥
তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ প্রভুকে রাখিলা ধরিয়া॥
আচার্য্যগোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন॥
এইমত দশ দিন ভোজন কীর্ত্তন।
একরূপ করি কৈল প্রভুর সেবন॥
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইয়া।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লৈয়া॥
নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ।
সব লোক আইলা হৈল সংঘট্ট-সমৃদ্ধ॥
নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্ত্তন।
শচী মাতা লঞা আইলা অদ্বৈতভবন॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥

অঙ্গ মোছে মুখ চুম্বে করি নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী বাছা রে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইবে মরণ॥
কাঁদিয়া বলেন প্রভু শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই॥
তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে॥
জানি বা না জানি যদি করিব সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব॥
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।
ভক্তগণে মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি দেখি করে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ॥
শ্রীবাস রামাই বিদ্যানিধি গদাধর।
গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর মুরারি শুক্লাম্বর॥
বুদ্ধিমন্তখান নন্দন শ্রীধর বিজয়।
বাসুদেব দামোদর মুকুন্দ সঞ্জয়॥
কত নাম লব কত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাসি॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি।

আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।

নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে॥

সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান।

বহুদিন আচার্য্য গোসাঞি কৈল সমাধান॥

আচার্য্যগোসাঞির ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।

যত দ্রব্য ব্যয় করে তত দ্রব্য হয়॥

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।

ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন॥

দিনে আচার্য্যের প্রীতি প্রভুর দর্শন।

রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন॥

কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্ব ভাবোদয়।

স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু গদ্গদ প্রণয়॥

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া।

দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া॥

চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর।

হা হা করি বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর॥

বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।

তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ॥

যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী-উপরে।

ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে॥

এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।

হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইয়া বিকল॥

শ্রীনিবাস আদি-যত বিপ্র ভক্তগণ।

প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হইল সবাকার মন॥

শুনী শচী সবাকারে করেন মিনতি।

মুঞি নিমাইর দর্শন আর পাব কতি॥

তোমা সবা সনে হবে অন্যত্র মিলন।

মুঞি অভাগিনী মাত্র এই দরশন॥

যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাইর-অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব সবাকারে মাগো দান॥
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার॥
মাতার বৈরাগ্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণে একত্র করি বলিল বচন॥
তোমা সবাকার আজ্ঞা বিনে চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সব না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥
কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন।
সেই কর্ম্ম কর যাতে রহে দুই ধর্ম্ম॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচী-পাশে আচার্য্যাদি করিলা গমন॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিলা।
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিলা॥
তিঁহো যদি ইহাঁ রহে তবে মোর সুখ।
তার নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুখ॥
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে সেই দুই ঘর।
লোক গতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন॥
আপনার সুখ দুখ তাহা নাহি গণি।

তাঁর যেই সুখ সেই নিজ করি মানি॥

শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন।

বেদ আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন॥

প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।

শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল॥

নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ।

সবারে সম্মান করি বলিল বচন॥

তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব।

এক ভিক্ষা মাগোঁ মোরে দেহ তুমি সব॥

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ-আরাধন॥

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।

মধ্যে মধ্যে আসি তোমা দিব দরশন॥

এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া।

বিদায় করিল সম্মান করিয়া॥

সবা বিদায় করি প্রভু চলিতে কৈল মন।

হরিদাস কান্দি কহে করুণবচন॥

নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।

নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি॥

মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দর্শন।

কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন॥

প্রভু কহে কর তুমি দৈন্যসংবরণ।

তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন॥

তোমার লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন।

তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম॥

তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া।

দিন দুই চারি রহ কৃপা ত' করিয়া॥

আচার্য্যবচন প্রভু না করে লঙ্ঘন।

রহিলা অদ্বৈত গৃহে না কৈলা গমন॥

আনন্দিত হৈলা আচার্য্য শচী ভক্তসব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব॥
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহামহোৎসব সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে॥
আনন্দিত হৈয়া শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করেন প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভু আরাধনে॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা কৈল পূর্ণ নিজসুখ॥
এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কতকদিন নানা কুতূহলে॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ নিজ গৃহে সবে করহ গমনে॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
পুনরপি আমা সঙ্গে হইবে মিলন॥
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রিগমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান॥
নিত্যানন্দগোসাঞি পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ॥
এই চারি জনে আচার্য্য দিল প্রভুসনে।
জননী-প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন॥
নিরপেক্ষ হঞা শীঘ্র যে চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পাছেতে লাগিলা॥
কতদূর যাই প্রভুরে করি যোড় হাত।
আচার্য্য প্রবোধি কহে কিছু মিষ্ট বাত॥
জননী প্রবোধি কর ভক্তসমাধান।

তুমি ব্যগ্র হইলে কারো না রহিবে প্রাণ॥

এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন।

নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দে গমন॥

গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে।

নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগপথে॥

চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন।

বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥

অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।

অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-

করণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন ক্ষীরভাণ্ডং,

গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।

শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন,

যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥

যাঁহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত ক্ষীরভাণ্ড অপহরণ করিয়া, “ক্ষীরচোরা” নামে খ্যাত এবং যাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীগোপাল শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন, আমি সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

নিলাদ্রিগমন জগন্নাথ-দরশন।

সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন॥

এই সব লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।

বিস্তারিয়া করিয়াছেন উত্তম বর্ণন॥

সহজে চরিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি বর্ণি যদি তৈছে নাহি শক্তি॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিলা বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই-লীলা করিয়ে সূচন॥
তাঁর সূত্র আছে তিঁহো না কৈল বর্ণন।
যথাকথঞ্চিৎ করি সে লীলা-কথন॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কুতূহলে॥
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া।
আপনে বহুত অন্ন আনিল মাগিয়া॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা সবারে কৃপা করি আইলা রেমুণারে॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন।
ভক্তি করি কৈলা প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম-নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে॥
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত মন।
বহু নৃত্য-গীত কৈলা লঞা ভক্তগণ॥
প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ॥
নানামতে প্রীতে কৈলা প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিল বঞ্চন॥
মহাপ্রসাদ ক্ষীরলোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা॥
ক্ষীরচোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।

ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান॥

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।

অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥

পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন॥

প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর দিবা-রাত্রি জ্ঞান।

ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান॥

শৈলপরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি।

স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥

গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা।

আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া॥

পুরী এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।

মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥

বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।

তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোগ শোষ॥

পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।

কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥

বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।

আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥

কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।

অযাচক জনে আমি দিয়ে ত' আহার॥

জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি গেল।

স্ত্রীসব দুগ্ধ দিয়া আমাদের পাঠাইল॥

গোদোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।

আরবার আসি এই ভাণ্ডটি লইব॥

এত বলি বালক গেলা না দেখিয়ে আর।

মাধবপুরীর চিত্তে হইল চমৎকার॥

দুগ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল।

বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল॥

বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি নয়॥
স্বপ্নে দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে কুঞ্জে আমি রই।
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে বড় দুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হইতে।
পর্ব্বত-উপরে লঞা রাখ ভালমতে॥
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতলজলে কর শ্রীঅঙ্গ স্বপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
ব্রজের স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল-উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে।
ভালে হৈল আইলা আমা কাঢ় সাবধানে॥
এত বলি সে বালক অন্তর্দ্ধান কৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল॥
কৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে॥
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈলা ধীর।
আজ্ঞাপালন লাগি হইলা সুস্থির॥
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।

কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি॥

অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।

কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥

শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।

কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে॥

ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত।

দেখি সব লোক হইল আনন্দে বিস্মিত॥

আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।

মহাভারি ঠাকুর কেহ নারে চালাইতে॥

মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া।

পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া॥

পাথর-সিংহাসন-উপরে ঠাকুর বসাইল।

বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥

গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।

গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥

নব শতঘট জল কৈল উপনীত।

নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥

কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।

দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল॥

ভোগসামগ্রী আইলা সন্দেশাদি যত।

নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥

তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।

আপনে মাধবপুরী করে অভিষেক॥

অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান।

বহু তৈল দিয়া কৈলা শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ॥

পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া।

মহাস্নান করাইলা শতঘট দিয়া॥

পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।

শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন॥

শ্রীঅঙ্গ-মার্জ্জন করি বস্ত্র পরাইল।
চন্দন তুলসী পুষ্পমাল্য অঙ্গে দিল॥
ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল।
দধি দুগ্ধ সন্দেশ আদি যত কিছু ছিল॥
সুবাসিত জল নব্যপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া পুনঃ তাম্বুল অর্পিল॥
আরতি করিয়া কৈল অনেক স্তবন।
দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম-সমর্পণ॥
গ্রামের যত তণ্ডুল দালি গোধূমাদি চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকারঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আইল প্রাতে হইতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জন চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ॥
বন্য শাক ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া বড়ী কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জন পাঁচ সাত করে রুটি রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাতে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি-রাশি উপপর্ব্বত কৈল।
সূপ-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড সব চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী।
পায়স পাথনি সর পাশে ধরে আনি॥
হেন মতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরীগোসাঞি গোপালের কৈল সমর্পণ॥
অনেক ঘট ভরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।

তাঁর হস্ত স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল॥

ইহা অনুভব কৈল মাধবগোসাঞিঃ।

তাঁর ঠাঞিঃ গোপালের লুকা কিছু নাঞিঃ॥

একদিন উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।

গোপাল-প্রভাবে হৈল অন্যে না জানিল॥

আচমন দিঞা দিল বিড়ক সঞ্চয়।

আরতি করিল লোকে করে জয় জয়॥

শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।

নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥

তৃণটাটি দিয়া চারিদিক আবরিল।

উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥

পুরীগোসাঞিঃ আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।

আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে॥

সব লোক বসি ক্রমে ভোজন করিল।

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল॥

অন্য গ্রামের লোক যেই দেখিতে আইল।

গোপাল দেখিয়া সবে প্রসাদ খাইল॥

পুরীর প্রভাব দেখি লোকে চমৎকার।

পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।

সেই সেই সেবামধ্যে সবা নিয়োজিল॥

পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান।

কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান॥

গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল।

আশ-পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল॥

একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া।

অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা॥

রাত্রিকালে ঠাকুরেরে করাইয়া শয়ন।

পুরীগোসাঞিঃ কৈল কিছু গব্য ভোজন॥

প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা গ্রামের আইল লোকগণ॥
অন্ন ঘৃত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল॥
পূর্ব্বদিন প্রায় বিপ্র করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসীর প্রতি॥
মহাপ্রসাদান্ন যত খাইল সব লোক।
গোপাল দর্শনে খণ্ডে সবার দুঃখ শোক॥
আশপাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এৈকেক দিন আসি করে মহোৎসব॥
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লইয়া লোক লাগিলা আসিতে॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ নানা উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল কেহ ত' প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এৈকেক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥
গৌড় হইতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরীগোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন॥
সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল।
রাজসেবা হৈল পূরীর আনন্দ বাড়িল॥
এইমত বৎসর দুই করেন সেবন।
একদিন পূরীগোসাঞি দেখিল॥
গোপাল কহে পূরী আমার তাপ নাহি যায়।

মলয়জ চন্দন লেপ তবে যে জুড়ায়॥
মলয়জ আন গিয়া নীলাচল হৈতে।
অন্য হইতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥
স্বপ্ন দেখি পূরীগোসাঞি হৈলা প্রেমাবেশ।
প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ॥
সেবার নির্ব্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন॥
শান্তিপুর আইলা শ্রীল অদ্বৈতের ঘরে।
পূরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে॥
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লইল যতন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পূরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দর্শন।
তাঁর রূপ দেখি বিহ্বল হইল মন॥
নৃত্যগীত করি জগমোহন বসিলা।
কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে ইহা হৈল অনুমানে॥
যৈছে ইহা ভোগ লাগে সকলি শুনিব।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব॥
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগবিবরণে॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধ যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি পুরীগোসাঞি কিছু মনে বিচারিল॥
অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ যদি অল্প পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥

এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা কারে কিছু না বলিলা আর॥
অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥
প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি বাধে।
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানি অপরাধে॥
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন॥
নিজকৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন।
স্বপনে ঠাকুর আসি বলেন বচন॥
উঠহ পূজারী দ্বার করহ মোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥

ধরার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়।
তোমরা না জান তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া।
তাঁহাকে ত' সেই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥
স্বপ্ন দেখি উঠি পূজারী করিল বিচার।
স্নান করি কবাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচলতলে পাইলা সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইলা বাহির॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীরে চাহিয়া॥
ক্ষীর লও এই যাঁর নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে॥
এত শুনি পুরীগোসাঞি পরিচয় দিল।

ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈল শ্রীমাধবপুরী॥
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইহার বশ হয় যথেচিত॥
এত বলি নমস্করি গেলা সে ব্রাহ্মণ।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ॥
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল।
বর্হির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশে হয় অদ্ভুত কথন॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল সর্ব্বলোকে শুনি।
দিনে লোক ভীড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
এই ভাবি রাত্রিশেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেই স্থানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায়।
জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায়॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি।
লোক আসি তারে করে বহু ভক্তিস্তুতি॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল পলাইয়া।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে গড়াইয়া॥
যদ্যপি উদ্বেগ হইল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥
জগন্নাথের সেবক যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল পুরী গোপাল-বৃত্তান্ত॥

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি করিলা যতন॥
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়॥
এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে।
পুরী গোসাঞিঁর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে॥
ঘাটি দানী ছড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে।
রাজলেখা করি দিল পুরীগোসাঞিঁর করে॥
চলিলা মাধবপুরী চন্দন লইয়া।
কত দিনে রেমুণায় উত্তরিলা গিয়া॥
গোপীনাথের চরণে কৈলা বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিলা অপার॥
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীর মহাপ্রসাদ দিয়া ভিক্ষা করাইল॥

সেই রাত্রি দেবালয়ে করাইল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিলা স্বপন॥
গোপাল আসিয়া কহে শুন হে মাধব।
কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
কর্পূর সহিত ঘষি এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
গোপীনাথের আর আমার এক অঙ্গ হয়।
ইহাকে চন্দন দিলে হবে আমার তাপক্ষয়॥
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥
এত বলি গোপাল গেলা গোসাঞিঁ জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কর্পূর চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
ইহাকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেহ দিব যে বেতন॥
এইমত প্রত্যহ দেয় চন্দন ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হইল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥
গ্রীষ্মকাল পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃতচরিত।
ভক্তগণে শুনিঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার।
পুরী সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর॥
দুগ্ধদানচ্ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যারে কৃপা কৈল॥
যার প্রেমে বদ্ধ হঞা প্রকট হইলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা॥
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈলা।
কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে চড়াইলা॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তাভয়ে দ্বিতীয়জনসঙ্গহীন॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাইয়া।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥

ভোকে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দনভার বহি লঞা যায়॥
অনেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রোখে চন্দন দেখিয়া।
তাঁহা এড়াইল রাজপুত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ জগাতি অপার।
কেমনে চন্দন নিব নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটিদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ মনে চন্দন লইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজদুঃখ-বিঘ্নাদিক না করি বিচার॥
এই তাঁর গাঢ়প্রেম লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়ায়ে মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হইল দয়াবান্॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝি তিঁহ আমা সবার নাহি অধিকার॥
এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোকচন্দে জগৎ করিয়াছে আলোক॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥
রত্নগণমধ্যে যৈছে হয় কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।

ইহা আস্বাদিতে অধিকারী নাহি চৌঠজন॥
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িত।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে॥
তথা হি পদ্যাবল্যম্–
অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং, দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

হে দীনদয়ার্দ্র হৃদয় ! হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! কবে তুমি আমাকে দর্শন প্রদান করিবে ? তুমি আমার দয়িত –প্রাণের অপেক্ষাও প্রীতির পাত্র। তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে ও ভ্রমময়ী দশা প্রাপ্ত হইতেছে ; এখন করি কি ?

এই শ্লোক পড়ি প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমের বিহ্বল হইয়া পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র॥
প্রেমোন্মাদ হৈল উঠি ইতি উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে প্রভু হাসে নাচে গায়॥
অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার॥
কম্প স্বেদ লুলকাঙ্গ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ বিষাদ জাড্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এই শ্লোকে উঘারিল প্রেমের-কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট॥
লোকের সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।
ঠাকুরের ভোগ সারি আরতি বাড়িল॥
ঠাকুরশয়ন করাই পূজারী হইল বাহির।
প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর॥
ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল॥
গোপীনাথরূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।

ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদভক্ষণ॥

নামসংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইয়া।

প্রভাতে চলিলা মঙ্গল আরতি দেখিয়া॥

শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরীগোসাঞির গুণ।

ভক্তসঙ্গে শ্রীমুখ প্রভু করে আস্বাদন॥

এই ত’ আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা।

প্রভুর ভক্তবাৎসল্য আর ভক্তের প্রেমসীমা॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন।

শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী

চরিতামৃতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো,

ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যস্।

দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহহং

তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি॥

ব্রাহ্মণহিতকারী যে দেবতা, প্রতিমারূপে প্রতীয়মান হইয়াও ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পদব্রজে শতদিবসপ্রাপ্য দেশে গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অলৌকিক-লীলাশালী সাক্ষিগোপালকে প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এইমত চলি আইলা যাজপুরগ্রামে।

বরাহঠাকুর দেখি করিল প্রণামে॥

নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে অনেক স্তবন।

সেই রাত্রি রহি তাঁহা করিলা গমন॥

কটক আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি হৈল আনন্দিতে॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করি কতক্ষণ।
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপালে স্তবন॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি ভক্তগণ সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে বহু রঙ্গে॥
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটকে আইলা॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনিল লোকমুখে।
সেই কথা আগে কহেন প্রভু মহাসুখে॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরে দুই ত' ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিল গমন॥
গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া।
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা॥
বনযাত্রায় বন দেখি দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়॥
কেশিতীর্থে কালিয়-হ্রদাদিতে করি স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার নিল মন হরি।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই চারি॥
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায়॥
ছোট বিপ্র করে সদা তাহার সেবন।
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন॥
বিপ্র কহে তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা॥
পুত্রে পিতার ঐছে না করে সেবন।

তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমার না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমারে দিব আমি কন্যাদান॥
ছোট বিপ্র কহে শুন বিপ্র মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয়॥
মহাকুলীন্দ তুমি বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন বিদ্যা-ধনাদি-বিহীন॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণ-প্রীতি করি তোমা সেবা ব্যবহার॥
ব্রাহ্মণসেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়॥
বড় বিপ্র কহে তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়॥
ছোট বিপ্র কহে তোমার আছে স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব॥
তা সবার সম্মতি বিনে নাহি কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিকেল দিতে॥
বড় বিপ্র কহে কন্যা মোর নিজধন।
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন॥
তোমারে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার॥
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্যা দিতে আছে মন।
গোপালের আগে কর এ সত্যবচন॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল॥
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি॥

এত কহি দুই জন চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে॥
দেশে আসি দোঁহে কৈলা নিজ নিজ ঘর।
কতদিনে বড় বিপ্র চিন্তিল অন্তর॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিবে নিশ্চয়॥
একদিন নিজলোকে একত্রে করিল।
তা সবার আগে সব বৃত্তান্ত করিল॥
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাহাকার।
ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনি সব লোক তবে করিবে উপহাস॥
বিপ্র বলে তীর্থবাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান॥
জ্ঞাতিলোক কহে মোরা তোমারে ছাড়িব।
স্ত্রী পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব॥
বিপ্র বলে সাক্ষী বোলাইঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি কন্যা লবে মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায়॥
পুত্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহো দূরদেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে॥
নাহি কহি না কহিও এ মিথ্যাবচন।
সবে কহিও কিছু না হয় স্মরণ॥
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি।
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি॥
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপালচরণ॥
মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু শরণ॥
এইমত চিত্তে বিপ্র চিন্তিতে লাগিল।

আর দিন লঘু বিপ্র তার ঘরে আইল॥
আসিয়া পরমভক্ত নমস্কার করি।
বিনয় করিয়া কহে দুই কর জুড়ি॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কর কি তোমার বিচার॥
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি।
তার পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি॥
অরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাহে যেন চাঁদ ধরিতে॥
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল॥
সব লোক বড় বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘু বিপ্র কহিতে লাগিল॥
এহোঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে কন্যা নাহি দেন কি হয় বিচার॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন॥
বিপ্র কহে শুন লোক মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি কিছু না হয় স্মরণ॥
এত শুনি তার পুত্র বাক্যছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহুধন।
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হইল মন॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল॥
সব ধন লঞা কহে চোর লৈল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তুমি সব লোক কহ করিয়া বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥

এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়॥
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য বচন॥
এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা॥
তবে আমি নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন।
কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বারবার।
তোরে কন্যা দিলুঁ তুমি করহ স্বীকার॥
তবে আমি কহিনু শুন দ্বিজ মহামতি।
তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির না হবে সম্মতি॥
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্যবচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন॥
কন্যা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিতে।
আত্মকন্যা দিব কেবা পারে নিষেধিতে॥
তবে আমি করিলাম দৃঢ় করি মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন॥
তবে ইহোঁ গোপাল-আগে যাইয়া কহিল।
তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া।
কহিনু তাঁহার পদে মিনতি করিয়া॥
যদি মোরে এই না করে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইব তোমা হৈও সাবধান॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
তাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন॥
তবে বড় বিপ্র করে এই সত্য কথা।

গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা॥

তবে কন্যা দিব এই জানিহ নিশ্চয়।

তার পুত্র কহে ভাল এই বাত হয়॥

বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।

অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ॥

পুত্রের মনে প্রতিমা সাক্ষী দিতে না আসিবে।

এই বুদ্ধ্যে দুই জনা হইলা সম্মতে॥

ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন।

পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন॥

তবে সব লোক মিলে পত্র ত’ লিখিল।

দোঁহার সম্মতি লৈঞা মধ্যস্থ রাখিল॥

তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সর্ব্বজন।

এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্ম পরায়ণ॥

স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন।

স্বজনমৃত্যু ভয়ে কহে লটপটি বচন॥

ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণে আমি সাক্ষী বোলাইমু।

তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিমু॥

এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে।

কেহ-কেহ ঈশ্বর দয়ালু আসিতেই পারে॥

তবে সেই ছোট বিপ্র গেল বৃন্দাবন।

দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥

ব্রহ্মণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়।

দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥

কন্যা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ।

ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুখ॥

এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।

জানি সাক্ষী না দেয় যেই তারই পাপ হয়॥

কৃষ্ণ কহে বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন।

সভা করি আমা তুমি করহ স্মরণ॥

আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমাস্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥
বিপ্র কহে হও তুমি চতুর্ভুজমূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারো না হবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্ব্বলোক মানে॥
কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য-সাধন॥
হাসিয়া গোপাল কহে শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমা পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটি আমারে কভু না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীতি করিবা॥
এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন।
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন॥
এই মত চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা।
গ্রামের নিকটে আসি মনেতে চিন্তিলা॥
এবে মুঞি গ্রামেতে আইনু যাইমু ভবন।
লোকেরে কহিমু গিয়া সাক্ষি-আগমন॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহঁা যদি রহেন তবে কিছু নাহি ভয়॥
ইহা চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।

হাসিয়া গোপালদেব তাঁহাই রহিল॥
ব্রাহ্মণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর॥
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল॥
আইল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিয়া হর্ষে দণ্ডবৎ করে॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত।
প্রতিমা চলি আইলা শুনি হইয়া বিস্মিত॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যাদান কৈল॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর॥
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁহে মাগ বর।
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর॥
যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে॥
গোপাল রহিলা দোঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইসে সবে দেশের সর্ব্বজন॥
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া।
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষিগোপাল বলি নাম খ্যাতি হৈল॥
এই মতে বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল॥
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
সেই দেশ জিনিলেন করিয়া সংগ্রাম॥

সেই রাজা জিনি লৈল তার সিংহাসন।
মাণিক্য-সিংহাসন নাম অনেক রতন॥
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে চল মোর রাজ্য॥
তার ভক্তিবশে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া রাজা কটকে আসিল॥
জগন্নাথে আনি দিল রত্নসিংহাসন।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দরশনে।
ভক্ত্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হইল মনেতে চিন্তয়॥
ঠাকুরের নাসিকাতে যদি ছিদ্র হৈত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসাতে পরাইত॥
এই চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে॥
বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছে মোর নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজারে কহিল।
রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা।
মহামহোৎসব-কৈল আনন্দিত হঞা॥
সেই হইতে গোপালের কটকতে স্থিতি।
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি॥
নিত্যানন্দমুখে শুনি গোপাল-চরিত।
শুনি তুষ্ট হৈলা প্রভু স্বভক্ত সহিত॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।

ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্ত্তি॥
দোঁহে একবর্ণ দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর।
দোঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহাতেজোময় দোঁহে কমলনয়ন।
দোঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্রবদন॥
দোঁহা দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে॥
এইমত নানারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিয়া॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন॥
কমলপুরে আসি ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড যে ধরিল॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ডভঙ্গে॥
তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া।
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া॥
জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা।
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভুসঙ্গে রাজমার্গে যায়॥
হাসে নাচে কান্দে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিন ক্রোশ পথ হৈল সহস্র যোজন॥
চলিতে চলিতে আইলা আঠারনালা।
তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু দেহ মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ কহে দণ্ড হৈল খণ্ড খণ্ড॥
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু।
তোমা সহ সেই দণ্ড-উপরে পড়িলুঁ॥

দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই খণ্ড কাঁহা পড়িল কিছু না জানিল॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড॥
শুনি প্রভু মনে কিছু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা॥
নীলাচলে আনি মোরে সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই না যাব সহিতে॥
মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভু তুমি চল আগে।
আমি সব পাছে যাব না যাব তোমার সঙ্গে॥
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি॥
ইহোঁ কেনে দণ্ড ভাঙ্গে তিঁহ কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইহোঁতে দোষায়॥
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই পরম গভীর।
সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর॥
ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা শুন সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অচিরাতে পাবে কৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষি-
গোপালচরিতবর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানম চরৎ॥

যিনি কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিরসাস্বাদনচতুর করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাপুরুষ গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িয়া প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাহা করেন দর্শন।
পড়িছা মারিতে তিঁহো কৈল নিবারণ॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্ব্বভৌম হইলা বিস্মিত অপার॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল॥
শিষ্য পড়িছা দ্বারে প্রভু নিল বহাইয়া।
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে থুইল শোয়াইয়া॥
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন॥
সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তূলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যে সুদীপ্তভাব হয়॥
অধিরূঢ়-মহাভাব তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥

এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে মিলিলা আসিয়া॥
তাহা শুনি লোক কহে অন্য অন্য বাত।
এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ॥
মূর্চ্ছিত হইলা চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেল ঘরে॥
শুনি সবে জানিল এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইল তথা গোপীনাথাচার্য্য॥
নদীয়া-নিবাসী বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহো প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাতা॥
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময়॥
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈলা নমস্কার।
তিঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার॥
মুকুন্দ কহে প্রভুর ইহা আগমনে।
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে॥
নিত্যানন্দ গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার॥
মুকুন্দ কহে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবা লঞা॥
আমা সব ছাড়ি আগে গেলা দরশনে।
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে॥
অন্যান্য লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু অনুমান কৈল॥
ঈশ্বরদর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন॥
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন॥
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।

প্রভু দেখি পাছে করিবে ঈশ্বরদর্শন॥

এত শুনি গোপীনাথ সবাকারে লঞা।

সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা॥

সার্ব্বভৌমস্থানে গিয়া প্রভুরে দেখিল।

প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল॥

সার্ব্বভৌমে জানাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে।

নিত্যানন্দগোসাঞিরে তিঁহ কৈল নমস্কারে॥

সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।

প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন॥

সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবা দর্শন করিতে।

চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সবার সাথে॥

জগন্নাথ দেখি সবার হৈল আনন্দ।

ভাবেতে হৈলা আবিষ্ট প্রভু নিত্যানন্দ॥

সবে মিলি ধরি তাঁরে সুস্থির করিল।

ঈশ্বর-সেবক মাল্য প্রসাদ আনি দিল॥

প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।

পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে॥

উচ্চ করি করে সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।

তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥

হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।

আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥

সার্ব্বভৌম কহে শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।

মুঞি দিব আজি ভিক্ষা মহাপ্রসাদন্ন॥

সমুদ্র-স্নান করি মহাপ্রভু শীঘ্র আইলা।

চরণ পাখালি প্রভু আসনে বসিলা॥

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল !

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল॥

সুবর্ণ-থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন॥

সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে॥
পিঠা পানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে॥
জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥
এত বলি পিঠা পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা॥
আজ্ঞা মাগি গেলা গোপীনাথাচার্য্য লঞা।
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিঞা॥
নমো নারায়ণ বলি নমস্কার কৈল।
কৃষ্ণে মতিরস্তু বলি গোসাঞি কহিল॥
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহোঁ বচনে জানিল॥
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥
গোপীনাথ আচার্য্য কহে নবদ্বীপে ঘর।
জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর॥
বিশ্বম্ভর নাম ইহাঁর তাঁর ইহোঁ পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র॥
সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য হেন মানি॥
পিতার সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীতি হঞা গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সহজেই পূজ্য তুমি আর ত’ সন্ন্যাস।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণুস্মরণ।

ভট্টাচার্য্য কহে কিছু বিনয়-বচন॥
তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথা আগমন।
সর্ব্ব প্রকারে করিবে তুমি আমার পালন॥
আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি॥
ভট্ট কহে একলে তুমি না যাইহ দর্শনে।
আমা সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে॥
প্রভু কহে মন্দির-ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব॥
গোপীনাথ আচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে লইয়া করাইও দর্শন॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহে নির্জ্জন স্থান।
তাহা বাসা দেব তবে সর্ব্বসমাধান॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভুস্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা॥
মুকুন্দ দত্ত আইল সার্ব্বভৌম-স্থানে।
সার্ব্বভৌম তাঁরে কিছু বলিল বচনে॥
প্রকৃতি-বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহার উপর॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ।
কিবা নাম ইহাঁর শুনিতে হয় মন॥
গোপীনাথ কহে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইহাঁর কেশব ভারতী মহাধন্য॥

সার্ব্বভৌম কহে এই নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় ইহোঁ হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহাঁর প্রৌঢ়যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর আমি ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া॥
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথ আচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা॥
ভট্টাচার্য্য তুমি ইহাঁর না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইহাঁতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইহোঁ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে॥
অনুমাণ প্রমাণে নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত’ যাহারে।
সেই ত’ ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৮)–
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

দেব ! যদিও তোমার মহিমা জগতে প্রকাশিতই রহিয়াছে, তথাপি বিনি তোমার চরণকমল-কৃপাকণা লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইয়াছেন, ভগবন্ ! তিনিই তোমার মহিমার স্বরূপ কিছু কিছু অনুভব করিয়া থাকেন ; আর যিনি তাহা নহেন, তিনি বিষয় বাসনা বিহীন হইয়া চিরদিন অন্বেষণ করিলেও জানিতে পারেন না।

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিব তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞাত নহে॥
সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্যে কহ সাবধানে।
তোমাতে তাঁহার কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥
আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে হয় বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইহাঁর শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবু ত' ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়ায় এই বলি ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বর্হিমুখ জন।
শুনি হাসি সার্ব্বভৌম কহিল বচন॥
ইষ্টগোষ্টি বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্টে কহি আমি না লইও দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাঞি॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণুনাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া তুমি কর অভিমানে॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান॥

সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিকালে লীলাবতার করে ভগবান্।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতি যুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৯)–
আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
তথৈব (১১।৯।২৮)–
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
মহাভারতে চ দানধর্ম্মে–
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥
তোমার আগে এ কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর-ভূমেতে যেন বীজের রোপণ॥
তোমার উপরে যবে কৃপা তাঁর হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানাবাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৪।২৬)–
যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

দক্ষ প্রজাপতি ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, যাঁহার মায়াশক্তির বৃত্তিসমূহ, বাদী ও প্রতিবাদি-বর্গের বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে এবং আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেও তাহাদিগের বারংবার আত্ম-বিষয়ক মোহ সম্পাদন করে, আমি সেই অনন্তগুণসম্পন্ন ভূমাপুরুষকে প্রণাম করি।

তত্রৈব (১১।২২।৩)–

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্‌গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্‌॥

দ্বিজাতিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্রই যুক্ত হইয়াছে। কারণ, আমার মায়া আশ্রয় করিয়া যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দুর্ঘট কিছুই হয় না।

তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞিঁর স্থানে।
আমার নামে গণ সহ কর নিমন্ত্রণে॥
প্রসাদ আনিয়া তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইহ শিক্ষা॥
আচার্য্য ভগিনীপতি শ্যালক ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা স্তুতি হাস্যে শিক্ষা করান আচার্য্য॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
আচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ॥
গোসাঞিঁর স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তারে কৈল নিমন্ত্রণ॥
মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্য নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের আছে অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা॥
বেদান্তশ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত-শ্রবণ॥

প্রভু কহে মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই ত' কর্ত্তব্য আমার তুমি যেই কহ॥
সাত দিন পর্য্যন্ত করেন বেদান্ত শ্রবণে।
ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে॥
অষ্টম দিবসে তাঁরে কহে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ॥
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি।
তুমি যে করহ অর্থ বুঝিতে না পারি॥
ভট্টাচার্য্য কহে না বুঝি হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার তরে সেই পুছে আরবার॥
তুমি শুনি শুনি রহ মৌনমাত্র ধরি।
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি॥
প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত' বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি ভাষ্য কহ সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখান।
কল্পনার্থ তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যে হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্র সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।

শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃ-প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রমাণ্য-হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদপুরাণে কহে ব্রহ্মনিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬)–
যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ বলিয়া কথা কীর্ত্তন করেন, তিনিই আবার সবিশেষরূপে অভিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে উক্ত শ্রুতিসমূহের বিচার করিলে সবিশেষ লক্ষণই প্রায় বলবান্ হয়।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন॥
সেকালে নাহিক জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রপরমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না যায়।
পুরানবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (২০।১৪।৩১)–

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

ব্রহ্মা ভগবানের প্রতি কহিয়াছিলেন, পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম যাঁহাদিগের সনাতন (নিত্য) মিত্র, সেই নন্দ-গোপাল ও ব্রহ্মবাসিবৃন্দের অহো ভাগ্য ! অহো ভাগ্য !

অপাণি শ্রুতিবর্জ্জে প্রাকৃত পাণি চরণ।

পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ॥

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।

নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০)–

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)–

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।

সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

নরনাথ ! ব্যাপকশক্তি আচ্ছন্ন বলিয়া সর্ব্বগত হইলেও সেই ক্ষেত্রশক্তি (জীবশক্তি) যে অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, অখিল সংসারতাপ প্রাপ্ত হয়, ভূপাল। সেই অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হওয়াতেই উক্ত ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সকল প্রাণীতেই তারতম্যভাবে অবস্থান করে।

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৪৮)

হ্লাদিনী সন্ধানী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।

তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
তথা হি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াম্ (৭।৪)–
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা॥
তত্রৈব (৫)–
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত’ পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় সে নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক॥
জীবনিস্তারের হেতু সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার॥
ব্যাসভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।

জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীবহেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥
এইমত কল্পনা ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অনেক করিল॥
বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল॥
ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম-প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যে করেন লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥

তথা হি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২।৩১)–
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

শ্রীকৃষ্ণ শিবকে কহিয়াছিলেন,–তুমি কল্পনাপ্রসূত স্বকীয় আগমশাস্ত্র দ্বারা সকল লোককে আমাতে এরূপ বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও এ প্রকার লুক্কায়িত কর, যে প্রকারে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে।

তথা হি তত্রৈব উত্তরখণ্ডে (২৫।৭)–
মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমূচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

শিব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন,–দেবি ! কলিযুগে আমিই ব্রহ্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, মায়াবাদ রূপ অসৎ-শাস্ত্র প্রণয়ন করি। উহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ (বুদ্ধপ্রণীত) শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।

ঐছে অচিন্ত্য ভগবানে গুণগণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)–

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরূক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরি॥

আত্মারাম মুনিগণ বিধি ও নিষেধের অতীত হইয়াও সেই প্রচুর-পরাক্রমশালী শ্রীহরিতে অহৈতুকী (ফলকামনাশূন্য) ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির গুণই এই প্রকার।

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।

এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥

প্রভু কহে তুমি কি অর্থ কর তাহা আগে শুন।

পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥

শুনি ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।

তর্কশাস্ত্রমত উঠাইল বিবিধ বিধান॥

নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্রমত লৈয়া।

শুনি মহাপ্রভু কহে ঈষৎ হাসিয়া॥

ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।

শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে নাহি কারো শক্তি॥

কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্যপ্রতিভায়।

ইহা বৈ শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥

ভট্টাচার্য্য-প্রার্থনায় প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।

তার নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল॥

আত্মারামাদি শ্লোকে একাদশ পদ হয়।

পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ-নিশ্চয়॥

তত্তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।

অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লইয়া॥

ভগবান তাঁর শক্তি তাঁর গুণগণ।

অচিন্ত্যপ্রভাব তিনের না যায় কখন॥

অন্য যত সাধ্যসাধন করি আচ্ছাদন।

এই তিন হরে সিদ্ধসাধকের মন॥

সনকাদি শুকদেব তাহার প্রমাণ।

এইমত নানা অর্থ করিল ব্যাখ্যান॥
শুনি ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জাতি করে আপনা ধিক্কার॥
ইহোঁ ত’ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ইহা না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হইল মন॥
দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তারে স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥
শুনি প্রভু সুখে তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন॥
অশ্রু কম্প স্বেদ পুলক ভয়ে থরথরি।
নাচে গায় কাঁদে পড়ে প্রভুর পদ ধরি॥
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভু প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের প্রভু কৈল এই গতি॥
প্রভু কহে তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গে হৈতে।
জগন্নাথ ইহাঁরে কৃপা কৈল ভালমতে॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হৈয়া ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল॥
জগৎ তারিলে প্রভু সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥

তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ-পিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজবাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা॥
আরদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে॥
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা॥
সেই প্রসাদান্ন মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা॥
অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য ভাবিল।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িল॥
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি কৈল চরণ-বন্দন॥
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত' বসিলা।
মহাপ্রসাদান্ন খুলি প্রভু হাতে দিলা॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্ট আনন্দ হৈল মন।
কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ॥
স্নান সন্ধ্যা দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল।
চৈতন্য-প্রসাদে মনে সব জাড্য গেল॥
ভক্তি করি মহাপ্রসাদ কর পাতি লৈল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল।
তথা হি পদ্মপুরাণে–
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তবং হরিরব্রবীৎ॥

মহাপ্রসাদ শুষ্ক হউক, পর্য্যুষিত হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রাপ্তিমাত্র ভক্ষণ করিবে, ইহাতে কোনরূপ বিচার করিবে না। ইহাতে দেশের (স্থানের) নিয়ম নাই, কালেরও নিয়ম নাই। প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ উহা ভক্ষণ করিবেন। স্বয়ং শ্রীহরি ইহা বলিয়াছেন।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কৈল তারে আলিঙ্গন॥
দুই জন ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
দোঁহার স্পর্শতে দোঁহার প্রফুল্ল হৈল মন॥
স্বেদ কম্প অশ্রু দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রাসাদে বিশ্বাস॥
আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মারার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪১)–
যেষাং স এব ভগবান দয়মেদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশিতপদো যদি নির্ব্ব্যলকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগাললক্ষ্যে॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, সেই ভগবান অনন্ত যাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যদি অকপট হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তবেই তাঁহারা অতি দুস্তর দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, কুক্কুর ও শৃগালের ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদিগের “আমি ও আমার” ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মে না।

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন।

ভক্তি বিনা নাহি করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যান॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে করতালি দিয়া॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য চলিলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু-স্থানে॥
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বের দুর্ম্মতি॥
ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীর্ত্তন॥
তথা হি নারদীয়পুরাণে (১।২)–
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গগিরন্যথ্য॥
এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেই ত' হইল॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥
তুমি মহাভগবত আমি তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥
বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দর্শন॥
জগদানন্দ দামোদর দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র-হাতে দুই জনার সঙ্গে দিলা॥
নিজ দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিল জগদানন্দ-হাতে॥
প্রভু-স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদপত্রী লঞা।

মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাঞা॥

দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।

তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুরে লঞা দিল॥

প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

তথা হি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৫।৩২)–

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যে করুণাবারিধি অদ্বিতীয় পুরাণপুরুষ বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং স্বকীয় ভক্তিযোগ, আপনি আচরণ করিয়া অপরকে শিখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরনগ্রহণ করি।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।

আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

যিনি কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় স্বকীয় অসাধারণ ভক্তিযোগ প্রচার করিবার নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়তররূপে লীন হউক।

এই দুই শ্লোক ভক্তকণ্ঠমণিহার।

সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার॥

সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান।

মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানি আন॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।

এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥

একদিন সার্ব্বভৌম প্রভুস্থানে আইলা।

নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

ভাগবতে ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িয়া।

শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)–

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ব্রহ্মা ভগবানের প্রতি কহিয়াছিলেন,–ভগবন্ ! যেহেতু, তোমার গুণগান গণনার অতীত, অতএব যে ব্যক্তি একমাত্র তোমার কৃপার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই স্বকীয় কর্ম্মোচিত বিবিধ কর্ম্মফল উপভোগ করিতে করিতে এবং কারমনোবাক্যে তোমায় নমস্কার করিতে করিতে জীবনধারণ করেন, সেই ব্যক্তি মুক্তি বা ভক্তির আশ্রয়স্বরূপ তোমাতে দায়াধিকার লাভ করিয়া থাকেন।

প্রভু কহে মুক্তিপদ ইহা পাঠ হয়।

ভক্তিপদ কেন পড় কি তোমায় আশয়॥

ভট্টাচার্য্য কহে মুক্তি নয় মুক্তিফল।

ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥

কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মনে।

যেই নিন্দা যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে॥

সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।

তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥

যদ্যপি সেই মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার।

সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টিসাযুজ্য আর॥

সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।

নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥

ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।

ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১)–

সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

প্রভু কহে মুক্তি পদের আর অর্থ হয়।

মুক্তপদ শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥

মুক্তিপদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।

নবমপদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয়॥

দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি কাহে পাঠ ফিরি।

সার্ব্বভৌম কহে পাঠ করিতে না পারি॥

যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।

তথাপি আশ্লিষ্য দোষে কহনে না যায়॥

যদ্যপি মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।

রূঢ়িবৃত্তে কহে তবু সাযুজ্য প্রতীতি॥

মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মন।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন॥
যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর হেন বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কহে চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাশীমিশ্র আদি করি নীলাচলবাসী।
শরণ লইয়া সার প্রভুপদে আসি॥
সে সকল কথা আগে করিব বর্ণন।
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন॥
যৈছে পরিপাটি করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন॥
এই মহাপ্রভু-লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞানকর্ম্ম পাশ হৈতে হয় বিমোচন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।

নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ॥

যিনি করুণার্দ্রবুদ্ধি হইয়া বাসুদেবনামা (কুষ্টগ্রস্থ) ভক্তকে কুষ্ঠরোগমুক্তকরতঃ রূপপুষ্ট করিয়া ভক্তিতুষ্ট অর্থাৎ প্রেম ভক্তি প্রদান দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যপ্রভুকে নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এইমত সার্ব্বভৌমেরে নিস্তার করিল।

দক্ষিণগমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল॥

মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।

ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥

ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা যে দেখিল।

প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্য-গীত কৈল॥

চৈত্র রহি কৈল সার্ব্বভৌমবিমোচন।

বৈশাখ-প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন॥

নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া।

আলিঙ্গন করে সবে শ্রীহস্তে ধরিয়া॥

তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।

প্রাণ ছাড়া যায় তোমা সবা ছাড়িতে না পারি॥

তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।

ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥

এই সবা স্থানে মুঞি মাগো এই দানে।

সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥

বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।

একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব॥

সেতুবন্ধ হইতে আমি না আসিব যাবৎ।

নীলাচলে চল তুমি সব রহিবে তাবৎ॥

বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।

দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুখ।
বজ্র যেন মাথায় পড়ে শুকাইল মুখ॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
এক দুই সঙ্গে চলুক পর হঠরঙ্গে।
তাঁরে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥
প্রভু কহে আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধার।
যৈছে তুমি নাচহ তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলা অদ্বৈতভবন॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিল মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড॥
জগদানন্দ চাহে আমার বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইহাঁর বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধরম।
তিনবার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কথা মুখে।
ইহাঁর দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥
আমি ত' সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি॥
ইহাঁর অগ্রেতে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহাঁরে না ভাব স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইহাঁর কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে॥

অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিনকত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে॥
ইহাঁ সবার বশ প্রভু হয়ে যে যে গুণে।
দোষারোপচ্ছলে করে গুণ আস্বাদনে॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্যকথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন॥
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়॥
গুণে দোষোদ্‌গারচ্ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া॥
তবে চারিজন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল॥
তবে নিত্যানন্দ কহে যে আজ্ঞা তোমার।
সুখ দুঃখ হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আরবার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি সঙ্গে যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
জলপাত্র বস্ত্রের কেবা করিবে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহা সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমার সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥
তবে তাঁর বাক্যে প্রভু কৈল অঙ্গীকারে।
তাঁহা সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌমঘরে॥
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।

সবাকারে মিলিয়া আসনে বসাইল॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঁই আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥
শুনি সার্ব্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর॥
বহুজন্ম-পুণ্যফলে পাইলাঙ তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বজ্র পড়ে কিংবা পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিনকত রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিলা দিবসকত না কৈল গমন॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করে নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করায় ভোজন॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী তাঁর নাম যাঠীর মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিঁহো আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥
আগে ত’ কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা সমাচার॥
দিন চারি রহি প্রভু আচার্য্যের স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আর দিনে॥
প্রভুর আগ্রহ দেখি আচার্য্য সম্মত হইলা।
প্রভু তিঁহো জগন্নাথ-মন্দিরে আইলা॥
দর্শন করি ঠাকুর পাশে আজ্ঞা মাগিল।
পূজারী প্রভুরে মালা প্রসাদ আনি দিল॥

আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি।
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলে গৌরহরি॥
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজজন।
জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন॥
সমুদ্রতীরে তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে॥
চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রায় রামানন্দ আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে তাঁরে উপেক্ষা না করিবা।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবা॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাবিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্যচেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব বলিয়া॥
তোমার প্রসাদি এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদ।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে॥
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া প্রভু কৈল শীঘ্র গমন।

কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্তমন॥

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।

পুষ্পসম কোমল কঠিন বজ্রময়॥

তথা হি বীরচরিত্রস্য উত্তরচরিতে (৩।২৩)–

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

অলৌকিক ব্যক্তিগণের চিত্ত বজ্র অপেক্ষাও কঠোর এবং কুসুমাপেক্ষাও কোমল, উহা কে বুঝিতে সমর্থ হয় ?

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা।

তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা॥

ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ।

বস্ত্রপ্রসাদ লইয়া তবে আইলা গোপীনাথ॥

সবা সঙ্গে তবে প্রভু আলালনাথ আইলা।

নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা॥

প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা কতক্ষণ।

দেখিতে আইল তাঁহা বৈসে যত জন॥

চৌদিকেতে লোকে সব বলে হরি হরি।

প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি॥

কাঞ্চন সদৃশ দেহ অরুণ বসন।

পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ তাহাতে ভূষণ॥

দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।

যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর॥

কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।

প্রেমে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥

দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।

এইরূপ নৃত্য আগে হবে গ্রামে গ্রামে॥

অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায়।

তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি সৃজিল উপায়॥

মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া।

তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া॥

মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি কবাট দিল বহির্দ্বারে॥
তবে গোপীনাথ প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল॥
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে।
হরি হরি বলি লোক কোলাহল করে॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোদন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥
এই মত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আইসে যায়।
বৈষ্ণব হইল লোক সবে নাচে গায়॥
এইরূপে সেই ঠাঁই ভক্তগণ সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোয়াইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিয়া করি আলিঙ্গন॥
মূর্চ্ছিতা হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী-হৈয়া।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় পাত্র বস্ত্র লঞা॥
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা।
আরদিন দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা॥
মত্তসিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সংকীর্ত্তন॥
তথা হি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্–
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে॥
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাম্॥
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহি মাম্॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে বোল হরি হরি॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দৈবে যত জন।
তাঁর দর্শনকৃপায় হয় তাঁর সম॥
সেই যাই নিজগ্রামের বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এই মত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
বৈষ্ণব করেন তারে করি আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যায় ঘরে।
সেই গ্রামের লোক আইসে প্রভু দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সে সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুরে যে ভজে তাঁরে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না হয় বিশ্বাস।

ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥

প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।

এই মত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ॥

এইমত যাইতে যাইতে গেলা কর্ম্মস্থানে।

কুর্ম্ম দেখি তাঁরে কৈল স্তবন-প্রণামে॥

প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈল।

দেখি সর্ব্বলোকের চিত্তে চমৎকার কৈল॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইলা দেখিবারে।

প্রভু-রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে॥

দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি।

প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি॥

কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।

সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥

এইমত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল।

কৃষ্ণনামামৃতবন্যায় দেশ ভাসাইল॥

কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।

কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা॥

যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার।

এক ঠাঁই কহিল না কহিব আরবার॥

কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বড় শ্রদ্ধাভক্ত্যে প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ॥

ঘরে আনি প্রভুর কৈল পাদ-প্রক্ষালন।

সেই জল স্ববংশসহ করিল ভক্ষণ॥

অনেক প্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইলা।

গোসাইঞির প্রাসাদান্ন সবংশে খাইল॥

যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।

সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইলা মোর ঘরে॥

আমার ভাগ্যের সীমা না যায় কখন।

আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম কুল ধন॥

কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে না পারি দুঃখ বিষয়তরঙ্গে॥
প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাঁধিবে তোমায় বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥
এইমত যার ঘরে প্রভু করে ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীত ঐছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি॥
অতএব ইঁহা কহিল করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার॥
এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা।
স্নান করি প্রভু প্রাতঃকালে ত' চলিলা॥
প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূরে আইলা।
প্রভু তারে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা॥
বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ তাতে কীড়াময়॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীট রাখে সেই ঠাঁয়॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিতে আইলা প্রাতে কূর্ম্মের ভবন॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম মুখেতে শুনিয়া।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
অনেক প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলা।

সেইক্ষণে আসি প্রভু তারে আলিঙ্গিলা॥

প্রভুস্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।

আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল॥

প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন।

শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করয়ে স্তবন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮১।১৪)–

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥

বহু স্তুতি করি কহে শুন দয়াময়।

জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥

মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।

হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।

এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥

প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান।

নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।

অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥

এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।

দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥

বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।

বাসুদেবামৃতপ্রদ হইল প্রভুর নাম॥

এই ত’ কহিল প্রভুর প্রথমগমন।

কূর্ম্ম-দরশন বাসুদেব-বিমোচন॥

শ্রদ্ধা করি করে যেই এ লীলা শ্রবণ।

অবিলম্বে মিলে তারে চৈতন্যচরণ॥

চৈতন্য-লীলার আদি অন্ত নাহি জানি।

সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি॥

ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।

তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে

দক্ষিণযাত্রাবাসুদেবোদ্ধারো নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে, স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।

গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥

সিদ্ধান্তসুধাসাগররূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেব রামানন্দাখ্যভক্তমেঘে নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সুধা সঞ্চারণপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক বিতীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পুনর্ব্বার নিজে ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতারূপ রত্নাকরতা (সাগরতা) প্রাপ্ত হইলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

পূর্ব্বরীতে প্রভু আগে করিল গমনে।

জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে গেলা কতদিনে॥

নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ নতি।

প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য গীত স্তুতি॥

শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।

প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।১)–

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।

কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগবিক্রমঃ॥

সিংহ যেমন উগ্রবিক্রম হইয়াও আপনার শাবকগণের প্রতি অনুগ্র, সেইরূপ নৃসিংহদেবও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যবৃন্দের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্র (স্নেহপূর্ণ)।

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল।

নৃসিংহসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল॥

পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।

সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি রাত্রি-দিবসে॥
পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্ব-লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে চলি আইলা কতদিনে॥
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
গোদাবরী পার হৈয়া কৈলা তাঁহা স্নান॥
ঘাট ছাড়ি কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসিয়া করেন প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনে॥
হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমত কৈল তিঁহো স্নানতর্পণ॥
প্রভু তাঁরে দেখি জানিল এই রাম রায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়॥
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া॥
সূর্য্যশতসমকান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহো কহে সেই মঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥

স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহে আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈকর্ণ্য।
দোঁহার মুখে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাক্ষণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাক্ষণ সব করেন বিচার॥
এই ত’ সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভির।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি হৈল সংবরণ॥
সুস্থ হৈয়া দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
মিলিতে তোমারে মোরে কহিল যতনে॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন॥
রায় কহে সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান।
পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্য-জনম॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীণ॥
কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবি বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
মোরে দরশন তোমা বেদে নিষেধয়॥
তোমার কৃপার তোমারে করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম॥

আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।

পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন॥

মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর।

নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।২)–

মহদ্‌বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্‌।

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্‌ কল্পতে নান্যথা ক্কচিৎ॥

হে ভগবন্‌ ! দীনচিত্ত গৃহিগণের কল্যণেসাধনার্থ তাঁহাদিগের গৃহে মহদ্‌ব্যক্তিদিগের গমন হইয়া থাকে, অন্য কারণে কদাচ তাঁহাদের গমন হয় না।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।

তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন॥

কৃষ্ণ হরি নাম শুনি সবার বদনে।

সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে॥

আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।

জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ॥

প্রভু কহে তুমি মহাভাগবতোত্তম।

তোমার দর্শনে সবার দ্রব্য হৈল মন॥

অন্যের কি কথা মায়াবাদী সন্ন্যাসী।

আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥

এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।

সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥

এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ।

দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মন॥

হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ॥

নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।

রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥

তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন।

পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন॥
রায় কহে আইলা যদি পামরে শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্টচিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহনে না যায়।
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়॥
প্রভু যাই সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুই জনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল॥
প্রভু স্নানকৃত্য করি আছেন বসিয়া।
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিল আসিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈল রায় প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুই জনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে॥
প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৩ ৮।৮)–
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচারসম্পন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রার কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্বসাধ্যসার॥
তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৯।২৭)–
যৎ করোষি যদাশাসি যজ্জহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন হে কুন্তীনন্দন। তুমি যাহা কর, যাহা আহার কর যাহা হোম কর যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে (কৃষ্ণে) সমর্পণ কর।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২)–

অজ্ঞায়ৈবং গুণান দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥

মৎকর্ত্তৃক (ভগবান কর্ত্তৃক) ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা যাহা আদিষ্ট হইয়াছে, তাহার গুণদোষ বিচারকরতঃ তৎসমস্তও পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি (কেবলমাত্র) আমাকে ভজনা করেন, তিনিই সত্তম।

তথা হি ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৭)–

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার (ভগবানের) শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার॥

তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেবু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, যিনি (জ্ঞানমিশ্রাভক্তিযোগে) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, যিনি কিছুতেই শোক করেন না, কিছুতেই আকঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত, তিনিই আমার পরমভক্তি লাভ করেন।

প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।

রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্যসার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬)–

জ্ঞানে প্রযাসমদপাস্য নমন্ত এব,

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম।

স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং অনুবাঙ্মনোভি-

যে প্রায়শোঽ জিতজিতোপাসি তৈস্ত্রিলোক্যম্॥

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিয়াছিলেন, প্রভো ! জ্ঞানচেষ্টালাভে প্রয়াস পরিত্যাগ–পূর্ব্বক যাঁহারা (কেবল) তোমাকেই প্রণাম করেন এবং সাধমুখনিঃসৃত ভবদীয় কথা শ্রবণকরতঃ কায়মনো–বাক্যে সৎপথস্থ হইয়া জীবনধারণ করেন, তুমি ত্রিভুবন-দুষ্প্রাপ্য হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সুখলভ্য হইয়া থাক।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।

রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (১১)–

নানোপচার কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ, প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা, তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

উদরে যাবৎ ক্ষুধা ও বলবতী পিপাসা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই যেমন ভক্ষ্য ও পানীয় সুখকর বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিবিধ উপচারে আর্ত্তবন্ধুর পূজা হইলেও ভক্তের হৃদয় কেবল প্রেমানন্দেই গলিত হইয়া থাকে।

তত্রৈব (১২)–

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ, ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।

তত্র লৌলমপি মূল্যমেকলং, জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

যাহা জন্মকোটিকৃত পুণ্য দ্বারাও লভ্য হয় না, আবার লোভই যাহার সামান্য মূল্য অর্থাৎ লোভরূপ সামান্য মূল্য দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশী কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি যাহা হইতেই লাভ করিতে পার, ক্রয় কর।

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।

রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

তথাহি–

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥

দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষরাজাকে বলিয়াছিলেন, যাঁহার নামশ্রবণমাত্র পুরুষ নির্ম্মল হয় তাঁহার দাসগণের আবার কি প্রাপ্য অবশিষ্ট থাকে ?

তথা হি গোস্বামী-পাদোক্তঃ শ্লোকঃ–

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং, প্রশান্ত নিঃশেষমনোরথান্তরঃ।

কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ, প্রহর্ষায়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্॥

প্রভু কহে এহো হয় আগে কহ আর।

রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১২)–

ইত্থৎ সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা, দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ, সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মসুখানুভুতিস্বরূপে সাধুগণের নিকট, পরদেবতারূপে দাস্যরসের ভক্তবৃন্দের নিকট এবং নরশিশু রূপে মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্য ব্রজরাখালগণ বিহার করিয়াছিল।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৩৬)

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মণ্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মণ্ ! নন্দ এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণকে পুত্র-প্রাপ্তিরূপ মঙ্গললাভ করিলেন ? মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন যে, শ্রীহরি তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন ?

তথা হি তত্রৈব (৯।১৫)–

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, গোপী যশোদামুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট হইতে যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহা পান নাই, মহাদেব পান নাই এবং লক্ষ্মী অঙ্গসংশ্রিতা (বক্ষঃস্থিতা) হইয়াও তাহা প্রাপ্ত হন নাই।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।

রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৫৪)–

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥

উদ্ধব বলিয়াছিলেন, রাসোৎসবকালে এই কৃষ্ণের বাহুদণ্ড দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজবাসিনী সুন্দরীগণের যে প্রসাদ সমুদিত হইয়াছিল, অন্যের কথা দূরে থাকুক, নিতান্ত অনুরাগিণী লক্ষ্মীরও সেই প্রসাদলাভ হয় নাই, নলিন-গন্ধবতী স্বর্গকামিনীগণেরও তাহা প্রাপ্য হয় নাই।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)–

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুঃ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বীসাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়॥

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।

তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (২২)–

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি

রতির্বাসনয়া স্বাদী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।

দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।

দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৩১)–

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।

যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥

তথা হি গীতায়াম্–

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যম্যহম।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২০)–

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিধুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাভজন দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদবঃ প্রতিমাতু সাধুনা॥

যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য।

ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৬।৬)–

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান দেবকীসুতঃ।

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

হৈমমণিসমূহের মধ্যে মহামারকত যেমন শোভা পায়, সেইরূপ দেবকী-নন্দন ভগবান্ ব্রজরমণীগনের সঙ্গে অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন।

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়॥

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।

এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।

যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথা হি পদ্মপুরাণে–

যথা রাধা প্রিয়ো বিষ্ণোস্তস্যাং কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।২৪)–

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।

যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

প্রভু কহে আগে কহ শুনি পাইয়ে সুখে।

অপূর্ব্ব অমৃত-নদী বহে তোমার মুখে॥

চুরি করি রাধারে নিল গোপীগণের ডরে।

অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে॥

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ॥

রায় কহে তাহা শুন প্রেমের মহিমা।

ত্রিজগতে নাহি রাধা-প্রেমের উপমা॥

গোপীগণের রাসনৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।

রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥

তথা হি শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।২)–

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গ বাণব্রণখিন্নমানসঃ।

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনীতটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ॥

মদনশররূপ ব্রণ দ্বারা খিন্নমানস ও কৃতানুতাপ শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ রাধিকার অনুসরণপূর্ব্বক (অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে না পাইয়া) যমুনা-তীরবর্ত্তী কুঞ্জকাননে প্রবেশকরতঃ বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৩৪)–

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।

রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।

বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি॥

শতকোটি গোপীসঙ্গে রাসবিলাস।

তার মধ্যে একমূর্ত্তে রহে রাধাপাশ॥

সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৪।৩)–

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।

অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥

প্রেমের গতি সর্পগতির ন্যায় স্বভাবতঃ কুটিল, এই জন্যই যুবক-যুবতীর মধ্যে অহেতু ও সহেতু এই দ্বিবিধ মান সমুদিত হইয়া থাকে।

ক্রোধ দেখি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।

তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি॥

সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।

রাসলীলা-বাঞ্ছাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥

তাহা বিনু রাসলীলা নহে ভায় চিতে।

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া।

বিষাদ করে কাম-বাণে খিন্ন হৈয়া॥

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।

ইহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥

প্রভু কহে যে লাগি আইলাঙ তোমা স্থানে।

সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥

এবে জানিল সেব্যসাধ্যের নির্ণয়।

আগে কিছু আমার শুনিতে চিত্ত হয়॥

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধিকা-স্বরূপ।

রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ॥

কৃপা করি এই তত্ত্বরূপ কহ ত' আমারে।

তোমা বিনা ইহা কেন নিরূপিতে নারে॥

রায় কহে ইহা আমি কিছুই না জানি।

যে হেতু কহাও সেই কহি আমি বাণী॥

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥

হৃদয়ে প্রেরণ করি জিহ্বায় কহাও বাণী।

কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥

প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত’ সন্ন্যাসী।

ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি॥

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।

কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥

তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।

সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি এথা॥

তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।

তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র সন্ন্যাসী কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।

রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥

যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে।

তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥

তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল।

জানি তিঁহো রায়ের মন হৈল টলমল॥

রায় কহে আমি নট তুমি সূত্রধার।

যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥

মোর জিহ্বা বীণা-যন্ত্র তুমি বীণাধারী।

তোমার মনে যেই তাহা উঠয়ে উচ্চ্যরি॥

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণ প্রধান॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥

সচ্চিদানন্দ তনু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরসপূর্ণ॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামগায়ত্রী কামবীজে যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)
তাসামাবিরভুচ্ছৌরিঃ স্ময়মামমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥
নানা ভক্তের নানামত রসামৃত হয়।
সেই সব রসামৃতের বিষয় আশ্রয়॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাম্ (১)–
অখিলরসামৃতমূর্ত্তিং প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

যিনি প্রসরণশীল কান্তি দ্বারা তারকা-পালিনাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী এবং যিনি শ্যামা ও ললিতানাম্নী সখীদ্বয়কে বশ করিয়াছেন, সেই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, শ্রীরাধার পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়মুক্ত হউন। শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।

অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
তথা হি গীতগোবিন্দে (১১।১)–
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরূপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ, প্রত্যঙ্গমাল, ঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গার সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৯।৩১)–
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দ্দিদৃক্ষুণা, ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীণার্ব্বনের্ভরাসুরান, হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে॥

ভূমাপুরুষ বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন ! আমি তোমাদিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দ্বিজাতিবালকদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। তোমরা উভয়ে ধর্ম্মরক্ষার্থ কলার সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদলকে সংহার করিয়া তোমরা পুনর্ব্বার আশু আগমন কর।

তত্রৈব (১০।১৬।৩২)–
কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে, প্রাপ তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামন্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

কালীয়নাগের পত্নী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিয়াছিলেন, হে দেব ! যাহা পাইবার ইচ্ছায় কমলা বহুকাল নিখিল কামনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধৃতব্রত হইয়া তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, সেই পদরেণু এই কালীয়নাগ যে কি পুণ্যে লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা অবগত নহি।

আপন মাধুর্য্যে হয়ে আপনার মন।

আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

তথা হি ললিতমাধবে (৮।২৮)–

অপরিকলিতপূর্ব্বাঃ কশ্চমৎকারকারী,

স্ফূরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,

সরভসমুপভোক্তুং কামায়ে রাধিকেব॥

সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের স্বরূপ।

এবে সংক্ষেপে গুণ কহি রাধাতত্ত্বরূপ॥

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আন॥

অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।

অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৪।৬০)–

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে।

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।

অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।

চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানী॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৪৮)–

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥

কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।

সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥

ভক্তরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥
তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ–
তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী প্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৩)–
আনন্দ চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার॥
মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যাঁর কায়ব্যূহরূপ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাড়ী পরিধান॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।
প্রণয়মান কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম সখী প্রণয় চন্দন।
স্মিত কান্তি কর্প্পূর তিন অঙ্গে বিলেপন॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর।

সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর॥

প্রচ্ছন্ন মান বাম্য ধম্মিল্ল বিন্যাস।

ধীরাধীরাত্মক গুণ অঙ্গে পট্টবাস॥

রাগ তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল।

প্রেমকৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল॥

সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।

এই সব ভাব ভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি॥

কিলকিঞ্চিতাদি ভাব-বিংশতি-ভূষিত।

গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পুরিত॥

সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল।

প্রেমবৈচিত্র্য-রত্ন হৃদয়ে তরল॥

মধ্যবয়স্থিতা সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।

কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশ-পাশ॥

নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।

তাতে বসিয়াছে সদা চিত্তে কৃষ্ণসঙ্গ॥

কৃষ্ণনাম গুণযশ অবতংশ কানে।

কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥

কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান।

নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম॥

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।

অনুপম গুণগণে পূর্ণ কলেবর॥

তথা হি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১।১২)–

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতি রাধিকৈকা,

কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।

জৈক্ষ্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা,

বাঞ্ছাপুর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জন্মভূমিকে ?–একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের অনুপম-গুণবতী প্রেয়সী কে? –একা শ্রীমতী রাধিকা, অন্য কেহ নহে। কেশে কুটিলতা, নেত্রে তরলতা, স্তনে নিষ্ঠুরতা এই রাধিকারই আছে, একমাত্র শ্রীমতী রাধাই হরির বাসনা-পুর্ত্তি করিতে সমর্থ, অপর কেহ নহে।

যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছি সত্যভামা।
যার ঠাঞি কলা-বিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্ব্বতী।
যার পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার সদ্‌গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তার গুণ গণিবে কেমন জীব ছার॥
প্রভু কহে জানিল কৃষ্ণরাধা-প্রেমতত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব॥
রায় কহে কৃষ্ণ হয়ে ধীরললিত।
নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥
তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
বিভাবলহর্য্যাম্ (১১৫)–
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥
যে পুরুষ বিদগ্ধ (চতুর), নবতরুণ, পরিহাসদক্ষ, নিশ্চিন্ত (চিন্তারহিত) ও প্রেয়সীবশ, তাহারই নাম ধীরললিত।

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে।
কৈশোরবয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–
বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্‌বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥
প্রভু কহে এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥
যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় না কি হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তায় মুখ আচ্ছাদিল॥
গীত পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।

অনুদিন বাঢ়ল—অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি॥
এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুঁহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥
অব সেই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপূরুখ প্রেমক ঐছেন রীতি॥
তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ—
রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য
ক্রমাদ্‌যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধুতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে,
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃন্নারকারুঃকৃতী॥

হে গোবর্দ্ধনগিরিনিকুঞ্জবাসী কুঞ্জরপতে ! শ্রীমতী রাধিকার ও তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বেদ (সাত্ত্বিক-বিকাররূপ ধর্ম্ম) দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া উভয়ের ভেদভ্রম অপসারণকরতঃ শৃঙ্গারশাস্ত্রবিশারদ বিধি ব্রহ্মাণ্ডরূপ অট্টালিকাভ্যন্তরে নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং জগতের বিস্ময়বর্দ্ধনার্থ অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।

প্রভু কহে সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥
সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি কহ ইহা পাবার উপায়॥
রায় কহে যেই কহাও সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
ত্রিভুবনমধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির॥
মোর মুখে বক্তা তুমি তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥

সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥

সখী বিনু এই লীলা পুষ্টি না হয়।

সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥

সখী বিনা এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।

সখীভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবাসাধ্য সেই পায়।

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৭)–

বিভুরপি সুখরূপং স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ,

ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্ষা ঋতে স্বাঃ !

প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্‌বিভূতির্বিবেষঃ,

শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

শ্রীমতী রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের ভাব স্ব-প্রকাশ ও সুখ বিভু (অনন্ত) হইলেও যাহাদিগের সহায়তা ভিন্ন ক্ষণমাত্রেও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, কোন রসবিৎ, ব্যক্তি স্বীয় চিদ্বিভূতিস্বরূপ সেই সকল সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন ?

সখীর স্বভাব এক অকথ্যকথন।

কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন॥

কৃষ্ণ সহ রাধিকায় লীলা যে করায়।

নিজকেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেমকল্পলতা।

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥

কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।

নিজসুখ হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (১০।১৬)–

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ,

সারাংশপ্রেমবল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃস্বতুল্যাঃ।

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,

জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্॥

ব্রজকুমুদচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-নাম্নী

শক্তিস্বরূপ শ্রীমতী রাধিকার সখীগণ তদীয় সারাংশপ্রেমলতিকার কিসলয়দল ও পুষ্পাদির তুল্য এবং স্বসদৃশ। কৃষ্ণলীলামৃতের রসনিচয় দ্বারা উল্লাসময়ী রাধিকা সিক্ত হইলে ঐ সকল সখীরা স্ব স্ব সেকাপেক্ষাও যে শতগুণ অধিক উল্লাস প্রাপ্ত হয়, ইহা বিচিত্র নহে।

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।

তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম॥

নানা ছলে কৃষ্ণ প্রেরি সঙ্গম করায়।

আত্মসুখসঙ্গ হইতে কোটি সুখ পায়॥

অন্যান্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।

তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট॥

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রকৃত কাম।

কামক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–

প্রেমৈব গোপরামাণাং কান ইত্যগমৎ প্রথাম্।

ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছতি ভগবৎপ্রিয়াং॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।

কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী ভাববর্য্য॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।

কৃষ্ণসুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)–

যত্তে সুজাতচরণাম্বরুহং স্তনেষু,

ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।

তেনাটবীমটসি তদব্যথতে ন কিং স্বিৎ,

কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাৎ নঃ॥

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।

বেদ ধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি কৃষ্ণেরে জয়॥

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।

ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।

রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন্॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৯)–

নিভতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মু-

নয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষাক্তধিয়ো,

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥

বেদসমূহ ভগবানকে বলিয়াছিলেন, মুনিবৃন্দ নির্জ্জনে প্রাণায়ামযোগে নিশ্বা-সজয়করতঃ মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে দৃঢ়রূপে যোগনিষ্ঠ করিয়া হৃদয়ে যাঁহার (যে তোমার) আরাধনা করেন, শত্রুগণও শত্রুভাবে সেই ব্রহ্মাকে অনুধ্যান করিয়া সে ব্রহ্মে প্রদেশ করিয়াছিল ; ব্রজললনারা ভগবানের (সেই তোমার) ভুজগদেহসদৃশ ভুজদণ্ডে সৌন্দর্য্যরূপ উগ্রবিষে হৃতবুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মের (তোমার) চরণকমলামৃত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপিকাদেহ প্রাপ্ত হইয়া গোপীভাবে তাঁহার (সেই তোমার) পাদপদ্মসুধা লাভ করিতেছি।

সমাদৃশ শব্দে কহে সেই ভাবে অনুগতি।

সম শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহপ্রাপ্তি॥

অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।

বিধিমার্গে নাহি পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥

তথাহি তত্রৈব (১০।৯।১৬)–

নায়ং সুখাপো ভগবান দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

যশোদানন্দন ভগবান কৃষ্ণ ভক্তিনিষ্ঠ দেহিবৃন্দের সম্বন্ধে যেরূপ সুখলভ্য, আত্মভূত জ্ঞানিবৃন্দের পক্ষে তদ্রূপ নহেন।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।

রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥

সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।

সখ্যভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।

ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিয়া ভজন।

তথাপি না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথা হি তত্রৈব (১০।৪৭।৫৪)–

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,

স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্‌॥

এত শুনি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।

দুইজন গলাগলি করেন ক্রন্দন॥

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।

প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে দোঁহে গেলা॥

বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।

রামানন্দ কহে কিছু মিনতি করিয়া॥

মোরে কৃপা করিতে প্রভুর ইঁহা আগমন।

দিন দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন॥

তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।

তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে॥

প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।

কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥

যৈছে শুনিল তৈছে তোমার মহিমা।

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের সীমা॥

দশ দিনের কা কথা যাবৎ আমি জীব।

তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব॥

নীলাচলে তুমি আমি রহিব একসঙ্গে।

তোমার সঙ্গে বঞ্চিব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

এত বলি দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা।

সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা॥

অন্যোন্যে মিলিয়া দোঁহে নিভৃতে বসিয়া।

প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী করে আনন্দিত হইয়া॥

প্রভু কহে রামানন্দ করেন উত্তর।

এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥

প্রভু কহে কোন বিদ্যামধ্যে সার।

রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি।

কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি॥

সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্তি-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম সাধে সেই মুক্ত-শিরোমণি॥
গানমধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম।
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার।
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয় নাহি আর॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান সবার প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা-রাস॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম॥
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোঁহার স্থিতি।
স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আসাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥
এইমত দুই জন কৃষ্ণকথাবেশে।
নৃত্য গীত রোদনে হইল রাত্রিশেষে॥
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিল বিহানে।

সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আপনে॥

ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ।

প্রভুপাদ ধরি রায় করে নিবেদন॥

কৃষ্ণতত্ত্ব রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব সার।

রসতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার॥

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন।

ব্রহ্মারে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ॥

অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।

বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)–

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃস্বরাট্,

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা,

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় যে তত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা বিচার করিলে যিনি নিখিল অর্থে ও ব্যাপারে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকেন, যিনি দৃশ্যমান এই জগতে একমাত্র স্বরাট্ (স্বতন্ত্র নৃপতি), আদিকবি ব্রহ্মাকে যিনি অন্তর্য্যামিরূপে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন, যাঁহাকে সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণেরও পুনঃ পুনঃ মোহ জন্মে,যাঁহাতে তেজ ও ক্ষিতাদি ভূতগ্রামের বিনিময়ে, চিৎ উদয়রূপ সৃষ্টি ও মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি যাঁহাতে সত্য-রূপে বিদ্যমান, সেই আত্মশক্তি দ্বারা নিত্যকুহকবর্জ্জিত পরমসত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কে ধ্যান করি।

এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে।

কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়॥

পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।

এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥

তোমার সম্মুখে দেখ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।

তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা॥

তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।

নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥

এইমত তোমা দেখে হয় চমৎকার।

অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।

প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।

তাঁহা তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরণ॥

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।

সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৪)–

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যিনি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, এবং আত্মস্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূতকে দেখিতে পান, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

তথাহি তত্রৈব (১০।৩৫।৫)–

বনলতাস্তরব আত্মানি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ, প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃযুঃ স্ম॥

পুষ্পফলভারান্বিত বনলতিকা এবং প্রেমপুলকিত দেহময় বনস্পতিবৃন্দ আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করিয়া মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।

যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়॥

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।

মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি॥

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।

নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥

নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।

আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।

এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার॥

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।

রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।

ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করাইল চেতন।

সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন॥

আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।

তোমা বিনা এই রূপ না দেখে অন্যজন॥
মোর তত্ত্বলীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এই রূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজমাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
কাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম॥
গুপ্তে রাখিল কথা না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস॥
আমি এক বাতুল তুমি দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায় আমায় হই সমতুল॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ সঙ্গে।
সুখে গোঙাইল প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল তার না পাইল পার॥
তামা কাঁসা রূপা সোনা রত্নচিন্তামণি।
কেহো যেন পোঁতা কাঁহা পায় একখানি॥
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তমবস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রাম রায়॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে॥
দুই জনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন।
তাঁর ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন॥

প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনূমান্।
তারে নমস্করি তবে করিলা প্রয়াণ॥
বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল ছাড়ি নিজমত॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল॥
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন॥
সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন॥
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে॥

রসতত্ত্বজ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হইতে।
বিশ্বাস করি শুন তর্ক না করিও চিতে॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় বহুদূর॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।
যাহার সর্ব্বস্ব তারে মিলে এই ধন॥
রামানন্দ-রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
দামোদরস্বরূপের কড়চ অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রামানন্দ-
রায়সঙ্গোৎসবো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

নামামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিনা বিমুচৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥

শ্রীগৌরচন্দ্র নানামতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত দাক্ষিণাত্যবাসী গজস্বরূপ লোকসমূহকে করুণাচক্র দ্বারা বিমুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ করিল দর্শন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥
তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থগমন হয় ফেরাফেরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে না পায় দর্শন।
যে গ্রামে যাই সেই গ্রামের যত জন॥
সভেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি।
অন্যগ্রাম নিস্তারিয়ে সব বৈষ্ণব করি॥
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী কেহ কর্ম্মী পাষণ্ডী অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো শ্রীবৈষ্ণব॥

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে॥
তথা হি–
“রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব !
পাহি মাম্।
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব !
রক্ষ মাম্॥
এই শ্লোক পথে পড়ি করিলা প্রয়াণ।
গৌতম-গঙ্গায় যাই কৈল তাঁহা স্নান॥
মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে যাই মহেশ দেখিল।
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল॥
দাসরাম মহাদেব করিল দর্শন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন॥
নৃসিংহ দেখিয়া তারে কৈল নতি স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি॥
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন।
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
সেই বিপ্র রাম নাম নিরন্তর লয়।
রাম নাম বিনু অন্য বাণী না কহয়॥
সেই দিন তার ঘরে রহিল ভিক্ষা করি।
তারে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি॥
স্কন্ধক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্ধ দরশন।
ত্রিমল্ল আইলা তাঁহা দেখি ত্রিবিক্রম॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তারে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র এই তোমার কোন্ দশা হৈল॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রাম নাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥

বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন-প্রভাব।

তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম-স্বভাব॥

বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।

তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥

সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।

কৃষ্ণনাম স্ফুরে রাম নাম স্ফুরে গেল॥

বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।

নামির মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

তথা হি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬৩)

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।

ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥

যোগিবৃন্দ অনন্ত, সত্যানন্দময়, চিদাত্ম-স্বরূপ পরমতত্ত্বে রমণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই পরমব্রহ্মপদার্থকে রাম-নামে অভিহিত করা যায়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৯।৪৩)–

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ ধাতু ভূ-বাচক অর্থাৎ উহা আকর্ষক-সত্তা বুঝায় এবং ণ শব্দ নির্বৃতি-বাচক অর্থাৎ উহা দ্বারা পরমানন্দ বুঝিতে হয় ; সুতরাং ঐ উভয়ের ঐক্যে অর্থাৎ কৃষ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া উভয়ের ঐক্যে যে কৃষ শব্দ হইল, তদ্বারা পরমব্রহ্মই প্রতিপাদিত্য হইতেছে।

পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল।

পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল॥

তথা হি পদ্মপুরাণে–

রাম রামেভি রামেতি রমে রামে মনোরমে।

সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

রাম রাম রাম এই মনোহর রামনামে আমি রমণ করি। হে বরাননে ! একটি মাত্র রামনাম সহস্রনামের সদৃশ।

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১১)–

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

পবিত্র সহস্রনামের ত্রিরাবৃত্তি দ্বারা যে ফল হয়, একবারমাত্র উচ্চারিত কৃষ্ণনাম সেই ফল প্রদান করে।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।

তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥

ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।

সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রি-দিন গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাঁহার মহিমা এই মনেতে লাগিল॥
‘সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ’ ইহা নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল॥
তারে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি কৈলা-দরশনে॥
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ॥
তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ আগম॥
নিজ নিজ শাস্ত্রে সবে উদ্‌যোগ প্রচণ্ড।
সর্ব্বমত দূষি প্রভু করে খণ্ড খণ্ড॥
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥
পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিঞা।
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লইঞা॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥
যদ্যপি অসম্ভষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে॥
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে॥

বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্থান উঠাইল।
দৃঢ়যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
দার্শনিক পণ্ডিত সভাই পাইল পরাজয়।
লোকে হাস্য করে বৌদ্ধের হৈল লজ্জা ভয়॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘর গেলা।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু-আগে আনিল 'বিষ্ণুপ্রসাদ' বলিয়া॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইলা।
ঠোঁটে করি অন্ন সব থালি লইয়া গেলা॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যে মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া॥
তেরছ পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ।
সভে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ॥
তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ॥
প্রভু কহে সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু-কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমার সভায় গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
গুরুকর্ণে কহে কহ কৃষ্ণ রাম হরি।
চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥
কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুকে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এইমত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহ না পায় দর্শন॥
মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রপদী ত্রিমল্লে।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেঙ্কট-অঞ্চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সব করিঞা বিস্ময়।
পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নরসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হইল॥
শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিলা।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈলা॥
ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল-হস্তি-স্থান।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব-দরশন।
বৃদ্ধকোলতীর্থে তবে করিল গমন॥
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী ভৈরব দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥
গোসমাজ-শিব আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি তাঁরে করিলা বন্দন॥
অমৃতলিঙ্গ শিব আসি দর্শন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল॥
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণুদরশন।
শ্রীবৈষ্ণবগণ সনে গোষ্ঠী অনুক্ষণ॥
কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর।
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর॥

পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে কৈল আগমন॥
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করিল মানিল কৃতার্থ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সর্ব্বলোক-মন॥
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
নিজঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় নিস্তার আমারে॥
তার ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইলা সুখে চারি মাসে॥
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ-দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন॥
সৌন্দর্য্য-প্রেমাবেশে দেখি সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে সভার খণ্ডে দুঃখ-শোক॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
সভে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি বোলে আর।
সভে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সভে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দিন না পাইল॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্ত্তন॥
অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন লোকে করে উপহাসে॥
কেহ হাসে কেহ নিন্দে তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হৈয়া গীতা পড়ে আনন্দিতমনে॥
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠন।
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥
মহাপ্রভু পুছিলা তারে শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়॥
বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে হাতে শ্যামল সুন্দর॥
অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত-উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতাপাট না ছাড়ে মোর মন॥
প্রভু কহে গীতা-পাঠে তোমারি অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুর পাদ ধরি বিপ্র করেন স্তবন॥
তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তে তার মন হইয়াছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল॥
তবে মহাপ্রভু তারে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর মহাভক্ত হৈল।
চারিমাস প্রভুর সঙ্গ কভু না ছাড়িল॥

এইমত ভট্ট গৃহে রহে গৌরচন্দ্র।

নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রঙ্গ॥

শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মীনারায়ণ।

তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন॥

নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।

হাস্য-পরিহাস দোঁহে সখ্যের স্বভাব॥

প্রভু কহে ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।

কান্তবক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি॥

আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।

সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাহার সঙ্গম॥

এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।

ব্রত নিয়ম করি তপ করিলা অপার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।৩)–

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো, বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।

কৃষ্ণতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদিরূপ॥

তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম্ম।

কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

সাধনভক্তিলধর্য্যাম্–

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের স্বরূপের সিদ্ধান্তত অভিন্নতা থাকিলেও, রস-বাহুল্যনিবন্ধন কৃষ্ণরূপই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, ইহাই রসস্থিতি অর্থাৎ এই কৃষ্ণরূপেই রসতত্ত্বের স্থিতি (পর্য্যাপ্তি) হয়।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।

অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।

ইহাতে কি দোষ কেনে কর পরিহাস॥

প্রভু কহে দোষ নাহি ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী ইহা শাস্ত্রে শুনি॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৫৪)–
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্য্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥
লক্ষ্মী কেনে না পাইল কি ইহার কারণ।
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৯)–
নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো,
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধাঃ॥
শ্রুতি প্রায় লক্ষ্মী না পায় ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন॥
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা কোটিসমুদ্রগম্ভীর॥
তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যারে জানাহ সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম॥
প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহো তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহো তাঁরে সখা জ্ঞানে জিনি চড়ে কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জান নাহি নিজসম্বন্ধ মনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)–
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥
শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
ব্যুহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহ কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্যদেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
শ্রীনারায়ণ হয়েন স্বয়ং ভগবান্॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয়।
শ্রীবৈষ্ণবভজন এই সর্ব্বোপরি হয়॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন॥
প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের স্বভাব হয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তোঁহো মন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)–
এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥

তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (৩২)–
সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষ্য রসস্থিতিঃ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণের আপনে।
গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভূজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ-আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপিকার নহে অনুরাগে॥
তথা হি ললিতমাধবে (১।১১)–
গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দজষো ভাবস্য কস্তাংকৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম
আবিষ্কুর্ব্বেতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্
ভূজৈর্জিষ্ণুভির্ষাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥
এত কহি প্রভু তার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তারে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া॥
দুঃখ না মানহ ভট্ট কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণববিশ্বাস॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভঙ্গ নাহি জানিহ স্বরূপ॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে কর নানাকার রূপ॥

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিদিভির্যুতঃ।

রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যতঃ॥

একই মণি যেমন আধারভেদে নীল-পীতাদি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুতও ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভট্ট কহে কাঁহা মুঞি জীব পামর।

কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।

তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥

মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ।

তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণদর্শন॥

কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।

যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা॥

এবে সে জানিল কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ব্বোপরি।

কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি॥

এত বলি ভট্ট পড়ে প্রভুর চরণে।

কৃপা করি প্রভু তাঁরে দিল আলিঙ্গনে॥

চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ভট্টের আজ্ঞা লঞা।

দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥

সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।

তারে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে॥

প্রভুর বিচ্ছেদে ভট্ট হৈল অচেতন।

এই রঙ্গে লীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥

ঋষভ পর্ব্বত চলি আইলা গৌরহরি।

নারায়ণ দেখি তাঁহা স্তুতি নতি করি॥

‘পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস।’

শুনি মহাপ্রভু গেলা পুরীগোসাঞির পাশ॥

পুরীগোসাঞির প্রভু কৈল চরণবন্দন।

প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন॥

তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে॥
পুরীগোসাঞি কহে আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে॥
প্রভু কহে তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়॥
এত বলি তাঁর ঠাঁই এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু হরষিত হঞা॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা শ্রীশৈলে॥
শিবদুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইল উল্লাসে॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন॥
তার সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী।
তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা পুরী কামকোষ্ঠী॥
দক্ষিণ মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হইতে।
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণের সহিতে॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন॥
কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেক বিপ্র পাক নাহি করে॥
মহাপ্রভু কহে তাঁরে শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হইল কেনে পাক নাহিক হয়॥
বিপ্র কহে প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য মূল ফল শাক আনিবে লক্ষ্মণ।

তবে সীতা করিবেন পাক-আয়োজন॥

তাঁর উপাসনা জানি প্রভু তুষ্ট হৈলা।

আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা॥

প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে।

নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে॥

প্রভু কহে বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।

কেনে এত দুঃখ তুমি করহ হুতাশ॥

বিপ্র কহে জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।

অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥

জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।

রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি॥

এ শরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।

এই দুঃখে জ্বলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥

প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।

পণ্ডিত হইয়া কেনে না কর বিচার॥

ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দ-মূর্ত্তি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।

সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।

রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।

বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।

পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥

প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।

ভোজন করিল হৈল জীবনের আশ॥

তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।

কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেশন॥

দুর্ব্বেশনে রঘুনাথে করি দরশন।
মহেন্দ্রশৈলে পরশুরামে করিলা বন্দন॥
সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিলা বিশ্রাম॥
বিপ্রসভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্মপুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান॥
মায়াসীতা নিল রাবণ শুনিল ব্যাখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
পতিব্রতাশিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী॥
রাবণ দেখি সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈলা সীতা আবরণ॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে যবে সীতারে আনিল॥
তবে মায়া-সীতা অগ্নি করি অন্তর্দ্ধান।
সত্যসীতা আনি দিল রামবিদ্যমান্॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীত লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণমথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥
তথা হি কূর্ম্ম পুরাণে–
সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সাতা বহ্নিপুরং গতা॥

পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।

বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥

সীতা কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া বহ্নি একটি ছায়াসীতা উৎপাদন করেন। দশস্কন্ধ রাবণ তাঁহাকেই হরণ করিয়াছিল। প্রকৃতসীতা অগ্নিপুরে প্রস্থান করিলেন। পরীক্ষাসময়ে (রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন) ছায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্নি প্রকৃত-সীতাকে আনিয়া শ্রীরামের নিকট দিলেন।

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।

প্রভুর চরণ ধরি করয়ে ক্রন্দন॥

বিপ্র কহে তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।

সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥

মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।

আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥

মহাদুঃখে ভাল শিক্ষা না দিল সেই দিনে।

মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দর্শনে॥

এত বলি সুখে বিপ্র শীঘ্র পাক কৈল।

উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥

সেই রাত্রি তাঁহা রহি তাঁরে কৃপা করি।

পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী আইলা গৌরহরি॥

তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণীতীরে।

ময়ত্রিপদী দেখি বুলে কুতূহলে॥

চিড়য়তালা-তীর্থে শ্রীরামলক্ষ্মণ।

তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিবদরশন॥

গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি।

পানাগড়ি-তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥

চামতাপুরে আসি দেখে শ্রীরামলক্ষ্মণ।

শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥

মলয়পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্যবন্দন।

কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন॥

আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি।

মল্লারদেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি॥

তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বাতাপাণি।
রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি সহ তাঁর হৈল দরশন॥
স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য-সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ হৈল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে।
'আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে॥
তুমিহ সন্ন্যাসী দেখ আমিহ সন্ন্যাসী।
আমায় দুঃখ দেহ তুমি ন্যায় আমি বাসি॥'
শুনি সব ভট্টমারি উঠি অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইসে সব চারিদিকে ধাঞা॥
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে॥
ভট্টমারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন॥
সেই দিনে চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি গেলা আদিকেশবমন্দিরে॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা।
নতি স্তুতি নৃত্যগীত বহুত করিলা॥
প্রেম দেখি লোকের হইল মহাচমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরমসৎকার॥
মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী হৈল।
ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় তাঁহাই পাইল॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর আনন্দ অপার।
কম্প অশ্রু স্বেদ স্তম্ভ পুলক বিকার॥
সিদ্ধান্তশাস্ত্রে নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম।

গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ॥
অল্প-অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণবশাস্ত্রমধ্যে অতি সার॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইঞা।
অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা॥
দিন দুই পদ্মনাভের করি দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন॥
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ॥
সিংহারিমঠ আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্যতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥
মাধ্বাচার্য্য-স্নানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ দেখি হৈল প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপালকৃষ্ণ পরমমোহনে।
মাধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন-ভিতর আছিলা ডিঙ্গাতে।
মাধ্বাচার্য্য-ঠাঁই কৃষ্ণ আইলা কোনমতে॥
মাধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুক্ষণ কৈল॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদি-জ্ঞানে।
প্রথমদর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানেতে বহু করিল সৎকার॥
বৈষ্ণবতা সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি॥
সবার—অন্তরে গর্ব্ব জানি গৌরচন্দ্র।
তা সবা সহিত গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ॥

তত্ত্ববাদী আচার্য্য শাস্ত্রে পরম প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
সাধ্যসাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥
আচার্য্য কহে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠ গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা ফলের পরমসাধন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৫।১৮)–
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মানিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমূত্তমম্॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, পূজন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে উহাই

শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য বলিয়া জানিবে।
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণ হয় প্রেমা।
সেই পরমাপুরুষার্থ পুরুষার্থ-সীমা॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৪৭।৩৮)–
এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ন ত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১১।৩২)–
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
তথা হি ভগবদ্গীতায়াম্–
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

তথা হি ভাগবতে (১১।২০।৯)–

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

যাবৎ কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদসঞ্চার না হয় কিংবা মৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম কর্ত্তব্য।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।

ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৯।১২)–

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

তত্রৈব (৫।৪।৪৩)–

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্,

নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্।

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং,

সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ॥

ভরতনৃপতি যে দুষ্পরিহার্য্য রাজ্য, পুত্র, স্বজন, ধন, স্ত্রী ও সুরবরবাঞ্ছিতা সদয়দৃষ্টিযুক্তা রাজলক্ষ্মীকেও অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্তই হইয়াছিল। কারন, কৃষ্ণসেবা-নুরক্তচিত্ত মহাত্মগণের নিকট নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ।

তত্রৈব (৬।১৭।২৩)–

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।

স্বর্গাপবর্গনরকেস্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

নারায়ণপরায়ণ ব্যক্তিরা কুত্রাপি ভয় প্রাপ্ত হন না, কি স্বর্গ, কি অপবর্গ, কি নরক, সর্ব্বত্রই তাঁহারা তুল্যদর্শী।

কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।

সেই দুই স্থানে তুমি সাধ্যসাধন॥

এই ত' বৈষ্ণবের নহে সাধ্যসাধন।

সন্ন্যাসী দেখিয়া আমারে করহ বঞ্চন॥

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।

প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত॥

আচার্য্য কহে তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।

সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥

তথাপি মাধ্বাচার্য্য যে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।

সেই আচরিবে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ॥

প্রভু কহে কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥
এইমত তার ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি।
ফল্গুতীর্থে তবে চলি আইলা গৌরহরি॥
ত্রিতকূপ বিশালায় করি দরশন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থ আইলা শচীর নন্দন॥
গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নী।
সূর্পারকতীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গাগণেশ দেখি চোরাভগবতী॥
তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ॥
প্রেমাবেশে কৈল প্রভু নর্ত্তনকীর্ত্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন॥
তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করি তাঁহা এক শুভবার্ত্তা পাইল॥
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপরণাম।
পুলকাশ্রু কম্প সব অঙ্গে পড়ে ঘাম॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাঞিঁর সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ॥
এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।

গলাগলি করি দোঁহে করেন ক্রন্দন॥

ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দোঁহার ধৈর্য্য হৈল।

ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল॥

দুই জনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে।

এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে॥

কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছি জন্মস্থান।

গোসাঞি কৌতুকে নিল নবদ্বীপের নাম॥

শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী।

পূর্ব্বে আসিয়াছিলা নদীয়া নগরী॥

জগন্নাথমিশ্রঘরে ভিক্ষা যে করিল।

অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥

জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা।

বাৎসল্যে হয় তিঁহো যেন জগন্মাতা॥

রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।

পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসি-ভোজনে॥

তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।

শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স॥

এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।

প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল॥

প্রভু কহে পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।

জগন্নাথমিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমে পিতা॥

এইমতে দুই জনে ইস্টগোষ্ঠী করি।

দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী॥

দিন চারি প্রভুকে তাহা রাখিল ব্রাহ্মণ।

ভীমরথা-স্নান করিয়া বিঠ্ঠলদর্শন॥

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।

নানা তীর্থ দেখি তাহা দেবতামন্দিরে॥

ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত।

বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥

কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥
কর্ণামৃতসম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥
ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা।
মহারত্ন প্রায় পাই আইলা সঙ্গে লঞা॥
তাপীস্নান করি আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানাতীর্থ দেখে তাঁহা নর্ম্মদার তীরে॥
ধনুতীর্থ দেখি কৈলা নির্ব্বিন্ধ্যাতে স্নান।
ঋষ্যমূকপর্ব্বতে আইলা দণ্ডক-অরণ্যে॥
সপ্ততালবৃক্ষ তাঁহা কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতি স্থুল অতি উচ্চতর॥
সপ্তকাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥
শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার॥
সশরীরে গেল তাল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম॥
প্রভু আসি কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি তাহা করিলা বিশ্রাম॥
নাসিকত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী॥
সপ্তগোদাবরী তীর্থ দেখি বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিঞা।

আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইএগ্রা॥

দুই জনে প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।

প্রেমাবেশে শিথিল হৈল দুই জনার মন॥

কতক্ষণে দুই জনে সুস্থির হইএগ্রা।

নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিএগ্রা॥

তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।

কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা দুই পুঁথি দিলা॥

প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।

এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥

রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া।

প্রভু সহ আস্বাদিল রাখিল লিখিয়া॥

গোসাঞি আইল গ্রামে হৈল কোলাহল।

প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল॥

লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে।

মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥

রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।

দুই জন কৃষ্ণকথায় করে জাগরণ॥

দুই জনে কৃষ্ণকথা হয় রাত্রি-দিনে।

পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে॥

রামানন্দ কহে গোসাঞি তোমার আজ্ঞা পাএগ্রা।

রাজাকে লিখিনু আমি মিনতি করিএগ্রা॥

রাজা মোরে আজ্ঞা দিলা নীলাচলে যাইতে।

চলিবার সজ্জা আমি লাগিয়াছি করিতে॥

প্রভু কহে এথা মোর এ নিমিত্ত আগমন।

তোমা লএগ্রা নীলাচলে করিব গমন॥

রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।

মোর সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্যকোলাহল॥

দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।

তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিঞা।
নীলাচল চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু করিলা গমন।
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখি বৈষ্ণবগণ॥
যাঁহা যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥
আলালনাথ আসি কৃষ্ণদাস পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ আদি নিজগুণে বোলাইলা॥
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা প্রেমে কেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা॥
প্রভু প্রেমেবেশে সভা কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সভে করে আনন্দে ক্রন্দন॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাইঞা কৈলা আলিঙ্গনে॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করেন ক্রন্দনে।
সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দর্শনে॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল।
কম্প স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল॥
বহু নৃত্য কৈল প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।
পাণ্ডাপাল সব আইল প্রসাদ-মালা লঞা॥
মালা-প্রসাদ পাঞা তবে প্রভু স্থির হৈলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা॥
কাশীমিশ্র আসি পড়িল প্রভুর চরণে।

মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা।
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা॥
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি নিমন্ত্রণ কৈলা।
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিঞা॥
ভিক্ষা করাইঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সংবাহন॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইলা ভোজন করিতে।
সেই রাত্রে তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি কৈল জাগরণ॥
প্রভু কহে এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সব বৈষ্ণব না দেখিল একজন॥
এক রামানন্দ হায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে এই লাগি মিলিতে কহিল॥
তীর্থযাত্রার কথা এই হৈল সমাপন।
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন॥
অনন্ত চৈতন্যকথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥
এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম !
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর॥

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে তত পায় মহাধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ-
দেশতীর্থভ্রমণং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

ত্বং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ॥

যিনি স্বীয় দর্শনরূপ সুধাবর্ষণ দ্বারা ম্লান ভক্তরূপ শস্যসমূহের জীবনদান করেন, সেই গৌরচন্দ্ররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইলা সার্ব্বভৌমে॥
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে।
মহাপ্রভু বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে॥
শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তিঁহো মহাকৃপাময়॥
তোমারে বহু কৃপা কৈল কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন॥
ভট্ট কহে যে শুনিলে সেই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটনা না হয়॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তিঁহো রাজ-দরশনে॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমার করাইতাম দর্শন।
সম্প্রতি করিলা তিঁহো দক্ষিণে গমন॥

রাজা কহে জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা।
ভট্ট কহে মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।৮)–
ভবদ্‌বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভূতা॥
বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহো জীব নহে হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
রাজা কহে তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিঁহো নহে পরতন্ত্র॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিতে নারিল॥
রাজা কহে ভট্ট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তাতে সত্য মানি॥
পুনরপি ইহা তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥
ভট্টাচার্য্য কহে তিঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥
ঠাকুরের নিকট হবে হইবে নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥
রাজা কহে ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিঞা॥
কাশীমিশ্র কহে আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥

এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন॥
সব লোকের উৎকণ্ঠা তবে অত্যন্ত বাড়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইলা॥
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে মিলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন॥
প্রভু সহ আমা সবার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ॥
ভট্টাচার্য্য কহে কালি কাশীমিশ্র-ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাঁহা মিলাইব সবারে॥
আরদিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন॥
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গেহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসা হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥
সার্ব্বভৌম কহে প্রভু তোমার যোগ্য বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর এই মিশ্রের আশা॥
প্রভু কহে এই গেহ তোমা সবাকার।
যেই তুমি কহ সেই সম্মত আমার॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি।

মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী॥
এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে তোমা মিলিবারে॥
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাকারে।
তৈছে এই সব তুমি কর অঙ্গীকারে॥
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গসেবন॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণ-বেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইহোঁ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথ-মহাসোয়ার ইহঁ দাস নাম॥
মুরারিমাহিতী শিখিমাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই॥
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইহোঁ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইহাঁর সংহতি॥
এই সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে ভজে সভে তোমার চরণ॥
তবে সভে পায় পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিঞা॥
হেনকালে আইলা তাহা ভবানন্দ রায়।
চারি পুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই রায় ভবানন্দ।
ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ॥
তবে মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ॥
রামানন্দ হেন রত্ন যাহার তনয়।
তাহার মহিমা লোকে কহনে না হয়॥

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥
রায় কহে আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ॥
নিজগৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র সনে।
আত্ম সমর্পিলু আমি তোমার চরণে॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে॥
আত্মীয়জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে॥
প্রভু কহে কি সঙ্কোচ তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর॥
দিন পাঁচ সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
তার পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ পট্টনায়ক নিকটে রাখিল॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে মহাপ্রভু কৃষ্ণদাসে বোলাইল॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহোঁ আমার সহিত॥
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িঞা।
ভট্টমারি হৈতে ইহার আনিল উদ্ধারিঞা॥
এবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা সনে আর নাহি দায়॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা॥
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।

চারি জনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাস করিঞা॥
আর দিন প্রভুঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন॥
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে কর সেই যে ইচ্ছা তোমার॥
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥
তবে গৌড়দেশ আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তিঁহো শচী আই পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিঞা তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥
শুনি আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥
শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ॥

আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর॥
শ্রীরামপণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্‌পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর॥
রাঘবপণ্ডিত আর আচার্য্যনন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ॥
আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈল সভা আলিঙ্গন॥
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল॥
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লইঞা॥
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী॥
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥
প্রভু-আগমন তিঁহো তাঁহাই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥
সত্বরে আসিয়া তিঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইঞা তাঁহারে॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন।

তিঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥
প্রভু কহে তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥
পুরী কহে তোমা সঙ্গে রহিলে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচলপুরী॥
দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥
সবেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥
আরদিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইঞা।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈল বারাণসী গিঞা॥
চৈতন্যনন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিল তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তিঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত' কারণ।
উন্মাদে করিলা তিঁহো সন্ন্যাস গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দ বিহ্বলে॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে॥

কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥
গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তে উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম॥
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১৪)–
হেলোদ্ধ লিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া,
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভুয়াদমন্দোদয়া॥

হে কৃপানিধে চৈতন্যদেব ! যাহা হেলায় নিখিল খেদ দূর করিয়া দেয়, যাহাতে সম্যক্ বিমলতা বিদ্যমান, যাহার পরমানন্দ অন্যান্য বিষয়সমূহ আবরণ-পূর্ব্বক প্রকাশ পায়, যাহার উদরে শাস্ত্রবিবাদের মীমাংসা হয়, যাহার রসবর্ষণ চিত্তোন্মাদকারী এবং যাহার ভক্তিবিনোদন কার্য্য নিয়ত সমতা দান করে, সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদা দ্বারা ত্বদীয় সুবিস্তীর্ণ দয়া মৎপ্রতি সমুদিত হউক।

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জন প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।

ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥
স্বরূপ কহে প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র পেলুঁ করিনু প্রমাদ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥
তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সবা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন॥
পরমাসুন্দরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দিলা তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর॥
আরদিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে।
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়বচন॥
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈলা মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্যনিকট রহি সেবহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিঞা।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইঞা॥
গোসাঞি কহে পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাইলা তোমারে॥
এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরীগোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহাতো রাখিলা॥

প্রভু কহে ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।

ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদপরতন্ত্র॥

ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুলাদি না মানে।

বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥

স্নেহলেশাপেক্ষা-মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।

স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥

মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।

পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥

এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।

গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার।

গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥

ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।

গুপ্ত আজ্ঞা দিয়াছেন কি করি উপায়॥

ভট্টাচার্য্য কহে গুরু-আজ্ঞা বলবান্।

গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ॥

তথা হি রঘুবংশে (১৪।৩৫)–

এ শশ্রুবান মাতরি ভার্গবেণ, পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতৎ দ্বিষদ্বৎ।

অত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ, আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া॥

পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম জননীকে শত্রু বৎ বধ করিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন। কারণ, গুরুর আদেশ অবিচারে পালন করিতে হয়।

বাল্মীকিরামায়ণে–

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।

শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ॥

বনবাসগমনকালে শ্রীরাম জননীকে বলিয়াছিলেন, মহাত্মা গুরুর আদেশ অবিচারে পালন করা আমার কর্ত্তব্য, ইহাতে আপনার মঙ্গল আছে, বিশেষ আমার মঙ্গল হইবে।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি অঙ্গীকার।

আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবা দিল অধিকার॥

প্রভুর প্রিয়ভৃত্য করি সবে করে মান।

সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান॥

ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন॥
আরদিন মুকুন্দ দত্ত কহে প্রভুস্থানে।
ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে॥
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে গুরু তিঁহো যাব তাঁর ঠাঞি॥
এত বলি মহাপ্রভু সব ভক্ত সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দভারতীর আগে॥
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হৈল অন্তর॥
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে কোথা ভারতীগোসাঞি॥
মুকুন্দ কহে এই দেখ আগে বিদ্যমান।
প্রভু কহে তিঁহো নহে তুমি অগেয়ান॥
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম॥
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহাঁরে॥
ভাল কহে চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥
আজি হৈতে না পারিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর॥
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিলা বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥
ভারতী কহে তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাঙ চিতে॥
সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহা চলাচল।

জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম তুমি ত’ সচল॥
তুমি গৌরবর্ণ তিঁহো শ্যামলবরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ তারণ॥
প্রভু কহে সত্য কহ তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে॥
ব্রহ্মানন্দ নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়া আছে অচল॥
ভারতী কহে সার্ব্বভৌম মধ্যস্থ হইঞা।
ইহাঁর সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া॥
ব্যাপ্যব্যাপকভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীব ব্যাপ্য ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে ব্যানি॥
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত’ কারণ॥
তথা হি মহাভারতীয়-দানধর্ম্মে–
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥
এই সব নামের ইহোঁ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভুজে অঙ্গদ॥
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতি ! দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয়॥
গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে সত্য শিষ্যপরাজয়।
ভারতী কহে এ নহে অন্য হেতু হয়॥
প্রভু-ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব॥
আজন্ম করিনু আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান॥
কৃষ্ণনাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ॥
বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।

ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্–

অদ্বৈতবীথিপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।

হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

অদ্বৈতপথের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য ও আত্মানন্দসিংহাসন হইতে লব্ধদীক্ষ হইয়াও আমরা হঠাৎ কোন এক শঠ লম্পট কর্ত্তৃক গোপবধূগণের ন্যায় দাসীকৃত (বশীভূত) হইয়াছে।

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেমা হয়।

যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফূরয়॥

ভট্টাচার্য্য কহে দোঁহার সুসত্য বচন।

আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন॥

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।

ইহাঁর কৃপাতে হয় দর্শন ইহাঁর॥

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্ব্বভৌম।

অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥

এত বলি ভারতী লঞা নিজবাসা আইলা।

ভারতীগোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥

রামভদ্রাচার্য্যে আর ভগবান্ আচার্য্য।

প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্যকার্য্য॥

কাশীশ্বরগোসাঞি আইলা আর দিনে।

সম্মান করিঞা প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥

প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বরদর্শন।

আগে লোক ভিড় সব করে নিবারণ॥

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।

ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয়॥

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।

প্রভু কৃপা করিবারে রাখিলা নিজস্থানে॥

এই ত’ কহিল প্রভুর বৈষ্ণবমিলন।

ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব
মিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ,
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবাঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বাধাম্না,
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নম্॥

শ্রীগৌরচন্দ্র বিবিধ ভাববিভূষণে সমলঙ্কৃতদেহ হইয়া ভক্তবর্গ সমভি-ব্যাহারে অতীব উদ্ধতনৃত্যকরতঃ স্বীয় মহিমা দ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমবন্যানিমগ্ন করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্ররায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥
তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।২৪)–
নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য, পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

যে ব্যক্তি সমস্ত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল সংসারসমুদ্রের পারগমনার্থ ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ জনে উন্মুখ, হায় হায় ! তাদৃশ নিষ্কিঞ্চনজনের পক্ষে বিষয়িদর্শন বা নারীদর্শন বিষসেবন অপেক্ষাও নিন্দিত।

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।

জগন্নাথসেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥

প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।

কাষ্ঠনারীস্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।২৫)

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।

যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

যেমন সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলেও মনের ক্ষোভ (ভয়) জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীজাতির ও বিষয়ী লোকের আকার দেখিলেও ভয় হয়।

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।

পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥

ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজঘরে গেলা।

হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥

রামানন্দরায় আইলা গজগতি সঙ্গে।

প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥

রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন॥

রায় সনে দেখি প্রভুর স্নেহব্যবহার।

সব ভক্তগণ-মনে হৈল চমৎকার॥

রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।

তোমার ইচ্ছায় রাজা বিষয় ছাড়াইল॥

আমি কহিল আমা হৈতে না হয় বিষয়।

চৈতন্যচরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥

তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল।

আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল॥

তোমার নাম শুনি হৈল মহাপ্রেমাবেশে।

মোর হাতে ধরি কহে পীরিতি-বিশেষে॥

তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাই সে বর্ত্তন।

নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ প্রভুর চরণ॥

আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।

তাঁরে যেই সেরে তার সফল জীবনে॥

পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন॥

যে তাঁর প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।

তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥

প্রভু কহেন তুমি কৃষ্ণভকত প্রধান।

তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্॥

তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।

এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার॥

তথা হি আদিপুরাণে–

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ ! যাঁহারা কেবলমাত্র আমার ভক্ত, তাঁহাদিগকে প্রকৃত ভক্ত বলা যায় না ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাঁহারাই মদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।২১)–

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণৈরলম্।

ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, আমার সেবার আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা অভিনন্দন, মদীয় ভক্তবৃন্দের পূজাবিশেষ, সর্ব্বভূতে মদ্ বুদ্ধি, মদর্থে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্গুণ-কীর্ত্তন, আমাতে চিত্তসমর্পণ এবং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ এইগুলিই ভক্তের চিহ্ন।

তথা হি পদ্মপুরাণে–

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনংপরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন, দেবী ! সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা অপেক্ষা তদীয় ভক্তগণের পূজা শ্রেষ্ঠতর।

তথা হি ভাগবতে (৩।৭।২০)

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।

যত্রোপদীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥

দেবদেব জনার্দ্দনকে যাঁহারা গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠমার্গগামী হরিদাস-বৃন্দের সেবা স্বল্পতপা ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ।

পুরী ভারতীগোসাঞি স্বরূপ নিত্যানন্দ।

চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥

জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।

যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা মিলন॥

প্রভু কহে রায় দেখিলে কমলালোচন।

রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥

প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।

ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেন আইলা॥

রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।

যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব-রথী॥

আমি কি করিব মন ইহা লঞা আইল।

জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল॥

প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।

ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন॥

প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিল দর্শনে।

রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে॥

ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইল।

সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাহারে পুছিল॥

মোর লাগি প্রভু-পদে কৈল নিবেদন।

সার্ব্বভৌম কহে কৈল অনেক যতন॥

তথাপি না করে তিঁহো রাজদরশন।

ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন॥

শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিল।

বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিল॥

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁহার অবতার।

শুনি জগাই মাধাই তিঁহো করিলা উদ্ধার॥

প্রতাপরুদ্ধ ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।

এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৭০)–

অদর্শনীয়ানপি নীচজাভীন্, সংবীক্ষতে হস্ত তথাপি নো মাম্।

মদেকবজ্জ্যং কৃপায়ষ্যতীতি, নির্ণীয় কিং সোহবততার দেবঃ॥

প্রভু অদর্শনীয় হীন জাতিগণকেও দর্শন প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমাকে দর্শন দিবেন না। কেবল আমি ব্যতীত সমস্ত জীবকে দয়া করিবেন, ইহা নিশ্চয় করিয়াই তি তিনি ভূতলে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন ?

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন।

মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥

যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।

কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥

এত শুনি ভট্টাচার্য্য হইল চিন্তিত।

রাজার অনুরাগ দেখি হৈল বিস্মিত॥

ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।

তোমার উপর প্রভুর অবশ্য প্রসাদ॥

তিঁহো প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।

অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥

তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।

এই উপায় করি তুমি দেখিবে প্রভুর পায়॥

রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।

রথ-আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।

সেইকালে তুমি একা ছাড়ি রাজবেশ॥

কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।

একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ॥

বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণনাম শুনি।

আলিঙ্গন করিবে তোমায় বৈষ্ণব জানি॥

রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।

প্রভু আগে কহিলেন প্রভুর ফিরি গেল মন॥
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে মনে এই যুক্তি কৈল॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিন দিন আছয়ে যাত্রারে॥
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় সুখ॥
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িঞা॥
পাছে প্রভুর নিকটে আইল ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে কৈল নিবেদন॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা রাজার ঠাঞি কহিলেন গিয়া॥
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে শুন ভট্টাচার্য্য॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিয়াছে দুই শত।
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান।
তাঁ সবারে চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান॥
রাজা কহে পড়িছাকে আমি আজ্ঞা করিব।
বাসা-আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাতে॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবারে করাবে দর্শন॥
আমি কাঁহো না চিনি চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করাবে পরিচয়॥
এত কহি তিন জন অট্টালিকা চড়িলা।
হেন কালে বৈষ্ণবগণ নিকটে আইলা॥

দামোদর-স্বরূপ গোবিন্দ দুই জন।
মালা-প্রসাদ লঞা যার যথা বৈষ্ণবগণ॥
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দোঁহারে।
রাজা কহে এই কোন্ চিনাহ আমারে॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই স্বরূপ দামোদর।
মহাপ্রভুর ইহঁ হয় দ্বিতীয় কলেবর॥
দ্বিতীয় গোবিন্দভৃত্য ইহঁ দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাইয়াছেন প্রভু গৌরব করিয়া॥
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা তাঁরে দিল॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তারে না চিনেন আচার্য্য পুছিল দামোদরে॥
দামোদর কহেন ইহাঁর গোবিন্দ নাম।
ঈশ্বরপুরীর সেবক বড় গুণধাম॥

প্রভু-সেবা করিতে ইহাঁরে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
অতএব প্রভু ইহাঁকে নিকটে রাখিলা॥
রাজা কহে যারে মালা দিল দুই জন।
কহ আচার্য্য তেজে এই বড় মহান্ত কোন্ জন॥
আচার্য্য কহে ইহাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য॥
শ্রীবাস পণ্ডিত ইহোঁ পতিত বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহোঁ পণ্ডিত গদাধর॥
আচার্য্যরত্ন ইহোঁ আচার্য্য পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহোঁ পণ্ডিত শঙ্কর॥
এই মুরারিগুপ্ত এই পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাসঠাকুর এই ভুবন-পাবন॥
এই হরিভট্ট এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেবদত্ত এই শিবানন্দ॥
গোবিন্দ রাঘব আর বাসুদেব ঘোষ।

তিন ভাই কীর্ত্তন করে প্রভুর সন্তোষ॥
রাঘব-পণ্ডিত এই আচার্য্য-নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥
শুক্লাম্বর-দেহ এই শ্রীধর বিজয়।
বল্লভসেন এই পুরুষোত্তম সঞ্জয়॥
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান।
রামানন্দ আদি এই দেখ বিদ্যমান॥
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
কতেক কহিব এই দেখ যত জন।
শ্রীচৈতন্যগণ সব চৈতন্য-জীবন॥
রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবে ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটি-সূর্য-সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুরকীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসঙ্কীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৯)–
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
রাজা কহে শাস্ত্র-প্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তাঁর কৃপা-লেশ হয় যারে।

সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥
তাঁর কৃপা নাহি যারে পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলে তারে ঈশ্বর না মানে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২৯)–
তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চাস্য একোঽপিচিরং বিচিন্বন্॥
রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিল ধাইয়া॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিয়ে আসিয়া॥
রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লইয়া সঙ্গে জন পাঁচ সাত॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইলা জানিয়া।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁহা লইয়া॥
রাজা কহে উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাবে অন্নপান॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধিধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্মকর্ম্ম॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ॥
তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদত্যাগ হয় অপরাধ॥
বিশেষ শ্রীহস্তে প্রভু করিবে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি কোন্ করে উপোষণ॥
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।

প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই বেদলোকধর্ম্ম॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।১৯।৪৫)–
যদা যদানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
ন জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

যৎকালে আত্মভাবিত ভগবান্ যাঁহার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করেন, তখনই সেই ব্যক্তির লোকব্যবহারে ও বেদে পরিনিষ্ঠিতা বুদ্ধি পরিত্যক্ত হয়।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা।
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দোঁহা বোলাইলা॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুই জনে।
প্রভুস্থানে আসিয়াছে যত ভক্তগণে॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা সচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইহ যেন নহে বাদ॥
প্রভুর আজ্ঞা ধরিহ দোঁহে সাবধান হৈয়া।
আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিত বুঝিয়া॥
এত বলি বিদায় নিল সেই দুই জনে।
সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দূরে রহি দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্রগৃহে পথে করিলা গমন॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহারঙ্গে॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণবন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
প্রেমানন্দে হৈল দোঁহে পরম অস্থির।
সময় খেখিয়া প্রভু হৈল কিছু ধীর॥
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রত্যেকে করিলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥

একে একে সব ভক্ত কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিল গমন॥
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহা হৈল পরিমাণ॥
আপন নিকটে প্রভু সবারে বসাইল।
আপন শ্রীহস্তে সবারে মালা চন্দন দিল॥
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইলা মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলন করিল সবা সনে॥
অদ্বৈতেরে প্রভু কহে বিনয়বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে॥
অদ্বৈত কহেন ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যময়॥
তথাপি ভক্ত সঙ্গে তাঁর হয় সুখোল্লাস।
ভক্তসঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস॥
বাসুদেব দেখি প্রভু আনন্দিত হৈঞা।
তারে কিছু কহে তার অঙ্গে হস্ত দিঞা॥
যদ্যপি মুকুন্দ আমার সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে॥
বাসু কহে মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণপ্রাপ্তি সেই পুনর্জন্ম॥
ছোট হৈঞা মুকুন্দ এবে হৈলা মোর জ্যেষ্ট।
তোমার কৃপাপাত্র তাতে সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠ॥
পুনঃ প্রভু কহে আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে॥
স্বরূপেয় ঠাঞি আছে লও দেখাইয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া॥
প্রত্যেক সকল বৈষ্ণব সব লেখিঞা লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই পুস্তক জগৎ ব্যাপিল॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।

তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত॥

শ্রীবাস কহেন কেনে কহ বিপরীত।

কৃপা-মূল্যে চারি ভাই তোমার ক্রীত॥

শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।

সগৌরবে প্রীতি আমার তোমার উপরে॥

শুদ্ধ কেবল প্রেম আমার ইহার উপর।

অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্কর॥

দামোদর কহে শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।

এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে॥

শিবানন্দ কহে প্রভু তোমার আমাতে।

গাঢ় অনুরাগ হয় জানি আগে হৈতে॥

শুনি শিবানন্দসেন প্রেমাবিষ্ট হৈঞা।

দণ্ডবৎ হৈঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া॥

তথা হি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।৮০)–

নিমজ্জতোঽনন্ত ! ভবার্ণবান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।

ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥

হে অনন্ত ! বহুদিনাবধি আমি ভবার্ণবে নিমগ্ন ছিলাম, সম্প্রতি তাহার কূপস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। আপনিও আপনার কৃপার এই অনুত্তম (হীন) পাত্র প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথমেই মুরারিগুপ্ত প্রভুরে না মিলিঞা।

বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হৈঞা॥

মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ।

মুরারি লইতে ধাঞা আইল বহুজন॥

তৃণ দুই গুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিঞা।

মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যদীন হঞা॥

মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে।

পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে॥

মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।

তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥

প্রভু কহে মুরারি কহ দৈন্য সংবরণ।

তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
নিকটে বসাইয়া করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি পণ্ডিত গদাধর।
হরিভট্ট গঙ্গাদাস আচার্য্য পুরন্দর॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণগান।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান॥
সবারে সম্মানি প্রভু হইল উল্লাস।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে কাঁহা হরিদাস॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞি দেখিয়া !
রাজপথপ্রান্তে পড়ি আছি দণ্ডবৎ হইঞা॥
মিলন-স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথপ্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা॥
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির-নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটামধ্যে যদি স্থান খানিক পাঙ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ একা কাল গোয়াঙ॥
জগন্নাথের সেবক মোর কষ্ট নাহি হয়।
তাঁহা পড়ি রহোঁ মোর এই বাঞ্ছা হয়॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে বড় সুখ পাইল॥
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুই জন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন॥
সর্ব্ববৈষ্ণবেরে দেখি সুখী বড় হৈলা।
যথাযোগ্য সবার সনে আনন্দে মিলিলা॥
প্রভু-পদে দুই জন কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধান॥

সবার করিয়াছি বাসগৃহ-সংস্থান।

মহাপ্রসাদান্ন সবার করি সমাধান॥

প্রভু কহে গোপীনাথ যাহ সবা লৈঞা।

যাঁহা যাঁহা কহে তাঁহা বাসা দেহ লঞা॥

মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে।

সর্ব্ববৈষ্ণবের এহো করিবে সমাধানে॥

আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।

একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে॥

সেই ঘর আমাকে দেহ আছে প্রয়োজন।

নিভৃতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ॥

মিশ্র কহে সব তোমার মাগ কি কারণ।

আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থান॥

আমি হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।

যেই চাই সেই আজ্ঞা কর কৃপা করি॥

এত কহি দুই জন বিদায় করিলা।

গোপীনাথ বাণী নাথ দুই সঙ্গে দিলা॥

গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা-ঘর।

বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর॥

বাণীনাথ আইলা অন্ন পিঠা পানা লৈঞা।

গোপীনাথ আইলা সবার সংস্কার করিঞা॥

মহাপ্রভু কহে শুনে সব বৈষ্ণবগণ।

নিজ নিজ বাসা সবে করহ গমন॥

সমুদ্র-স্নান করি কর চূড়া দরশন।

তবে এথা আসিবে করিবে ভোজন॥

প্রভু নমস্করি সবে বাসাতে চলিলা।

গোপীনাথাচার্য্য সবার বাসা দান দিলা॥

তবে প্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে।

হরিদাস করে প্রেম নাম-সংকীর্ত্তনে॥

প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হইয়া।

প্রভু আলিঙ্গন দিল তারে উঠাইয়া॥

দুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।

প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।

মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।

তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহি আমাতে॥

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥

নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন।

দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরমপাবন॥

তথা হি ভাগবতে (৩।৩৩।৭)–

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূ চূর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

প্রভো ! যাহার রসনাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান থাকে, সে শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম গান করেন, তাঁহারা অখিল তপস্যা করিয়াছেন, সর্ব্ববিধ হোম করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা আর্য্য বলিয়া অভিহিত হন।

এত বলি তারে লইয়া গেল পুষ্পোদ্যানে।

অতি-নিভৃত সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥

এই স্থানে রহ কর নাম সংকীর্ত্তন।

প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥

মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।

এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥

নিত্যানন্দ জগদানন্দ দামোদর মুকুন্দ।

হরিদাসে মিলি সবে পাইল আনন্দ॥

সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইল নিজস্থান।

অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নান॥

আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া-দরশন।

প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন॥

সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।

শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি॥

অল্প অন্ন না আইসে দিতে প্রভুর হাতে।

দুই তিন জনার ভক্ষ্য দেন এককৈক পাতে॥

প্রভু না খাইলে কেহ না করিবে ভোজন।

ঊর্দ্ধহস্তে বসিয়া রহিল ভক্তগণ॥

স্বরূপগোস্বামী প্রভুরে কৈল নিবেদন।

তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন॥

তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী রহে যত জন।

গোপীনাথচার্য্য তারে করিয়াছে নিমন্ত্রণ॥

আচার্য্য আসিয়াছে ভিক্ষরে প্রসাদান্ন লইয়া।

পুরীভারতী আছে অপেক্ষা করিয়া॥

নিত্যানন্দ লইয়া ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।

বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করিতেছ আমি॥

তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিল।

যত্ন করি হরিদাসঠাকুরে পাঠাইল॥

আপনে বসিয়া সব সন্ন্যাসী লইয়া।

পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হৈয়া।

স্বরূপগোসাঞি দামোদর জগদানন্দ।

বৈষ্ণবেরে পরিবেশন করে তিন জন॥

নানা পিঠা পানা খায় আকণ্ঠ পূরিয়া।

মধ্যে মধ্যে হরি কহে উচ্চ করিয়া॥

ভোজন-সমাপ্তি হৈল কৈল আচমন।

সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন॥

বিশ্রাম করিতে সবে নিজবাসা গেলা।

সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুরে মিলিলা॥

হেনকালে রামানন্দ আইল প্রভু স্থানে।

প্রভু মিলাইলা তারে সব বৈষ্ণব সনে॥

সবা লইয়া গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।

কীর্ত্তন আরম্ভ তাঁহা কৈল মহাশয়॥

সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিল কীর্ত্তন।

পড়িছা আনি দিল সবারে মাল্য-চন্দন॥

চারিদিকে সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।

মধ্যে নিত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥

অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।

হরিধ্বনি করে বৈষ্ণব বলে ভাল ভাল॥

কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।

চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥

পুরুষোত্তমবাসী আইল দেখিবারে।

কীর্ত্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে॥

পিচকারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে।

চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে॥

বেড়ানৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ।

মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্ত্তন॥

চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।

মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়॥

বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈল।

চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিল॥

অদ্বৈত আচার্য্য নাচে এক সম্প্রদায়।

আর সম্প্রদার নাচে নিত্যানন্দ রায়॥

আর সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর।

শ্রীবাস নাচয়ে আর সম্প্রদায়ের ভিতর॥

মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন।

তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর কৈল প্রকটন॥

চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।

সবে দেখে করে প্রভু আমাকে দর্শন॥

চারি জনের নৃত্য প্রভুর দেখিতে অভিলাষ।

সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥

দর্শনে আবেশ তাঁর দেখিমাত্র জানে।

কেমতে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে॥
পুলিনভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থানে।
চৌদিকের সখা কহে চাহে আমা পানে॥
নৃত্য করিয়ে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তারে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসংকীর্ত্তন।
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তনমহত্ত্বে।
অট্টালী চড়িয়া দেখে স্বগণ সহিতে॥
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুরে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার॥
কীর্ত্তন সমাপি প্রভু দেখি পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ববৈষ্ণব লঞা বাসা আইলা গৌরহরি॥
পড়িছা আনিয়া দিলা প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন॥
যাবৎ আছিল সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
এই ত’ কহিল প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেই ইহা শুনে হয় চৈতন্যের দাস॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়া-
কীর্ত্তনবিলাসসবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ, সম্মার্জ্জন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বঞ্চ, কৃষ্ণোপলেশৌপয়িকং চকার॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আত্মীয়বৃন্দের (ভক্তগণের) সহিত গুণ্ডিচামন্দির সংমার্জ্জনপূর্ব্বক নিজ সুস্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কারকরতঃ ভগবানের উপবেশনযোগ্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্যবর্ণন॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে যবে প্রভু আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি।
প্রভুর আজ্ঞা যদি দেখিবারে যাই॥
ভট্টাচার্য্য লিখিলা প্রভুর আজ্ঞা না হইল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল॥
প্রভুর নিকটে যত আছে ভক্তগণ।
মোর লাগি তাঁ সবারে করিহ নিবেদন॥
সে সব দয়ালু মোরে হইয়ে সদয়।
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়॥
তাঁ সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভু-কৃপা বিনা মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া।
ভক্তগণ-পাশে গেলা সে পত্রী লইয়া॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ।
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়।

প্রভুর পদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সবে কহে প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি সব কহি যদি দুঃখ সে মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব কহিব রাজ-ব্যবহার॥
এত কহি সবে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে না কহে বচনে॥
প্রভু কহে কি কহিতে সবার আগমন।
দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ॥
নিত্যানন্দ কহে তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি কহিতে ভয় চিতে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হইতে॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন॥
তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লৈয়া।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে যাইয়া॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু দামোদর করিবে ভর্ৎসনা॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে॥
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব॥
রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তাঁরে স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরমস্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥

নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে কর রাজ-দরশন॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়ায়॥
যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে রহে তার প্রাণ॥
এক বর্হির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান্।
যে ভাল হয় সেই কর সমাধান॥
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাইয়া রাজার আনন্দিত হৈল মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষ তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিতে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসাদ পাইঞা ঐছে কহে বার বার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।

রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥

উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।

রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥

রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন।

একেবারে প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥

প্রভু কহে রামানন্দ দেখ বিচারিঞা।

রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইঞা॥

রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুই লোক নাশ।

পরলোক বহু লোকে করে উপহাস॥

রামানন্দ কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।

কারে নাহি ভয় তুমি নহ পরতন্ত্র॥

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।

কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥

সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।

শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥

রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।

ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥

প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।

সুরাবিন্দুপাতে কোহো না করে পরশ॥

যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।

তাঁহারে মলিন করে এক রাজনাম॥

তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।

তবে আনি মিলাহ মোরে তাঁহার তনয়॥

আত্মা বৈ জায়তে পুত্র এই শাস্ত্রবাণী।

পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥

তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা।

প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা॥

সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।

কৈশোরবয়স দীর্ঘ চপল-নয়ন॥

পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
কৃষ্ণস্মরণের তিঁহো হৈল উদ্দীপন॥
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ হৈলাম আমি ইহার দর্শনে।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ পুলকবিশেষ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি আমায় মিল এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিঞা॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভু পাইলা॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা একজন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ।
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল।
শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া।
পড়িছা পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিন জনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।

গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন সেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার।
যেই তোমার ইচ্ছা সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষ রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে।
যে প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট শত সমার্জ্জনী।
নূতন প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি॥
আর দিন-প্রভাতে প্রভু লইঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥
শ্রীহস্তে সবার দিল এক এক মার্জ্জনী।
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচামন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সমার্জ্জিল।
সিংহাসন মার্জ্জি চারভিত শোধিল॥
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন।
পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী-করে।
আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম॥
ধূলিধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগমণ্ডল শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥

তৃণ ধূলি ঝিকুর সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহির লইঞা॥
এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে।
তৃণধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষেঁ॥
সবার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর।
ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শত জন ঘটে জল ভরি।
প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি॥
জল আন বলি যবে মহাপ্রভু কৈল।
তবে শত ঘট আনি প্রভু-আগে দিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধে অধো ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জল ঊর্দ্ধ শোধি ভিত প্রক্ষালিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন॥
ভক্তগণ করে গৃহমধ্য প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন॥
কেহ জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে॥
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান।
কেহ মাগি লয় কেহ অন্যে করে দান॥
ঘর দুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল।

সেই জল প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥

নিজ নিজ বস্ত্রে কৈল গৃহ সম্মার্জ্জন।

প্রভু নিজবস্ত্রে মার্জ্জিলেন সিংহাসন॥

শত ঘট জলে হৈল মন্দিরমার্জ্জন।

মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজমন॥

নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দির।

আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহির॥

শত শত লোক জল ভরে সরোবরে।

ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥

পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।

শূন্যঘট লয়ে যায় আর শতজন॥

নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী।

ইহাঁ বিনা আর সব আনে জল ভরি॥

ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙি গেল।

শত শত ঘট তাঁহা লোকে লঞা আইল॥

জল ভরে ঘর ধোয় করে হরিধ্বনি।

কৃষ্ণ-হরিধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘট সমর্পণ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥

যে যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে।

কৃষ্ণনাম হৈলা তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকামে॥

প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।

একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম॥

শত হাতে করে যেন ক্ষালন মার্জ্জন।

প্রতিজন-পাশে যাই করায় শিক্ষণ॥

ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন।

মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন॥

তুমি ভাল শিখিয়াছ শিখাহ অন্যেরে।

এইমত ভালকর্ম্ম সেহো যেন করে॥

এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কোচিত হইয়া।
ভালমতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন।
ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাট্যশালা ধুইঞা ধুইল চত্বর প্রাঙ্গণ।
পাকশালা আদি সব কৈল প্রক্ষালন॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হয়েছে সন্তোষ।
শিক্ষা লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ॥
স্বরূপগোসাঞি আনি কহিল তাহারে।
এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাঁহা হবে গতি।
তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিঞা।
ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লঞা॥
পুনঃ আসি প্রভুর পায়ে করিল বিনয়।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥
তরে মহাপ্রভু মনে সন্তোষ হইলা।
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল॥
আপনে বসিয়া মাঝে আপনার হাতে।
তৃণ-কাটা-কূটা সবে লাগিলা কুড়াইতে॥
কে কত কুড়ায় সব একত্র করিব।

যার অল্প তার ঠাঞি পিঠাপনা লব॥
এইমত সবপুরী করিল শোধন।
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজমন॥
প্রণালিকা ছাড়ি যদি জল বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥
এইমত পুরদ্বারে অগ্রে পথ যত।
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত-সিংহ-সম॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু পুলক হুঙ্কার।
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভয়।
আনন্দে উদ্দন্দ নৃত্য করে গৌররায়॥
এইমতে কতক্ষণ নৃত্য করিয়া।
বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম।
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল ভগবান্॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তিঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তারে লৈলা কোলে।
শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকলে॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলঝাঁটি।
সহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥

অনেক করিল তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাত দিল।
উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
হরি বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিঞা।
সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লইঞা॥
তারে উঠি পরি সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহদেবে নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা।
তবে বাণীনাথ আইল প্রসাদ লইঞা॥
কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুই জন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব শাঠাইল।
দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥
পুরী-গোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মাণ্ড।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর।
শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এত জন॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম।
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন॥
ভক্তসঙ্গে প্রভু করেন প্রসাদ অঙ্গীকার।

এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নই মুঞি ছার॥
পাছে মোর প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিলা তারে॥
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর।
কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥
পরিবেশন করে তাহা এই সাত জন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ॥
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর।
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পিঠাপানা অমৃত-গুটিকা দেহ ভক্তগণে॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যারে যেই ভায়।
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ দ্বারায়॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপি দিলেন প্রভু তারে করেন রোষ।
বলে ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥
স্বরূপ গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইঞা॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥

এইমত দুই জন করে বার বার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছে নিজ পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি বার বার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়ব্যবহার।
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ সঙ্গ।
কাঁহা এই সঙ্গ সুধাসমুদ্র-তরঙ্গ॥
প্রভু কহে পূর্ব্বসৌদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমার সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণ মতি॥
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর নাহি ত্রিজগতে॥
তবে প্রভু প্রত্যেককে সব ভক্তনাম লঞা।
পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিঞা॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই॥
অদ্বৈত কহে অবধূত সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি।
ভোজন করিলা জানি হবে কোন্ গতি॥
প্রভুত সন্ন্যাসী উহার নাহি অপচয়।

অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
‘নান্নদোষেণ মস্করী’ এই শাস্ত্রের প্রমাণ।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥
জন্ম-কুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তিকার্য্য॥
তোমার সিদ্ধান্তসঙ্গ করে যেই জনে।
এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
এই তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন॥
এইমত দুই জনে করে বোলাবোলি।
ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে যৈছে গালাগালি॥
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
মহাপ্রসাদ দেন মহা অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি।
হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গ মর্ত্ত্য ভরি॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে।
সবাকে শ্রীহস্তে দিলা মালাচন্দনে॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদভোজন॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিঞা।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
“ধোয়াপাখালা” নাম কৈল এই এক লীলা॥
পরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান॥

পরদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে।
আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লইয়া সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিঞা।
পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লঞা॥
পাছে আগে পুরী ভারতী দুঁহার গমন।
স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুই জন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠায় গেলা সবে জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখদর্শন॥
তৃষ্ণার্ত্ত প্রভুর নেত্রে-ভ্রমর-যুগল।
গাঢ়তৃষ্ণা পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন-যুগল।
নীলমণি দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিতকান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটি কোটি ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এই মত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করেন সংবরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করে সংকীর্ত্তন॥
দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।

ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিঞা।
সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিঞা॥
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-
মন্দিরমার্জ্জনং নাম দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে নর্ত্তন যঃ।
যেনাসীর্জ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥

যিনি রথের সম্মুখভাগে নৃত্য করিয়াছিলেন, যাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিখিল-জগতের বিস্ময় জন্মিয়াছিল এবং স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু জয়যুক্ত হউন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রোতাগণ শুনি করি একমন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন॥
আরদিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল কৃত্য-স্নান॥
পাণ্ডু-বিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন॥
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়দর্শন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন॥

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী।

জগন্নাথবিজয় করায় করি হাতাহাতি॥

কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।

কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ॥

কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।

দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥

উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতি স্থানে স্থানে।

এক তুলি হৈতে আর তুলি করায় গমনে॥

প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।

তুলা সব উড়িয়া যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড॥

বিশ্বম্ভর জগন্নাথ চালাইতে শক্তি কার।

আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহার॥

মহাপ্রভু “মণিমা” বলে করে উচ্চধ্বনি।

নানা বাদ্যকোলাহল কিছুই না শুনি॥

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।

সুবর্ণমার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সংমার্জ্জন॥

চন্দন-জলেতে করেন পথ-নিষিঞ্চনে।

তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজসিংহাসনে॥

উত্তক হইয়া রাজা করে তুচ্ছসেবন।

অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন॥

মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে।

মহাপ্রভুর কৃপা পাইলা সে সেবা হইতে॥

রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।

নব হেমময়-রথ সুমেরু আকার॥

শত শত শুক্ল চামর দর্পণ উজ্জ্বল।

উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥

ঘাগর কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।

নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥

লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর।

আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা হলধর॥

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।

তার সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া॥

তাঁহার সম্মতি লৈঞা ভক্তসুখ দিতে।

রথে চড়ি বাহির হৈলা বিচার করিতে॥

সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথ পুলিনের সম।

দুই দিকে টোটা সব যেন বৃন্দাবন॥

রথে চড়ি জগন্নাথ করিল গমন।

দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিত মন॥

গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।

ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ॥

ক্ষণে স্থির হৈঞা রহে টানিলে না চলে।

ঈশ্বর ইচ্ছায় চলে রথ না চলে কারো বলে॥

তবে মহাপ্রভু সব লৈঞা নিজ গণ।

স্বহস্তে পরাইলা সবারে মাল্যচন্দন॥

পরমানন্দপুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।

শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ॥

অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।

শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহার হইল আনন্দ॥

কীর্ত্তনীয়া-গণে দিলা মাল্যচন্দন।

স্বরূপ শ্রীবাস তার মুখ্য দুই জন॥

চারি সম্প্রদায় হইল চব্বিশ গায়ন।

দুই দুই মার্দ্দঙ্গিক করি হইল অষ্ট জন॥

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিঞা।

চারি সম্প্রদায় কৈল গায়ন বাঁটিঞা॥

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।

চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥

প্রথম সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ প্রধান।

আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান॥

দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁহা নৃত্য করিতে দিল।
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল॥
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ॥
বাসুদেব গোপীনাথ মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দপ্রধান কৈল আর সম্প্রদায়॥
শ্রীকান্ত বল্লভ সনে আর দুই জন।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন॥
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস বিষ্ণুদাস রাঘব যাঁহা গায়॥
মাধব বাসুদেব আর দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর॥
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তাঁহা আর সব গায়॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন॥
জগন্নাথ-আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পার্শ্বে দুই পাছে এক সম্প্রদায়॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
হরিধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল॥
শ্রীবৈষ্ণব-ঘটামেঘে হইল বাদল।
শঙ্কীর্ত্তনামৃতে সহ বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥
সাত ঠাঞি বলে প্রভু হরি হরি বুলি।

জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।

এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥

সবে কহেন প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।

অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥

কেহো লিখিতে নারে অচিন্ত্য প্রভুর শকতি।

অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে যার শুদ্ধভক্তি॥

কীর্ত্তন দেখিঞা জগন্নাথ হরষিত।

কীর্ত্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত॥

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।

দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়॥

কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রেমের মহিমা।

কাশীমিশ্র কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা॥

সার্ব্বভৌম সহ রাজা করে ঠারাঠারি।

আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি॥

যারে তাঁর কৃপা তাঁরে সে জানিতে পারে।

কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিতে না পারে॥

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর প্রসন্ন মন।

সে প্রসাদে পাইল এই রহস্যদর্শন॥

সাক্ষাতে না দেখা যেন পরোক্ষে এত দয়া।

কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের এই মায়া॥

সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্র দুই মহাশয়।

রাজারে প্রসাদ দেখি হৈলা বিস্ময়॥

এইমত লীলা প্রভু করি কতক্ষণ।

আপনে গায়েন নাচে নিজ ভক্তগণ॥

কভু এক মূর্ত্তি হয় কভু বহুমূর্ত্তি।

কার্য্য অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি॥

লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান।

ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান॥

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদিলীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবতশাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্যরঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ।
তার আগে নাচাইল প্রভু নিজগণ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিল নর্ত্তন॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করি কতক্ষণ।
আপন উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ॥
আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল॥
শ্রীবাস রমাই রঘু গোবিন্দ মুকুন্দ।
হরিদাস গোবিন্দানন্দ মাধব গোবিন্দ॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে যবে প্রভুর হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়।
আর সম্প্রদায় চারিদিকে রহি গায়॥
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাস।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥
তথাহি–
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

যিনি ব্রহ্মণ্যদেব, গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের কল্যাণস্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।

পদ্যাবলাম্ (১০৮)–
জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।

জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো,

জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ॥

এই দেবকীসুত দেব জয়যুক্ত হউন, এই বৃষ্ণিপ্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, এই নীরদশ্যামলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন, ধরাভারহারী এই মুকুন্দদেব জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।২৪)–

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো,

যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।

স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন,

ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্॥

যিনি ত্রিভুবনজনগণের নিবাসস্বরূপ, দেবকীজন্মবাদ, যদুগণের সভাপতি, স্বীয় ভুজ দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবর জঙ্গমের পাতকনাশী, মধুর-সস্মিত বদনের দ্বারা ব্রজপুরললনাগণের কাম-বর্দ্ধনকারী, সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৬৩)–

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো,

নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।

কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাতে-

গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দসদাসানুদাসঃ॥

আমি দ্বিজাতি নহি, নরপতি নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, বর্ণী (ব্রহ্মচারী) নহি, গৃহী নহি, বানপ্রস্থ নহি, যতিও নহি ; কিন্তু আমি উন্মীলিত-পরমা-নন্দপূর্ণ সুধাসাগররূপ গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের দাসের দাসানুদাস।

এত পড়ি পুনরপি করিলা প্রণাম।

যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্॥

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।

চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার॥

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।

সসাগরা শৈল মহী করে টলমল॥

স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।

নানা ভাবে বিবশতা ভক্ত হর্ষ দৈন্য॥

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।

সুবর্ণ-পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥

নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিঞা।

প্রভুতে ধরিতে বুলে আশে পাশে ধাঞা॥

প্রভু-পাছে বলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল বোলে বার বার॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল॥
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয়বারণ॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লৈঞা পাত্রগণ।
মণ্ডলী হইয়া করে লোক নিবারণ॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্টমন।
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন॥
রাজার আগে হরিনন্দন দেখি শ্রীনিবাস।
হস্তে তারে স্পর্শি কহে হও একপাশ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলি তার ক্রোধ হৈল মনে॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নবারণ।
চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হৈলা সে হরিনন্দন॥
ক্রুদ্ধ হৈঞা তারে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনে প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে॥
ভাগ্যবান তুমি ইহাঁর হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের চমৎকার।
অন্য আছ জগন্নাথের আনন্দ অপার॥
রথ স্থির করি আগে না করে গমন।
অনিমেষনেত্রে করে নৃত্য দরশন॥
সুভদ্রা বলরামের হৃদয় উল্লাস।
নৃত্য দেখি দুই জনার শ্রীমুখে হৈল হাস॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল॥

মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।

শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥

একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।

লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্‌গম।

জজ গগ জজ গগ গদ্‌গদবচন॥

জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।

আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥

দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।

কভু দেখি যেন মল্লিকাপুষ্পসম॥

কভু স্তম্ভ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য়।

শুষ্ককাষ্ঠ সম হস্ত-পদ না চলয়॥

কভু ভূমি পড়ে কভু হয় শ্বাসহীন।

যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণক্ষীণ॥

কভু নেত্র-নাসাজল মুখে পড়ে যেন।

অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন॥

সেই ফেন লইয়া শুভানন্দ কৈল পান।

কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তিঁহো বড় ভাগ্যবান্॥

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য করি কতক্ষণ।

ভাববিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন॥

তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।

হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাহিতে লাগিল॥

তথা হি পদম্–

সেই ত' পরাণনাথ পাইলুঁ।

যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেলুঁ॥ ধ্রু॥

এই ধূয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।

আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর॥

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।

আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয়॥
গৌর যদি আগে যায় শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে শ্যাম চলে ধীরে ধীরে॥
এইমত গৌরশ্যাম করে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামের রাখে গৌর মহাবলী॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥
তথা হি কাব্যপ্রকাশে (১।৪)–
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্র-
ক্ষপাস্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃসমুৎকণ্ঠতে॥
এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা কেহ অর্থ না জানে ইহার॥
এই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান॥
পূর্ব্বে যেন কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাইয়া আনন্দিত মন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া ধুইয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম॥
তথাপি আমার মন রহে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য হাতী-ঘোড়া-রথধ্বনি।

তাঁহা পুষ্পারণ্য ভক্ত-পিক-নাদ শুনি॥
ইহাঁ রাজবেশ সব সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপগণ সঙ্গে মুরলীবদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন।
সে সমুদ্রের ঞিহা নাহিক এক কণ॥
আমা লইঞা পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে॥
ভাগবতে আছে এই রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে এই শ্লোক।
শ্লোকের যে অর্থ কেহ নাহি জানে লোক॥
স্বরূপগোস্বামী জানে না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার॥
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৮২।৩৫)–
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহং জুযামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥
যথা রাগঃ–
অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ-কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাহাতে তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন॥ ধ্রু॥
পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে

যোগজ্ঞান কহিলে উপায়।

তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়

আমার ঐছে করিতে না জুয়ায়॥

চিত্ত কাঢ়িতোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে

যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে।

তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার

স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল

ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।

তোমার বাক্য পরিপাটি তার মধ্যে কুটি-নাটি,

শুনি গোপীর বাড়ে আর রোষ॥

দেহস্মৃতি নাহি যার সংসার-কূপ কাঁহা তার

তাহা হৈতে না চাহ উদ্ধার।

রহসমুদ্র-জলে কাক-তিমিঙ্গিলে গিলে

গোপীগণে লহ তার পার॥

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনাপুলিন বন

সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।

সেই ব্রজের ব্রজজন মাতা পিতা বন্ধুজন

বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥

বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌পুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ

তুমি তোমার নাহি দোষাভাস !

তবে সে তোমার মন নাহি শুনি ব্রজজন

সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥

না গণি আপন দুঃখ দেখি ব্রজেশ্বরী-মুখ

ব্রজজন হৃদয়ে বিদরে।

কিবা মার ব্রজবাসী কিবা জীয়াও আসি

কেনে জীয়াও দুঃখ সহিবারে॥

তোমার যে অন্য বেশ অন্য-সঙ্গ অন্যদেশ

ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায়॥
তুমি ব্রজের জীবন তুমি ব্রজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ॥
পুনর্যথা রাগঃ–
শুনিয়া রাধিকা রাণী ব্রজপ্রেম মনে জানি
ভাবে ব্যাকুলিত হৈল মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি,
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন॥
প্রাণপ্রিয়ে শুন মোর এ সত্যবচন।
তোমা সবার স্মরণে ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসী যত জন মাতা পিতা সখাগণ
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন॥
তোমা সবার প্রেমরসে আমাকে করিলা বশে
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া আমা দূরদেশে লঞা
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥
প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ॥
সেই সতী প্রেমবতী প্রেমবান্ সেই পতি
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়হিতে।
না গণে আপনার দুঃখ বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ

সেই দুই মিলে অচিরাতে॥

রাখিতে তোমার জীবন সবি আমি নারায়ণ

তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি।

তোমা সনে ক্রীড়া করি নিতি যাই যদুপুরী

তাহা তুমি মান আমা স্ফূর্ত্তি॥

মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে

সেই প্রেম পরম প্রবল।

লুকাইয়া আমা আনে সঙ্গ করায় তোমা সনে

প্রকটেই আনিবে সত্বর॥

যাদবের প্রতিপক্ষ দুষ্ট যত কংসপক্ষ

তাহা আমি সব কৈল ক্ষয়।

আছে দুই চারি জন তাহা মারি বৃন্দাবন

আইলা জানিহ নিশ্চয়॥

শত্রুগণ হৈতে ব্রজজনে রাখিতে

রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।

যে বা স্ত্রী পুত্র ধন করি বাহ্য আবরণ

যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥

তোমার যে প্রেমগুণে করে আমা আকর্ষণে

আনিবে আমা দিন দশ বিশে।

পুনঃ আসি বৃন্দবনে ব্রজবধূ তোমা সনে

বিলসিব রাত্রিদিবসে॥

এত তারে কহি কৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ

এক শ্লোক পড়ি শুনাইল।

সেই শ্লোক শুনি রাধা খণ্ডিল সকল বাধা

কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রভাত হইল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৩১)–

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।

রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে॥
নৃত্যকালে এই ভাবে আবিষ্ট হইঞা।
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথবদন চাঞা॥
স্বরূপগোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায়-বাক্য-মন॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আস্বাদন॥
ভাবাবেশে প্রভু কভু ভূমিতে বসিঞা।
তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে অধোমুখ হৈঞা॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর।
ভয়ে নিজকরে নিবারয়ে প্রভু-কর॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে সেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান্॥
শ্রীজগন্নাথের দেখি শ্রীমুখকমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য বস্ত্র অলঙ্কার দিব্য পরিমল॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ-সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ-ঝঞ্ঝাবায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥
আনন্দ-উন্মাদে উঠে ভাবের তরঙ্গ।
নানাভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ॥
ভাবোদয় ভাবশান্তি সন্ধি শাবল্য।
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী সবার প্রাবল্য॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল।
ভবিপুষ্প দ্রুম তাতে পুষ্পিত সকল॥
দেখিয়া লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত মন।
প্রেমামৃত বৃষ্টে প্রভু সিঞ্চে সর্ব্বজন॥
জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিকলোক নীলাচলবাসী যত জন॥

প্রভুর নৃত্যপ্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উছলিল হৃদয়ে সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল।
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥
অন্যের না কথা জগন্নাথ হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলেন মন্থর॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি।
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী॥
এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল॥
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি ছি বিষয়িস্পর্শ হইল আমার॥
আবেশে নিত্যানন্দ না হৈলা সাবধানে।
কাশীশ্বর গোবিন্দ আছিলা অন্যস্থানে॥
যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবন।
প্রসন্ন হৈয়াছে তারে মিলিবারে মন॥
তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান্॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে তুমি না কর সংশয়॥
তোমার উপর প্রভুর প্রসন্ন আছে মন।
তোমা লক্ষ্য করি শিখায়েন নিজগণ॥
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হৈঞা।
রথ-পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিঞা॥
ঠেলিলে চলিল রথ হড়হড় করি।

চৌদিকের লোক উঠে বলি হরি হরি॥
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদের সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে॥
তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথ-আগে আইলা।
জগন্নাথ দেখি নৃত্য করিতে লাগিলা॥
চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডিস্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাইন-বামে॥
বামে বিপ্রশাসন নারিকেলবন।
ডাহিনে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন॥
সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত দাসগণ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥
রাজা রাজমহিষীবৃন্দ পাত্র-মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন॥
নানাদেশের যাত্রিক দেশী যত জন।
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা কৈল সমর্পণ॥
আগে পাছে দুই পার্শ্বে পুষ্পদ্যান-বনে।
যে যাঁহা পায় ভোগ লাগয়ে নাহিক নিয়মে॥
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈলা।
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেলা॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবনে যাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িঞা॥
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল বায়ু করয়ে সেবন॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরামে।
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করিলা বিশ্রামে॥

এই ত’ কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।

জগন্নাথের আগে যৈছে করিলা নর্ত্তন॥

রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ।

চৈতন্যাষ্টকে রূপগোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন॥

তদুক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তব-মালায়াম্ (১৭)–

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবী নীলাচলপতে-

রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফূরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।

সহর্ষং গলদ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ,

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতিপদম্॥

রথস্থিত নীলাচলনাথের পুরোভাগে অধিকপ্রেমতরঙ্গস্ফুরিত নাট্যোল্লাসে অবশ হইয়া হর্ষসহকারে সংকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণববৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

ইহা যেই শুনে সেই গৌরচন্দ্র পায়।

সুদৃঢ় বিশ্বাসসহ প্রেমভক্তি হয়॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে

নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।

শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না নর্ত্তন নসঃ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজভক্তগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শনে এবং গোপিকামণ্ডলীর রসোল্লাসশ্রবণে পুলকিতমনে নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।

জয় শ্রোতাগণ যার গৌর প্রাণধন॥

এইমত প্রভু আছে প্রেমের আবেশে।
হেন কালে প্রতাপরুদ্র করিলা প্রবেশে॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একেলা বৈষ্ণববেশে আইলা সেই দেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা লৈল যোড়হাত হৈঞা।
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিঞা॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসংবাহন॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করয়ে স্তবন।
জয়াত তেহধিকং অধ্যায় করয়ে পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চ বলে বার বার॥
"তব কথামৃতং" শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯৩।৩১।৯)–
তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভীরিড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥

হে প্রিয় ! যে সকল পুরুষ বহুজন্মে বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা জগতে আগমনপূর্ব্বক তোমার প্রেমে সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের জীবনস্বরূপ, কবিকুল-কর্ত্তৃক সঙ্গীত, কলুষহারী, শ্রুতিমঙ্গল, সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বব্যাপক ত্বদীয় কথাসুধা গান করেন।

ভূরিদা ভূরিদা বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহি জানে এহো হয় কোন্ জন॥
পূর্ব্বসেবা দেখি তারে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান বিনা কৃপা প্রসাদ করিল॥
এই দেখ দৈন্যের কৃপা মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল॥

প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও ইহা নিষেধ করিল॥
রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সব জানেন প্রভু বাহিরে উদাস॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণ।
রাজাকে প্রশংসে সবে আনন্দিত মন॥
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড়হাত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লইঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লৈঞা কৈল আগমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া।
প্রসাদ পাঠাইল রাজা বহুত করিয়া॥
বলগণ্ডিভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত।
নিসকড়ি প্রসাদ আইল যাহার নাহি অন্ত॥
ছেনা পানা পৈড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল॥
নারদ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর।
বাদাম ছোহরা দ্রাক্ষা পিণ্ডখর্জ্জুর॥
মনোহর লাড্ডু আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার॥
অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূরকুলি।
রসামৃত সরভাজা আর সরপুলী॥
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূরমালতী।
ডালিম মরিচা-লাড্ডু নবাত অমৃতি॥
পদ্মচিনি চন্দ্রকান্তি খাজা খণ্ডসার।

বিয়ড়ি কদমা তিনখাজার প্রকার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের আকার।
ফল-ফুল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার॥
দধি দুগ্ধ দধিতক্র রসালা শিখরিণী।
সলবণমুদ্‌গাঙ্কুর আদা খানি খানি॥
নেবুকোলি আদি নানা প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার॥
প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হইল মহাপ্রভুর মন॥
এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এইমত মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন॥
কেয়া পত্রদ্রোণি আইল বোঝা পাঁচসাত।
এক এক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত॥
কীর্ত্তনীয়া পরিশ্রম জানি গৌরবায়।
তা সাবেক খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়॥
পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
স্বরূপগোসাঞি তবে কৈলা নিবেদন॥
আপনে বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে॥
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লৈঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া॥
ভোজন করি বসিলা প্রভু করি আচমন।
প্রসাদ উবরিল খায় সহস্রেক জন॥
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখি গৌরহরি।
হরিবোল বলি তারে উপদেশ করি॥

হরি হরি বোলে কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়॥
ইঁহা জগন্নাথের রথ-চলন সময়।
গৌড় সব রথ টানে আগে না চলয়॥
টানিতে না পারি গৌড় ছাড়ি দিলা।
পাত্র লৈয়া রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইলা॥
মহামল্লগণ লৈয়া রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ না পারে টানিতে॥
ব্যগ্র হইয়া রাজা আনি মত্ত-হস্তিগণ।
রথ চালাইতে রথে করিলা যোজন॥
মত্ত হস্তিগণ টানে যার যত বল।
একপদ না চলে রথ হইল অচল॥
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈঞা।
মত্ত হস্তী রথ টানে দেখে দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার॥
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল॥
আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিঞা।
হড় হড় করি রথ চলিল ধাইঞা॥
ভক্তগণ কাছিতে হাত দিয়া মাত্র যায়।
আপনে চলয়ে রথ টানিতে না পায়॥
মহানন্দে লোকে করে জয় জয় ধ্বনি।
জয় জগন্নাথ বই আর নাহি শুনি॥
নিমিষেকে রথ গেলা গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য-প্রতাপ লোকে চমৎকার॥
জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এইমত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে।

প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥
পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিল আসি নিজ সিংহাসনে॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনেতে আইলা।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা॥
অঙ্গনেতে মহাপ্রভু লৈঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল মহা নর্ত্তন কীর্ত্তন॥
আনন্দেতে মহাপ্রভু প্রেম উথলিল।
দেখি সব লোক প্রেমসমুদ্রে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
অটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব দিন নব জনে পাইল॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিনে।
এক এক দিন করি পড়িল বণ্টনে॥
চারিমাসের দিন ভক্ত মুখ্য বাঁটি নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল॥
একদিন নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মিলি।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি॥
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখি জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাথ॥
কভু অদ্বৈত নাচে কভু নিত্যানন্দ।
কভু হরিদাস নাচে কভু অচ্যুতানন্দ॥
কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে।
দ্বিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে॥
বৃন্দাবন আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান॥
রাধাসঙ্গে কৃষ্ণলীলা এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে॥

নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গ বৃন্দাবনলীলা।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরোবরে করে জলখেলা॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া॥
কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডুক বাদ্য বাজায় সবে করতাল॥
দুই দুই জন মিলি করে জলরণ।
কেহ হারে জিনি প্রভু করে দরশন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ করে জল ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি॥
বিদ্যানিধির জলযুদ্ধ স্বরূপের সনে।
গুপ্তদত্ত জলযুদ্ধ করে দুই জনে॥
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর॥
সার্ব্বভৌম সহ খেলে রামানন্দরায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার হইল শিশুপ্রায়॥
মহাপ্রভু তাঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া॥
পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিকজন।
বাল্যচাঞ্চল্য করে করহ বর্জ্জন॥
গোপীনাথ কহেন তোমার কৃপা মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু॥
মেরু মন্দর পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই গণ্ডশৈল ক্রিয়ার কা কথা॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যার।
তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার॥
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষশয্যা কৈল॥
আপনে তাহার উপর করিল শয়ন।

শেষশায়ী-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন॥
শ্রীঅদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিঞা।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিঞা॥
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ।
আটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
পুরীভারতী আদি মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিল ভোজন॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল॥
অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি করিল শয়ন॥
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন।
প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত করিলা কতক্ষণ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে বসিয়া।
বৃন্দাবনবিহার করে ভক্তগণ লইয়া॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে।
ভৃঙ্গ-পিক গায় বহে শীতলপবনে॥
প্রতিবৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায়।
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিল নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে॥
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া-গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়॥
এইমত কতক্ষণ করি নবলীলা।
নরেন্দ্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা॥
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈল তবে লঞা ভক্তগণে॥

নবদিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।

মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্তসাথে॥

জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।

নবদিন প্রভুর তথাই বিশ্রাম॥

হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া।

কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া॥

কালি হোরাপঞ্চমী শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়।

ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়॥

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।

দেখি মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার॥

ঠাকুরের ভাণ্ডারে আমার ভাণ্ডারে।

চিত্রবস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিণী চামরে॥

ধ্বজপতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডন।

নানাবাদ্য নৃত্য দোলা করহ সাজন॥

দ্বিগুন করিয়া কর সব উপহার।

রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার॥

সেই ত' করিহ প্রভু লঞা নিজগণ।

স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন॥

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।

জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা॥

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে।

দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর রঙ্গে॥

কাশীমিশ্র প্রভুকে বহু আদর করিয়া।

গণসহ ভাল স্থানে বসাইল লৈয়া॥

রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।

ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপে পুছিল॥

যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারিকাবিহার।

সহজ প্রকট করে পরম উদার॥

তথাপি বৎসরমধ্যে হয় একবার।

বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখি দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হৈতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানাপুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবনক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপী বিনা অন্য কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥
প্রভু কহে যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুই জন॥
গোপীসঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥
অতএব প্রকট কৃষ্ণের নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ॥
স্বরূপ কহে প্রেমবতীর এই ত’ স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্যলেশে হয় ক্রোধভাব॥
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের দৌলতে করি আরোহণ॥
ছত্র চামর ধ্বজ পতাকা তোরণ।
নানাবাদ্য আগে নাচে দেবদাসীগণ॥
তাম্বুলসম্পুট ঝারি ব্যঞ্জন চামর।
সাথে যায় দাসী শত বিদ্যভূষাম্বর॥
অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার।
ক্রুদ্ধ হৈঞা লক্ষ্মী দেবী আইলা সিংহদ্বার॥
শ্রীজগন্নাথের যত মুখ্য ভৃত্যগণ।
লক্ষ্মীদাসীগণ তারে করেন বন্ধন॥

বাঁধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোর হেন দণ্ড করি লয় নানাধনে॥
অচেতন রথ তাঁর করেন তাড়ন।
নানামত গালি দেন ভণ্ডের বচন॥
লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্ভা দেখিয়া।
হাসিতা লাগিলা প্রভু নিজগণ লঞা॥
দামোদর কহে ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাঁহা নাহি দেখি শুনি আর॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ি বিভূষণ।
তুমি বসি নখে লিখে মলিন বসন॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান॥
ইঁহো নিজ সর্ব্বসম্পত্তি প্রকট করিঞা।
প্রিয়ের উপরে যায় সৈন্য সাজাইঞা॥
প্রভু কহে কহ ব্রজমানের প্রকার।
স্বরূপ কহে গোপীমান নদীশতধার॥
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহুভেদ।
সেই ভেদ নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ॥
সম্যক গোপীর মান না যায় কথন।
এই দুই ভেদে করি দিগ্‌দরশন॥
মানে কেহ ধীরা কেহ ত' অধীরা।
এই তিন ভেদে হয় কেহ ধীরাধীরা॥
ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে করে আসন প্রদান॥
হৃদি কোপ মুখে কহে মধুরবচন।
প্রিয়-আলিঙ্গিতে তারে করে আলিঙ্গন॥
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ।
কিংবা সোল্লুণ্ঠ বাক্যে করে প্রিয়নিরসন॥
অধীর নিষ্ঠুরবাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।

কর্ণোৎপলে তাড়ে করে মালায় বন্ধন॥
ধীরাধীরা বক্রবাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস॥
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা তিন নায়িকার ভেদ।
মুগ্ধা নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্যবিভেদ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন॥
মধ্যা প্রগল্‌ভা ধরে ধীরাদি-বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ॥
কেহ মুখরা মৃদু কেহ হয় সমা।
স্বস্বভাবে কৃষ্ণের বাড়লে রসসীমা॥
প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
কহ কহ দামোদর কহে বার বার॥
দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিক-শেখর।
রস-আস্বাদন রসময় কলেবর॥
প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধ-প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৬)–
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ, স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ, সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়ঃ॥

এইরূপে সত্যকাম, রমণীবৃন্দ দ্বারা অনুরত, চিন্ময়ভাবারুদ্ধ শৃঙ্গাররসময় পুরুষ শরৎকালীন ও বাক্যসম্বন্ধীয় সকল কথার রসাশ্রয়রূপ, শশাঙ্করশ্মি-মণ্ডিত সেই সমস্ত রজনীতে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন-খনি॥
বয়সে মধ্যমা তিঁহো স্বভাবেতে সমা।

গাঢ়প্রেমভাবে তিঁহো নিরন্তর বামা॥

বাম্যস্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।

তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমনৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৪০)–

অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।

অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনোর্মান উদঞ্চতি॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দসাগর।

কহ কহ বলে প্রভু কহে দামোদর॥

অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম।

বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দগ্ধবান্ হেম॥

কৃষ্ণদরশন যদি পায় আচম্বিতে।

নানাভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে॥

অষ্টসাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যাভিচারী আর।

সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার॥

কিলকিঞ্চিত কুট্টমিত বিলাস ললিত।

বিব্বোক মোট্টায়িত আর মৌগ্ধ চকিত॥

এত ভাবভূষায় ভূষিত রাধা অঙ্গ।

দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাব্ধি-তরঙ্গ॥

কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষার শুন বিবরণ।

যে ভূষার ভূষিতে রাধা হরে কৃষ্ণের মন॥

রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।

দান-ঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন॥

যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে।

সখী আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে॥

এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত-উদ্গম।

প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারি মূল কারণ॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমনৌ বিভাবকথনে (৭১)–

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।

সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, ক্রন্দন, হাস্য, অসূয়া, ভীতি ও রোষ এই সাতটি ভাবের সহর্ষ মিশ্রীকরণকে কিলকিঞ্চিত বলা যায়।

আর-সাত ভাব আসি সহজে মিলয়।

অষ্টভাব-সম্মিলনে মহাভাব হয়॥

গর্ব্ব অভিলাষ ভয় স্মিত রুদিত।

ক্রোধ অসূয়া সহ আর মন্দস্মিত॥

নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন।

যাহার আস্বাদে হয় তৃপ্ত কৃষ্ণমন॥

দধি খণ্ড ঘৃত মধু মরিচ কর্পূর।

এলাচ্যাদি মিলনে যৈছে রসালা মধুর॥

এই ভাবযুক্ত দেখি রাধাস্য নয়ন।

সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৩)–

অন্তস্মেরতযোজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্করা,

কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পূরঃ কুঞ্চিতা।

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভূগ্নতারোত্তরা,

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়াং বঃ ক্রিয়াৎ॥

শ্রীমতি রাধিকার গর্ব্ব-ভারসপ্তকসংযুক্ত, হর্ষজ, কিলকিঞ্চিতভাবজনিত দৃষ্টি তোমাদিগের কল্যাণবিধান করুন। দানঘাটিপথে মাধব উপস্থিত হইয়া রাধিকার গতিরোধ করিলে শ্রীমতির অন্তরে হাস্যের উদয় হইল, তদীয় নেত্র সমুদ্‌ভাসিত হইল, নবোত্থিত পক্ষ্মগুলি অশ্রুজলে পরিপূরিত হইল, অপাঙ্গদ্বয় ঈষৎ রক্তাভা ধারণ করিল, রসোচ্ছাস-নিবন্ধন নেত্রে উৎসাহসঞ্চার হইল, নেত্র ঈষৎ নিমীলিত হইয়া আসিল এবং নেত্রের তারকাদ্বয় মনোহরভাবে উর্দ্ধগতি ধারণ করিল।

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৮)–

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং,

হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমদ্যৎস্মিতম।

কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-

দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥

শ্রীমতি রাধার বাষ্পাকুল নেত্র অরুণবর্ণ ও চঞ্চল হইল, রসোল্লাস ও মদনভাব-নিবন্ধন অধর কম্পিত হইতে থাকিল, ভ্রূদ্বয় কুটিলতা ধারণ করিল, বদনকমলে মৃদুহাস্য দৃষ্ট হইল। তদীয় কিল-কিঞ্চিতভাবজন্য আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া মাধব তদীয় বদন দর্শনপূর্ব্বক সঙ্গমাপেক্ষাও যে কোটিগুণ আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

এত শুনি প্রভুর হৈল আনন্দিত মন।

সুখাবিষ্ট হৈয়া স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন॥

বিলাসাদি ভাবভূষার কহ ত’ লক্ষণ।

যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন॥

তবে ত’ স্বরূপগোসাঞি কহিতে লাগিল।

শুনি প্রভুভক্তগণ মহাসুখ পাইল॥

রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যায়।

তাহাঁ যদি আচম্বিতে কৃষ্ণে দেখা পায়॥

দেখিলেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ।

সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাসভূষণ॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৬৭)–

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।

তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজঃ॥

প্রিয়সঙ্গজনিত গমন, অবস্থিতি ও আসনাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যের নাম বিলাস।

লজ্জা হর্ষ অভিলাষ সম্ভ্রম বাম্য ভয়।

এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয়॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১১)–

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভুৎ,

তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।

চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভূগ্নমিতি সা,

বিলাসাখ্যস্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে॥

শ্রীকৃষ্ণ পুরোভাগে দেখিয়া শ্রীমতি রাধিকার গতি স্থিরভাব ধারণপূর্ব্বক কুটিলতা ধারণ করিল। তদীয় মুখকমল নীলবসনে স্বল্প আবৃত হইলেও নেত্রতারকাদ্বয় বিস্ফারিত, চপল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ সমুৎপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণ আগে রাধা রহে দণ্ডাইয়া।

তিন অঙ্গভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া॥

মুখে নেত্রে করে নানা ললিত উদ্‌গার।

এই কান্তভাবের নাম ললিত অলঙ্কার॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৫)–

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥

অঙ্গের বিলাসভঙ্গী ও ভ্রূবিলাস মনোরম ও সুকুমার হইলেই ললিতালঙ্কার বলা যায়। ললিত-ভূষিত যদি রাধা দেখে কৃষ্ণ।

দোঁহে দোঁহে মিলিবারে হয় ত' সতৃষ্ণ॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৯।১৪)–

হ্রিয়া তির্য্যগ্‌গ্রীবা চরণকটিভঙ্গী সুমধুরা,

চলচ্চিল্লাবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ।

প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিতললিতালালিততনুঃ,

প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥

যে সময়ে শ্রীমতি রাধা ললিতালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, তৎকালে তদীয় গ্রীবা লজ্জাভরে কুটিলভাব ধারণ করে, পদ ও কটির ভঙ্গী মধুর হয়, ভ্রুচাঞ্চল্য-দর্শনে মদনের শোভাময় কার্ম্মুকও পরাজিত হয় এবং অঙ্গ প্রিয়বল্লভের প্রতি প্রেমোল্লাস কর্ত্তৃক উল্লসিত হইয়া ললিতভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

লোভে কৃষ্ণ আসি করে কঞ্চুকাকর্ষণ।

অন্তরে ইচ্ছা বাহিরে রাধা করে নিবারণ॥

বাহিরে বামতা ক্রোধ ভিতরে সখ্য মানে।

কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণে॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণাবনুভাবপ্রকরণে (৭৭)–

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥

কঞ্চুলী ও মুখবসনধরেণকালে হৃদয় পুলকিত হইলেও সম্ভ্রমবশে বাহিরে যে রোষব্যথিতবৎ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহার নাম কুট্টমিত।

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ।

অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ॥

ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন।

ঈষৎ হাসিয়া করে কৃষ্ণকে ভর্ৎসন॥

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ–

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং, ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।

মাধবস্য কুরুতে করভোরুর্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তরোধকরণে ইচ্ছা না থাকিলেও করভোরু শ্রীমতি রাধা তাহা মধুরস্মিতগর্ভা ভৎসনা ও মনোহর শুষ্করোদনের সহিত রোধ করেন।

এইমত আর সব ভাবভূষণ।

যাহাতে ভূষিত রাধা হয়ে কৃষ্ণমন॥

অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।

আপনে বর্ণেন যদি সহস্রবদন॥

শ্রীনিবাস হাসি কহে শুন দামোদর।

আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পদ্ বিস্তর॥

বৃন্দাবন-সম্পদ্ কেবল ফুল-কিসলয়।

গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাফলময়॥

বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ।

শুনি লক্ষ্মীদেবী মনে হৈল আসোয়াথ॥

এ সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেল বৃন্দাবন।

তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন॥

তোমার ঠাকুর দেখ এক সম্পত্তি ছাড়ি।

পত্র-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী॥

এই কর্ম্ম করি কহায় বিদগ্ধশিরোমণি।

লক্ষ্মীর আগেতে নিজ প্রভু দেহ আনি॥

এত বলি মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণ।

কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন॥

লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি।

ধনদণ্ড লয় আর করায় বিনতি॥

রথের উপরে করেন দণ্ডের তাড়ন।

চোরপ্রায় করে জগন্নাথের ভৃত্যগণ॥

সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত।

কালি আনি তোমার আগে দিব জগন্নাথ॥

তবে লক্ষ্মী শান্ত হৈয়া যান নিজঘর।

আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্ বাক্যে অগোচর॥

দুগ্ধ আউটে দধি মথে তোমার গোপীগণে।

আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে॥

নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।

শুনি হাসে মহাপ্রভু যত নিজদাস॥

প্রভু কহে শ্রীবাস তোমার নারদ-স্বভাব।

ঐশ্বর্য্যভাব তোমার ঈশ্বরপ্রভাব॥

দামোদর স্বরূপ ইহোঁ শুদ্ধ ব্রজবাসী।

ঐশ্বর্য্য না জানে রহে শুদ্ধ প্রেমে ভাসি॥

স্বরূপ কহেন শ্রীবাস শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে॥
বৃন্দাবনে সামাজিক যে সম্পদ্‌সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবনধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী-চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সামাজিক বন।
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্যধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে॥
সহজলোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত।
সহজগমন করে নৃত্য প্রতীত॥
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃত-সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদু যাঁহা মূর্ত্তিমান্॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণবংশী করে যাহা প্রিয়সখীকাজ॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫৬)–

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো,
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বদ্যমপি চ॥

বৃন্দাবনে তত্রত্য কান্তারাই লক্ষ্মীগণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত, পাদপসমূহ কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিগণময়ী, তত্রত্য জল অমৃত, কথাই গান এবং গতিই নাট্য ; তথায় ভগবানের বংশী সখীর ন্যায় উপদেশদাত্রী এবং পরমচিদানন্দ-জ্যোতিঃ নিরন্তর অনুভূত হয়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথমলহর্য্যাম্ (৮৪)–

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং, শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুবহো বিভূতিঃ॥

বৃন্দাবনে চিন্তামণিই ব্রজবাসিগণের পাদভূষা, শৃঙ্গাররসানুকূল পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুবৃন্দই ব্রজের একমাত্র ধন। অহো ! বৃন্দাবনের সুখসিন্ধু ও বিভূতি পরমাশ্চর্য্য।

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীবাস।
কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট অট্ট হাস॥
রাধার শুদ্ধরস প্রভু নৃত্য আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান।
বোল বোল বলি প্রভু পাতে নিজ কান॥
ব্রজরস-গীত শুনি প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তমগ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল॥
লক্ষ্মীদেবী যথাকালে গেল নিজ ঘর।
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর॥
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর-প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি॥
নিত্যানন্দ জানিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে রহে কিছু দূরদেশ॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায় না রহে কীর্ত্তন॥
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবায় শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হইল॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈল মাধ্যাহ্নিক স্নানে॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রাসাদ আইলা বিবিধ প্রকার॥
সবা লঞা নানা রঙ্গে করিল ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি কৈল জগন্নাথদর্শন॥
জগন্নাথ দেখি কৈল নর্ত্তন কীর্ত্তন।

নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ॥
উদ্যানে আসিয়া করেন বন্য ভোজনে।
এইমত ক্রীড়া প্রভু কৈল অষ্টদিনে॥
আরদিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম-আনন্দে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হৈল।
এক কোটি পট্টডোরী তাহা টুটি গেল॥
পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পালায়॥
কুলীনগ্রামে রামানন্দ সত্যরাজ খান।
তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান॥
এই পট্টডোরীর তুমিও হও যজমান।
প্রতিবর্ষ আনিবে ডোরা করিয়া নির্ম্মাণ॥
এত বলি দিল তারে ছিড়াঁ পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতিদৃঢ় করি॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যেঁহ সেবে ভগবান্॥
ভগবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ॥
প্রতিবর্ষ গুণ্ডিচাতে সব ভক্তসঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আসে অতিবড় রঙ্গে॥
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘর আইলা লৈঞা ভক্তগণে॥
এইমত ভক্তগণ যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লৈঞা বৃন্দাবনকেলি কৈল॥
চৈতন্য প্রভুর লীলা অনন্ত অপার।
সহস্রবদনে যার নাহি পায় পার॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরা-
পঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু সার্ব্বভৌম-গৃহে আহার করিয়া স্বনিন্দক অমোঘনামা দ্বিজকে সার্ব্বভৌমসম্বন্ধে স্বীকারপূর্ব্বক স্বীয় ভক্তিবশ করিয়াছিলেন।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত যার প্রাণধন॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে॥
প্রথম বৎসর জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত দণ্ডবৎ প্রণাম স্তবন॥
উপল লাগিয়া করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয়॥
ঘরে আসি করে প্রভু-নাম সঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন॥
সুগন্ধ সলিলে দেন পাদ্য আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধ চন্দন॥
গলে মালা দেয় মাথায় তুলসীমঞ্জরী।
যোড় হস্তে স্তুতি করে পদে নমস্করি॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল॥

যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তার বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন॥
পুনরুক্তি ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন।
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ॥
একৈক দিন একৈক ভক্ত-গৃহে মহোৎসব।
প্রভু সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব॥
চারি মাস রহিলা সব মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানাযাত্রা দেখে মহারঙ্গে॥
এইমত নানা রঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা।
কৃষ্ণযাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দমহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব॥
দধি-দুগ্ধ ভার সবে নিজ কান্ধে করি।
মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি হরিহরি॥
কানাই খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী॥
আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী।
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী॥
ইঁহা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ॥
অদ্বৈত কহে কহি না করহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ॥
তবে লগুড় লৈয়া প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা॥
শিরের উপরে পিষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে।

পাদমধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে॥
অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায়॥
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে জানিবে তাঁহা দোঁহার গোপভাব গূঢ়॥
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুসলী।
জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক লঞা আসি॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বাঁধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণেরে পরাইল॥
কানাই-খুটিয়া জগন্নাথ দুই জন।
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন॥
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল।
পিতামাতা জ্ঞানে দোঁহাকে নমস্কার কৈল॥
পরম আবেশে প্রভু আইল নিজ ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈঞা ভক্তগণে॥
হনুমানবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লইয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
কাঁহা রে রাবণ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে॥
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোকে জয় জয় বলে বার বার॥
এইমত রাসলীলা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া॥
কিবা যুক্তি কৈল দোহে কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে॥

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ সবে বিদায় করিল॥
সবারে কহিল প্রভু প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া॥
আচার্য্যের আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গঙ্গাধর আদি কতজনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমা সনে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে আর কেহো না দেখিব॥
এই বস্ত্র মাতাকে দিহ এসব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি ক্ষমাইহ অপরাধ॥
তাঁর সেবা ছাড়ি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম্মনাশ॥
তাঁর প্রেমবশ আমি তাঁর সেবা ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম॥
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এত জানি মাতা মোরে মানিবে সন্তোষ॥
কি কার্য্য সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজধন।
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন॥
নীলাচলে আছ মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে যাই তাঁর চরণ দেখিতে॥
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।

স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তিঁহো তাহা সত্য নাহি মানে॥
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভ্রষ্ট পটোল নিম্বপাত॥
লেম্বু আদাখণ্ড দধি দুগ্ধ খণ্ডসার।
শালগ্রামে সমর্পিল বহু উপহার॥
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাঞির প্রিয় মোর এসব ব্যঞ্জন॥
নিমাঞি নাহি ঘরে কে করে ভোজন।
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন॥
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেবে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন॥
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেনে পাত।
হেন বুঝি বালগোপাল খাইলেন ভাত॥
কিবা মোর মন কথার ভ্রম হইয়া গেল।
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল॥
কিবা আমি ভ্রমে পাতে অন্ন না বাড়িলা।
এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিলা॥
অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজন।
দেখিয়া সংশয় কিছু চমৎকার মন॥
ইশানে বোলাঞো পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল॥
এইমত যবে করে উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠা ক্রন্দন॥
তাঁর প্রেমে আনি মোরে করায় ভোজনে।
অন্তরে মানয়ে সুখ বাহ্যে নাহি মানে॥
এই বিজয়া-দশমীতে হইল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁরে করাইহ প্রতীতি॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা॥

রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠাপ্রেমে আমি হই তোমার বশ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন।
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম॥
আর দ্রব্য বহু শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় যথা॥
বাড়ীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল॥
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশ ক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন॥
প্রতিদিন পাঁচ ছয় ফল ছোলাইয়া।
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া॥
ভোগের সময়ে পুনঃ ছোলি সংস্করি।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখ ছিদ্র করি॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জলপান করি।
কভু শূন্য ফল রাখে কভু জল ভরি॥
জল-শূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত।
ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল শতপাত্র পূরিত॥
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্যভাজন॥
কভু শস্য খায় পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে॥
একদিন দশ ফল সংস্কার করিঞা।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইঞা॥
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল।
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারেতে রহিল॥
দ্বারের উপরে ভিত্তে তিঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইলা পণ্ডিত দেখিল॥
পণ্ডিত কহে দ্বারে লোক করে যাতয়াতে।

তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণযোগ্য নহে এল অপবিত্র হৈলা॥
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র সেবা জগৎ জানিয়া॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরমপবিত্র করি ভোগ লাগাইল॥
এইমত কলা আম্র নারঙ্গ কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূরগ্রামে শুনে আছে ভাল॥
বহুমূল্য দিয়া আনে করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল।
এইমত চিড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল॥
এইমত পিঠা পানা ক্ষীর ওদন।
পরমপবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম॥
কাসন্দি আদি আচার অনেক প্রকার।
গন্ধদ্রব্য অলঙ্কার সব দ্রব্য সার॥
এইমত প্রেমসেবা করে অনুপম।
যাহা দেখি সর্ব্বলোকের জুড়ার নয়ন॥
এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন।
এইমত সম্মানিল সব ভক্তগণ॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান॥
পরম উদার ইঁহো যে দিনে সে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে॥
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়॥
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমা স্থানে।
সরখেল হৈঞা তুমি করিহ সমাধানে॥

প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিঞা॥
কুলীনগ্রামীরে করে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট-ডোরী লইয়া॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশে হাত॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয় অন্যজকু বহু দূর॥
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥
আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (২৯)–
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাহসা-
মাচাণ্ডালমমূকলোঁকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে,

মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র জিহ্বা-স্পর্শমাত্রই ফলপ্রদ হয়। উহা কি দীক্ষা, কি সৎক্রিয়া, কি পুরশ্চর্য্য কিছুরই অপেক্ষা করে না। ইহা দ্বারা সুমনা ব্যক্তিগণের মন আকৃষ্ট হয়, পাতক বিনাশ পায়, উহা আচণ্ডাল সকল লোকেরই সুলভ এবং মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।

সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥

খণ্ডের মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন।

নরহরিদাস মুখ্য এই তিন জন॥

মুকুন্দদাসেরে পূছে শ্রীশচীনন্দন।

তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥

কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তাহার তনয়।

নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥

মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।

আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥

আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।

অতএব রঘু পিতা আমার নিশ্চিতে॥

শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।

ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥

ভক্তগণে কহে শুন মুকুন্দের প্রেম।

নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম॥

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইহা করে রাজসেবা।

অন্তরে কৃষ্ণের প্রেম ইহার জানিবেক কেবা॥

একদিন ম্লেচ্ছরাজার উচ্চ টুঙ্গীতে।

চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে॥

হেনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানী।

রাজার শিরোপরি ধরে এক ভৃত্য আনি॥

ময়ূরপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।

অতি উচ্চ টুঙ্গী হৈতে ভূমিতে পড়িলা॥
রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া রাজা করাইল চেতন॥
রাজা কহে ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি।
মুকুন্দ কহে অতি বড় ব্যথা নাহি পাই॥
রাজা কহে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে মোর এক ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে।
মুকুন্দের হৈল তার মহাসিদ্ধি জ্ঞানে॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী তার বান্ধাঘাট তীরে॥
কদম্বের বৃক্ষ এই ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই পুষ্প হয় কৃষ্ণ অবতংসে॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুরবচন।
তোমার যে কার্য্য ধর্ম্মধন উপার্জ্জন॥
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইহার অন্যত্র নহে মন॥
নরহরি রহ আমার ভক্তগণসনে।
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে॥
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি॥
দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশন-স্নানে করে জীবের মুকতি॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম॥
সার্ব্বভৌম কর দারু-ব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন॥
মুরারিগুপ্তেরে গৌর করি আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে শুনে ভক্তগণ॥

পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বারে বার।
পরম মধুর গুপ্ত ব্রজেন্দ্রকুমার॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়॥
বিদগ্ধ-চতুর ধীর রসিকশেখর।
সকল সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর॥
মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য-বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলারস॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
আমারে কহেন আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর॥
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তে রাত্রিকালে।
রঘুনাথত্যাগ চিন্তি হইলা বিকলে॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ।
আজ রাত্রে রাম মোর করাহ মরণ॥
এইমত সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ॥
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিয়া চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন॥
রঘুনাথ পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা মনে পাঙ ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যায়।
তোমার আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়॥
তবে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক যাউক্ সংশয়॥
এত শুনি আমি মনে বড় সুখ পাইল।

ইহারে উঠাইয়া তবে আলিঙ্গন দিল॥
সাধু সাধু গুপ্ত তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনে তোমার না টলিল মন॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়া নাহি যায়॥
তোমার ভাবনিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে॥
সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল॥
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণসম।
ইঁহার দৈন্য শুনি দেখি ফাটে মোর মন॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হৈঞা সহস্রবদন॥
নিজগুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিঞা॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি মহাদয়াময়।
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করো নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥
এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত যে দ্রবিলা।
অশ্রু কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা॥
তোমার এই চিত্র নহে তুমি ত প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্যবাঞ্ছা বিনু কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য॥

ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল॥
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হইল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৬০)
যদিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বদ্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

অহো ! যিনি নন্দপ্রমুখ গোপগণের ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ ফলদান করেন, অথচ ভক্তবর্গের অখিলকর্ম্ম দগ্ধ করিয়াদেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম॥
একই ডুম্বুরবৃক্ষে লাগে বহু ফলে।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে॥
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি মানে নিজ অপচয়॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প নাহি কৃষ্ণের মনে নাহি লয়॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদিধাম।
তার গড়খাই কারণার্ণব নাম॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড॥
তার এক রাই-নাশে হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ডনাশে কৃষ্ণের নাহি হানি॥
সব ব্রহ্মাণ্ড যদি মায়ায় হয় ক্ষয়।
তথাপি না মানে কৃষ্ণ নিজ অপচয়॥

কোটি কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।

ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৯)–

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং,

ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।

অগজগদোকসামখিলশক্ত্যাববোধক তে,

ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥

হে অজিত ! আপনি জয়যুক্ত হউন। স্থাবর-জঙ্গম দেহীদিগের আনন্দাদি আচ্ছাদন পূর্ব্বক অভিভূত রাখিবার জন্য অবিদ্যা তদীয় বল প্রকাশ করিয়াছে ; আপনি তাহাকে বিনাশ করুন। কেন না, আপনিই স্বরূপতঃ অখিল ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন। আপনিই সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামিরূপে শক্তিবিধান করিতেছেন, আপনি ব্যতীত মায়া-ধ্বংসে আর কাহারও সাধ্য নাই। সৃষ্টিসময়ে যখন আপনি নিজ মহিমায় সুশোভিত, তখনও মায়াসহ ক্রীড়ায় রত থাকিতেন। শ্রুতিতে আপনার এ অবস্থাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

এইমত সব ভক্তে কহি সে সে গুণ।

সবাকে বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥

প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।

ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন॥

গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভু-পাশে।

জলেশ্বর প্রভু যারে করাইল আবেশে॥

পুরীগোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ দামোদর।

দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥

এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।

জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥

একদিন প্রভু-পাশে আসি সার্ব্বভৌম।

যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন॥

একে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেলা।

এবে প্রভুর নিমন্ত্রণের অবসর হৈলা॥

এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি।

প্রভু কহে মর্ম্ম নহে করিতে না পারি॥

সার্ব্বভৌম কহে ভিক্ষা কর বিশ দিন।

প্রভু কহে এহো নহে যতি-ধর্ম্মচিহ্ন॥

সার্ব্বভৌম কহে কর দিন পঞ্চ দশ।

প্রভু কহে তোমার ভিক্ষা এক দিবস॥

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণ ধরিয়া।

দশ দিন কর কহে মিনতি করিয়া॥

প্রভু ক্রমে ক্রমে পঞ্চদিন ঘটাইল।

পঞ্চদিনে তার ভিক্ষা নিয়ম করিল॥

তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।

তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন॥

পুরীগোসাঞি পঞ্চদিন ভিক্ষা মোর ঘরে।

পূর্ব্বে আমি করিয়াছি তোমার গোচরে॥

দামোদর স্বরূপ হয় বান্ধব আমার।

কভু তোমার সঙ্গে যাবে প্রভু একেশ্বর॥

আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।

এঁকৈক দিন এঁকৈক জন পূর্ণ হৈল মাসে॥

বহু সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।

সন্ধান করিতে নারি অপরাধ পাই॥

তুমি নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘর।

কভু আসিবে স্বরূপ দামোদর॥

প্রভু ইঙ্গিত পাইয়া আনন্দিত মন।

সেই দিন মহাপ্রভু কৈল নিমন্ত্রণ॥

ষাঠীর মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।

প্রভুর মহাভক্তা তিঁহো স্নেহেতে জননী॥

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিলা।

আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইলা॥

ভট্টাচার্য্য-গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি।

যেবা শাক-ফলাদি আনাইল আহরি॥

আপনে ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।

ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাককর্ম্ম॥

পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়।

এক ঘরে শালগ্রামের ভোগসেবা হয়॥

আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছেন নূতন করিয়া॥
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার পরিবেশন করিতে॥
বত্রিশ কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
উবারিল তিন মণ তণ্ডুলের ভাতে॥
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল॥
কেয়াপত্র কলার খোলা ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ভরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি॥
দশ প্রকার শাক নিম্ব সুকুতার ঝোল।
মরিচের ঝালা ছানা-বড়া বড়ী ঘোল॥
দুগ্ধতুম্বী দুগ্ধকুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ সাকরা॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী ফলমূলে বিবিধ প্রকার॥
নব নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
ভ্রষ্ট মাষ মুদ্গ-সূপ অমৃতে নিন্দয়।
মধুরাম্ল বড়া-অম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেলপুলী আর যত পিষ্ট॥
কাঞ্জিবড়া দুগ্ধচিঁড়া দুগ্ধলকলকী।
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি॥
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
চাঁপাকলা ঘন দুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি॥
রসালা মথিত দধি সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার॥
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল।

শুভ্র পীঠ-উপরে শুভ্র বসন ধরিল॥
দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জল-ঝারি।
অন্নব্যঞ্জন উপরি দেন তুলসী-মঞ্জরী॥
অমৃত-গুটিকা পিঠাপানা আনাইলা।
জগন্নাথপ্রসাদ পৃথক্ পৃথক্ ধরিলা॥
হেন কালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিঞা।
একত্রে আইলা তার হৃদয় জানিঞা॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদপ্রক্ষালন।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইঞা।
ভট্টাচার্য্যে বলেন কিছু ভঙ্গী করিঞা॥
অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন॥
শত চুলায় যদি শত জন পাক করে।
তবু শীঘ্র এত ব্যঞ্জন রাঁধিতে না পারে॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়াছ অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী॥
ভাগ্যবান্ তুমি সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণের লাগাইয়াছ এতাদৃশ ভোগ॥
অন্নের সৌরভ বর্ণ পরমমোহন।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহাঁ করিয়াছেন ভোজন॥
তোমার অনেক ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব॥
কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া।
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্রেতে করিয়া॥
ভট্টাচার্য্য কহে প্রভু না কর বিস্ময়।
যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়॥
না মোর উদ্‌যোগ না গৃহিণীর রন্ধনে।
যার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ সেই তাহা জানে॥

এই ত আসনে বসি করহ ভোজন।
প্রভু কহে পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন॥
ভট্ট কহে অন্ন পীঠে সমান প্রসাদ।
অন্ন খাইবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ॥
প্রভু কহে ভাল বলিলে শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভক্ত আস্বাদয়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪১)–
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েলহি॥

উদ্ধব ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, আমরা ভবদীয় উচ্ছিষ্টভোজী কিঙ্কর। আমরা আপনার উদ্দেশে নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া নিশ্চয়ই আপনার মায়াকে জয় করিব। তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।

ভট্ট কহে জানি খাও যতেক জুয়ায়॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্নবার।
এক এক ভোগে অন্ন খাও শত শত তার॥
দ্বারকাতে ষোল সহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে॥
ব্রজে জ্যেঠা মামা পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে খাইলে অন্ন রাশি রাশি।
তার লেকে মোর অন্ন নহে এক গ্রাসী॥
তুমি ত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র কোন্ ছার।
একগ্রাস মধুকরী কর অঙ্গীকার॥
এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথ-প্রসাদ ভট্ট দেন হৃষ্ট মনে॥
হেন কালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলীন নিন্দক তিঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা॥
ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে।
লাঠী হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে॥
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আগমন।

অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন॥

এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।

একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥

শুনিতেই আচার্য্য উলটি চাহিল।

তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল॥

ভট্টাচার্য্য লাঠী লৈয়া মারিতে ধাইলা।

পলাইলা অমোঘ তার লাগ না পাইলা॥

তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।

নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা॥

শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে হাত মারে।

ষাঠী আজি রাঁড়ি হোক বলে বারে বারে॥

দোঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দোঁহা প্রবোধিঞা।

দোঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হৈঞা॥

আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস।

তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি রসবাস॥

সর্ব্বাঙ্গে পরাইল প্রভুর মাল্য চন্দন।

দণ্ডবৎ হৈয়া কহে দৈন্যবচন॥

নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ ঘরে।

এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে॥

প্রভু কহে নিন্দা নহে সহজ কহিলা।

ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ কৈলা॥

এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।

ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে॥

প্রভু-পায়ে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল।

তারে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল॥

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা সনে।

আপনা নিন্দিয়া কিছু বলয়ে বচনে॥

চৈতন্যগোসাঞিঁর নিন্দা শুনি যাহা হৈতে।

তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে॥

কিংবা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন।

দুই নহে যোগ্য দুই শরীর ব্রাহ্মণ॥

পুনঃ সেই নিন্দুকের মুখ না দেখিব।

পরিত্যাগ কৈল তারে নাম না লইব॥

ষাঠীকে কহ ছাড়ুক সেই হইল পতিত।

পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১১।২৬)–

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্।

অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিতং স্বামিনং ত্যজেৎ॥

যে রমণী সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তা, আলোলুপা, সর্ব্বকর্ম্মে সুদক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞা, প্রিয় ও সত্যবাদিনী, অপ্রমত্তা পবিত্রা এবং স্নিগ্ধা, সে পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে।

সেই রাত্রে অমোঘ কোথা পলাইয়া গেল।

প্রাতঃকালে তারে বিসূচিকা ব্যাধি হৈল॥

অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য।

সহায় হইয়া দৈব কৈল কোন কার্য্য॥

ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ।

এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন॥

তথা হি মহাভারতে বনপর্ব্বণি–

মহতা হি প্রযত্নের হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।

অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্॥

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! গজ, বাজি, রথ ও পদাতির সাহায্যে মহাযত্নে আমাদিগকে যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বেরা তাহা নিষ্পাদন করিয়াছে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।২৩)–

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিব এবচ।

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

মহজ্জনের অতিক্রম করিলে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ ধর্ম্ম, ইহ পর উভয় লোক ও আশীর্ব্বাদ সমস্ত শ্রেয়ঃই নষ্ট হয়।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু দরশনে।

প্রভু তারে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে॥

আচার্য্য কহে উপবাস কৈল দুই জনে।

বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়য়ে জীবনে॥

শুনি কৃপাময় প্রভু আইল ধাইয়া।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া॥
সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেহ ইহা বসাইল।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈল॥
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কল্মষ হইল ক্ষয়।
কল্মষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়॥
উঠহ অমোঘা তুমি লহ কৃষ্ণ নাম।
অচিরে তোমার কৃপা করিবে ভগবান্॥
শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলা॥
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে বিনয়।
অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়॥
এই ছার মুখে তোমার করিল নিন্দনে।
এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে যে দাস-দাসী যে কুক্কুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহু দূর॥
অপরাধ নাহি সদা লহ কৃষ্ণনাম।
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান॥
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে॥
প্রভু কহে অমোঘ শিশু কিবা তার দোষ।

কেনে উপবাস কর কেনে তারে রোষ॥

উঠ স্নান করি দেখ জগন্নাথ মুখ।

শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ॥

তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিঞা।

যাবৎ না খাইবে তুমি প্রসাদ আসিঞা॥

প্রভু-পদ ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা।

মরিত অমোঘ তারে কেনে জীয়াইলা॥

প্রভু কহে অমোঘ শিশু তোমার বালক।

বালক-দোষ না লয় পিতা যাহাতে পালক॥

এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ।

তাহার উপরে একে করহ প্রসাদ॥

ভট্ট কহে চল প্রভু ঈশ্বর-দরশনে।

স্নান করি তাঁহা মুঞি আসিছোঁ এখানে॥

প্রভু কহে গোপীনাথ ইহাই রহিবা।

ইঁহো প্রসাদ পাইলে তুমি আমারে কহিবা॥

এত বলি গেলা প্রভু ঈশ্বর দরশনে।

ভট্ট স্নান দর্শন করিল ভোজনে॥

সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত।

প্রেমে নিত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥

ঐছে চিত্রলীলা করে শচীর নন্দন।

যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন॥

ঐছে ভট্টগৃহে করে ভোজন-বিলাস।

তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র-প্রকাশ॥

সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত্র।

সার্ব্বভৌম-প্রীতি যাহ হইলা বিদিত॥

ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ।

ভক্তসম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ॥

শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন।

অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে
ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ॥
গৌররূপ মেঘ গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শন-সুধাসিঞ্চন দ্বারা ভবাগ্নিদগ্ধ জনরূপ লতিকাকে জীবিত করিয়াছিলেন।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র লইলা বিমন॥
সার্ব্বভৌম রামানন্দ আনি দুই জন।
দোঁহাকে কহেন রাজা বিনয়বচন॥
নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম দুই জনা স্থানে।
তবে প্রভু করে যুক্তি যাইতে বৃন্দাবনে॥
দোঁহে কহে রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে তবে করিহ গমন॥
কার্ত্তিক আইলে কহে এবে মহা শীত।
দোলযাত্রা দেখিযাইহ এই ভাল রীত॥
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভায়॥

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন॥
তৃতীয় বৎসর সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে সবার চলিতেহৈল মন॥
সবে মিলি গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেম-ভক্তি প্রকাশিতে॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম কে পারে বুঝিতে॥
আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি শ্রীবাস রমাই।
বাসুদেব মুরারি গোবিন্দ তিন ভাই॥
রাঘব পণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া।
কুলীন গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা॥
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্বভক্ত চলে তার কে করে গণন॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি-সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥
শ্রীবাস পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তিঁহো চলিতেছে প্রভু দেখিতে উল্লাস॥
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।

প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধানে।
ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন বাসা-স্থানে॥
ভক্ষ্য দিয়া করেন সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে॥
রেমুণা আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিলা তাহা কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক সনে।
বহু সম্মান আসি কৈল সেবকগণে॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাই রহিল।
বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিল॥
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ।
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ॥
মাধবপুরীর কথা গোপাল-স্থাপন।
তাঁহার গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন॥
তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল॥
সেই কথা সবার আগে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আচার্য্য-মনে বাড়িল আনন্দ॥
এই মত চলি চলি কটক আইল।
সাক্ষিগোপাল দেখি সে দিন রহিল॥
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর।
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচল॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাত দিয়া॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত অবধূত গোসাঞি বড় সুখ পাইল॥

তাহাঁই আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি আইল দুই জন॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ।
আগুবাড়ি় পাঠাইল শচীর নন্দন॥
নরেন্দ্রে আসিয়া তারা সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা॥
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়॥
সবা লৈঞা কৈল জগন্নাথ দরশন।
সবা লৈয়া আইলা পুনঃ আপন ভবন॥
বাণীনাথ কাশী মিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল॥
পূর্ব্ববৎসরে যার যেই বাসস্থান।
তাহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম॥
এই মত ভক্তগণ রহিল চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস॥
পূর্ব্ববৎসর রথযাত্রাকাল যবে আইল।
সবা লইয়া গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল॥
কুলীন গ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল॥
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিলা উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রাম॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দদাস।
মহা ভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস॥
ঘট ভরি প্রভুর তিঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল॥
বলগণ্ডিভোগের বহু প্রসাদ আইলে।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।

হোরাপঞ্চমী যাত্রা দেখে লইয়া ভক্তগণ॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ॥
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুর ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
ভক্তে দাসী অভিধান স্নেহেতে জননী॥
আচার্য্যরতা আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ॥
চাতুর্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিঞা॥
আচার্য্যগোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারোঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে॥
তার মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন॥
কিবা প্রার্থনা কিবা আজ্ঞা কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল॥
নিত্যানন্দ কহে প্রভু শুনহ শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিয়া।
গৌড়ে বহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হইতে হয়ে॥
নিত্যানন্দ কহে আমি দেহ তুমি প্রাণ।
দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এই ত প্রমাণ॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ॥

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু আজ্ঞা কর কর্ত্তব্য আমার সাধন॥
প্রভু কহে বৈষ্ণবসেবা নামসংকীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥
তিঁহো কহে কে বৈষ্ণব কি তার লক্ষণ।
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাহা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবতার আর বৈষ্ণবতম॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিল্য।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা॥
স্বরূপ সহিতে তার হয় সখ্য প্রীতি।
দুই জনার কৃষ্ণ-কথা একত্রই স্থিতি॥
গদাধর পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ানি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল॥
জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিঞা।
দুই ভাই চড়ান তারে হাসিঞা হাসিঞা॥
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষ আছয়ে বিশেষ।

বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ॥

এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।

দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল॥

আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।

রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে॥

পঞ্চম বৎসর গৌড়েন ভক্তগণ আইলা।

রথ দেখি না রহিল গৌড়ে চলিলা॥

তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্থানে।

আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥

বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।

তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন॥

অবশ্য চলিব দোঁহে করহ সম্মতি।

তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি॥

গৌড়দেশ হয় মোর দুই সমাশ্রয়।

জননী জাহ্নাবী এই দুই দয়াময়॥

গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সবা দেখিঞা।

তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইঞা॥

শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।

প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥

দোঁহে কেহ এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।

বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য যাইবা॥

আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।

বিজয়া-দশমী দিনে করিল পয়াণ॥

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা।

কড়ায় চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা॥

জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা।

উড়িয়া গৌড়িয়া ভক্তে যতো নিবারিলা॥

নিজগণ-সঙ্গে প্রভু ভাবানীপুর আইলা।

প্রসাদ ভোজন করি তথায় রহিলা॥

বাণীনাথ বহুপ্রসাদ দিল পাঠাইঞা।
রামানন্দ আইল পাছে দোলায় চড়িঞা॥
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।
সঙ্গের ভক্তগণ আসি তথায় মিলিলা॥
কটক আসিয়া কৈল গোপালদর্শন।
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
রামানন্দ রায় সব গণ নিয়ন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল॥
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিল বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র ঠাঞি রায় করিল পয়াণ॥
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা॥
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে প্রণয়ে বিহ্বল।
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ পড়ে অশ্রুজল॥
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হইল মন।
উঠি মহাপ্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন॥
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করেন প্রণাম।
প্রভু কৃপা-অশ্রু তার দেহে হৈল স্নান॥
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তারে কৃপা কৈল॥
ঐছে তাহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা নাম হৈল যায়॥
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন॥
বাহিরে আসিয়া রাজা আজ্ঞাপত্র লেখাইল।
নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল॥
গ্রামে গ্রামে নূতন আবাস করিয়া।
পাঁচ সাত নবগৃহ সামগ্রী ভরিয়া॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা।

রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা॥
দুই মহাপাত্র হরিচন্দন মঙ্গরাজ।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা কর সর্ব্বকাজ॥
এক নব-নৌকা আনি রাখ নদীতীরে।
যাঁহা স্নান করি প্রভু যান নদীপারে॥
তাঁহা স্তম্ভ রোপন কর মহাতীর্থ করি।
নিত্য স্নান করিব তাঁহা তাঁহা যেন মেরি॥
চতুর্দ্ধারে করহ উত্তম নব্যবাস।
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভু পাশ॥
সন্ধ্যাতে চলিল প্রভু নৃপতি শুনিল।
হস্তী উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল॥
প্রভু চলিবার পথে রহি সারি হৈঞা।
সন্ধ্যাতে চলিল্য প্রভু নিজগণ লৈঞা॥
চিত্রোৎপলানদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময়।
প্রকৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥
এমন কৃপাল নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যার দূরদরশনে॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদীপার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইলা চতুর্দ্বার॥
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িয়া পাঠায় দিনে দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে॥
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদে অঙ্গীকরি।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বলি হরি হরি॥
রামানন্দ মঙ্গরাজ শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি চলে এই তিন জন॥

প্রভু সঙ্গে পুরীগোসাঞি স্বরূপ দামোদর।
জগদানন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই নন্দাই আর বহু ভৃত্যগণ।
প্রধান কহিল, সবার কে করে গণন॥
গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্রন্দন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা॥
পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥
প্রভু কহে ইহা কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন॥
প্রভু কেহ সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমার সঙ্গে না যাইব যাব একেশ্বর॥
আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি।
প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ তার আমি ভাগী॥
এত বলি পণ্ডিত গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি প্রভু তারে সঙ্গে আনাইলা॥
পণ্ডিতের গৌরব প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণসেবা ছাড়িলা তৃণপ্রায়॥
তাহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥
প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এই তোমার উদ্দেশ্য।
সেই সিদ্ধ হৈল ছাড়ি আইলে দূরদেশ॥
আমা সহ রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায় আমার হয় দুখ॥
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।

আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥

এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।

মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তাহাই পড়িলা॥

পণ্ডিতে লঞা যেতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।

ভট্টাচার্য্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা॥

তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।

ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৪)–

স্বনিগমনপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।

ধৃতরথচরনোইভ্যয়াচ্চলদ্গূহরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥

যিনি নিজ প্রতিজ্ঞা-পরিত্যাগ করত আমার (ভীষ্মের) প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চক্রধারণ করিয়া হস্তী মারিতে সিংহ যেমন ধাবিত, তদ্রুপ আমার অভিমুখেধাবিত, হইয়াছিলেন, তৎকালে যাঁহার সংরম্ভে পৃথিবী প্রতিকম্পিত হইতেলাগিল এবং যাঁহার বসন অঙ্গ হইয়ত স্খলিত হইতেছিল, এবম্বিধ মুকুন্দ আমার গতি হউন।

এইমত প্রভু তোমার বিরহ সহিয়া।

তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া॥

এইমত কহি তারে প্রবোধ করিলা।

দুই জন শোকাকুলি নীলাচলে আইলা॥

প্রভু লাগি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।

ভক্তধর্ম্ম হানি প্রভুর না হয় সহন॥

প্রেমের বিবর্ত্ত ইহা শুনে যেই জন।

অচিরে মিলয় তারে চৈতন্যচরণ॥

দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায়।

যাজপুর আসি তারে দিলেন বিদায়॥

প্রভু বিদায় দিল রায় যায় প্রভু সনে।

কৃষ্ণকথা রামানন্দ সঙ্গে রাত্রিদিনে॥

প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।

নব্যগৃহে দ্রব্যে করয়ে সেবন॥

এইমত চলি প্রভুরেমুণা আইলা।

তাঁহা হৈতে রামানন্দ বিদায় করিলা॥

ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায় কোলে করি প্রভু করয়ে ক্রন্দন॥
রায়ের বিদায় কথা না যায় কথন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন॥
তবে ওড্রদেশসীমা প্রভু চলি আইলা।
তাহা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেঁহো করিলা সেবন।
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবনরাজ্যের আগে অধিকার।
তার ভয়ে কেহো পথে নারে চলিবার॥
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সব তাহ অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হেতে নারে পার॥
দিনকত রহ সন্ধি করি তার সনে।
সুখেতে নৌকায় তোমায় করাব গমনে॥
হেনকালে সেই যবনের এক চর।
উড়িয়া কটকে আইল করি বেশান্তর॥
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে সেই যবন ঠাঞি গিয়া॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধপুরুষ লোক হয় তার সাথে॥
নিরন্তর সবে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
সবে হাসে গায় নাচে করয়ে ক্রন্দন॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে দেখিতে তাঁহারে।
তাঁহা দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে॥
সেই সব লোক হয় বাতুলের প্রায়।
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়॥
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি।
তাহার প্রভাবে তারে ঈশ্বর করি মানি॥
এত কহি সেই চর 'হরি কৃষ্ণ' গায়।

হাসে কান্দে নাচে গায় বাতুলের প্রায়॥
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল।
আপন বিশ্বাস উড়িয়া স্থানে পাঠাইল॥
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে প্রেমে বিহ্বল হইল॥
ধৈর্য্য করি উড়িয়াকে কহে নমস্করি।
তোমার ঠাঞি পাঠাইল ম্লেচ্ছ অধিকারী॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া।
যবনাধিকারী যায় প্রভুরে দেখিয়া॥
বহুত উৎকণ্ঠা তার করিয়াছে বিনয়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়॥
প্রভুর প্রতাপে তার মন ফিরি গেল।
দর্শন শ্রবণে যার জগৎ তরিল॥
এত বলি বিশ্বাসেরে কহেন বচন।
ভাগ্য তাঁর আসি করুক প্রভুর দর্শন॥
প্রতীত করিয়ে তবে নিরস্ত্র হইয়া।
আসিবেন সঙ্গে পাঁচ সাত ভৃত্য লেয়া॥
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল॥
দূরে হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হইয়া॥
মহাপাত্র আনিল তারে করিয়া সম্মান।
যোড়হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম॥
অধম যবনকুলে কেন জন্ম হইল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না সৃজিল॥
হিন্দু হৈলে পাইতু তোমার চরণসন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ যাউক পরাণ॥
এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া॥

চণ্ডাল পবিত্র যার শ্রীনাম শ্রবণে।
হেন তোমার এই জীব পাইল দর্শনে॥
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময়।
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)
মন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎ প্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সমনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ॥

যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন অথবা যাহাকে নমস্কার কিম্বা যাহাকে স্মরণ করিয়া শ্বপচও তৎক্ষণাৎ শুচি হইয়া সোমযোগের নিমিত্ত যোগ্য হয়, হে ভগবান ! সেই তুমি, তোমার দর্শনে পবিত্র হইবে, এ বিষয়ে বক্তব্য কি ?

তবে মহাপ্রভু তারেকৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে সদা কহ কৃষ্ণহরি'॥
সেই কহে মোরে যদি কেলে অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহমোরে করো সে তোমার॥
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করিয়াছো অপার।
যেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে শুন মহাশয়।
গঙ্গাতীরে যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়॥
তাহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা এই বড় উপকার॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
হৃষ্ট হৈয়া চলে সবা বন্দনা করিয়া॥
মহাপাত্র তাহা সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠায়া॥
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুসনে।
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
এক নবীন নৌকার মধ্যে তার ঘর।
সগণে চড়াইল প্রভুকে তার উপর॥

মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায়॥
জলদস্যু ভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভয়ি বহু সৈন্য সঙ্গে লৈল॥
মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল।
পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল॥
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সেকালে তাহার চেষ্টা না পারি বর্ণিতে॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য॥
সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।
নাবিকেরে পরাইল নিজ কৃপাশাটি॥
প্রভু আইলা করি লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল॥
রাঘব পণ্ডিতে আসি প্রভু লৈঞা গেলা।
পথে বড় লোকভীড় কষ্টেসৃষ্টে আইলা॥
একদিন তাহা মাত্র করিলা নিবাস।
প্রাতে কুনারহট্ট আইলা শ্রীনিবাস॥
তাহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর॥
বাচস্পৃতি গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা।
লোকভীড় ভয়ে যৈছে কুলীয়া আইলা॥
মাধবদাস গৃহে তায় শচীর নন্দন।
লক্ষ কোটি লোক তাঁহা পাইল দর্শন॥
সাতদিন রহি তাঁহা লোক নিস্তারিলা।
শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে ঐছে গেলা॥
দিন দুই চারি প্রভু তাঁহাই রহিলা।
শচীমাতা আনি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা॥
তবে রামকেলি গ্রাম প্রভু যৈছে গেলা।

নাটশালা হৈতে যৈছে পুনঃ ফিরি আইল॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈলা দশ দিন বাস।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈল বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিল।
অতএব পুনঃ তাহা ইহঁ না লিখিল॥
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা।
রঘুনাথ দাশ তবে আসিয়া মিলিলা॥
হিরণ্যদাস গোবর্দ্ধন দুই সহোদর।
সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মূদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুল ধার্ম্মিক অগ্রগণ্য॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণ্যের উপজীব্য প্রায়।
অর্থ ভূমি দান দিয়া করেন সহায়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তি করে দুঁহার ভ্রাতৃ ব্যবহার॥
মিশ্রপুরন্দরে পূর্ব্বে করেছেন সেবনে।
অতএব প্রভুরে দুঁহে ভালরীতে জানে॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস॥
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ তাঁহারে মিলিলা॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া॥
তার পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন।
অতএব আচার্য্য তারে হইলা প্রসন্ন॥

আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর শেষপাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥
প্রভু তারে বিদায় দিয়া গেল নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল॥
বার বার পালায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তারে বান্ধি রাখে আনি পথ হৈতে॥
পঞ্চ পাইকে তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে।
চারি সেবক এক বিপ্র রহে তাঁর সনে॥
এই দশ জনে তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচল যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর॥
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা।
শুনি পিতা ঠাঞি রঘুনাথ নিবেদিলা॥
আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীর জীবন॥
শুনি তার পিতা বহুলোক দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল তারে শীঘ্র আসিহ বলিয়া॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে।
রাত্রিদিন তিঁহো এই মনঃকথা কহে॥
রক্ষকের হাতে আমি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তার মন।
শিক্ষারূপ কহে তাঁরে আশ্বাস বচন॥
স্থির হঞা ঘরে যাহা না হইও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈঞা॥
অন্তরনিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।

তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে তারে কে রাখিতে পারে॥
এত কহি মহাপ্রভু বিদায় তারে দিলা।
ঘরে আসি তেঁহো প্রভুর শিক্ষা আচরিলা॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাউলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযুক্ত কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তার পিতা মাতা হড় তুষ্ট হৈল।
তার আবরণে কিন্তু শিথিল হইল॥
ইহা প্রভু একত্র করি সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি আর যত জন॥
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোঁসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচল যাই॥
সবা সহিত হৈল আমার ইহার মিলন।
এ বর্ষ নীলাদ্রি কেহ না করিহ গমন॥
আমি তাহা হইতে অবশ্য বৃন্দাবন যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব॥
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তায় আজ্ঞা লইল॥
তবে নবদ্বীপে তারে দিল পাঠাইয়া।
নীলাদ্রি চলিলা সব ভক্ত লৈয়া॥
সেই সব লোক পথেকরয়ে সেবন।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন॥
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেমে আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা॥
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ॥

গদাধর পণ্ডিত আসিয়া প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া॥
এত মনে করি গৌড়ে করিল গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সঙ্ঘট্টে পথ না পারি চলিতে॥
যাহা রহি তাহা ঘর প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যাহা নেত্র পড়ে তাহা দেখি লোকপূর্ণ॥
কষ্টসৃষ্ট করি গেলাম রামকেলি গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা রূপসনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপাপাত্র।
ব্যবহারে মহামন্ত্রী হয়ে রাজপাত্র॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনারে মনে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈঞা তবে কহিল দুঁহারে॥
উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ দুঁহারে উদ্ধারে॥
এত কহি আমি তারে বিদায় যবে দিল।
গমনকালে সনাতন প্রহেলী পড়িল॥
যাহা সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
তবে আমি শুনিলামাত্র না কৈল অবধান।
প্রাতে চলি আইলাম নাটশালা গ্রাম॥
রাত্রিকালে আমি মনে বিচার করিল।
সনাতন আমারে কি প্রহেলী কহিল॥
ভাল ত কহিল এই আমার এত লোকসঙ্গে।

লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে॥
দুর্ল্লভ দুর্গন সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন।
একলা যাইব কিম্বা সঙ্গে একজন॥
মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহা গেলা একেশ্বরে।
বাদিয়ার মাজি পাতি চালিয়াছি তথারে॥
বৃন্দাবন যাব কাঁহা একলা পলাইয়া।
সেনা সঙ্গে চলিয়াছি ঢক্কা বাজাইয়া॥
ধিক্‌ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইনু গঙ্গাতীর॥
ভক্তগণে রাখি আইলাম নিজ নিজ স্থানে।
আমা সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ ছয় জনে॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাই বৃন্দাবন।
সবে মিলি যুক্তি দেহ হইয়া প্রসন্ন॥
গদাধরে ছাড়ি গেলাম ইহোঁ দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল॥
তবে গদাধর প্রভুর পায়েতে ধরিয়া।
বিনয় করিয়া কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
তুমি যাঁহা রহ সেই হয় বৃন্দাবন।
তাঁহা গঙ্গা যমুনা তাঁহা সর্ব্বতীর্থগণ॥
তবু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে।
সেই ত করিবে যেই লয় তোমার চিতে॥
এই আগে আইল প্রভু বর্ষা চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস॥
পাছে যেই আচরিয়া সেই তোমার মন।
আপন ইচ্ছায় চল, রহ, কে করে বারণ॥
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবায় এই ইচ্ছা পণ্ডিত কৈলা নিবেদনে॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা॥

সই দিবসে গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাঁহা ভিক্ষা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণ॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না হয় বর্ণন॥
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার॥
সহস্রবদনে কহে আপনে অনন্ত।
তবু এক দিনের তেঁহো নাহি পায় অন্ত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনঃ
গৌড়গমনবিলাসনাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদং।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিন্য॥

শ্রী গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে ব্যাঘ্রে, হস্তী হরিণ ও পক্ষিগণকে প্রেমা-বিষ্ট করত কৃষ্ণনামজাপক ও আপনার সহিত উদ্দণ্ড নৃত্য করাইয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শরৎকাল আইল প্রভু চলিতে কৈল মতি।
রামানন্দ স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি॥
মোর সহায় কর যদি তুমি দুই জন।
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন॥
রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব।
একলা চলিব সঙ্গে কাহো না লইব॥

কেহো যদি সঙ্গে লৈতে উঠি পাছে ধায়।
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়॥
প্রসন্ন হৈয়া আজ্ঞা দিবে না মানিবে দুখ।
তোমা সবার সুখে, পথে হবে মোর সুখ॥
দুই জন কহে তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যেই ইচ্ছা সেই করিবে নহ পরতন্ত্র॥
কিন্তু আমা দুঁহার শুন এক নিবেদন।
তোমার সুখে আমার সুখ কহিলে আপন॥
আমা দুঁহার মনে তব বড় সুখ হয়।
এক নিবেদন যদি ধর দয়াময়॥
উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥
বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন॥
প্রভু কহে নিজ সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজন লৈলে আনের মনে দুঃখ হইব॥
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন।
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন॥
স্বরূপ কহে এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড় পণ্ডিত সাধু আর্য্য॥
প্রথমেই তোমা সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্বতীর্থ করিতে॥
ইহার সঙ্গেতে আছে বিপ্র এক ভৃত্য।
ইহোঁ পথে করিবেন সেবা ভিক্ষাকৃত্য॥
ইহা সঙ্গ লহ যদি হয় সবার সুখ।
বনপথে যেতে তোমার নহে কোন দুখ॥
এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বু ভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন॥
তাহার বচন প্রভু অঙ্গিকার কৈল।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করি লৈল॥

পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথের আজ্ঞা লইয়া।

শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া॥

প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।

অন্বেষণ করি বলে ব্যাকুল হইয়া॥

স্বরূপ গোসাঞি সবার কৈল নিবারণ।

নিবৃত্ত হঞা রহে সবে জানি প্রভুর মন॥

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।

কটক ডাইনে করি বনে প্রবেশিলা॥

নির্জ্জন বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লইঞা।

হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া॥

পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ড শূকরগণ।

তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন॥

তাহা দেখি ভট্টাচার্য্যের মহাভয় হয়।

প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়॥

একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।

আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ॥

প্রভু কহে ‘কৃষ্ণ’ কহ ব্যাঘ্র উঠিল।

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥

আর দিন বনে প্রভু করে নদীস্নান।

মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥

প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা।

কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা॥

সেই জলবিন্দু-কণ লাগে যার গায়।

সেই ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে প্রেমে নাচে ধায়॥

কেহো ভূমি পড়ে কেহো করয়ে চীৎকার।

দেখি ভট্টাচার্য্য-মনে লাগে চমৎকার॥

পথে যাইতে প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন।

মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগীগণ॥

ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভু সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ পোঁছে শ্লোক পড়ে রঙ্গে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)–

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োহপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥

হে সখি ! পশুজাতি বলিয়া বিবেকহীন হইলেও এই হরিণীসকল কৃতার্থই, যেহেতু ইহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারের সহিত বিচিত্র বেশ বিশিষ্ট নন্দনন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রণয়া-বলোকন দ্বারা বিরচিত পূজাবিধান করিতেছে।

হেনকালে ব্যাঘ্র তাঁহা আইলা পাঁচ সাত।
ব্যাঘ্র মৃগ মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ॥
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)–

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রানীবাজিতাবাসদ্রুতরুটতর্যাদিকে॥

শ্রীকৃষ্ণের নিবাস হেতু ক্রোধ-লোভাদিবিরহিত শ্রীবৃন্দাবন স্বাভাবিক বৈরযুক্ত মনুষ্য-পশ্বাদি মিত্র-ভাবে একত্র বাস করিত।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহ বুলি প্রভু যবে বৈল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিল॥
নাচে কান্দে মৃগগণ ব্যাঘ্রগণ সঙ্গে।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে প্রভুর রঙ্গে॥
ব্যাঘ্র মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ লাগাইয়া করে অন্যোনো চুম্বন॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তাহা সবা ছাড়ি প্রভু আগে চলি গেলা॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলে নাচে মত্ত হৈয়া॥
হরিবোল বলি প্রভু করে উচ্চ ধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥

ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত॥
যেই গ্রাম দিয়া যায় যাঁহা করে স্থিতি।
সে সব গ্রামের লোকের হয় কৃষ্ণভক্তি॥
কেহ যদি তার মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তার মুখে আন শুনে তার মুখে আন॥
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বুলি নাচে কান্দে হাসে।
পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্ত হৈলা সর্ব্বদেশে॥
যদ্যপি মহাপ্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম গুপ্ত করে বাহিরে না করে প্রকাশে॥
তথাপি তাঁহার দর্শন শ্রবণ প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে॥
গৌড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশে গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া॥

মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারখণ্ড।
ভিল্ল প্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড॥
নাম প্রেম দিয়া কৈলে সবার উদ্ধার।
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার॥
বন দেখি ভ্রম হর এই বৃন্দাবন।
শৈল দেখি মানে প্রভু এই গোবর্দ্ধন॥
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁরা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল।
যাঁহা যেই পায় তাঁহা লয়েন সকল॥
যে গ্রামে রহে তাঁরা হয় যে ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাত বিপ্র প্রভুর করে নিমন্ত্রণ॥
কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে।
কেহ দধি দুগ্ধ কেহ ঘৃতখণ্ড আনে॥
যাঁহা বিপ্র নাহি তাঁহা শুদ্র মহাজন।

আসি সবে ভট্টাচার্য্য করে নিমন্ত্রণ॥

ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।

বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥

দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।

যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি॥

তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।

ফলমূলের ব্যঞ্জন করে বন্য নানা শাক॥

পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ব্যঞ্জনে।

মহাসুখ পান যে দিনে রহেন নির্জ্জনে॥

ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস।

তার বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্ব্বাস॥

নিঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।

দুই সন্ধ্যার অগ্নিতাপে কাষ্ঠ অপার॥

নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।

মুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন॥

শুন ভট্টাচার্য্য আমি ভ্রমিনু বহু দেশ।

বনপথের সুখের সম নাহি লবলেশ॥

কৃষ্ণ কৃপালু আমার বহু কৃপা কৈল।

বনপথে আনি মোরে এত সুখ দিল॥

পূর্ব্ব বৃন্দাবন যাইতে করিল বিচার।

মাতা গঙ্গা অবশ্য দেখিব একবার॥

ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।

ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন॥

এতভাবি গৌড়দেশে করিল গমন।

মাতা গঙ্গা ভক্ত মিলি সুখী হৈল মন॥

ভক্তগণ লঞা তবে চলিলাম রঙ্গে।

লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল মোর সঙ্গে॥

সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।

তাহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা॥

কৃপার সাগর দীনহীন-দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনু কোন সুখ নাহি হয়॥
ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গিয়া তাঁহাকে কহিল।
তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল॥
তিঁহো কহে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়।
অধম জীব মুঞি মোরে হইলা সদয়॥
মুঞি ছার কোন্ মোরে সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষা যে করিলা॥
অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান্॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।৬)–
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥
যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করেন এবং পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ করেন, সেই পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি।

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন॥
এইমত নানা সুখে চলি আইলা কাশী।
মণিকর্ণিকায় স্নান কৈল মধ্যাহ্নে আসি॥
সেকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি হৈল কিছু সবিস্ময় জ্ঞান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছে সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিল হৈল হৃদয়ে উল্লাস॥
প্রভুর চরণ ধরি কররে রোদন।
প্রভু তারে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন॥
প্রভু লৈঞা গেলা বিশ্বেশ্বর দরশন।
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধবচরণ॥
ঘরে লৈয়া আইলা প্রভুকে আনন্দিত হৈয়া।
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।

ভট্টাচার্য্যর পূজা কৈল বহুত সম্মান॥
প্রভুর নিমন্ত্রণ করি গৃহে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করাইল॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিল শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন॥
প্রভুর শেষান্ত মিশ্র সবংশে খাইলা।
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা॥
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব-দাস।
বৈদ্যজাতি লিখনবৃত্তি বারাণসী বাস॥
আসি প্রভু-পদে পড়ি করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি কৈলা আলিঙ্গন॥
চন্দ্রশেখর প্রভু কহে বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা॥
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে।
মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে॥
ষড়দর্শন ব্যাখ্যা বিনু কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলা দরশন॥
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবন।
দিনকথো রহি তার ভৃত্য দুই জন॥
মিশ্র কহে প্রভু যাবৎ কাশীতে রহিবে।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যবশ।
ইচ্ছা নাহি তবু কাশীতে রহিলা দিন দশ॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আইসে প্রভুকে দেখিতে।
প্রভু-প্রেমরূপ দেখি হইলা বিস্মিতে॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে আজি হইয়াছে নিমন্ত্রণে॥

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা॥
এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে॥
প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চনবরণ।
আজানুলম্বিত ভুজ কমলনয়ন॥
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ।
সকল দেখিয়ে তাতে অদ্ভুত কথন॥
তাহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ।
যেই তারে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায়।
নেত্রযুগে অশ্রুজল গঙ্গাধারা প্রায়॥
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে হুঙ্কার যেন সিংহের গর্জ্জন॥
জগৎ মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
নাম রূপ গুণ তার সব অনুপাম॥
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি।
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রকে উপহাস করি কহিতে লাগিলা॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক।
কেশব ভারতী-শিষ্য লোক-প্রতারক॥
চৈতন্য নাম তার ভাবুকগণ লৈঞা।

দেশে দেশে গ্রামে বুলে নাচিয়া গাইয়া॥
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল।
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল॥
সন্ন্যাসী নামমাত্র মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইহ তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে তাঁহা হৈতে উঠি গেল॥
প্রভু দরশনে শুদ্ধ হইয়াছে তার মন।
প্রভু আগে দুঃখী হৈয়া করে বিবরণ॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥
তার আগে আমি যবে তোমার নাম লৈল।
সোহা তোমার নাম জানে আপনে কহিল॥
তোমা দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার।
চৈতন্য চৈতন্য কীহ কহে তিনবার॥
তিনবারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে।
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বোলে কৃষ্ণহরি॥
প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী।
ব্রহ্মচৈতন্য আত্মা এই কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ দুই ত সমান॥
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ।
তিন ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।

জীবের ধর্ম্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে (১১।২৬।৯)

নমে চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

নাম এবং নামীর ভেদ না থাকায় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব নাম কৃষ্ণরূপ, নাম চৈতন্যরসমূর্ত্তি, সর্ব্ববিধ শক্তিতে পূর্ণ মায়াবন্ধরহিত, নিত্যমুক্ত এবং চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ !

অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস।

প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ॥

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।

কৃষ্ণের স্বরুপ সম সব চিদানন্দ॥

তথাহি ভক্তিরসমৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (৮৬)–

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্ব দৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ্যঃ॥

নাম ও নামী অভেদ বশতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎস্বরূপনামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে স্বপ্রকাশ নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।

ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে নিজ বশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১২।৫২)–

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যদাস্তান্যভাবো-

ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টাসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুর্ধ কৃপয়া বজ্ঞত্ত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসুনং নতোঽস্মি॥

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ এবং যিনি সেই হেতু অন্যত্র ভাবশূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর লীলা শ্রবণে অভীরতা হেতু কৃপা বশতঃ লোকে পরমার্থপ্রকাশক কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ প্রচার করিয়াছেন, সেই অখিলদুঃখনিবারক ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।

অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥

তথা হি মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠে সপ্তদশশ্লোকধৃত-

শ্রীমদ্ভাগবতবচনম্–

এহো সব রহু কৃষ্ণচরণসম্বন্ধে।

আত্মারামের মন হস্বে তুলসীর গন্ধে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৫)–

তস্যারবিন্দনয়নস্য শদারবিন্দ-

কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং।

সংক্ষোভমক্ষরজুয়ামপি চিত্ততম্বোঃ॥

সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের চরণার্পিত পদ্ম কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসাছিদ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করত সেই ব্রহ্মানন্দ-সেবী সনকাদির চিত্ত এবং দেহতে সম্যক্ ক্ষোভের অর্থাৎ চিত্তে অতিশয়িত হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চের অভিব্যক্তি করিয়াছিলেন।

অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে।

মায়াবাদিগণ যাতে মহাবর্হির্মুখে॥

ভাবকালী বেচিতে আমি আইনু কাশীপুর।

গ্রাহক নাহি না বিকায় লঞা যাব ঘরে॥

ভারি বোঝা লঞা এলাম কেমনে লঞা যাব।

অল্প অল্প মূল্য লঞা ইহাঞি বেচিব॥

এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি।

প্রাতে উঠি মথুরা চলিল গৌরহরি॥

সেই তিন সঙ্গে চলে প্রভু নিষেধিল।

দূরে হৈতে তিন জনায় ঘরে পাঠাইল॥

প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।

প্রভুর গুণগান করে আনন্দে বসিয়া॥

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈলা বেণীস্নান।

মাধব দেখিয়া তাঁহা কৈল নৃত্যগান॥

যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।

আস্তেব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া॥

এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।

কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নিস্তারিলা॥

মথুরা চলিল পথে যাঁহা রহি যায়।

কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়॥

পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা।

পশ্চিমদেশ তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা॥
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥
মথুরার নিকট আইলাম মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রান্তীঘাটে স্নান।
জন্মস্থান কেশব দেখি করিল প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘন হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোকে চমৎকার॥
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কুলাকুলি।
হরিকৃষ্ণ কহ দুঁহে বলে বাহু তুলি॥
লোক হরি হরি বলে কোলাহল।
কেশবসেবক প্রভুকে মালা পরাইল॥
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়।
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥
যাহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হইয়া।
হাসে নাচে কান্দে গায় কৃষ্ণনাম লঞা॥
সর্ব্বথা নিশ্চয় ইঁহো কৃষ্ণ অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
তাহাকে পুছিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাঁহা হতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন॥
বিপ্র কহে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী॥
কৃপা করি তেঁহ মোর নিলয়ে রহিলা।
মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা॥

গোপালপ্রকটসেবা কৈলা মহাশয়।
অদ্যাপিহ সেই সেবা গোবর্দ্ধনে হয়॥
শুনি প্রভু কৈলা তার চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িল ব্রাহ্মণ॥
প্রভু কহে তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়।
গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না জুয়ায়॥
শুনিয়া বিস্ময় বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া॥
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্রপুরীর সম্বন্ধ ধর হেন জানি॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা যাঁহা তাঁহার সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমের কাঁহা নাহি গন্ধ॥
তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল।
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে॥
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু আসি বলিল বচন॥
পুরীগোসাঞি তব ঠাঞি করেছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ সেই মোর শিক্ষা॥
তথা হি গীতায়াম্–
যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
যদ্যপি সনৌড়িয়া জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ।
সনৌড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব আচার।
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার॥
মহাপ্রভু যদি তাঁরে ভিক্ষা মাগিল।
দৈন্য করি সেই বিপ্র প্রভুরে কহিল॥

তোমারে ভিক্ষা দিব এই ভাগ্য সে আমার।
তুমি ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি ব্যবহার॥
দুর্ম্মুখ লোক তোমার করিবে নিন্দন।
সহিতে নারিব সেই দুষ্টের বচন॥
প্রভু কহে শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন॥
ধর্ম্মস্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরীগোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥
তথা হি একাদশীতত্ত্বে–
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিগণ পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী ; একটি ঋষিও দেখা যায় না, যাঁহাদের মত প্রমাণিত হয়। অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিভৃত স্থানে ন্যস্ত রহিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই পথই প্রশস্ততম।

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল॥
লক্ষসংখ্য লোক আইল নাহিক গণন।
বাহির হইয়া প্রভু দিলা দরশন॥
বাহু তুলি বলে প্রভু বোল হরি হরি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি॥
যমুনার চব্বিশঘাট প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু বিশ্রাম দীর্ঘবিষ্ণু ভূতেশ্বর।
মহাকিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল বিস্তর॥
বন দেখিবারে যদি প্রভু মন কৈল।
সেই ত ব্রাহ্মণ তবে নিজ সঙ্গে লৈল॥
মধু তাল কুমুদ বহুলা বন গেল।
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈল॥
পথে গাভীঘট চরে প্রভুকে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া॥

গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভীগণ চাটে প্রভুর অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গকণ্ডুয়ন।
প্রভু সঙ্গে চলে নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥
কষ্টসৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইল মৃগীপাল॥
মৃগ, মৃগী, মুখ দেখে প্রভুর অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে সঙ্গে চলি যায় বাটে॥
শুক পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায়।
শিখিগণ নৃত্য করে প্রভু আগে যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফল-ফুল ভরি ডাল পড়ে প্রভুর পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম।
আনন্দিত বন্ধু যৈছে দেখি বন্ধুগণ॥
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে।
সবা সঙ্গে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে॥
প্রতি বৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন।
পুষ্প আদি ধ্যানে করে কৃষ্ণ সমর্পণ॥
অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে।
কৃষ্ণবোল কৃষ্ণবোল বলে উচ্চস্বরে॥
স্থাবর জঙ্গম মেলি করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর স্বরে যৈছে প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন।
মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রু নয়ন॥
বৃক্ষডালে শুকশারী দিল দরশন।
তাহা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুকশারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে।

প্রভুকে শুনাইয়া কৃষ্ণগুণশ্লোক পড়ে॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)–

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলারমাস্তম্ভিনী

বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃপারে পরার্দ্ধং গুণা

শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু

বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥

যাঁহার সৌন্দর্য্য ললনাগণের ধৈর্য্যকে বিদলিত করে, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীর স্তম্ভবিধায়নী ; যাঁহার প্রভাব অদ্রিবর গোবর্দ্ধনকে কন্দুক (ভাঁটা) সদৃশ করিয়াছে ; যাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী সংখ্যার অগোচর ; যাঁহার স্বভাব জনগণের উল্লাসবর্দ্ধক এবং কীর্ত্তি বিশ্বজনের হিতসাধিনী, সেই আমাদের জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মঙ্গলবিধান করুন।

শুকমুখে শুনি তবে কৃষ্ণের বর্ণন।

শারিকা করয়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)–

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।

গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥

শ্রীরাধার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুস্বভাব, গান ও নর্ত্তননৈপুণ্য, গুণসম্পত্তি এবং কবিত্ব ; ইহারা প্রত্যেক জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তমোহন করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন।

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদনমোহন।

তবে আর শ্লোক পুনঃ করিল পঠন॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে–

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী চ সঃ শারিকে।

বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥

হে শারিকে ! সেই বংশীধারী, জগন্নারীগণের চিত্তমাদক এবং সর্ব্বদা গোপবনিতাগণের সহিত বিলাসকারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন।

পুনঃ শারী কহে শুন করি পরিহাস।

এত শুনি প্রভুর হইল বিস্ময় উল্লাস॥

তত্রৈব–

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।

অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধা প্রকাশ পান, তখনই শ্রীরাধার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মদনকে মুগ্ধ করেন ; শ্রীরাধা নিকটে না থাকিলে তিনি বিশ্ব-মোহন হইয়াও আপনিই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হয়েন।

শুকসারী উড়ে পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে।
ময়ূয়ের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরকণ্ঠ দেখি কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা॥
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ॥
আস্তেব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বর্হির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণ নাম কহে উচ্চ করি।
চেতন পাইয়া প্রভু যায় গড়াগড়ি॥
কণ্টক দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য প্রভুকে কোলে করি সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গর-গর মন।
বোল বোল বুলি উঠি করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু পথে চলি চায়॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত।
প্রভু রক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্য চিন্তিত॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ॥
সহস্রগুণ প্রেম বাঢ়ে মথুরা দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম হৈল ভ্রমে যবে বনে॥
অন্যদেশে প্রেম উথলে বৃন্দাবন নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে॥
প্রেমে গর-গর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নানভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥
এইমত প্রেমে যাবৎ ভ্রমিলা বারো বন।
একত্রে লিখিল সব না যায় বর্ণন॥

বৃন্দাবন হৈল যত প্রেমের বিকার।
কোটিগ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যার যত শক্তি সেই পাথারে সাঁতারে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনগমনং
নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরাঙ্গ স্বীয় অবলোকন দ্বারা স্থাবরজঙ্গমকে এবং আপনাকে বৃন্দাবনদর্শন দ্বারা আনন্দ প্রদান করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
আরিট গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে॥
আরিটে রাধাকুণ্ডবার্ত্তা পুছে লোকস্থানে।
কেহ নাহি কহে সেই ব্রাহ্মণ নাহি জানে॥
তীর্থলোপ জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্য-ক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান॥
দেখি সব গ্রামী লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রভু প্রেমে করে রাধাকুণ্ডের স্তবন॥
সর্ব্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।

তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় প্রিয়ার সরসী॥

তথা হি পদ্মপুরাণে আদিলীলায়াম্ (৪।৩৯)–

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।

জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে॥

সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।

তারে কৃষ্ণ রাধাসম প্রেম দেন দান॥

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা।

কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)–

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-

যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।

প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ

তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥

শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বজনচমৎকার ও অসাধারণ গুণ হেতু শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। ব্রজের পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উহার গুণে বশীভূত হইয়া উহাতে নিরন্তর শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়া থাকেন ; যে ব্যক্তি উহাতে একবার স্নান করেন, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করেন। ঐকুণ্ডের মহিমা এবং মাধুর্য্যক্ষিতিতলে কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হয় ?

এইমত স্তুতি করে প্রেমবিষ্ট হঞা।

তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা সঙরিয়া॥

কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।

ভট্টাচার্য্য দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল॥

তবে চলি আইলা প্রভু সুমন সরোবর।

তাহা গোবর্দ্ধন দেখি হইলা বিহ্বল॥

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ।

এক শিলা আলিঙ্গিয়া হৈল উনমত॥

প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।

হরিদেব দেখি তাঁরে করিলা প্রণাম॥

মথুরা-পদ্মের পশ্চিমদলে যার বাস।

হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥

হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হৈয়া।

দেখিতে আইল লোক আশ্চর্য্য শুনিয়া॥

প্রভু-প্রেমসৌন্দর্য্য দেখি লোকে চমৎকার।

হরিদেব-ভৃত্য প্রভুর করিলা সৎকার॥

ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাকক্রিয়া কৈলা।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈলা॥

সেই রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।

রাত্রে মহাপ্রভু মনে করিলা বিচারে॥

গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব।

গোপাল দেবের দর্শন কেমনে পাইব॥

এত মনে করি প্রভু মৌন ধরি রহিলা।

জানি গোপাল ম্লেচ্ছভয় ভঙ্গী উঠাইলা॥

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।

অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ॥

গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া গোপালদেব, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ভক্তাভিমানী রাধাকান্তি দ্বারা শ্যামকান্তি-সমাচ্ছাদিত আপনাকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন।

অন্নকূট নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি।

রাজপুতলোকের সেই গ্রামেতে বসতি॥

একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে কহিল।

তব গ্রাম মারিতে তুড়কবারী সাজিল॥

আজি রাত্রে পলাহ না রহিও একজন।

ঠাকুর লঞা ভাগ আসিবে কালযবন॥

শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হৈল।

প্রথমে গোপাল লঞা গাঠুলি গ্রামে থুইল॥

বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।

গ্রাম উজাড় হইল পলাইল সর্ব্বজন॥

ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারেবারে।

মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে কিবা গ্রামান্তরে॥

প্রাতঃকালে প্রভু মানসগঙ্গায় করি স্নান।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ॥

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।

নাচিতে লাগিলা এই শ্লোক পড়িয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)–

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।

মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্ষৎ পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥

হে অবলাগণ ! এই গোবর্দ্ধন গিরি নিশ্চয় হরিদাসশ্রেষ্ঠ ; কারণ, ইনি রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়, উৎকৃষ্ট তৃণ, কন্দর, কন্দ ও মূল দ্বারা গো ও গোপালগণের সহিত কৃষ্ণ-বলরামের যথোচিত পূজা করিতেছেন।

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নানে।

তথাই শুনিল গোপাল গাঠুলিগ্রামে॥

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন।

প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥

গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ।

এই শ্লোক পড়ি নাচে হৈল দিন শেষ॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (২৬)–

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।

ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥

যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে কন্দুকতুল্য বামহস্তে উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সেই বামহস্ত তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

এইমত তিন দিন গোপাল দেখিলা।

চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে চলিলা॥

গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্যগীত করি।

আনন্দে কোলাহলে লোক বলে হরি হরি॥

গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রৈলা তলে।

প্রভু-বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে॥

এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।

যেই ভক্তের যবে দেখিতে হয় ভাব॥

দেখিতে উৎকণ্ঠা হয় না চড়ে গোবর্দ্ধনে।

কোন ছলে গোপাল উতরে আপনে॥

কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে।
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয়ে তাঁহারে॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন।
এইরূপে তা সবারে দিয়াছেন দর্শন॥
বৃদ্ধকালে রূপ না পারে দূরে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে॥
ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল আইল মথুরে নগরে।
একমাস রহিলা বিঠ্ঠ্লেশ্বর ঘরে॥
তবে রূপগোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
এক মাস দর্শন কৈলা মথুরা রহিয়া॥
সঙ্গেতে গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
রঘুনাথ ভট্টগোসাঞি আর লোকনাথ॥
ভুগর্ভগোসাঞি আর শ্রীজীবগোসাঞি।
শ্রীযাদবাচার্য্য আর গোবিন্দগোসাঞি॥
শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব দুই জন।
শ্রীগোপালদাস আর দাসনারায়ণ॥
গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশান লঘু হরিদাস॥
এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজসঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহুরঙ্গে॥
একমাস রহি গোপাল নিজস্থানে গেলা।
শ্রীরূপগোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন আইলা॥
প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপার আখ্যানে।
তবে মহাপ্রভু গেলা কাম্যকবনে॥
প্রভুর গমন রীতি পূর্ব্বে যে কহিল।
সেইরূপ বৃন্দাবন যাবৎ ভ্রমিল॥
তাঁহা লীলাস্থান দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল॥
পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।

লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে চড়িয়া॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে।
লোক কহে মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে॥
দুই দিকে মাতা পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক শিশু হয় ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্ত্তি দেখে সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ-বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন॥
সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা।
তাহা হৈতে চলি প্রভু খরিদ-বন আইলা॥
লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে–
যৎ তে সজ্যতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দবীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কুর্পাদিভির্ভ্র মতি ধীর্ভবদায়ুষ্যাং নঃ॥
তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীর বন আইলা।
যমুনাতে পার হৈঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুনঃ গেল লৌহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন॥
যমলার্জ্জুন ভঞ্জনাদি দেখি লীলাস্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরানগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে অক্রুরতীর্থে রহিলা আসিয়া॥
আর দিন প্রভু আইলা দেখিতে বৃন্দাবন।

কালিহ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন॥
দ্বাদশাদিত্য তীর্থ হৈতে কাশীতীর্থ আইলা।
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে নাচে কান্দে পড়ে উচ্চস্বরে গায়॥
এই রঙ্গে সেই দিন তাহা গোঁয়াইলা।
সন্ধ্যাতে অক্রুরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চারিঘাটে স্নান।
তেতুলীর তলাতে আসি করিলা বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিণ্ডিবান্ধা পরম চিক্কণ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর॥
তেতুলীর তলে বসি করেন কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রুরে ভোজন॥
অক্রুরের লোক আসে প্রভুরে দেখিতে।
লোকভীড়ে স্বচ্ছন্দে নারে সংকীর্ত্তন করিতে॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে নাম সংকীর্ত্তন॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম।
রাজপুতজাতি গৃহস্থ যমুনা-পারে গ্রাম॥
কেশিস্নান করি তেঁহো কালিদহ যাইতে।
আমলীতলাতে প্রভু দেখে আচম্বিতে॥
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকার।
দণ্ডবৎ হঞা প্রভুকে করে নমস্কার॥
প্রভু কহে কে তুমি কাঁহা তোমার ঘর।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি গৃহস্থ পামর॥

রাজপুত জাতি মুঞি পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয় হঙ বৈষ্ণবকিঙ্কর॥
কিন্তু আজি মুই এক স্বপন দেখিলু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইলুঁ॥
প্রভু তারে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি।
প্রেমে মত্ত হৈল নাচে বলে হরি হরি॥
প্রভু সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রুরতীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা॥
প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জলপাত্র লৈয়া।
প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া॥
বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইলা।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিলা॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি লোক কৈল চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালিদাহজলে।
কালিশিরে নৃত্য করে ফণি রত্নজলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক বিস্ময়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণের পাইল দর্শন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্যভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে॥
তবে প্রভু তারে কহে চাপড় মারিয়া।

মূর্খের বাক্যে মূর্খ হও পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে।
নিজ ভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হও রহ ঘরেতে বসিয়া।
কৃষ্ণ দর্শন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভুস্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইলা প্রভু তাহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥
দূর হৈতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালিয়-শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান দীপে রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূর্খলোক কৃষ্ণ করি মানে॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা এই সত্য হয়।
কৃষ্ণকে দেখিল লোকে এহো মিথ্যা নয়॥
কিন্তু কাঁহে কৃষ্ণ দেখে ভ্রমে কাঁহো মানে।
স্থাণুপুরুষে বৈছে বিপরীত জ্ঞানে॥
প্রভু কহে কাঁহা পাইলে কৃষ্ণদরশন।
লোক কহে সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ॥
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সব লোক হৈল নিস্তার॥
প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিও।
জীবাধমে বিষ্ণু-জ্ঞান কভু না করিও॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব আর ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফূলিঙ্গের কণ॥
তথা হি ভগবৎসন্দর্ভে–
হ্লাদিনা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

যিনি স্বরূপভূত হ্লাদিণী এবং সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত, তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যিনি স্ব-স্বরূপ ভাগবত্তত্ত্বের অজ্ঞানে সমাবৃত হইয়া বিবিধ ক্লেশের খনিস্বরূপ, তিনিই জীব।

যেই মূঢ় কহে জীব, ঈশ্বর হয় সম।

সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম॥

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)–

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত সঃ পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এবং রুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণকে সমান করিয়া আলোচনা করে, সে নিশ্চয় পাষণ্ডী।

লোকে কহে তোমাতে কভু নহে জীব মতি।

কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি॥

আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।

দেহকান্তি পীতাম্বর কৈলে আচ্ছাদন॥

মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায়।

ঈশ্বর প্রভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়॥

অলৌকিক শক্তি তোমার বুদ্ধি-অগোচর।

তোমা দেখি কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল॥

স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধা কিবা চণ্ডাল যবন।

যেই তোমা একবার পায় দরশন॥

কৃষ্ণনাম লয় নাচে হয় উনমত।

আচার্য্য হইল সেই তারিল জগৎ॥

দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমা নাম শুনে।

সেহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে॥

তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ পাবন।

অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে–

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎ প্রহ্বণাদ্যং-স্মরণাদপি ক্বচিৎ।

শ্বাদোঽপি সদাঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

এইমত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ।

স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
প্রেমনামে মত্ত লোক নিজঘর গেল॥
এইমত কতদিন অক্রূরে রহিলা।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত ব্রাহ্মণ।
মথুরাতে ঘরে ঘরে করায় নিমন্ত্রণ॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ॥
একদিন দশ বিশ আসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একমাত্র করেন গ্রহণ॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে॥
কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি করে আসি প্রভুর নিমন্ত্রণ॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া॥
একদিন অক্রূরঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু মনে করেন বিচারে॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া।
যুক্তি করিল কিছু নিভৃতে বসিয়া॥
আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবে যদি কে উঠাবে তাঁরে॥

লোকের সংঘট্ট নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল॥
বৃন্দাবন হইতে যবে প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে সে মঙ্গল এই কোন যুক্ত্যে হয়ে॥
বিপ্র কহে প্রয়াগে প্রভুরে লয়ে যাই।
গঙ্গাতীরপথে যাই তবে সুখ পাই॥
সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়াণ॥
মাঘমাস লাগিল এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগস্নান কত দিনে পাইয়ে॥
আপনার দুঃখ কিছু করি নিবেদন।
মকরে পৌঁছহ প্রয়াগে করহ সূচন॥
গঙ্গাতীরপথে সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়হুড়ি॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায়।
তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়॥
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই।
এবে যদি যাই মকরে গঙ্গস্নান পাই॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি॥
যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন॥
তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন।
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন॥
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব।
যাঁহা লঞা যাহ তুমি তাঁহাই যাইব॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।

বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল॥
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে চল যাই মহাবন॥
এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া।
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিল লইয়া॥
প্রেমিক কৃষ্ণদাস আর সেই ত ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুই জন॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিল সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া॥
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
দেখি মহাপ্রভুর অতি উল্লাসিত মন॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেন পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা॥
হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা॥
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার॥
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লইঞা॥
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল॥
কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র নির্ভয়ে মুখে বড় দড়॥
বিপ্র কহে পাঠান তোমায় পাদ্‌শার দোহাই।
চল তুমি আমি সিকদারপাশ যাই॥
এ যতি আমার গুরু আমি মাথুর ব্রাহ্মণ।
পাদ্‌শাহার আগে পাছে আমার শতজন॥

এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত।
অবহি চেতন পাব হইব সংবিৎ॥
ক্ষণেক ইহা বৈস বান্ধি রাখহ সবারে।
ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে॥
পাঠান কহে তুমি পশ্চিমা দুই জন।
গৌড়িয়া ঠক এই কাঁপে তিন জন॥
কৃষ্ণদাস কহে আমার ঘর এই গ্রামে।
শতেক তুরকী আছে দুইশত কামানে॥
এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবা মারি॥
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে তুমি বাটপাড়।
তীর্থবাসী লুট আর চাহ মারিবার॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু চেতন পাইল॥
হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে হরি হরি।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলাধার॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন।
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন॥
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি মহাপ্রভুর বাহ্য হৈল॥
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু আগে কহে এই ঠক পাঁচ জন॥
এই পঞ্চ মিলি তোমায় ধুতুরা খাওয়াইয়া।
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া॥
প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গী জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন॥
মৃগীব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন।

এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন॥
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই লোক কহে পীর॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া।
নির্ব্বিশেষে ব্রহ্ম স্থাপে স্বশস্ত্র উঠাইয়া॥
অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্ত্যে প্রভু করিলা খণ্ডন॥
যেই যেই কহে প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে মহা স্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্ব্বিশেষ।
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ॥
তোমার শাস্ত্র কহে শেষে একই ঈশ্বর।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহো শ্যামকলেবর॥
সচ্চিদানন্দ দেহ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞ নিত্য সর্ব্বাদিস্বরূপ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থুল সুক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসারতারণ॥
তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় সংসার।
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থসার॥
মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥
কর্ম্ম জ্ঞান যোগ আগে করিয়া স্থাপন।
সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন॥
তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।
পূর্ব্বাপর বিধিমধ্যে পর বলবান্॥
নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া॥

ম্লেচ্ছ কহে যেই কহ সেই সত্য হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়॥
নির্ব্বিশেষে গোসাঞি লঞা করেন ব্যাখ্যান।
সাকার গোসাঞি সেব্য কার নাহি জ্ঞান॥
সেই ত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুঞি অযোগ্য পামর॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছশাস্ত্র হৈতে।
সাধ্য সাধনবস্তু নারি নির্দ্ধারিতে॥
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম।
‘আমি বড় জ্ঞানী’ এই গেল অভিমান॥
কৃপা করি বল মোরে সাধ্যসাধনে।
এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে॥
প্রভু কহে উঠ কৃষ্ণনাম তুমি লৈলে।
কোটিজন্মের পাপ গেল পবিত্র হইলে॥
‘কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ’ কৈল উপদেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে সবার হৈল প্রেমাবেশ॥
‘রামদাস’ বলি প্রভু তার কৈল নাম।
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলি খান॥
অল্পবয়স তার রাজার কুমার।
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার॥
কৃষ্ণ বলি পড়ে সে মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়॥
তা সবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইবে বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তার পরম মহত্ত্ব॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য॥

সোরোক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।

গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগে পয়াণ॥

সেই বিপ্র কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা।

যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা॥

প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোহে তোমা সঙ্গে যাব।

তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব॥

ম্লেচ্ছদেশ কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত।

ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত॥

শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।

সেই দুই জন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা॥

যেই যেই জন প্রভুর পাইলা দরশন।

সেই প্রেমে মত্ত করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥

তার সঙ্গে অন্য অন্য তার সঙ্গে আন।

এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম॥

দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল।

সেই মত পশ্চিমদেশে প্রেমে ভাসাইল॥

এই মত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা।

দশ দিন ত্রিবেণীতে মকরস্নান কৈলা॥

বৃন্দাবনগমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত।

সহস্রবদন যার নাহি পায় অন্ত॥

তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্রজীব হঞা।

দিগ্ দরশন কৈল সূত্র করিয়া॥

অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি।

শুনিলে ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক রীতি।

শুনিলে ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি॥

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।

শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥

যেই তর্ক করে ইহা সেই মূর্খরাজ।

আপনার মুণ্ডে আপনি পাড়ে বাজ॥

চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু।

জগৎ আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-

দর্শনবিলাসো নাম অষ্টদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং, কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।

সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ সঃ, প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্॥

পরমপুরুষ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ শক্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ চৈতন্যপ্রভুও শ্রীরূপ গোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া শক্তি সঞ্চারণ করত কালে বিলুপ্তা বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা পুনরায় প্রকাশ করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলিগ্রামে।

প্রভুকে মিলিয়া গেল আপন ভবনে॥

দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল।

বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥

কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।

অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীরূপগোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।

আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধধনে।

এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্বভবনে॥

দণ্ডবন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল।

ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিল॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে রহে মুদিঘরে॥
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভু নীলাদ্রিগমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপগোসাঞি নীলাচলে পাঠাইলা দুই জন।
প্রভু যবে বৃন্দাবনে করিবেন গমন॥
শীঘ্র আসি মোরে তারে দিবে সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার॥
এথা সনাতনগোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িল না যায় রাজদ্বারে॥
লোভী কায়স্থগণে রাজকার্য্য করে।
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করে সভাতে বসিয়া॥
আরদিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে এক জন।
আচম্বিতে গোসাঞি সভাতে কৈল আগমন॥
পাদ্‌শা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা॥
রাজা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে কহ মোর পাশ॥

সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর এক জন দিয়া কর সমাধান॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু-ব্যবহার॥
জীব পশু মারি কৈল চাকলা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ॥
সনাতন কহে তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল॥
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা।
পলাইব বরি সনাতনের বাঁধিলা॥
হেনকালে গেল রাজা উঠিয়া মারিতে।
সনাতন কহে তুমি চল মোর সাথে॥
তিঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা দেখিতে।
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে॥
তবে তারে বান্ধি রাখি করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন॥
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঁই আইলা।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঞি।
বৃন্দাবনে চলিলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা হৈতে॥
দশ সহস্র মূদ্রা তথা আছে মুদিস্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে॥
যৈছে মৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন॥
অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ।
রূপগোসাঞির ছোট ভাই পরমবৈষ্ণব॥
তাঁহা লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা।

মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হইলা॥
প্রভু চলিয়াছে বিন্দুমাধব-দর্শনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে কেহ নাচে গায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়॥
গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিব ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হইল মাধবদর্শনে॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি।
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে বল হরি হরি॥
প্রভুর মহিমা দেখি লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়॥
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার॥
শ্রীরূপ দেখি প্রভু প্রসন্ন হইল মন।
উঠ উঠ রূপ আইস বলিয়া বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে কাড়িল দুই জন॥
তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)–
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

চতুর্ব্বেদ ধ্যায়ী হইলেই যে ভক্ত হয়, তাহা নহে, চণ্ডালও আমার ভক্ত হইলে মৎপ্রিয় হইয়া থাকে। তাদৃশ ভক্তকে আমি প্রেমাদান করি এবং তাহার প্রেম গ্রহণ করিয়া থাকি। আমার ন্যায় মদ্ভক্তও সকলের পূজ্য।

এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন।
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ॥
প্রভুকৃপা পাঞা দোঁহে দুই হাত যুড়ি।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যম্–
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥
মহাবদান্য কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
গৌরকান্তি কৃষ্ণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার।
তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (১।২)–
যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধায়াদ্ভুতেহহং, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমূং প্রপদ্যে॥

যিনি দয়ালু হইয়া অজ্ঞানমত্ত ব্যক্তিগণকে অক্ষানরোগ হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় প্রেমসম্পত্তি-রূপ সুধায় প্রমত্ত করিয়াছেন, আমি সেই অদ্ভুত-কর্ম্মা চৈতন্য প্রভুকে আশ্রয় করি।

তবে মহাপ্রভু তার নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ তাহারে পুছিলা॥
রূপ কহেন তিঁহো বন্দী হয় রাজঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবে উদ্ধারে॥
প্রভু কহে সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা।
রূপগোসাঞি সে দিবস তথাই রহিলা॥
ভট্টাচার্য্য দুইভাই নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল॥
ত্রিবেণী উপর প্রভুর বাসাঘরস্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু সন্নিধান॥
সে কালে বল্লভভট্ট রহে আউলিগ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে॥

তিঁহো দণ্ডবৎ কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।

দুই জনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ॥

কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।

ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সংবরণ কৈল॥

অন্তরে গর-গর প্রেম নহে সংবরণ।

দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন॥

তবে ভট্ট মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।

মহাপ্রভু দুই ভাই তাহারে মিলাইল॥

দুই ভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।

ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতিদীন হৈয়া॥

ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।

অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥

ভট্ট বিস্ময় হৈল প্রভু হর্ষমন।

ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥

ইহাঁ নাহি স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতি হীন।

বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥

ইহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি।

ভট্ট কহে প্রভু কিছু ইঙ্গিতভঙ্গী জানি॥

ইহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।

এই দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৮)–

তহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যাম্।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নু রার্য্যা, ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তিঃ যে তে॥

শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।

প্রেমাবেশ হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথা হি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩।১২)–

শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি-দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।

শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

সদ্ভক্তি প্রদীপ্তবহ্নি দ্বারা যাহার হীনজাতি-রূপ পাপরাশি দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং যে পবিত্র হইয়াছে, বধূগণ তাদৃশ চণ্ডালকেও সম্মানর্হ জ্ঞান করেন, কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও তদ্রূপ শ্লাঘ্য হয় না।

তত্রৈব (৩।১১)–

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।

অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥

প্রাণরহিত দেহের (পুত্তলিকার) জনবিমোহন মণ্ডনের (সজ্জার) ন্যায় ভগবদ্ভক্তিহীনের জাতি, শাস্ত্র (পাণ্ডিত্য), জপ, তপ প্রভৃতি সমস্তই বিফল।

প্রভুর প্রেমবেশ আর স্বভাব শক্তিসার।

সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার॥

স্বগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া।

ভিক্ষা দিতে নিজঘর চলিলা ধাইয়া॥

যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥

হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।

প্রভু দেখি সখার মনে হৈল বড় কাঁপ॥

আস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।

নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥

মহাপ্রভুর ভরে নৌকা ক'রে টলমল।

ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥

যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।

দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সংবরণ॥

দেশ পাত্র দেখি মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈলা।

আউলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা॥

ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে মধ্যাহ্ন করাইয়া।

নিজগৃহে আনিল প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া॥

আনন্দিত হইয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন।

আপনে করিল প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন॥

সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।

নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল॥

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।

ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুকে সস্নেহে যতনে।
রূপগোসাঞির দুই ভাইর করাইল ভোজনে॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল অবশেষ।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ॥
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সংবাহন॥
প্রভু পাঠাইল তারে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিত পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
কৃষ্ণে মতি রহু বলে প্রভুর বচন॥
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তারে কৈল কহ কৃষ্ণের বর্ণন॥
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল।
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নান্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

কেহ কেহ ভবভীত হইয়া শ্রুতিকে (শ্রুত্যনু-মোদিন নিরাকার ব্রহ্মকে), কেহ কেহ স্মৃতিকে (স্মৃত্যনুমোদিত ঈশ্বরকে) ভজনা করেন ; কিন্তু আমি সেই নন্দকে বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে (প্রাঙ্গণে) পরব্রহ্ম বিহার করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
আগে কহ প্রভু বাক্যে উপাধ্যায় কহিল॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম॥

কালিন্দীতটবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে পূর্ণব্রহ্ম গোপ-বধূগণের মনশ্চোররূপে বিরাজ করেন, এ কথা কাহার নিকট বলি ? কেই বা ইহাতে বিশ্বাস করিবে ?

শুনি মহাপ্রভু ইহা প্রেমাবেশ হইলা।
রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈলা॥
প্রভু কহেন কহ তিঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভু দেহ মন আলুইলা॥
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে ইহোঁ কৃষ্ণ করিল নির্দ্ধার॥
প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
শ্যামদেব পরং রূপং কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামভক্তের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
পুরী মাধুপুরী কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পোগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং কহে উপাধ্যায়॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
আদ্য এব পরো রসঃ কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদস্বরে॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
শ্যামদেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

রূপের মধ্যে শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ, পুরীর মধ্যে মধুপুরীই প্রধান, বয়সের মধ্যে কৈশোরবয়সই শ্রেয় এবং রসের মধ্যে আদিরসই শ্রেষ্ঠ।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেম মত্ত হইয়া তিঁহো করেন নর্ত্তন॥
দেখি বল্লভভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই বিপ্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভুদর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হৈল॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভভট্ট তাহা সব করে নিবারণ॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্যে যমুনাতে।

প্রয়াগে চালাব ইহাঁ না দিব রহিতে॥
যার ইচ্ছা প্রয়াগ যাই করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন॥
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া।
প্রয়াগ আইলা ভট্ট গোসাঞি লইয়া॥
লোকভিড়ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে যাইয়া।
রূপগোসাঞিকে শিক্ষা করেন শক্তি সঞ্চারিয়া॥
কৃষ্ণভক্ত ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥
শিবানন্দসেনের পুত্র কবি কর্ণপুর।
রূপের মিলন গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর॥

তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৯।১০।৫)
কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা, লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

কালে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। উহা পুনঃ প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু শ্রীরূপ ও সনাতনগোস্বামিকে করুণামৃত দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৯।৭০)–
যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো,
গেহাধ্যাসাদ্রশ ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥

যিনি প্রিয়তমের গুণে আকৃষ্ট হইয়া রাম-কেলিগ্রামে প্রেমসম্ভাষণ ও গাঢ় আলিঙ্গনকৃপা লাভ করত ভবমোহ হইতে মোক্ষলাভ করিয়া মূর্ত্তিমান্ মধুরসের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রতি প্রয়াগে ভ্রাতা অনুপমসহ সেই শ্রীরূপকে অনুগ্রহ করিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৯।৭৫)–
প্রিয়স্বরূপে দয়তস্বরূপে, প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে, ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

যিনি প্রিয়রূপ, দয়িতরূপ, প্রেমস্বরূপ, সহ-জাভিরূপ, নিজানুরূপ, একরূপ, তাদৃশ রূপগোস্বামীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু নিজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন-প্রেমে নহে সেই দিনে॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে করে চৈতন্যচিন্তন॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলচরণে॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাম্ (১)–
হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহংবিরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

আমি বরাকরূপী অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র হইলেও, চিত্তে যাঁহার প্রেরণায় রসকীর্ত্তনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।

শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।

সূত্ররূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥

পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।

তোমা চাখাইতে তার কহি এক বিন্দু॥

এই ত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবন।

চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥

কেশাগ্র শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি।

তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

তথা হি শ্রুতিব্যাখ্যাধৃত-শ্লোকঃ–

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।

জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

এই জীবাত্মা কেশাগ্রের শতাংশের একাংশবৎ

সূক্ষ্ম এবং সংখ্যাতীত ও চিৎকণস্বরূপ।

তথা পঞ্চদশ্যাম্ (৪৩)–

বালাগ্রশতভাগস্য শতর্ধা কল্পিতস্য চ।

ভাগ্যে জীবঃ স বিজ্ঞেয়ো ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ॥

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের একভাগ বলিয়া অবগত হইবে। পরা শ্রুতি এইরূপ কীর্ত্তন করেন।

তথা শ্রুতৌ–

সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম হইতে অতি সূক্ষ্ম।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।২৬)–

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-

স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুবং নেতরথা।

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তা ভবেৎ,

সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দেবগণ বলিয়াছিলেন, হে নিত্য ! দেহধারী জীব যদি অপরিমেয়, নিত্য ও সর্ব্বগত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা তদীয় শাসনাধীন” এ নিয়মের লোপ হইয়া যায়। পরন্তু ঐরূপ যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে উক্ত নিয়মের লোপ হয় না। অধিকন্তু ঐরূপ

স্বীকার-স্থলে জীবসকল জননধর্ম্মশীল হইয়া স্বীয় স্বভাব ত্যাগ না করিয়াই স্বয়ং আপনার নিয়ামকরূপে গণ্য হয়, ইহাও অসম্ভব। অতএব যাঁহারা “জীব ও ঈশ্বর তুল্য” এই কথা বলেন। তাঁহারা তোমার স্বরূপ জানেন না এবং তাঁহাদের মতও শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।

জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর-ভেদ॥

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।

তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥

দেবনিষ্ঠামধ্যে অর্দ্ধেক বেদ-মুখে মানে।

দেবনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥

ধর্ম্মচারিমধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।

কোটি কর্ম্মনিষ্ঠমধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥

কোটি জ্ঞানীমধ্যে হয় একজন মুক্ত।

কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৪।৩)–

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিস্বপি মহামুনে॥

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিয়াছিলেন, হে মহামুনে। কোটিসংখ্যক মুক্ত সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা ব্যক্তি সুদুর্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।

গুরু কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোহণ।

শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।

বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥

তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।

কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

তাহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।

ইহা মালী সেচে শ্রবণ কীর্ত্তিনাদি জল॥

যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতিমাতা।

উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥

তারে মালী যত্ন করি করে আবরণ।

অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্‌গম॥

কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা।

ভক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥

নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী জীবহিংসন।

লভি প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥

সেচজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়।

স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

প্রথমে উপশাখা করয়ে ছেদন।

তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।

লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥

তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।

সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন॥

এই ত পরমফল পরমপুরুষার্থ।

যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥

তথা হি ললিতমাধবে (৫।২)–

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-

র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরূপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং,

গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি॥

যাবৎ অন্তঃকরণ কৃষ্ণবশীকরণশীল সিদ্ধৌষধি-রূপ প্রেমের আস্বাদন না পায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিমান্ সিদ্ধিসকল, সত্যধর্ম্মজনিত যোগাদি ও মহান্ ব্রহ্মানন্দ ও স্ব স্ব চাক্‌চিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

শুদ্ধ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন।

অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ॥

অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।

আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥

এই শুভভক্তি ইহা হৈতে প্রেম হয়।

পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যলহর্য্যাম্ (১১)–

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।

হৃষীকেন হৃষীকেন-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবন ভক্তি বলিয়া অভিহিত। ঐ সেবার তটস্থলক্ষণ দুই :–সর্ব্বোপাধি হইতে মুক্তভাবে অবস্থান এবং কেবল কৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলভাবে স্থিতি।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৩।৯।২০)–

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।

মনোগতিরবিচ্ছিনা যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥

তথা হি তত্রৈব (১১)–

সালোক্য সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

তথা হি তত্রৈব (১২)–

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।

যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (১৬)–

ভুক্তি মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।

তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

যাবৎ ভক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহাস্বরূপিণী পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সে হৃদয়ে ভক্তি-সুখের উদয় কিরূপে হইবে ?

সাধনভক্তি হৈলে হয় রতির উদয়।

রতি গাঢ় হৈতে তাহে প্রেম নাম কয়॥

প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।

শর্করা সিতা মিছরি উত্তম মিছরি আর॥

এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ী ভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভব॥
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দেখি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর।
মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চ বিভেদ।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম॥
কৃষ্ণভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাববলহর্য্যাম্ (৬৩)–
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যাদি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥

গৌণরস সাতপ্রকার :–হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

হাস্যোদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্ত সনে।
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥
শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্যভক্ত শ্রীদামাদি পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুররসভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা কেবলা ভেদ তার॥
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ॥

ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত দাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে-মধুররসে সঙ্কোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৪।৪৫)–

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসম্বন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥

দেবকী ও বসুদেব উভয়ে বলদেব ও কৃষ্ণকে জগদীশ্বর জানিয়া শঙ্কিত হওয়াতে স্নেহালিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনে হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥

তথা হি শ্রীভাগবদ্গীতায়াম্ (১১।৪৪)–

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং, তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার মহিমা না জানিয়া সখাজ্ঞানে তোমাকে বলপূর্ব্বক হে সখে, হে কৃষ্ণ, হে যাদব ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করিয়াছি, তুমি অপ্রমেয়। আমি তোমার নিকট সেই সকল ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

তথা হি ভাগবতে (১০।৬০।২৩)–

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্হস্তাৎ শ্লথয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লযধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্, রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, দুঃখ, ভয় ও শোকবশতঃ হতজ্ঞান হওয়াতে রুক্মিণীর হস্ত হইতে ব্যজন স্খলিত ও নিপতিত হইল। তাঁহার বুদ্ধিবিবশতানিবন্ধন মূর্চ্ছিত হওয়াতে তদীয় দেহ আলুলায়িতকেশে বায়ুতাড়িতরম্ভা-তরুবৎ ভূপতিত হইল।

কেবলা শুদ্ধপ্রেম ভক্তি ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৩৪)–

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোশৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীরমানমহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, ইন্দ্রাদি নামে বেদে, ব্রহ্ম নামে উপনিষদে, পুরুষ নামে সাংখ্যে, পরামাত্মা নামে যোগশাস্ত্রে এবং ভগবান্ নামে ভক্তিশাস্ত্রে যাহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সেই হরিকে যশোদা পুত্রজ্ঞান করিয়াছিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৯।১২)–

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।

গোপিকোদূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

যশোদা নরদেহধারী ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান্‌কে পুত্রজ্ঞানে প্রাকৃতশিশুর ন্যায় রজ্জু দ্বারা উখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

তথা হি তত্রৈব (১৮।১৪)–

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্॥

ভগবান্ হরি ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন কৃষ্ণকে এবং প্রলম্বাসুর রোহিণীকে পৃষ্ঠে বহন করিয়াছিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৩০।৩৩)–

হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ॥

ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।

ততশ্চান্তর্দ্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

যে সকল গোপিকা কামসাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত গোপী বনোদ্দেশে গিয়া গর্ব্বিত স্বরে কৃষ্ণকে বলিলেন, “আমি চলিতে পারিতেছি না, আমাকে বহন করিয়া তোমার মনোমত স্থানে লইয়া চল।” তখন ভগবান্ বলিলেন, “তবে আমার স্কন্ধোপরি আরোহণ কর।” পরে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে সেই গোপী অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তথা হি তত্রৈব (১০।৩।১৬)–

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ কস্তঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কোন গোপী বলিয়া ছিলেন, হে অচ্যুত ! আমরা পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্বৎসকাশে আগমন করিয়াছি ; তুমি আমাদিগের আগমনাভিপ্রায় জ্ঞাত আছ। তোমার উচ্চ-সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ। হে শঠ ! যে সকল নারী নিশিযোগে স্বয়ং আগতা, তাহাদিগকে কে পরিত্যাগ করে ?

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা।

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীমুখগাথা॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাম্ (২১)–

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্‌বচঃ।

তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥

ভগবান্ বলিয়াছিলেন, আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধিই শম শব্দে অভিহিত। এই শান্তিরতি ভিন্ন ভগবানে একাগ্রতালাভ দুরাশা।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৩৩)–

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দ্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।

তিতিক্ষা দুঃখসংমর্যো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, আমাতে নিষ্ঠাবুদ্ধিই শম শব্দে অভিহিত এবং ইন্দ্রিয়সংযমকে দম, দুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা আর জিহ্বোপস্থের বশীকরণকে ধৃতি কহে।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।

অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।১৭।২৩)

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।

স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

কৃষ্ণনিষ্ঠা কৃষ্ণত্যাগে শান্তের দুই গুণে॥

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।

আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে॥

শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে সমতা-গন্ধহীন।

পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।

পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥

ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।

সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥

শান্তের গুণ দাস্যে তাহে অধিক সেবন।

অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ॥

শান্তের গুণ দাস্যে সেবন সখ্যে দুই হয়।

দাস্যের সংভ্রম গৌরব সেবা সখ্য বিশ্বময়॥

কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ।

কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥

বিশ্রম্ভ প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রমহীন।

অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিহ্ন॥

মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরব সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার॥
আপনাকে পালক জ্ঞানে কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
যে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানিগণে॥
তথা হি পদ্মপুরাণে–
ইতীদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে, স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেশ্চ ভক্তৈর্জিতত্বং, পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে॥

হে ভগবান্ ! সেই প্রকার লীলাপ্রচার দ্বারা তুমি স্বদীয় সুখস্বরূপে মগ্ন গোপিকাগণকে রসপ্রদানে উন্মত্ত করিতেছ, আবার ত্বদীয় ঐশ্বর্য্যা-ভিজ্ঞ ঐ সমস্ত ভক্তের প্রেমে নিজেই পরাভূত হইতেছ, সুতরাং আমি শত শতবার তোমাকে বন্দনা করি।

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এই দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
এইমত মধুর সব ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন॥

প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করিল নিবেদন॥
আজ্ঞা হয় আইস মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ তরঙ্গে॥
প্রভু কহে তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন।
নিকট আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা॥
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি॥
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু পাইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা॥
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা॥
নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল॥
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি।
এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি॥
প্রভু জানেন দিন পাঁচ সাত যে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব॥
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিলা অঙ্গীকারে।

বাসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘরে॥
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা॥
মহাপ্রভু আইল শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন॥
শ্রীরূপ উপরে প্রভুর যত কৃপা হৈল।
অনন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূ-
পানুগ্রহো নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেহনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোহপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ॥

যাহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্ররচনায় সমর্থ হয়, আমি সেই অনন্ত ও অদ্ভুতৈশ্বর্য্যবান্ চৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপগোস্বামীর পত্রী আইল হেনকালে॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহা ভাগ্যবান্।

কেতাব কোরাণ-শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥

এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া।

সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞিঃ॥

পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।

তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥

পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।

পূণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥

তবে সেই যবন কহে শুন মহাশয়।

তোমারে ছাড়ি যে কিন্তু করি রাজভয়॥

সনাতন কহে তুমি না কর রাজভয়।

দক্ষিণ গিয়াছে যদি নেইটি আইসয়॥

তাহাকে কহিও সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।

গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল॥

অনেক দেখিল তার লাগ না পাইল।

দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল॥

কিছু ভয় নাহি এ দেশে না রব।

দরবেশ হঞা আমি মক্কায়ে যাইব॥

তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিল।

সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল॥

লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।

রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া॥

গড়িদ্বার পথ ছাড়িল নারে তাঁহা যাইতে।

রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে॥

তথা এক ভূমিক হয় তাঁর ঠাঞি গেলা।

পর্ব্বত পার কর আমা মিনতি করিলা॥

সেই ভূঁয়ার সঙ্গে হয় হাতগণিতা।

ভূঞা-কানে কহে সেই জানি এক কথা॥

ইহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্টমোহর হয়।

শুনি আনন্দিত ভূঁয়া সনাতনে কয়॥

রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া॥
এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান॥
দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল।
এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়॥
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসনা।
সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞা কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া॥
এই সুবর্ণ সাত মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার॥
রাজবন্দী আমি গড়িদ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি॥
ভূঞা হাসি কহে সব জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে॥
তোমা মারি মোহর লইতাম আজি রাতে।
ভাল হৈল কহিলে ছুটিলে পাপ হৈতে॥
সন্তুষ্ট হইলাম আমি মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব॥
গোসাঞি কহে কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি॥
তবে গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিল ঈশানে।

জানি শেষদ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে॥
ঈশান কহে এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একেলা।
হাতে করোয়া ছিঁড়া কান্থা নির্ভয় হইলা॥
চলি চলি গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা উদ্যান-ভিতরে॥
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত তাহার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি করে রাজকাম॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাতসার স্থানে॥
টুঙ্গীর উপর বসি সেই গোসাঞিকে দেখিল।
রাত্রে একজন সঙ্গে গোসাঞি পাশ আইল॥
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বিন্ধন-মোক্ষণ-কথা গোসাঞি কহিল॥
তিঁহো কহে দিন দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র-বেশ কর ছাড় এই মলিনবসনে॥
গোসাঞি কহে এতক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গাপার করি দেহ এখনি চলিব॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কত দিনে।
শানি আনন্দিত হৈল প্রভুর আগমনে॥
চন্দ্রশেখর ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা॥
দ্বারে এক বৈষ্ণব হয় বোলাহ তাহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় করি প্রভু তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে এক দরবেশ আছে দ্বারে।
তাঁরে আন প্রভু-বাক্যে কহিল আসি তাঁরে॥

প্রভু তোমার বেলায় আইস দরবেশ।
শুনি আনন্দে সনাতন করিল প্রবেশ॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ গদগদ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখর হৈল চমৎকার॥
তবে প্রভু তার হাত ধরি লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপর আপন পাশে বসাইলা॥
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে মোরে প্রভু না কর স্পর্শন॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শ আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৩।৮)–
ভবদ্‌বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥
তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১০।৯১)–
ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো হ্যহম্॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৯)–
বিপ্রাদ্দিষড়্‌ গুণধুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি সকলং ন তু ভূরিমানঃ॥

নৃসিংহকে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, যাহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন, সকলই ভগবানে অর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালও ভগবচ্চরণারবিন্দবিমুখ দ্বাদশ গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেন না, সেই চণ্ডাল নিজ বংশ পবিত্র করে, কিন্তু উক্ত অহঙ্কারী বিপ্র আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্বেন্দ্রিয়ফল এই শাস্ত্রনিরূপণ॥
তথা হি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৯।৩।২)–
অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি, তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ,

জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি, সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

সংসারে ভাগবতগণের সাক্ষাৎলাভ দুর্ল্লভ ; কেন না, তৎসদৃশ ভক্তদর্শনই নেত্রের ফল, তাঁহাদের গাত্রসঙ্গই দেহধারণের ফল এবং তাঁহাদের গুণবর্ণনার জিহ্বার ফল।

এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার।
সনাতন কহে কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ আমি তাহা জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি॥
কেমনে ছুটিল বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল॥
প্রভু কহে তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ অনুপম দোঁহে বৃন্দাবন গেলা॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে॥
তপনমিশ্র তারে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে ক্ষৌর করাহ যাহ সনাতন॥
চন্দ্রশেখরে প্রভু কহে বোলাইয়া।
এই বেশ দূর কর যাহ ইহা লৈঞা॥
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নতুন বস্ত্র দিল॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার॥
মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতন লঞা গেল তপনমিশ্রঘরে॥
পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ মিশ্রেরে কহিলা॥
মিশ্র কহে সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর প্রসাদ তারে দিব পাছে॥

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা॥
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো করে নিবেদন॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিল।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস কৌপীন করিল॥
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলিলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণে॥
সনাতন তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে॥
সনাতন কহে আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোট কম্বল পানে প্রভু চাহে বার বার॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিল উপায়॥
এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া দিয়াছে কন্থা ধুঞা শুকাইতে॥
তারে কহে আরে ভাই কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ মোরে॥
সেই কহে হাস্য কর প্রামাণিক হঞা।
বহুমূল্য ভোট দিবে কেনে কাঁথা লঞা॥
তিঁহো কহে হাস্য নহে কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ তুমি দেহ মোরে কাঁথাখানি॥
এত বলি কাঁথা লইল ভোট তারে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইল কাঁথা গলে দিয়া॥
প্রভু কহে তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল।

প্রভু-পদে সব কথা গোসাঞি কহিল॥

প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার।

বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥

সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।

রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥

তিন মূদ্রার ভোট গায় মাধুকরি গ্রাস।

ধর্ম্মহানি হয় লোক করে উপহাস॥

গোসাঞি বলে যে খণ্ডিল কুবিষয়ভোগ।

তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয়রোগ॥

প্রসন্ন হইয়া প্রভু তারে কৃপা কৈলা।

তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তার শক্তি হৈলা॥

পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশ প্রশ্ন কৈলা।

তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিলা॥

ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।

আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব নিরূপণ॥

তথা হি–

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।

তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥

সেই ঈশ্বর কৃপা করিয়া সনাতনকে কৃষ্ণস্বরূপ, তত্ত্ব, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব, ভক্তি ও রসতত্ত্ব এই সমস্ত তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।

দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥

নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম।

কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম॥

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।

গ্রাম্য ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥

কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।

আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥

কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়।

ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥

সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।

কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত আপনি॥

প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।

সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়॥

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।

জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥

তথা হি–

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্বেষামভীপ্সিতম্॥

যে সমস্ত সাধুর ভগবদারাধনারূপ সদ্ধর্ম্মের বিমল ভজনার্জ্জনবিষয়ে অধ্যবসায়সম্পন্ন মতি জন্মে, তাঁহাদিগের অভিলষিতার্থ অচিরেই সিদ্ধ হয়।

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।

ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়া তোমাতে॥

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি-জালাচয়।

স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥

তথা বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৫০)

একদেশস্তিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

একস্থানস্থ বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন অধিক-দূরস্থানব্যাপিনী হয়, সেইরূপ পরমব্রহ্মের শক্তিও এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।

চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥

তথা হি তত্রৈব (৬।৭।৬০)–

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

তত্রৈব (১।২)–

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।

যততো ব্রহ্মণস্তাস্তু স্বর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।

হে শ্রেষ্ঠ ! নিখিলদ্রব্যের শক্তিই অচিন্ত্যনীয় ঐশজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। দহনশীল লৌহ যেমন বহ্নির উষ্ণতাশক্তি লাভ করে, তদ্রূপ সেই অচিন্ত্য জ্ঞান হইতে ব্রহ্মাদিরও স্বতঃসিদ্ধ সৃষ্টিশক্তিলাভ হইয়াছে।

তত্রৈব (৬।৭।৬)–

যা যা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।

সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥

তয়া তিরোহিতত্বাশ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।

সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

তথা হি ভগবদ্গীতায়াম্। (৭।৫)–

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্।

জীরভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুখ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৫)

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বির্পয্যয়ঃ স্মতিঃ।

তন্ময়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্তৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

কোন কবি জনকরাজাকে বলিয়াছিলেন, ঐশী মায়া নিবন্ধন ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তির স্বস্বরূপের অস্মরণ ও দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মিয়া "ঈশ্বর হইতে আমি স্বতন্ত্র" এই জ্ঞান হেতু ভয়সঞ্চার হয়, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুরূপদেবতাতে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক একান্তভক্তিযোগে ঈশ্বরের ভজনা করিবেন।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

যথা হি শ্রীভগদ্গীতায়াম্ (৭।১৪)–

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তি তে॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, মদীয় দৈবী মায়া গুণময়ী ও দুরত্যয়া। যে সকল ব্যক্তি আমাকে শুদ্ধভক্তিযোগে উপাসনা করে, তাহারা মদীয় ঐ মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতিজ্ঞান।

জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥

শাস্ত্র গুরু আত্মা-রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদ-শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তিপ্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যসেবা-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণ রস-আস্বাদন॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেন একা দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন।
তোরে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ।
ঐছে বেদ-পুরাণে জীবে কৃষ্ণ উপদেশ॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বজ্ঞের উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে জ্ঞানে ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তার প্রাপ্তির উপায়॥
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে।
ভীমরুল বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে॥
পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজাগরে।
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম-জ্ঞানযোগে ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২০)

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং যোগ উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

তথা হি তত্রৈব (১১।১৪।২০)–

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয় আত্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার প্রতি নিষ্ঠাভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।

অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়।

সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥

তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।

প্রেমে কৃষ্ণস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥

দারিদ্রনাশ ভবক্ষয় প্রেমের ফল নয়।

ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।

কৃষ্ণে কৃষ্ণভক্তি প্রেমে তিন মহাধন॥

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।

তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাম্ (৫৯)–

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণগমা-

স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-

ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

চরাচর জগতের মোহার্থ বিবিধ পুরাণ ও আগমসমূহ বিরচিত হইয়াছে, তন্নিরূপিত দেবগণও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন ; কিন্তু নিখিল শাস্ত্র বিচার করত মীমাংসা করিলে কেবলমাত্র বিষ্ণুই ভগবান্ বলিয়া নিশ্চিত হন।

গৌণ মুখ্যবৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২১।৪০)–

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্য হৃদয়ং লোকে নাদ্যো মদ্‌বেদ কশ্চন॥

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডে কি বিধান আছে ? জ্ঞানকাণ্ড কাহাকে অবলম্বন করত বিকল্প (তর্ক) করে ? শ্রুতির হৃদয় (তাৎপর্য্য) কি ? আমি ভিন্ন এই সমস্ত আর কেহই জানে না।

তত্রৈব (৪১)–

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।

এত্যবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদান।

মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥

শ্রুতিসমূহ যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধি প্রদান করে, দেবরূপে আমাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আমাকেই আশ্রয় পূর্ব্বক বিতর্ক করে, ইহাই নিখিল বেদের অর্থ। বেদসমূহ প্রথমতঃ আমাকে পরমাত্মরূপে আশ্রয় করত তৎপরে ভেদাত্মিকা মায়াকে দেখাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাখান পূর্ব্বক নিবৃত্তব্যাপার হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।

চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর॥

বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি-কার্য্য হয়।

স্বরূপশক্তি শক্তি-কার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়॥

তত্রৈব (১০।১)–

দশমে দশমং লক্ষ্যামাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সর্ব্বাদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।

চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৪।১)–

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর পূর্ণ নিত্যধাম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)–

এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম আত্ম ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)–

বদন্তি তত্তত্ত্বর্বিদস্তং বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম অঙ্গ কান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।

সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৬)–

যস্য প্রভাপ্রভবতো জলদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।

আত্মার আত্মা হয় কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৫২)–

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মনমখিলাত্মনাম্।

জগদ্ধিতায় সোঽপাত্র দেহীবাভাতি, মায়য়া॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্ ! এই কৃষ্ণকে নিখিলশরীরধারীর আত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে। তিনি জগতের হিতার্থ মায়া-শক্তি দ্বারা শরীরবৎ প্রকাশিত হইতেছেন।

তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)–

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।

বিষ্টভ্যাহিমদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।

একই বিগ্রহে তাঁর অনঙ্গ স্বরূপ॥

স্বয়ং রূপ তদেকাত্মরূপাবেশ নাম।

প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্॥

স্বয়ং রূপে স্বয়ং প্রকাশ দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।

স্বয়ং রূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥

প্রভাবে বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।

এক বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে॥

মহিষীবিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
প্রভাব বিলাস এই শাস্ত্র পর সিদ্ধি॥
সৌভর্য্যাদি প্রায় এই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হইতে নারদের বিস্ময় না হয়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৬৯।২)–
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥
সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের ন্যহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার বর্ণ অস্ত্রভেদ নামবিভেদ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪০।৭)–
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্তাং বৈ বহুর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥

যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া অক্রূর বলিয়াছিলেন, যথাবিধিবোধিত নিয়মে দীক্ষিত ও বিমলমনা হইয়া যাহারা ত্বদীয় স্বরূপ-চিন্তনে নিমগ্ন হয়, নারায়ণরূপ একমূর্ত্তি হইলেও বাসুদেবাদি বিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত ত্বদীয় কোন এক মূর্ত্তিচিন্তন দ্বারা তাহারা তোমারই ভজনা করে।

বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণে শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব-প্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যেকালে দ্বিভুজ নাম বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রভাব বিলাস॥
স্বয়ং রূপের গোপবেশ গোপ অভিমান।
বাসুদেব ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্য বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহা অধিক উল্লাস॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজায় লোভ॥

তথা হি ললিতমাধবে (৪।১০)–

উদগীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমলস্যাভীরলীলস্য মে,

দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।

চেতং কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং,

যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূস্বারূপ্যমন্বিচ্ছতি॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, হে সখে। এই চারণ (গন্ধর্ব্ব নর্ত্তক) মদীয় দ্বিতীয় রূপ (দ্বিভুজ মূরলীধারী রূপ) অভিনয় করত চমৎকার-রূপে আমাকে বিমোহিত করিতেছ। অহো ! ঐ রূপের কেমন মাধুর্য্যগন্ধ সমুদ্গাত হইতেছে। উহা গোপশিশুগণের সহিত কেমন ক্রীড়া করিতেছে। এই নটের অভিনয়মাধুরী দর্শনে মদীয় চিত্ত কেলিকুতূহলে চপল হইয়া ব্রজনারীগণকে লাভ করিতে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।

মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্ব-নৃত্যদরশন।

পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্রবিলোকনে॥

তথা হি ললিতমাধবে (৮।২৮)–

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,

স্ফূরতি মম গরীয়ানেষু মাধুর্য্যপূরঃ।

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষা যং লুব্ধচেতাঃ,

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।

ভাবাবেশাকৃতি-ভেদ তদেকাত্ম নাম তার॥

তদেকাত্মরূপের বিলাস স্বাংশ দুই ভেদ।

বিলাস স্বাংশের ভেদ বিবিধ বিভেদ॥

প্রভুর বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধাকার।

বিলাসের বিলাসভেদে অনন্ত প্রকার॥

প্রাভব-বিলাস বাসুদেব সঙ্কর্ষণ।

প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ মুখ্য চারিজন॥

ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয়ভাজন।

বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে বিলাস তার নাম॥

বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে।

একমূর্ত্তে বলদেবভাব ভেদে ভাসে॥

আদি চতুর্ব্ব্যূহ কেহ নাহি ইহার সম।

অনন্ত চতুর্ব্ব্যূহগণের প্রাকট্য কারণ॥

কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব প্রভাব-বিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইহার বাস॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদ নামভেদ বৈভব বিলাস॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্ব্যূহ হৈলা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোমমধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে॥
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্ব্যূহ পরকাশে।
আবরণরূপে চারিদিকে যায় বাসে॥
চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যথা হৈতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি॥
চক্রাদি ধারণ ভেদ নামভেদ সব।
বাসুদেবমূর্ত্তি কেশব নারায়ণ মাধব॥
সঙ্কর্ষণমূর্ত্তি গোবিন্দ বিষ্ণু শ্রীমধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি ত্রিবিক্রম বামন শ্রীধর।
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি হৃষীকেশ পদ্মনাভ দামোদর॥
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বারো জন।
মার্গশীর্ষে কেশব পৌষে নারায়ণ॥
মাঘের দেবতা মাধব গোবিন্দ ফাগুনে।
চৈত্রে বিষ্ণু বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে॥
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম আষাঢ়ে বামন দেবেশ।
শ্রাবণে শ্রীধর ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ॥
আশ্বিনে পদ্মনাভ কার্ত্তিকে দামোদর।
রাধা-দামোদর আর রাজেন্দ্র-কোঙর॥
দ্বাদশ তিলক মন্ত্র দ্বাদশ তাঁর নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান॥
এই চারি জনের বিলাস অষ্ট জন।
তা সবার নাম কহি শুন সনাতন॥
পুরুষোত্তম অচ্যুত নৃসিংহ জনার্দ্দন।

হরি কৃষ্ণ অধোক্ষজ উপেন্দ্র অষ্ট জন॥

বাসুদেবের বিলাস অধোক্ষজ পুরুষোত্তম।

সঙ্কর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র অচ্যুত দুই জন॥

প্রদ্যুম্নের বিলাস নৃসিংহ জনার্দ্দন।

অনিরুদ্ধের বিলাস হরি কৃষ্ণ দুই জন॥

এই চল্লিশ মূর্ত্তি প্রাভব-বিলাস-প্রধান।

অস্ত্রধারণভেদ ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥

ইহার মধ্যে যাহার হয় আকার বেশ ভেদ।

সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ॥

পদ্মনাভ ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন।

হরি কৃষ্ণ আদি হয় আকারে বিলক্ষণ॥

কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাদি চারি জন।

সেই চারিজনার বিলাস বিংশতি গণন॥

ইহার সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোম ধামে।

পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে॥

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।

তথাপি ব্রহ্মাণ্ডের কারো কাঁহা সন্নিধান॥

পরব্যোমধামে নারায়ণের নিত্যস্থিতি।

পরব্যোম উপরি কৃষ্ণ-লোকের বিভূতি॥

এক কৃষ্ণলোক হয় বিবিধ প্রকার।

গোকূলাখ্য মথুরাখ্য দ্বারকাখ্য আর॥

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।

নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম॥

প্রয়াগে মাধব মন্দারে শ্রীমধুসূদন।

আনন্দারণ্যে বাসুদেব পদ্মনাভ জনার্দ্দন॥

বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে হরি মায়াপুরে।

ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥

এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবার প্রকাশ।

সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাহার বিলাস॥

সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে॥
ইহার মধ্যে করে অবতারে গণন।
যৈছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম নৃসিংহ বামন॥
অস্ত্র-ধারণ-ভেদ নামভেদের কারণ।
চক্রাদিধারণ-ভেদ শুন সনাতন॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্রধারণের গণনার অন্ত॥
সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশমূর্ত্তি গণন।
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ॥
বাসুদেব গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ধর।
সঙ্কর্ষণ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-কর॥
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
অনিরুদ্ধ-চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্ম-কর॥
পরব্যোম বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তার মত কহি সেই সব অস্ত্রকর॥
শ্রীকেশব পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর।
নারায়ণ শঙ্খ-পদ্ম-গদাচক্র-ধর॥
শ্রীমাধব গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-কর।
শ্রীগোবিন্দ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ-ধর॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-কর।
মধুসূদন শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদা-ধর॥
ত্রিবিক্রম পদ্ম-গদা-চক্র-শঙ্খ-কর।
শ্রীমাধব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর॥
শ্রীধর পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খ-কর।
হৃষীকেশ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-ধর॥
পদ্মনাভ শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর।
দামোদর পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর॥
পুরুষোত্তম চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদা-কর।

অচ্যুত গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-ধর॥

নৃসিংহ চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খ-ধর।

গদাধর শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদা-কর॥

শ্রীহরি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কর।

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ-শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম-কর॥

অধোক্ষজ গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-কর।

উপেন্দ্র শঙ্খ-গদা-পদ্ম-চক্র-ধর॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন।

তার মতে কহি এবে চক্রাদিধারণ॥

কেশবভেদ পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্র-ধর।

মাধবভেদ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খ কর॥

নারায়ণভেদ নানা অস্ত্রভেদধর।

ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্র-কর॥

স্বয়ং ভগবান আর লীলা পুরুষোত্তম।

এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

পুরীর আবরণ নাম পুরীর সব দেশে।

নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে॥

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–

চত্বারো খাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।

হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ॥

বাসুদেবাদি চারি অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা এই নরমূর্ত্তি পরমেশ্বরের নবব্যূহরূপ পদবিভূতি বলিয়া অভিহিত।

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ।

স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন॥

সঙ্কর্ষণ মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার।

পুরুষাবতার এক লীলাবতার আর॥

গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর।

যুগাবতার আর শক্ত্যবেশাবতার॥

বাল্য পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।

এত রূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন।

শাখা-চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৬)–

অবতারা হ্যস্যংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

যথাবিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

শৌনকাদির প্রতি কহিয়াছিলেন, যেরূপ উপক্ষয়হীন সমুদ্র হইতে সহস্র সহস্রসংখ্য ক্ষুদ্র সলিলপ্রবাহ বহির্গত হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি ঈশ্বর হইতেও অগণনীয় অবতার হইয়াছে।

প্রথমেই হয় কৃষ্ণ পুরুষাবতার।

সেই ত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে–

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যানথো বিদুঃ

একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

অনন্ত শক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।

ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তি জ্ঞানশক্তি নাম॥

শক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।

জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা॥

ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।

তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চবচন॥

ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।

গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥

যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি বিলাস।

তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৪।২)–

সহস্রপত্রং কমলং গোকূলাখ্যং মহৎ পদম্।

তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্॥

গোকুলাখ্য ধামই সেই ভগবানের বসতিস্থান।

ঐ স্থান সহস্রদলপদ্মের তুল্য এবং মহত্তত্ত্বাদির অধিষ্ঠানস্থল অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ঐ পদ্মের কর্ণিকায় অসীম ব্রহ্মাণ্ডের জীবন অন্তর্নিহিত আছে।

মায়া দ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।

জড়রূপ প্রাকৃত নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥

জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।

তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে॥

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।

লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে হয় দাহশক্তি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৬।২২)–

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী, বামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য, জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥

উদ্ধব নন্দকে বলিয়াছিলেন, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই বিশ্বের নিমিত্তোপাদকারণ। ইঁহারা উভয়ে ভূতসমূহে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নানারূপ ভেদজ্ঞানের নিয়ন্তা হইয়াছেন। ইঁহারাই পুরাণপুরুষ।

সৃষ্টি হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চাবতারে।

সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥

মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান।

বিশ্বে অবতরি ধরি অবতার নাম॥

মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।

পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।৫)–

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবন্মহদাদিভিঃ।

সংভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২৬।৪০।১)–

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য, কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি, বিরাট্ স্বরাট স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।

কারণাব্ধিশায়ী নাম জগত-কারণ॥

কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।

বিরজার পারে পরব্যোম নাহি গতি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।১০)–

প্রবর্ত্ততে যত্র রসস্তমস্তয়োঃ, সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।

ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, সেই বৈকুণ্ঠে রজোগুণের অথবা তমোগুণের প্রভাব লক্ষিত হয় না এবং ঐ গুণদ্বয়সংযুক্ত সত্ত্বগুণ সেখানে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ নহে ; তথায় কালকৃত বিনাশ বা মায়ার প্রবেশ নাই। লোভ ও মোহাদি উপদ্রব তথা হইতে দূরে প্রস্থান করে। তথায় দেবদানবার্চ্চিত ভগবানের পারিষদেরা সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিতেছেন।

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান।

মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান॥

সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।

প্রকৃতি ক্ষোভিত কার বীর্য্যের আধান॥

স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।

জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৬।১৮)–

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

আধত্ত বীর্য্যং সাসৃত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম॥

কপিল দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন, কালবশে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরমপুরুষ সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তিস্থলে নিজ জীবরূপে চৈতন্যবীজ আধান করিয়া থাকেন, তৎকালে সেই প্রকৃতি বৈচত্র্যময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করিয়া থাকে।

তথা হি তত্রৈব (৩।৫।২৬)–

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমধত্ত বীর্য্যবান্॥

মৈত্রেয় বিদুরকে বলিয়াছিলেন, কালবৃত্তি (কালশক্তি) সংযোগে চিচ্ছক্তিযুক্ত বীর্য্যবান অধোক্ষজ স্বীয় অংশরূপ পুরুষ দ্বারা ক্ষুভিতগুণা প্রকৃতিতে চৈতন্যময় জীবশক্তি আধান করেন।

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।

যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার॥

সর্ব্বতত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন॥

এই মহৎ স্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম॥

গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আয় আয়।

পুরুষ নিশ্বাস সব ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়॥

পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তরে।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়া-পারে॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৪)–
যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথঃ।
বিষ্ণুর্মহান স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইহো অন্তর্য্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী॥
এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব॥
সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিঞা।
এৈকেকমূর্ত্তে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হইঞা॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্য॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তিঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন॥
বিষ্ণুরূপ হৈঞা করে জগত পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি গুণ সনে॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ-সংহার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার॥
হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী।
সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যারে গাই॥

এই দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।

মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার॥

তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণ-অবতার।

দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার॥

বিরাট ব্যষ্টিজীবের তিঁহো অন্তর্য্যামী।

ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী॥

পুরুষাবতারে এই কহিল নিরূপণ।

লীলাবতারের এবে শুন সনাতন॥

লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।

প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥

মৎস্য কূর্ম্ম রঘুনাথ নৃসিংহ বামন।

বরাহাদি লেখা যায় না পায় গণন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৩৪)–

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।

ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ, ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনাং তে॥

দেবগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে প্রভো ! আপনি কালে মীন, অশ্ব, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও সুরদেহে অবতার গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যে প্রকার রক্ষা করিয়াছেন, অধুনাও ধরাভার অপনোদন পূর্ব্বক তদ্রূপ রক্ষা করুন্। হে যদূত্তম ! আমরা আপনাকে বন্দনা করি।

লীলাবতারে কৈল দিগ্‌দরশন।

গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ-অবতার।

ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্টাদি ব্যবহার॥

ভক্তিমিশ্র কৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।

রজোগুণে বিভাসিত করি তার মন॥

গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি।

ব্যষ্টিসৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপ ধরি॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫০)–

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ,

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।

ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যেমন সূর্য্যতেজের কিয়দংশমাত্র প্রাপ্ত হইলে তদধিকারস্থিত সূর্য্যকান্তমণিসমূহ দীপ্তিশীল হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডবিধাতা ব্রহ্মাদির সৃষ্টি বিষয়ে যিনি স্বীয় অল্পমাত্র শক্তি প্রযোজিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।

আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।২৬)–

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-

মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্।

ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ,

শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব॥

নিজাংশ কলায় যে কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।

সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥

মায়া-সঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।

জীবতত্ত্ব হয় নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥

দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।

দুগ্ধান্তরে বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫১)–

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,

সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতুঃ।

যং শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যৎ,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

গো-ক্ষীর যেমন বিকারযোগে দধিরূপে পরিণত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে অন্য কোন কারণ নাই, সেইরূপ যিনি সৃষ্টিক্রিয়াতে শম্ভুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

শিব মহাশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ।

মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।২০)–

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, বৈকারিক তৈজস ও তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কারদ্বারা সংবৃত এবং সদা মায়াশক্তিবিশিষ্ট তত্ত্বই শিব।

তথা হি তত্রৈব (৮৮।৪)–

হরির্হি নির্গুণং সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥

হরিই সাক্ষাৎ নির্গুণপুরুষ, তিনি সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সাক্ষিরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং সকলের উপদেষ্টা, সুতরাং তিনি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার উপাসনা করিলেই গুণাতীত (মায়াতীত) হওয়া যায়।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।

সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে গুণ মায়াপার॥

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণ সম প্রায়।

কৃষ্ণ অংশী তিঁহো অংশ বেদে হেন গায়॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫২)–

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য, দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যেমন দীপাগ্নি বর্ত্তিকান্তর প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিবিস্তার পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রদীপবৎ সমানধর্ম্মা হয়, সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।

পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৩০)–

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেন পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, আমি (ব্রহ্মা) তদীয় আদেশেই বিশ্বসৃষ্টি করি, মহেশ্বর তদ্বশ হইয়া বিশ্ব সংহার করেন। সেই পরমাত্মা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজে বিষ্ণুরূপে উহার রক্ষা করিতেছেন।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন।

অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ॥

ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।

চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর॥

এ চৌদ্দ একদিনে মাসে চারি শত বিশ।

ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ॥

শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার।

পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ সহস্র মন্বন্তরাবতার॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।

মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥

মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।

এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত॥

স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ স্বারোচিষে বিভু নাম।

উত্তমে সত্যসেন তামসে হরি অভিধান॥

রৈবতে বৈকুণ্ঠ চাক্ষুসে অজিত বৈবস্বতে বামন।

সাবর্ণে সার্ব্বভৌম দক্ষসাবর্ণে ঋষভ গণন॥

ব্রহ্মসাবর্ণে বিশ্বক্‌সেন ধর্ম্মসেতু ধর্ম্মসাবর্ণে।

রুদ্রসাবর্ণে সুধামা যোগেশ্বর দেবসাবর্ণে॥

ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান।

এই চৌদ্দ মন্বন্তর চৌদ্দ অবতার নাম॥

যুগাবতার এবে শুন সনাতন।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের বর্ণন॥

শুক্ল কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।

চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৯)–

আসন বর্ণা ত্রয়ো হাস্য গৃহ্লতোহনুযুগং তনুঃ।

শুক্লে রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম্ম করয়ে শুক্লামূর্ত্তি ধরি।

কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি॥

কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।

ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি॥

কৃষ্ণপাদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।

কৃষ্ণবর্ণে করায় লোক কৃষ্ণার্চ্চনকর্ম্ম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৫)–

দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।

শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ সক্ষণৈরূপলক্ষিতঃ॥

তথা হি তত্রৈব (১১।৫।২৭)–

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥

করভাজন জনক রাজর্ষিকে বলিয়াছিলেন, তুমি বাসুদেব, তোমাকে নমস্কার ; তুমি সঙ্কর্ষণ, তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবান্ ! তুমি প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ; তোমাকে নমস্কার করি।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।

কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম॥

পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।

প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ॥

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।

প্রেমে লোক নাচে গায় করে সংকীর্ত্তন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৯)–

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্য্যদম্।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্য্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

আর তিন যুগাদিতে যেই ফল হয়।

কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৬।৪৩)–

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, রাজন্ ! দোষসাগরস্বরূপ কলিযুগের এই একটি মহৎ গুণ যে, হরিনামসংকীর্ত্তন করিলেই মানব মুক্তবন্ধ হইয়া পরমধামে গমন করে। সত্যযুগে বিষ্ণুধ্যান দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, কলিকালে কেবলমাত্র হরিনামসংকীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল হইয়া থাকে।

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৩।১৭)–

ধ্যায়ন কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।

যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যে ধ্যান্ দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা, সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৩)–

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।

তত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বার্থলাভ হয় জানিয়া, গুণবেত্তা সারগ্রাহী সাধুরা ঐ যুগের প্রশংসা করেন।

পূর্ব্বে লিখে যবে গুণাবতারগণ।

অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন॥

চারি যুগাবতারে এই ত গণন।

শুনি ভঙ্গি করি তাঁরে পুছে সনাতন॥

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি।

প্রভুর কৃপাতে পুছেন অসঙ্কোচ মতি॥

অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাকার।

কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥

প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।

কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥

সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য শাস্ত্র প্রমাণ।

আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা জ্ঞান॥

অবতার নাহি করে আমি অবতার।

মুনি সব জানি কহে লক্ষণ বিচার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১০।৩০)–

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ

তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥

যমলার্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, দেহিগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়াও যিনি দৈহিকধর্ম্মশূন্য, সেই ভগবানের অবতারসমূহ দেহিগণের পক্ষে অসম্ভব, অনির্ব্বাচ্য, অদ্ভুত ও অতুল্যবীর্য্য পরাক্রম দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

স্বরূপলক্ষণ আর তটস্থলক্ষণ।

এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥

আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ স্বরূপলক্ষণ।

কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।

পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১)–
জন্মাদাস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তে তে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ॥
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥
এই শ্লোকে পরশব্দে কৃষ্ণনিরূপণ।
সত্যশব্দে কহে তাহে স্বরূপ লক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্টাদিক কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য তার তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥
অবতারকালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কে না জানে ঈশ্বর॥
সনাতন কহে যাতে ঈশ্বর-লক্ষ্মণ।
পীতবর্ণ কার্য্য প্রেমদান সংকীর্ত্তন॥
কলিকালে সেই কৃপাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
প্রভু কহে চাতুরালী ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন॥
শক্ত্যাবেশ দুই রূপে গৌণ মুখ্য দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার আভাস বিভূতি লিখি॥
সনকাদি নারদ পৃথু পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি নারদে শক্তিভক্তি।

ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি অনন্তে ভূধারণশক্তি॥
শেষে স্ব-সেবনশক্তি পৃথুকে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ॥
তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
আবেশপ্রকরণে (৪)–
জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টা জনার্দ্দনঃ।
তয়াবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ॥

ভগবান্ যে-সমস্ত জীবে জ্ঞানাদি শক্তি প্রকাশ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ প্রকাশ নিবন্ধন ঐ সমস্ত মহোত্তম জীবগণকে আবেশা-বতার বলা যায়।

বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণভক্তিভাবাবেশে॥
তথা হি শ্রীভগবদগীতায়াম্ (১০।৪১)–
যদ্ যদ্‌বিভূতিমং সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে পার্থ ! যে সমস্ত পদার্থ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সম্পত্তিশীল ও বলপ্রভাবাদির আধিক্যসমন্বিত, তৎসমস্তই মদীয় তেজের অংশজাত বিভূতি জানিবে।

তত্রৈব (২)–
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেনে স্থিতো জগৎ॥
এই ত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার॥
কিশোর-শেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে (২৭)
বয়সো বিবিধত্বেঽসি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্॥

বয়োধর্ম্মের (বাল্যপৌগণ্ডাদির) বৈচিত্র বিদ্যমানেও সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় ভগবান্ হরি বৃন্দারণ্যে কৈশোরধর্ম্মী হইয়া নিত্যলীলায় নিযুক্ত আছেন।

পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
শেষ লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস আদি লীলা করে কৈশোর নিত্য স্থিতি॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয়॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোক সবে জানে।
কৃষ্ণলীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রিদিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টি দণ্ড পরমাণ।
তিন সহস্র ছয় শত পল যার নাম॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টি দণ্ড ক্রমোদয়।
সেই একদণ্ড অষ্টদণ্ডে প্রহর কয়॥
এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥
সওয়াশত বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস॥
অলাতচক্র প্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস॥
কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।

তাতে নিত্যলীলা কহে নিগমপুরাণ॥

গোলোকে গোকুলোধাম বিভু কৃষ্ণ সম।

কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম॥

অতএব গোলকস্থানে নিত্য বিহার।

ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার॥

ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম।

পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণতম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে

বিভাবলহর্য্যাম্ (১১০)–

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।

শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈর্নাট্যেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ভগবান কৃষ্ণ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ এই প্রকার শ্রেষ্ঠমধ্যাদি অখিলগুণ দ্বারা ত্রিধা প্রকাশিত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

তথা হি তত্রৈব (১১১)–

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।

অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণে হল্পদড়কঃ॥

পূর্ণতর শব্দে সর্ব্বগুণ প্রকাশকে এবং পূর্ণ শব্দে অল্পগুণপ্রকাশকে বুঝায় ; সুতরাং সর্ব্বগুণপ্রকাশক বলিয়া সুধীগণ তাঁহাকে পূর্ণতম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

তথাতত্রৈব (১।১২)–

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।

পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥

গোকুলাখ্য পদেই কৃষ্ণের পূর্ণতমতা প্রকাশিত। তদীয় পূর্ণতা ও পূর্ণতরতা মথুরাদ্বারকাদি স্থানে প্রকটিত।

এই কৃষ্ণ রজে পূর্ণতম ভগবান্।

আর সমস্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণনাম॥

সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপবিচার।

অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥

অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।

শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥

ইহা যেন শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।

কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে তত্ত্বরূপ-

শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।

শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম॥

গতিহীন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, নিঃসম্বল-গণের উপায়স্বরূপ চৈতন্যদেবকে নমস্কার করিয়া তদীয় মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যকণা লিখিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে।

পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠে নাহিক গণনে॥

শত সহস্রাযুত লক্ষকোটি যোজন।

ঐকেক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন॥

সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।

পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক একদেশে যার।

সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্যোম যার দলশ্রেণী।

সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি॥

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য স্থান অবতার।

ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় জীব কোন্ ছার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২০)–

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।

ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, ভূমন্ ! হে ভগবন্ ! হে পরমাত্মন্ ! হে যোগেশ্বর ! আপনি ত্রিভুবনমধ্যে কোন্ স্থানে কিরূপে কত লীলা করেন, তাহা কে অবগত হইতে পারে ? অহো ! আপনি যোগমায়া (মহাস্বরূপশক্তি) বিস্তার পূর্ব্বক সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্ম শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৭)–
গুণাত্মনস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং, হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ॥

হে ভগবন্ ! আপনি নিখিল গুণের অধিষ্ঠানস্থল, আপনি বিবিধ গুণপ্রকাশ পূর্ব্বক বিশ্বের রক্ষণার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোন শক্তি আপনার গুণ-পরিমাণ করিতে সমর্থ ? অতিবিচক্ষণ ব্যক্তিরা বহুজন্মেও বরং ধরণীর পরমাণু-কণা, শূন্যের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতে পারেন, কিন্তু আপনার গুণ-পরিমাণে কখনই সমর্থ হন না।

ব্রহ্মাদি বহু সহস্র বদনে অনন্ত।
নিরন্তন গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪০)–
নান্তং বিদাম্যহমমী মনয়োহগ্রজাস্তে,
মারাবলস্য পুরুষস্য কুতোহবরা যে।
গায়ন গুণান দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোহধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মা হইয়াও সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত জানিতে পারি নাই, মদীয় অগ্রজ এই মুনিরাও জানেন না। তোমার পশ্চাজ্জাত কনিষ্ঠেরা কি প্রকারে জানিতে পারিবে ? আদিদেব অনন্ত সহস্রমুখে নিরন্তর তদীয় গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু অধুনাও তাহার পার প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি কৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না হয়ে ত সতৃষ্ণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।৩৭)–
দ্যুপতয় এব তেন যযুরনন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যৎ শ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥

শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো ! আপনি অনন্ত, কাজেই অমরগণও ত্বদীয় অন্ত প্রাপ্ত হন নাই। নভোমার্গে পরমাণু-ভ্রমণবৎ সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্র সহ ত্বদীয় অন্তরে যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই জন্যই শ্রুতিসমূহ ভবদীয় কথা তন্ন তন্নরূপে বর্ণনা দ্বারা সমাপ্ত করিতে না পারিয়া শেষে আপনাতেই পর্য্যবসতি হইয়া থাকে।

সেই রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারেতে মন না পায় পার॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল এতক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠজান্ত স্বস্বনাথ সনে॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥
কৃষ্ণ বৎসের সঙ্খ্যাত শুকদেববাণী।
কৃষ্ণ রঙ্গে কত গোপ সঙ্গে নাহি জানি॥
এৈকেক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বূদ পদ্ম সংখ্যা তার গণন॥
বেত্র বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥
সবে হৈল চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে॥
ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত।
স্তুতি করি সেই পাছে করিল নিশ্চিত॥
যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানো।
সে জানুক কায়মনে মুঞি এই মানো॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনসের নহে এক বিন্দু॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৬৬)–
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূর্ক্ত্যান মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্॥

হে প্রভো ! বৃথা বহূক্তিতে কি ফল ? “তোমার বৈভব অবগত আছি” এই কথা যে সকল ব্যক্তি কহেন, তাঁহারা জানুন, কিন্তু উহা আমার কায়মনোবাক্যের অগোচর।

কৃষ্ণের মহিমা বহু কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবনস্থানের আশ্চর্য্য বিভূতা॥
ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে প্রকাশে।
তার একাদশে ব্রহ্মাণ্ডজাণ্ড ভাসে॥

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্‌দরশন॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফূরিল ঐশ্বর্য্য-সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা প্রভু হইলা ফাঁপর॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২১)–
স্বয়ন্ত্বসাম্যতিশয়স্ত্র্যধীশঃ, স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ॥

সেই কৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তাঁহার তুল্যও কেহ নাই, তদপেক্ষা প্রধানও কেহ নাই। আনন্দলক্ষ্মীলাভার্থ তিনি অখিল ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোকপালবর্গ তাঁহাকে পূজোপচার প্রদান করত প্রণাম করিলে তাঁহাদিগের কিরীটাগ্র তদীয় পাদপীঠে সংলগ্ন হইয়া প্রতি-ধ্বনিত হওয়াতে সর্ব্বদা তাঁহার বন্দনা হয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন॥
তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৪।১)–
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদি ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের কৃষ্ণ অধীশ্বর॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬।৩৫)–
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥
এ সামান্য অধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎ-কারণ তিন পুরুষাবতার॥
মহাবিষ্ণু পদ্মনাভ ক্ষীরোদক স্বামী।
এই তিন স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব অন্তর্য্যামী॥
এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগৎ-ঈশ্বর।
এহো কলা অংশ যার কৃষ্ণ অধীশ্বর॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৫৫)

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,

জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এই অর্থ বাহ্য গূঢ় শুন অর্থ আর।

তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি সার॥

অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন।

যাঁহা নিত্য স্থিতি মাতা পিতা বন্ধুগণ॥

মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদিভাণ্ডার।

যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলাসার॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ–

করুণানিকুরম্বকোমলে, মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।

জয়তি ব্রজরাজনন্দনে, ন হি চিন্তামণিকাভ্যুদেতি নঃ॥

করুণা হেতু কোমলচরিত্র ও মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-বিশেষসম্পন্ন নন্দনন্দনের জয়শ্রী যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র ও ভাবনার হেতু নাই।

তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম।

নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম॥

মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার।

অনন্তস্বরূপ যাঁহা করেন বিহার॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরি।

পরিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি॥

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৯)–

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,

দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।

তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

গোলোকাখ্য স্থানই ভগবানের নিজধাম। সেই গোলোকের নিম্নে দেবীধামে, মহেশধামে ও হরিধামে যিনি তৎসংজ্ঞক সুরগণকে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।

বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥

বেদাঙ্গক্ষরিত স্বেদবারি হইতে উৎপন্না ও শোভমানা বিরজা নাম্নী নদী সর্ব্বোত্তম গোলোকধামের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে।

তথা তত্রৈব–

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥

বিরজা নদীর পারে তটোপান্তে ব্রহ্মময়, ত্রিপদৈশ্বর্য্যসমন্বিত অমৃত, নিত্য, অনন্ত, পরমোৎকৃষ্ট ধাম শোভা পাইতেছে।

তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পর।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপায়॥

দেবীধাম নাম তার জীব যার বাসী।

জগল্লক্ষ্মী রাখে যাঁরা রহে মায়া দাসী॥

এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর।

গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর॥

চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম।

মায়িক বিভূতি এক পর অভিধান॥

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–

ত্রিপাদ্ বিভূতের্ধামতত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদম্।

বিভূতির্মায়িকী মর্ব্ব-প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

ভগবানের সেই স্থান ত্রিপাদবিভূতির ধাম বলিয়া ত্রিপাদভূত নামে অভিহিত ; যেহেতু, সকল প্রকার মায়িকী বিভূতি পাদাত্মিকা বলিয়া কথিত।

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণে বাক্য-অগোচর।

একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা রুদ্রগণ।

চিরলোকপাল শব্দে তাহার গণন॥

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণে দেখিবারে।

ব্রহ্মা আইলা দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে॥

কৃষ্ণ কহেন কোন্ ব্রহ্মা কি নাম তাঁহার।

দ্বারী আসি ব্রহ্মাকে পুছে আরবার॥

বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দারীকে কহিলা।

কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইলা॥
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা॥
কৃষ্ণ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল॥
ব্রহ্মা কহে তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয় করহ ছেদন॥
কোন্ ব্রহ্মা পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে।
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে॥
শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যান।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণ॥
শত বিশ সহস্রাযুত লক্ষবদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না হয় গণন॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষকোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষকোটি নয়ন॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণমধ্যে যেন শশক রহিলা॥
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥
পাদপীঠ মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠের স্তুতি মুকুট হেন জানি॥
যোড়হাতি ব্রহ্মা রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলে প্রভু দেখাইলে চরণ॥
ভাগ্যে মোরে বোলাইলে দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় তাহা করি শিরে ধরি॥
কৃষ্ণ কহে তোমা সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল॥

সুখি হও সবে কিছু নাহি দৈত্যভয়।
তারা কহে তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয়॥
সম্প্রীতি পৃথিবীতে যেবা হৈল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার॥
দ্বারকাদি বিভু তাঁর এই ত প্রমাণ।
আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সবার হৈল জ্ঞান॥
কৃষ্ণ সহ দ্বারকা বৈভব অনুভব হৈল।
এক মিলনে কেহ কাঁহো না দেখিল॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজঘরে গেলা॥
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হইল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি করিল নমস্কার॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় করিল।
তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৬৬)–
জানন্ত এব জানন্তু কিংবহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তর গোচরম্॥
কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চশৎ কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি বদন॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি কোন কোটি কোটি॥
ব্রহ্মাণ্ডনুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
একপাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ।
ত্রিপাদবিভূতির কেবা করে পরিমাণ॥
তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভুতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যং অনন্তং পরমং পদম্॥
তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।

কৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপ জানন না যায়॥

অধীশ্বর শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয়।

ত্রিশব্দে কৃষ্ণের তিন লোক হয়॥

গোলোকাখ্য গোকুল মথুরা দ্বারাবতী।

এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি॥

অন্তরঙ্গা পুর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।

তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥

পূর্ব্বে উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্পাল।

অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চিরলোকপাল॥

তা সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ আগে।

দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে॥

মণিপীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝনঝনি।

পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন জানি॥

নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।

চিচ্ছক্তির সম্পত্তি ষড়ৈশ্বর্য্য নাম॥

সেই স্বরাজ্যলক্ষ্মী করি নিত্য পূর্ণকাম।

অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু।

অবগাহিতে নাহি তার ছুঁইল এক বিন্দু॥

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।

মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।১২)–

যন্মর্ত্তলীলৌপয়িকং স্বযোগ মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ। পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্॥

বিদুরের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ মর্ত্তলীলার যোগ্য ; কৃষ্ণ নিজযোগমায়াবল প্রদর্শনার্থই ঐ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ঐরূপে ঈশ্বর নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, উহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) এবং পরমসুন্দর।

যথা রাগঃ

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নবলীলা

নরবপু তাহার স্বরূপ।

গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নবলীলা হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥ ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোক দেখাইতে।
এইরূপ-রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম
এইরূপে নিত্য তাঁর ধাম॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ
তাহার উপরে ভ্রূধনু-নর্ত্তন॥
তেরছে নেত্রান্ত বাণ তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম তাঁহা যে স্বরূপগণ
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী
আকর্ষয়ে সেই লক্ষীগণ॥
চড়ি গোপীর মনোরথে মন্মথের মন্মথে
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর-দর্প স্বয়ং নবকন্দর্প
রাস করে লঞা গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গো-গণচারণ-রঙ্গে
বৃন্দাবন স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥

মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ ততি
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ-শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত সার॥
মাধুর্য্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে বর্ণিয়াছে জানাইতে
তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে
প্রেমে সনাতন হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ যে করিল বর্ণন
ভাবাবেশে মথুরানগরী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১৭।৪৪।১৩)–

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদুমূষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ প্রিয় ঈশ্বরঃ॥

তারুণ্যামৃত-পারাবার তরঙ্গ লাবণ্য সার
তাতে যে আবর্ত্ত ভাবোদ্‌গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাক নারীর তৃণ পাত
তাহা ডুবায় না হয় উদ্‌গম॥
সখি হে কেন তপ কৈল গোপীগণে।
কৃষ্ণ রূপ সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘা করে জন্ম তনু মানে॥ ধ্রু॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোম স্বরূপের গণে।
যেঁহো সব অবতরী পরব্যোম অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা

পতিব্রতাগনের উপাস্য।

তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে ছাড়ি সব কামভোগে

ব্রত করি করিল তপস্যা॥

সেই ত মাধুর্য্য সার অন্য সিদ্ধি নাহি আর

তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি।

আর সব প্রকাশে তার দত্ত গুণ ভাসে

যাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি॥

গোপীভাব দর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ

তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।

দোঁহে করে হুড়াহুড়ি বাড়ে মুখ নাহি মোড়ি

নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধ্যান

ইহা হইতে মাধুর্য্য দুর্লভ।

কেবল যে রাজমার্গে ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে

তার কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

সেইরূপ ব্রজাশ্রয় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়

দিব্য গুণগণ রত্নালয়।

আনের বৈভবসত্তা কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা

কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়॥

শ্রী লজ্জা দয়া কীর্ত্তি ধৈর্য্য বৈশারদী মতি

এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত।

সুশীল মৃদু বদান্য কৃষ্ণ সম নাহি অন্য

কৃষ্ণ করে জগতের হিত॥

কৃষ্ণ দেখি যত জন কৈল নিমেষ নিন্দন

ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।

সেই সব শ্লোক পড়ি মহাপ্রভু অর্থ করি

সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।২৪।৪৪)–

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-

ভ্রাজংকপোলসুভগং সুবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, নর-নারীগণ নেত্রদ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণের মুখকমল-মধু পান করিয়া প্রমুদিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্যক পরিতৃপ্তি বোধ না হওয়ায় নেত্রনিমিষোন্মেষ নিবন্ধন নিমিষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন। সেই ভগবানের কর্ণযুগল সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিয়া মুখ সমুজ্জল করিত। মুখপদ্মে সবিলাস হাস্য বিরাজ করিত ; এই হেতু সেখানে যেন
নিত্যোৎসব হইত।

তথা হি তত্রৈব (১০।১৩।১৬)–
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জয় উদীক্ষতাং পক্ষাকৃদ্দৃশাম্॥
যথা রাগঃ

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ হয় কৃষ্ণরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
যে অক্ষরচন্দ্রচয় কৃষ্ণের করিল উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥
কৃষ্ণ-বপু সিংহাসনে বসি রাজ্যশাসনে
করে সঙ্গে চন্দ্রেয় সমাজ॥ ধ্রু॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ জিনি মণি-দর্পণ
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জিনি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু তাহাতে চন্দনবিন্দু
সে এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর-নখ চাঁদের হাট বংশী উপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদ-নখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকরকুণ্ডল নেত্র লীলা-কমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা বাণ ধনুর্গুণ দুই কান
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট

বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।

কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে

সব লোকে করে আপ্যায়িত॥

বিপুল আয়তারুণ মদন মদ ঘূর্ণন

মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।

লাবণ্য কেলিসদন জলনেত্র রসায়ন

সুখময় গোবিন্দবদন॥

যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ-দর্শন মিলে

দুই আঁখি কি করিব পানে।

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ পিতে নারে মনঃক্ষোভ

দুঃখে করে বিধির নিন্দনে॥

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি

তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদনে।

বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন

নাহি জানে যোগ্য সৃজনে॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন

বিধি হ'ল হেন অবিচার।

মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে

তবে জানি যোগ্যসৃষ্টি তার॥

কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য-সিন্ধু সুখ সুমধুর ইন্দু

অতি মধুস্মিত সুকিরণ।

এ তিনে লাগিল মন লোভে করে আস্বাদন

শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন॥

তথা হি কর্ণামৃতে (৯২)–

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোমধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন, অহো ! এই ভগবান্ কৃষ্ণের দেহ অতীব মধুর, আননপদ্ম অতীব মধুর, মৃদু হাস্যই বা কি মনোহরগন্ধি ! কি আশ্চর্য্য ! ইঁহার সমস্তই মধুর ! মধুর ! মধুর !

যথা রাগঃ

সনাতন কৃষ্ণমাধুর্য্যের অমৃতের সিন্ধু।

মোর সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি

দুর্দ্দৈববৈদ্য না দেয় একবিন্দু॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর

তাতে সেই মুখ-সুধাকর।

মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর

তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হইতে সুমধুর

তাহা হৈতে অতি মধুর।

আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে

দশদিক্ ব্যাপে যার পুর॥

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুরে

সেই মাতায় ত্রিভুবনে।

বংশী ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে

ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণামে॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়

জগতের বলে পৈশে কানে।

সব মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনি ধরি

বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,

পতিকোল হৈতে টানি আনে।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,

তার আগে কেবা গোপীগণে॥

নীবি খসায় পতি আগে, গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে,

ধরি বলে আনে কৃষ্ণ-স্থানে।

লোকধর্ম্ম লজ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,

ঐছে নাচায় সব নারীগণে॥

কানের ভিতর বাসা করে, আপনি তাহা সদা স্ফূরে,

অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।

আন কথা না শুনে কান,   আন বুলিতে বোলায় আন

এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে॥

পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে,   আন কহিতে কহিল আনে,

কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে।

মোর চিত্তভ্রম করি,   নিজৈশ্বর্য্য মাধুরী,

মোর মুখে শুনায় তোমারে॥

আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি।

কৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্রোতে আমি যাই বহি॥

তবে মহাপ্রভু একক্ষণ মৌন করি রহে।

মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতন কহে॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্য আর মহাপ্রভুর মুখে।

ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-

বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবং তং করুণার্ণবম্।

কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা॥

যিনি কলিযুগে অতিগোপনীয় ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই করুণাসাগর চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।

বেদশাস্ত্রে উপদেশ কৃষ্ণ এক সার॥

এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

তথা হি মুনিবাক্যম্–

শ্রুতির্ম্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,

যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা,

অতঃ গত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্॥

হে মুরহর ! মাতৃরূপিণী শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপে তোমার উপাসনাবিধি উপদেশ করেন, ভগিনী-রূপিণী স্মৃতিসমূহও তাহাই বলেন এবং পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতির অনুগামী হইয়া তাহাই করিতেছেন ; অতএব তুমিই একমাত্র শরণ, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি।

অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর লয় অবস্থান॥

স্বাংশ বিস্তার চতুর্বূহ অবতারগণ।

বিভিন্নাংশ জীব তার শক্তিতে গণন॥

সেই বিভিন্নাংশে জীব দুই ত প্রকার।

এক নিত্যমুক্ত এক নিত্য সংসার॥

কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা-সুখ।

নিত্যবদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ॥

নিত্য সংসার পুঞ্জে নরকাদি দুখ।

সেই দোষে মায়াপিশাচী সঙ্গে তারে॥

আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তাঁতে জারি মারে।

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়।

তার উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায়॥

কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ-নিকটে যায়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে

প্রীতিভক্তিলহর্য্যাম্–

কামাদীনাং কতিন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশ।

স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ॥

উৎসৃজ্যতামথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্বমায়তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে॥

আমি পুনঃ পুনঃ বহুদিনাবধি কামাদির পাপ আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, তথাপি মৎপ্রতি তাহাদিগের দয়া জন্মিল না। হে যদুপতে ! তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্প্রতি আমার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে ; সেই জন্যই ত্বদীয় অভয়-পদে শরণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে তোমার আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।

ভক্ত সুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছফল।

কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা তার দিতে নায়ে ফল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫।১২)–

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জি তং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

নারদ ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন, নিরুপাধিক বিমলব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিরহিত হইলে শোভা পায় না, কি অকাম কর্ম্ম, কি দুঃখদ কর্ম্ম, ভগবানে সমর্পিত না হইলে তৎসমস্তই বৃথা হয়, শোভা পায় না।

তথা তত্রৈব (২।৪।১৬)–

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।

ক্ষেমং ন বিন্দতি বিদা যদর্পণং, তস্মৈ স্তুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, তপঃশীল, দাতা, যশস্বী, যোগী, মন্ত্রবেত্তা ও সদাচারী এই সমস্ত ব্যক্তি যাঁহাতে স্ব স্ব তপস্যাদি সমর্পণ না করিলে শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না, সেই কল্যাণস্বরূপ যশস্বী ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।

কৃষ্ণোন্মুখ সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

তথাহি তত্রৈব (১০।১৪।৪)–

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কিবলং বোধলব্ধয়ো।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নানাদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে বিভো ! যে সকল সাধক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শুষ্কজ্ঞানলাভের আশায় ক্লেশ করে, তুষাবঘাতী জনের ন্যায় তাহাদিগের কিছুমাত্র ফললাভ হয় না, পরিশ্রমমাত্রই সার হয়।

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়াম্ (৭।১৫)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

কৃষ্ণে নিত্যদ্যাস জীব তাহা ভুলি গেল।

এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।

মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণে নাহি ভজে।

স্বকর্ম্ম করিলে সে রৌরবে পড়ি মজে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২)–

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥

পরমপুরুষ ঈশ্বরের মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ হইতে বিপ্রাদি চতুর্ব্বর্ণ ব্রহ্মচর্য্য দি আশ্রমচতুষ্টয়সহ জন্মগ্রহণ করিয়া গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

তথা তত্রৈব (৩)–

ন এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতত্যধঃ॥

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহারা আত্মজন্মা পুরুষরূপী ঈশ্বরকে ভজনা না করে অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

জ্ঞান জীবন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নবে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।২৬)–

যেহন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

দেবগণ ভগবানে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, হে অরবিন্দনেত্র ! যদি তোমাতে ভক্তি না থাকে, তবে বুদ্ধির পরিশুদ্ধি জন্মে না। এই প্রকার অবিশুদ্ধমনা ব্যক্তি আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা বহুশ্রমে পরমপদে আরোহণ করিয়াও ত্বদীয় পাদপদ্মে অবজ্ঞা করায় অধঃপতিত হয়।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৫।১৩)–

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থতুমীক্ষাপথেহমুয়া।

বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন, “ইনি মদীয় কপটতা পরিজ্ঞাত আছেন” এই বলিয়া মায়া তদীয় (ঈশ্বরের) নয়নমার্গে থাকিতে যেন লজ্জা পাইয়া কেবল আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং আমরাও অবিদ্যাবৃত হইয়া “আমি আমার” এইরূপ শ্লাঘা প্রকাশ করি।

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১১)–

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

ভগবান্ বলিয়াছিলেন, "আমি তোমারই" এই বলিয়া একবারমাত্র আমার নিকট যাচ্ঞা করিলে আমি নিরন্তর তাহাকে অভয় প্রদান করি, ইহাই আমার ব্রত।

ভক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।

গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণকে ভজয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।১০)–

সকামো সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি উদারবুদ্ধি ও একান্তভক্ত, তদীয় পূর্ব্বকথিত ও অনুক্ত কামনা সকল থাকুক আর না থাকুক, কিংবা তিনি মুক্তিকামীই হউন, তিনি ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে নিরুপাধি ভগবানের ভজনা করেন।

অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।

না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥

কৃষ্ণ কহে "আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ।

অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥

আমি বিজ্ঞ এই মূর্খ বিষয় কেনে দিব।

স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৮)–

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ প্রদান করেন না, এইজন্য আবার প্রার্থী হইতে হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভক্তেরা প্রার্থনা না করিলেও ভগবান তাঁহাদিগকে সর্ব্বকামপ্রদ পদপল্লব প্রদান করেন।

কাম ছাড়ি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণদাসে।

কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥

তথা হি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭)–

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।

কাচং বিচন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

ধ্রুব কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে প্রভো ! মানুষে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও সেইরূপ রাজসিংহাসনলাভার্থে তপস্যা করিয়া মুনীন্দ্র-দুর্ল্লভ ধন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বিভো ! তাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম, অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৮।৪)–

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন॥

অক্রূর বলিয়াছিলেন, মদীয় এ আশঙ্কা সত্য নহে। আমি অতি নীচ হইলেও ভগবৎসাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইব। স্রোতোবেগে আহৃত তৃণাদির মধ্যে কোনটি যেমন তীরপ্রদেশে গিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ কালনদীতে নীয়মান জীবকুলের মধ্যে কোন ব্যক্তি কদাচিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তারে কৃষ্ণ-রতি উপজয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৬৫)–

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমং।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন, হে অচ্যুত ! তোমার করুণায় যখন সংসারী ব্যক্তির ভববন্ধন ছিন্ন হয়, তখনই সৎসঙ্গলাভ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ হইলেই পরমা গতিপ্রাপ্তি হয় এবং পরাবরেশ তোমাতে রতি জন্মে। রতি জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।৬)–

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোহন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্ আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৮)–

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ॥

উদ্ধবকে ভগবান বলিয়াছিলেন, যিনি সৌভাগ্যবশে মৎকথাদিতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কর্ম্মফলাদিতে বিরক্ত কিংবা অতিশয় আসক্ত না হন, তিনি সেই ভক্তিযোগ-প্রসাদেই সিদ্ধিলাভ করেন।

মহৎকৃপা কোন কর্ম্মে ভক্তি বিনা নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু সংসার নহে ক্ষয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১২।১২)–

রহুগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্গৃহাদ বা।

ন চ্চন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈবিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

ভরত রহুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রহুগণ ! এইরূপ ভগবদ্‌জ্ঞান সাধুসেবা ভিন্ন তপশ্চরণ দ্বারা, বৈদিকক্রিয়া দ্বারা, অন্নদান দ্বারা, পরিহিতসাধন দ্বারা, বেদালোচনা দ্বারা, জলসেবা দ্বারা, সূর্য্যসেবা দ্বারা, অগ্নির আরাধনা দ্বারা, কিছুতেই লাভ করা যায় না।

তত্রৈব–

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

গুরুপুত্রের নিকট প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন যাবৎ বিষয়াভিলাষশূন্য সাধুগণের চরণধূলিতে অভিষিক্ত হওয়া না যায়, তত দিন ভগবানের পাদপদ্মে মতি জন্মে না। ঐরূপ মতি জন্মিলেই সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৮।১৩)–

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাগপুনর্ভবম্।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমূতাশিষঃ॥

শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট সূত বলিয়াছিলেন, বিষ্ণুভক্তগণের অত্যল্পসঙ্গও যে ফল প্রদান করে, তৎসহ স্বর্গ বা মোক্ষের তুলনা হয় না। মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণের সামান্য রাজ্যাদিসুখের সহিত উহার তুলনা কিরূপে করিব ?

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।

জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৬৪)–

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

যাহা সর্ব্ববিধ গুহ্য হইতেও গুহ্য, সেই পরম শ্রেষ্ঠ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমাকে হিতকথা বলিতেছি।

তথা তত্রৈব (৬৫)–

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো যদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি সে॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে প্রণাম কর। ঐরূপ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য করিতেছি, তুমি আমার প্রিয়। পূর্ব্বে আত্মা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ জ্ঞান।

সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান্॥

এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯)–

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।৯)–

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যতেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা করিলেই সমস্ত দেবতার পূজা হইয়া থাকে, আর তাহাদিগকে পৃথক্ পূজা করিতে হয় না।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।

উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥

শাস্ত্রযুক্ত্যে শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।

উত্তম অধিকারী নেই তরয়ে সংসার॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।

মধ্যম অধিকারী সেই মহা ভাগ্যবান্॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।

ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তি তরতম।

একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৩)–

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

তথা তত্রৈব (৩৪)–

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

ঈশ্বরে, মদ্ভক্তে, ভগবদ্ভক্তিবিষয়ে অনভিজ্ঞ উদাসীনে ও শত্রুর প্রতি যিনি যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা করেন, তাঁহার নাম মধ্যম ভগবদ্ভক্ত।

তথা তত্রৈব (২।৪৫)–

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তং প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে প্রতিমাতে ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বা অপর কাহারও পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥

তথাহি তত্রৈব (৪।১৮।১২)–

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা, মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।

সব কহা নাহি যায় করি দিগ্‌দরশন॥

কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত সার সম।

নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥

সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।

অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্‌ গুণ॥

মিতভুক্‌ অপ্রমত্ত মানদ অমানী।

গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৬।২০)–

তিতিক্ষব কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্‌।

অজ্জাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

কপিল বলিয়াছিলেন, সাধুগণ দুঃখসহিষ্ণু, দয়ালু, সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্‌ অজাতশত্রু, ঔদ্ধত্যরহিত এবং সাধুগণই তাঁহাদের ভূষণ।

তথা তত্রৈব (৫।৫।২)–

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোহিতাং সঙ্গিসঙ্গম্‌।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

পণ্ডিতেরা মহৎ-সেবাকে ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মুক্তির দ্বার এবং নারীসঙ্গীর সঙ্গমে তামোদ্বার (নরকদ্বার) বলিয়া বর্ণন করেন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, প্রশান্ত, অক্রোধ ও সদাচারপরায়ণ, তাঁহারাই মহৎ।

কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মোক্ষ অঙ্গ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫১।৩৫)–

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্য তর্হ্য চ্যুতসৎসমাগমঃ।

সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

তথা হি তত্রৈব (১১।২।২৮)–

অতো আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতেঽনঘাঃ।

সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥

নবযোগেন্দ্রগণের প্রতি নিমি বলিয়াছিলেন, হে অনঘ তাপসগণ ! সম্প্রতি আপনাদিগকে আত্যন্তিক কল্যাণকর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ; ইহসংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও যদি সাধুসঙ্গলাভ হয়, তবে পরমনিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা হি তত্রৈব (৩।২৫।২২)–

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।

স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৩৫)–

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।

যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

নারীসঙ্গ ও রমণীসঙ্গীর সঙ্গ যেরূপ মোহ ও বন্ধনের হেতু, অপর সঙ্গ তাদৃশ নহে।

তথা তত্রৈব (৩১)–

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্॥

সত্য, শৌচ, দয়া, সৎপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, ক্ষমা, শম, দম, ঐশ্বর্য্য, এ সমস্তই অসৎসঙ্গ বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

তথা হি তত্রৈব (৩১।৩৪)–

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।

সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

যাহারা অশান্ত, মূর্খ, দেহাত্মাভিমানী, শোকযোগ্য এবং রমণীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য, সাদৃশ অসাধুগণের সঙ্গ বর্জ্জনীয়।

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১০)–

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জারান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।

ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসংবাসবৈশসম্॥

বরং প্রদীপ্তাগ্নিমধ্যস্থ লৌহযন্ত্রে বাস করিবে, তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সহিত একত্র বাস করিবে না।

তথা হি গোস্বামিপাদোক্তপাদঃ–

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কৃচিদপি।

ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্॥

কৃষ্ণভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিগণকে কদাচ দর্শন করিবে না।

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

অকিঞ্চন হঞা লও কৃষ্ণের শরণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম (১৮।৬৬)–

সর্ব্বসর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত না ভজে অন্য॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৮।২২)–

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-

দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-

নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥

অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদ, সুহৃদ ও কৃতজ্ঞ। কোন্ ধীমান্ আপনা ভিন্ন অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? আপনি আরাধনশীল সুহৃদের প্রতি সমস্ত কাম্যবিষয় এবং আত্মাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন ; আপনার উপচয় বা অপচয় নাই।

বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণগান।

অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩২।২৩)–

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

উদ্ধব বিদুরকে বলিয়াছিলেন, অহো ! পূতনা অসাধ্বী হইয়াও যাহার বধকামনায় স্তনদ্বয়ে বিষলেপ পূর্ব্বক পান করাইয়া ধাত্রী যশোদার ন্যায় পরমা গতি লাভ করিল, তাদৃশ দয়ালু অন্য কে আছে যে, তাহার শরণাপন্ন হইব ?

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।

তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১১)–

আনুকূল্যস্য সংকল্প প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।

রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা,

তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

ঈশ্বরারাধনার অনুকূলবিষয়গ্রহণ, তৎপ্রতিকূল-বিষয়-ত্যাগ, "তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ বিশ্বাস, তদীয় রক্ষিতৃত্বে আত্মার্পণ, তৎকার্য্যে আত্মনিক্ষেপ, তদীয় শরণবিষয়ে নিষ্ঠামতি, এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষন।

তত্রৈব–

তবাস্মীতি বদন বাচা তত্রৈব মনসা বিদন্।

তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

"আমি তোমারই" এই বলিয়া মনে মনে তদীয় বিদ্যমানতা জ্ঞান করত দেহ দ্বারা তদীয় লীলাস্থল স্পর্শ পূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তি আনন্দানুভব করিয়া থাকেন।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।

কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।২৯)–

মর্ত্ত্যে যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, যৎকালে মানব সর্ব্বকর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তৎকালে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভের যোগ্য হইয়া থাকে।

এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন।

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম মহাধন॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

দ্বিতীয়লহর্য্যাম্ (২)–

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা।

নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা দ্বারা ভাবসাধন করা যায়, তাহারই নাম সাধনভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতকগুলি ভাব আছে, সেইগুলি হৃদয়ে উদ্দীপিত হইলেই তাহাকেই সাধন কহে।

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপলক্ষণ।

তটস্থ-লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥

নিত্যসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।

শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

এই ত সাধনভক্তি দুই ত প্রকার।

এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়।

বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৫)–

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান হরিরীশ্বরঃ।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্ ! সর্ব্বাত্মা পরমসুন্দর ও বন্ধনাশন ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা মুমুক্ষুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

তথা হি তত্রৈব–

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।

সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

সতত বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, কদাচ তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না, এই স্মৃতি-বিস্মৃতি লইয়াই যাবতীয় বিধিও নিষেধ হইয়াছে।

বিধিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার।

সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধুসঙ্গ সার॥

গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।

সদ্ধর্ম্ম শিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।

যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥

ধাত্র্যশ্বত্থ-গো বিপ্র-পূজন।

সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥

অবৈষ্ণবসঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।

বহু গ্রন্থকলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥

হানিলাভসমশোকাদি-বশ না হইবে।

অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।

প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥

শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।

পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥

অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দরশন।
নিজপ্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদিমহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাগতি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে
সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–
স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতৌ বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

একধর্ম্মাশ্রিত, কোমলচরিত্র এবং আপনা হইতেও শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ করিবে। এইরূপ রসজ্ঞ ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন কর্ত্তব্য।

তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (৪২)–
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥

শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবায় শ্রদ্ধা, বিশেষতঃ প্রীতি করা উচিত। তদীয় নামসংকীর্ত্তন ও মথুরামণ্ডলে অবস্থিত করা কর্ত্তব্য।

তথা হি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১১০)–
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকৌ।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

অতিদুরূহ বিস্ময়কর সৎসঙ্গাদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ-বিষয়ে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র সম্বন্ধ হইলেই ধীমান্ ব্যক্তির ভাব জন্মে।

এক অঙ্গ সাথে কেহ সাথে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গসাধন॥

তথা হি পদাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে–

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে
অক্রূরস্ত্বভিবদনে কপিপতির্দ্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

ভগবানের গুণাদিশ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে ব্যাসপুত্র শুকদেব, শ্রবণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, পূজায় পৃথুরাজ, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে কপিরাজ পবননন্দন, সখ্যে অর্জ্জুন এবং সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরাজ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের সাধনাই পরমশ্রেষ্ঠ।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।১৫)–

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমাজ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥

সেই রাজা কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, বৈকুণ্ঠগুণকীর্ত্তনে বচন, হরিমন্দিরমার্জ্জনায় হস্ত এবং অচ্যুতের সৎকথাশ্রবণে কর্ণদ্বয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৪।১৬)–

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, সেই নৃপতি মুকুন্দনিকেতন দর্শনে নেত্র, সাধুজনের দেহস্পর্শে অঙ্গ, ভগবচ্চরণকমলসম্পৃক্ত তুলসীগন্ধ-গ্রহণে নাসা এবং ভগবন্নিবেদিত অন্নের আস্বাদন-গ্রহণে জিহ্বাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তথা হি তত্রৈব (৪।১৭)–

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যা, যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

যাহাতে ভক্তজনাশ্রিত নিষ্কাম রতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি ভগবত্তীর্থস্থলাদিগমনে স্বীয় পদদ্বয় এবং হরিচরণাভিবন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভোগবাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কেবলমাত্র প্রভুর প্রসাদ অঙ্গীকার করত দাস্যসেবার্থ কামনা ভোগ করিতেন।

কামত্যাগী কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৪।৩৭)–

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যং শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দ পরিহৃত্য কর্ত্তৃম॥

রাজন্ ! যিনি শাস্ত্রবিহিত কৃত্যাদি ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বথা মুকুন্দদেবের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, মুনি, প্রাণী, কুটুম্ব ও পিত্রাদি সর্ব্বপ্রকার ঋণ হইতে মুক্ত ; তিনি কাহাঁরও ভৃত্য নহেন।

বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।

নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥

অজ্ঞানের হয় যদি পাপ উপস্থিত।

কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করে না করে প্রায়শ্চিত্ত॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮)

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ, ধূনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ॥

জনকরাজকে করভাজন বলিয়াছিলেন, প্রমাদবশে স্বপদভজনশীল, অন্যভাবশূন্য প্রিয়ভক্তের কদাচ কোন পাপ ঘটিলে (ভক্তবৎসল) পরমেশ্বর হরি তদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই সকল পাপ দূর করিয়া দেন।

জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।

অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ-সঙ্গ॥

তথা হি তত্রৈব (২০।৩৯)–

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, মদ্ভক্তিযুক্ত মদাত্মনিষ্ঠ যোগীর বিনা জ্ঞানে ও বিনা বৈরাগ্যে ইহলোক শ্রেয়োলাভ হয়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।

হরিভক্তিপ্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরিতাপিনঃ॥

হে ব্যাধ ! তোমার এই সমস্ত অহিংসাদি গুণ বিস্ময়কর নহে ; কেন না, যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাহারা কদাচ অন্যের সন্তাপদায়ী হয় না।

বিধি ভক্তিসাধনের কহিল বিবরণ।

রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥

রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।

তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা-নামে॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১০।৪)–

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

বাঞ্ছিতপদার্থে যে স্বাভাবিকা পরমাবিষ্টতা হয়, তাহাকেই রাগ বলে, সেই রাগময়ী ভক্তিই রাগাত্মিকা বলিয়া অভিহিত।

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ।

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন॥

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।

তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুমতি।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু।

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

ব্রজবাসী ব্যক্তিতে রাগাত্মিকা ভক্তি স্পষ্টই প্রকাশিত। রাগাত্মিকার অনুসারিণী যে ভক্তি, তাহাই রাগানুগা বলিয়া কথিত।

তথা হি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥

সখ্যাদি ভাবমাধুর্য্য শুনিয়া কি শাস্ত্রের কি যুক্তির অপেক্ষা না করত তত্তদ্ভাবমাধুর্য্যলাভে যে বাসনা, তাহারই লোভোৎপত্তিলক্ষণ।

বাহ্য অন্তর ইহার দুই ত সাধন।

বাহ্যে সাধকদেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

তথা হি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগেসাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।

তদ্ভাবলিপ্সু না কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

ব্রজভাবেচ্ছু সাধক সাধনবিষয়ে নিজ আদর্শ ব্রজবাসী জনের দৃষ্টান্তানুসারে সাধকরূপে বহিঃশরীরে ও সিদ্ধস্বরূপ মানবদেহে ভগবানের আরাধনা করিবেন।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া।

নিরন্তর মনে করে অন্তর্ম্মনা হইয়া॥

তথা হি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

কৃষ্ণ স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

সাধক চিন্তাযোগে কৃষ্ণকে ও কৃষ্ণভক্তগণকে আপনার নিকটবর্তী জ্ঞানে ভগবল্লীলাদি শ্রবণকীর্ত্তনে নিযুক্ত হওত সতত ব্রজপুরে অবস্থিতি করিবেন।

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২৫।৩৪)–

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরু সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥

কপিলদেব জননী দেবহূতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে শান্তরূপিণি মাতঃ ! সন্নিষ্ট ভক্তগণ ভোগ্য বিষয় লাভ করিয়া কদাচ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হন না, মদীয় অনিমিষ কালচক্রও সেই ভক্তদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ নহে। কেন না, আমি তাঁহাদের পক্ষে আত্মবৎ, পুত্রবৎ, সখাবৎ, গুরুবৎ, সুহৃদ্বৎ ও ইষ্টদেববৎ।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

পতিপুত্রসুহৃদ্‌ভ্রাতৃ-পিতৃবন্মিবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্‌যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

যে সকল সেবাপরায়ণ ভক্ত ভগবান্‌কে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, পিতা ও বন্ধুবৎ জ্ঞান করত সতত ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজায় প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের সাধন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ॥
অভিধেয় সাধন ভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-
ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং, স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।

আপামরং যো বিততার গৌরঃ, কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যে অত্যুদার গৌরাঙ্গ কৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বহুদিন হইতে স্বপ্রেমনামামৃতরূপ নিজ অনন্ত গুপ্তধন আপামর সকলকে দান করিয়াছেন, আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এবে শুন ভক্তিফল প্রেম-প্রয়োজন।

যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥

কৃষ্ণের রতি গাঢ় হৈতে প্রেম অভিমান।

কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়িভাব নাম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

রতিভক্তিলহর্য্যাম–

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

পবিত্র সত্ত্বগুণদ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে প্রেমরূপ আদিত্য-তেজের সাম্যভাব পরিগ্রহ করিলে আর রুচিশক্তির প্রভাবে মন নির্ম্মল হইলে তাহাকেই ভাব কহে।

এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থলক্ষণ।

প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

তথা হি তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১)–

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমাত্মাতিশয়াঙ্কিতঃ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহাতে মানস সম্যক্প্রকারে বিশুদ্ধ হয়, যাহা স্নেহাতিশয্যাযুক্ত এবং যাহা ঘনীভূতস্বরূপ, পণ্ডিতেরা তাদৃশ ভাবকে প্রেম বলিয়া থাকেন।

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১১)–

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ॥

শরীরাদি অপরাপর বিষয়ে মমতা না হইয়া একমাত্র ঈশ্বরে প্রেমসঙ্গত মমতা হইলেই তাহার নাম ভক্তি। ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ কর্ত্তৃক ইহা কথিত হইয়াছে।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।

সাধনভক্তের হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥

অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥

সেই রতি গাঢ় হৈল ধরে প্রেমা নাম।

সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌপূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১)–

আদৌ শ্রাদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।

ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।

সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে সাধন-প্রবৃত্তি, পরে অসৎক্রিয়া-কাপট্যাদিনিবৃত্তি, তদনন্তর আসক্তি, পরে শুদ্ধভাব, এই প্রকারে যথাক্রমে সাধকগণের প্রেমোদয় হয়। প্রেমের প্রাদুর্ভাবে সাধকগণের এইরূপ ক্রম হইয়া থাকে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২২)–

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণসায়নাঃ কথাঃ।

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।

তাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্ (১১)–

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।

আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥

আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রতিস্তদ্বসতিস্থলে।

ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

যে ব্যক্তি ভাবাঙ্কুর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অন্তরে এই সকল অনুভবের উদয় হয়, যথা–তিনি ক্ষমাবান্ হন, মিথ্যা সময়ক্ষেপ করেন না, তাঁহার বিষয়ভোগে স্পৃহা ও অভিমান থাকে না, ভগবৎলাভবিষয়ে তদীয় অন্তরে দৃঢ় আশা সংবদ্ধ হয় ও তাহাতে সম্যক্ উৎকণ্ঠা জন্মে। নিরন্তর ভগবানের নামকীর্ত্তনে রুচি ও গুণকথনে আসক্তি এবং ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতি হয়।

এই নব প্রীতাঙ্কুর যার চিত্তে হয়।

প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি রয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।১৩)–

তং নোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা, গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

শুকদেবকে পরীক্ষিৎ বলিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ ! আপনারা এবং দেবী গঙ্গা আমাকে আশ্রিত বলিয়া অবগত হউন, দ্বিজাতির রোষ-সঞ্জাত মায়াই হউক্, আর তক্ষকই হউক্, আমাকে অত্যন্ত দংশন করুক্, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করি না।

কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্–

বাগ্‌ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।

ভক্তাঃ স্রবন্নেপ্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

ভক্তবৃন্দ অহর্নিশি বচন দ্বারা স্তুতিবাদ করিয়া, মন দ্বারা স্মরণ করিয়া এবং দেহ দ্বারা প্রণতি করিয়াও তৃপ্ত হন না, তাঁহারা অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে সমস্ত পরমায়ু ভগবানের জন্যই অর্পণ করেন।

ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তরে নাহি ভয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)–

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজং হৃদি স্পৃশঃ।

জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥

ভরতনৃপতি ভগবৎপ্রাপ্তিমুগ্ধ হইয়া যৌবনা-বস্থাতেই দুষ্পরিহার্য্যাদারা, পুত্র, বন্ধু, রাজ্য প্রভৃতি সমস্তই পুরীষবৎ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্–

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রানাং শিখামণিঃ।

ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥

ভরতনৃপতি রাজকুলচূড়ামণি হইয়াও ভগবান্ হরিতে রতি স্থাপনপূর্ব্বক অরিগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা ও চণ্ডালবন্দনা করিতেন।

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্–

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,

জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।

হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,

হে গোপীজনবল্লভ ব্যর্থয়তে হাহা মদাশৈব মাম্॥

প্রেম অথবা শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি, যোগ, বৈষ্ণববিহিত ধর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞান, কিংবা সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অথবা সজ্জাতি, এ সমস্তের আমার কিছুই নাই। তথাপি হে গোপীবল্লভ ! তোমার জন্য মদীয় চিত্তে অচ্ছেদ্যমূল আশা সঞ্চারিত হইয়া আমাকে বেদনা প্রদান করিতেছে।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।

তথা হি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩৭)–

তচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,

মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।

তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,

মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষতুমীক্ষিণাভ্যাম্॥

নাম গানে সদারুচি লয়ে কৃষ্ণনাম॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাম্ (৬)–

রোদনবিন্দুমকরস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।

তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা॥

হে গোবিন্দ ! অদ্য বালিকা শ্রীমতী রাধিকার নীলপদ্মসদৃশ নেত্রদ্বয় দিয়া মকরন্দবৎ বারিবিন্দু বিগলিত হইতেছে এবং সেই মধুরকণ্ঠী তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।

তথা হি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২)–

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোমধুরং মধুর বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্ (১৫)–

কদাহং যমুনাতীরে নামামি তব কীর্ত্তয়ন্।

উদবাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিতে অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া নৃত্য করিব ?

কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।

কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়।

তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১২)–

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।

অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠুসুদুর্গমা॥

যে সাধকের হৃদয়ে এই নবপ্রেমের উদয় হয়, তদীয় চিত্তকথা ও মুদ্রা (ভজনা ব্যবহারাদি) অতীব সুদুর্গম।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৩৯)–

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃ ত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।

রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড়খণ্ড সার।

শর্করা সিতা মিছ্রি শুদ্ধ মিছরি আর॥

ইহা যৈছে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল বাড়ে স্বাদ।

রতি-প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥

অধিকারি-ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস।

যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ॥

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।

কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥

বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।

স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥

দধি যেন খণ্ডমরিচ-কর্পূর মিলনে।

রসালাখ্য রস হয় অপূর্বাস্বাদনে॥

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।

বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥

অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাবর।

স্তম্ভাদি হর্ষাদিতে ত্রিংশ ব্যভিচারী॥

সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী।

পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।

মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য॥

শান্তরসে শান্তি রতি প্রেমে পর্য্যন্ত হয়।

দাস্য রতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥

সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগে দুই ভেদ।
সখ্য বাৎসল্য যোগাদির অনেক প্রভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে।
মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার।
সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
উদঘূর্ণা চিত্রজল্পা মোহন দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম।
ভ্রমরগীতা দশ শ্লোক যাহাতে প্রমাণ॥
উদ্ঘূর্ণাবিরহ চেষ্টা বিদ্যোন্মাদ নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান।
প্রবাসাখ্য আর প্রেম-বৈচিত্র্য আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে।
প্রেম-বৈচিত্র্য শ্রীদশমে মহিষীগণে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।৭)–
কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥

কুররী নাম্নী বিহঙ্গিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-মহিষী বলিলেন, হে সখি কুররি ! রাত্রিকালে আমাদিগের ঈশ্বর কৃষ্ণ অচেতন গাঢ় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তুমিই কেবল একা জাগরিত থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ, শয়ন করিতেছ না। বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার দোষ নাই, পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যপূর্ণ লীলাকটাক্ষে আমাদিগের ন্যায় তোমারও মন গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি।

নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (৭)–

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥

ভগবান্ স্বয়ং নায়ককুলের শিরোমণি, তাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–

দেবি কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সন্তেঃ সম্মোহিনী পরা॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।

এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকান॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্–

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।

রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥

বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।

বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।

দেশকালসুপাত্রঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥

স্থিরো দান্তো ক্ষমাশীলো গম্ভীরে ধৃতিমান সমঃ।

বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।

সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।

নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যে সমৃদ্ধিমান্॥

বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যনুকীর্ত্তিতাঃ।

সমুদ্রা ইব পঞ্চশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বজনের নায়ক, মনোহরাঙ্গ, নিখিল সুলক্ষণবিশিষ্ট, রুচির, তেজস্বী, বলিষ্ঠ, কিশোর বয়স্ক, নানাবিধ ভাষাবিৎ, সত্যভাষী, প্রিয়বাদী, বাগ্মী, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, প্রতিভাশালী, সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকাল-পাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রদৃষ্টি, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, স্থির, দান্ত, ক্ষমাবান্, গম্ভীর, ধৃতিশীল, সাম্যপরায়ণ, বদান্য, ধর্ম্মশীল, শূর, দয়ালু, মানদ, বিনয়বান্, কীর্ত্তিশালী, লোকানুরঞ্জক ও সাধুগণের আশ্রয়। তিনি রমণীমনোরঞ্জন, সর্ব্বজনারাধ্য, মহাসমৃদ্ধিমান্, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর। ভগবান্ কৃষ্ণের গুণরাশি অগাধ সাগরবৎ গভীর, তন্মধ্যে এই পঞ্চশৎ-সংখ্যকমাত্র বর্ণিত হইল।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম (১২)–

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।

পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

পূর্ব্বকথিত পঞ্চাশদ্বিধ গুণ কোন কোন জীব-কুলের মধ্যে অত্যল্প অংশ থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবলমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানেই শোভিত আছে।

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্–

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।

সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।

স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥

অথোচ্যন্তে গুণা পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।

অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।

আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা॥

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারী-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।

অতুলমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥

ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকুজিতঃ।

অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ॥

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতঃ॥

গোবিন্দের যে পঞ্চসংখ্য গুণ মহেশাদিতে অতি সামান্যাংশে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই–তিনি নিরন্তর মায়াজয় করত স্বরূপাবস্থাতে সংস্থিত, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সুতরাং সর্ব্ববিৎ, চিরনূতন, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, আর অণিমাদি যাবতীয় সিদ্ধি তাঁহার অনুগত। গোবিন্দের যে পঞ্চগুণ নারায়ণাদিতে বিদ্যমান, তাহা এই ;–তিনি অচিন্ত্য-মহাশক্তিমান্, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তদীয় শরীরে নিহিত, তিনি অখিল অবতারসমূহের উৎপত্তিস্থান, শিশুপালাদি বিনষ্ট শত্রুকূলের সদ্গতিদাতা এবং আত্মারাম যোগিকুলের মানষা-কর্ষক। বক্ষ্যমান চারিটি গুণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে চমৎকাররূপে ও অলৌকিকরূপে বিদ্যমান আছে, যথা–তিনি অদ্ভুত ও চমৎকারময় লীলাতরঙ্গের মহাসাগরস্বরূপ ; তিনি তদীয় ভক্তগণকে অনুপম-মধুর প্রেমে ভূষিত করেন ; তিনি মনোরম বংশী-নিনাদে ত্রিভুবনের চিত্ত আকর্ষণ করেন এবং তাঁহার অসমানোর্দ্ধরূপচ্ছটায় চরাচর বিশ্ব বিমুগ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের এই চতুরাধিক চতুঃষষ্টি গুণ বর্ণিত হইল।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।

যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণকথনে–

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা কীর্ত্ত্যন্ত প্রবরা গুণাঃ।

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥

চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।

সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্‌নর্ম্মপণ্ডিতা॥

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধপাটবান্বিতা।

লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী॥

সুবিলাসা মহাভার-পরমোৎকর্ষতর্ষিণী।

গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ॥

গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥

অতঃপর বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রধান প্রধান গণরাজি বর্ণিত হইতেছে। তিনি মাধুর্য্যময়ী, নবযুবতী, চপলনয়না ও সমুজ্জ্বলহাস্যময়ী। তাঁহার কর-পদ মনোহর সৌভাগ্যরেখায় চিহ্নিত ; তদীয় অঙ্গগন্ধে কেশবও বিমোহিত হইয়া থাকেন। সেই রাধা সুললিত গীতবিশারদা, তদীয় বাক্য অতীব মনোরঞ্জন, তিনি নানারূপ ক্রীড়াকৌতুকে সুদক্ষা, বিজয়বতী, করুণাময়ী, রসাভিজ্ঞা ও ভগবদ্বিষয়িণী রতিক্রিয়ায় পটীয়সী। তিনি লজ্জাবতী, মানদা, ধৈর্য্যবতী, গাম্ভীর্য্যবতী, বিলাসময়ী ও মহাভাবোৎ-কর্ষাভিলাষিণী। গোকুলই তদীয় প্রেমবসতিস্থল, জগৎসংসারে তদীয় কীর্ত্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি গুরুজনের স্নেহপাত্রী, সখী-প্রেমের বশগা, কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও একমাত্র কৃষ্ণ-পরায়ণা।

নায়ক নায়িকা দুই রসের আলম্বন।

সেই দুই শ্রেষ্ঠা রাধা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

এ মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।

যৈছে রস হয় শুন তাহার লক্ষণ॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে–বিভাবলহর্য্যাম্‌

ভক্তিনির্ধুতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্‌।

শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্‌॥

জীবনীভূতগোবিন্দ-পাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্‌।

প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানেবানুতিষ্ঠতাম্‌॥

ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সঙ্কারযুগলোজ্জ্বলা।

রতিরানন্দপৈব নীয়মানানুবশ্যতাম্‌॥

কৃষ্ণাদিভির্বি ভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনিঃ।

প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্‌॥

ভক্তিজলে যাঁহাদিগের দোষসমূহ প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের অন্তর পাতকরূপ মলশূন্য হইয়া প্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎকথায় অনুরাগী ও ভক্তসঙ্গে অভিলাষী, যাঁহারা প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে একীভূত করিয়া তচ্চরণে মঙ্গলময় ভক্তিসুখ প্রমাণ করিতে সমর্থ, যাঁহারা প্রেমের অঙ্গস্বরূপ সেবাদি আচরণ করেন, সেই সকল ভক্তবৃন্দের হৃদয়মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলভাব-সংস্কৃতা রতি সমুদিত

হইয়া তাঁহাদিগের মানস বশীভূত করত সানন্দে প্রকাশিত হয়। সাধন-সময়ে কৃষ্ণবর্ণাদি বিভাবসমূহ দৃষ্ট হইলে তাঁহারা চীৎকারময়ী পরমানন্দপরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
রসসামান্যনিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাম–

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তিরেবানুরস্যতে॥

ভগবদ্ভক্তি রস অভক্তব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বথা দুর্গম্য, কিন্তু ভগবৎপদসর্ব্বস্ব ভক্তেরা অনায়াসে তাহার আস্বাদ প্রাপ্ত হন।

সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজনবিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরা লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তি-স্মৃতি-শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক-বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (১২)–

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্ট সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
মস্মান্নোদবিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতেতু যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধাধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥

সর্ব্বভূতে যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব, সুখ-দুঃখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময় ; যিনি নির্ম্মম নিরহঙ্কার, যিনি নিরন্তর সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্‌ভক্তি-পরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে কোন ব্যক্তি সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, ভয়, উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান পুরুষই আমার প্রিয়। শত্রুতে ও মিত্রতে যাঁহার সমদৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়েই যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকারেই হউক অন্নবস্ত্রলাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জ্জিত ও স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৫)–
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রি পাঃ পরভৃতঃ সরিতোহপ্যশুষ্যান্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

সাধুগণ ধনমদান্ধ লোকের উপাসনা করিবেন কেন ? জীর্ণবস্ত্রখণ্ড কি পথে পতিত থাকে না ? বৃক্ষেরা কি ফলকুসুমাদি দ্বারা অন্যের পোষণ করে না ? তাহাদিগের সকাশে ভিক্ষাপ্রার্থনা করিলেই কি প্রাপ্ত হওয়া যায় না ? সমস্ত নদীই কি শুষ্ক হইয়াছে ? পর্ব্বতকন্দর কি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ? ভগবান্ কৃষ্ণ কি আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা করেন না ?

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবতে সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিল॥
হরিবংশে কহিয়াছে গোলকে নিত্যস্থিতি।
ইন্দ্র আসি করিল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি॥
মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশবাবতার আর বিরুদ্ধে ব্যাখ্যান॥
মহিষীহরণ আদি সব মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিঞা।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইঞা॥

নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর সাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে করিল প্রেম-প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহনে না যায় প্রভুর প্রসাদ॥
প্রভুর উপদেশমত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তার কৃষ্ণ-প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-
বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মরামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাং স চৈতন্যো দয়াচলঃ॥

যিনি আত্মারামাদি শস্যরূপ সূর্য্যের অর্থরূপ-কিরণ প্রকাশ পূর্ব্বক জগৎসংসারের অজ্ঞানান্ধকার হরণ করিয়াছে, সেই দয়াচল চৈতন্যদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
তবে সনাতন প্রভু-চরণে ধরিয়া।

পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌম স্থানে।

এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)–

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরি॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।

কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥

প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।

সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥

কিবা প্রলাপিতাম তারে নাহি কিছু মনে।

তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।

তোমা সখা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে॥

একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।

পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥

আত্মশব্দে ব্রহ্ম দেহ মন যত্ন করি।

বুদ্ধি স্বভাব এই সাত অর্থ প্রাপ্তি॥

তথা হি বিশ্বপ্রকাশে।–

আত্মা দেহমনোব্রহ্মভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ॥

দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও যত্ন–এই সমস্ত শব্দে আত্মা বুঝায়।

এই সাতে রমে যেই সেই আত্মারামগণ।

আত্মারামগণের আচরণ করিয়ে গণন॥

মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন।

পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিল মিলন॥

মুনি শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী।

তপস্বী ব্রতী যদি আর ঋষি মুনি॥

নির্গ্রন্থাঃ শব্দে কহে অবিদ্যা-গ্রন্থহীন।

বিধি নিষেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদিবিহীন॥

মূর্খ নীচ ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্রবিরক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ আর যে নির্ধন॥
তথা হি বিশ্বে–
নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্ম্মির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ॥

নিঃশব্দ নিশ্চয়ার্থে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণার্থে ও নিষাধার্থে এবং গ্রন্থ শব্দ ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণসংগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

উরুক্রম শব্দে কহে বড় যায় ক্রম।
ক্রম শব্দে কহে এই পাদ বিক্ষেপণ॥
শক্তি-কল্প পরিপাটী যুক্তিশক্ত্যে আক্রমণ।
চরণচালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৩৯)–
বিষ্ণোনু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ-
যঃ পার্ষিবান্য প কবির্বিমমে রজাংসি।
চষ্কন্ত যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং,
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরকম্পযানম্॥

পৃথিবীর পরমাণু গণিতে সমর্থ হইলেও তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি আছে যে, ভগবানের বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হইবে ? তিনি ত্রিবিক্রম রূপ পরিগ্রহ করিলে তদীয় অস্খলিত পদবেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির আমূল ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্বয়ং মর্ত্ত্যলোকাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া চরাচর ধারণ করিয়াছিলেন।

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্য-শক্ত্যে গোলক ঐশ্বর্য্য পরব্যোম॥
মায়াশক্ত্যে-ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
উরূক্রম শব্দের এই অর্থ নিরূপণ॥
তথা হি বিশ্বে–
ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ॥
ক্রম শব্দ শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্প অর্থে ব্যবহৃত হয়।
কর্ব্বন্তি পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত-ভজনে তাৎপর্য্য কহয়॥
তথা হি পাণিনিঃ–
স্বরিতঞিতঃ কর্ত্তভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে॥

উভয়পদী ধাতুর স্বরিতস্বর ও ঞ ইৎ হইলে ক্রিয়াফল যদি কর্ত্তা প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সকল ধাতু আত্মনেপদী হইবে।

যেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।

ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে॥

ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।

সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চবিধাকার॥

এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।

যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥

ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।

এক সাধন প্রেমভক্তি নব প্রকার॥

রতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।

ভাবরূপা মহাভাব লক্ষণারূপা আর॥

শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।

দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত॥

সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।

পিতৃমাতৃ-স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥

কান্তগণের রতি পায় মহাভাগসীমা।

ভক্তি শব্দের কহিল এই অপার মহিমা॥

ইত্থম্ভূতগুণ শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।

ইত্থং শব্দের ভিন্ন অর্থ গুণশব্দের আন॥

ইত্থম্ভুত শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়।

যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণ প্রায় হয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে

ভক্তি সামান্যলহর্য্যাম–

তৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।

সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্গুরো॥

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।

আপনার বেশে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥

ভক্তিসুখ মুক্তিসিদ্ধি ছাড়ায় যার গন্ধে।

অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ-কৃপায় বান্ধে॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহার সিদ্ধান্ত বিচার।

এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
গুণ শব্দের অর্থ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সৎ চিত রূপ গুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ।
সনকাদির মনে হরিত সৌরভাদি গুণে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)–
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকরে তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥
শুকদেবের মন হরিল লীলা শ্রবণে॥
তথা হি তত্রৈব (২।১)–
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! নির্গুণ ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত থাকিলেও উত্তমঃ-শ্লোক ঈশ্বরের গুণলীলা আকর্ষণে আকৃষ্টমনা হইয়া তদীয় লীলা অধ্যয়ন করিয়াছি।

শ্রীঅঙ্গ-রূপে হরে গোপীকার মন।
তথা হি তত্রৈব (১০।২৯।৩৬)–
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখ বত কুণ্ডলশ্রী গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য, বক্ষঃশ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্য॥

কোন গোপী কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার অলকাবৃত, কুণ্ডলশ্রীযুক্তগণ্ডবিশিষ্ট পীযুষমণ্ডিত অধর-সম্পন্ন ও সস্মিতদৃষ্টিযুক্ত বদনমণ্ডল, অভয়প্রদ বাহুযুগল এবং লক্ষ্মীর রতিস্থল বক্ষঃপ্রদেশ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করি।

রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ॥
তথা হি তত্রৈব (৫২।২৮)–
শ্রুত্বা গুণ্যন্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নিবিশ্য কর্ণবিররৈর্হরতোঽঙ্গ তাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বষ্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

কৃষ্ণসকাশে রুক্মিণী সতী পত্র প্রেরণ করিতেছেন,–হে ভুবনসুন্দর ! হে অঙ্গ ! হে অচ্যুত ! তোমার গুণরাশি যে শ্রবণ করে, ঐ গুণ তাহার শ্রুতিপুট দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিখিল মনস্তাপ দূর করিয়া দেয়, আর তোমার রূপ চক্ষুষ্মানগণের নেত্রের অখিলার্থ পূরণ করে। মদী চিত্ত তোমার এই গুণ শ্রবণ পূর্ব্বক নিলর্জ্জভাবে তোমাতেই অনুরক্ত হইতেছে।

বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের মন।

তথা হি তত্রৈব (১৬।৩২)–

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে, তবাঙ্ঘ্রি রেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্‌বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো, বিহায় কামান সুচিরং ধৃতব্রতা॥

যোগাভাবে জগতের যত যুবতীর গণ॥

কাস্ত্রঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-

সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যম্।

ত্রৈলোক্যসৌতগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,

যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

হে অঙ্গ ! তোমার সুধাসিক্ত মধুর পদসমন্বিত বংশীনাদ শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলে ত্রিভুবনতলে কোন্ নারী নিজ কুলধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন ? কেন না, ত্বদীয় ত্রিভুবনমোহন রূপ দেখিয়া ধেনু, হরিণ, তনুলতা এ পক্ষী প্রভৃতি ও পুলকে পূরিত হইল।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্য আকর্ষণ।

দাস্য সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ॥

পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতন অচেতন।

প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

তথা হি পূর্ব্বাশ্লোকস্য পরার্দ্ধম্–

ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,

যদগোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।

সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন॥

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।

চারিবিধ তাপ তার করে সংহারণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৮)–

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।

তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈমাংসি কৃৎস্নশঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, হে উদ্ধব ! উদ্দীপ্তশিখ বহ্নি যেমন কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ মদ্‌বিষয়িণী ভক্তি পাতকপুঞ্জ ভস্মসাৎ করিয়া দেয়।

তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম বিদ্যা নাশ।

শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ॥

নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।

ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তার গুণ॥

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।

হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ॥

অপি চ দুই শব্দ তাতে অব্যয় হয়।

যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়॥

তথাপি চকারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।

তথা হি বিশ্বপ্রকাশে–

চন্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।

যত্নান্তরে তথা পাদ-পূরণে ব্যবধারণে॥

চ শব্দ অন্বাচয় অর্থাৎ একতরপ্রাধান্য, সমূহ, ইতরেতরযোগ, সংযোগ, যত্নবিশেষ, পাদপূরণ ও অবধারণবাচক।

অপি শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত॥

তথা হি বিশ্বপ্রকাশে–

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্ক-গর্হাসমুচ্চয়ে।

তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥

অপি শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়াসম্পাদনবোধক।

এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয়।

এবে শ্লোকার্থ করি যথা যেথা লাগয়॥

ব্রহ্মশব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব বৃহত্তম।

স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহিক যার সম॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৩৫)–

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরম বিদুঃ।

বৃহত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধনই পরব্রহ্ম শব্দ কীর্ত্তিত হয়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৫)–

আততত্বাচ্চ মাতৃত্ব হি পরমো হরিঃ।

বিস্তৃতত্ব ও মাতৃত্ব অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপত্ব নিবন্ধন হরিই পরমাত্মা শব্দে কীর্ত্তিত।

সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।

অদ্বিতীয় জ্ঞান যাহা বিনা নাই আন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১)–

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

সেই দুই তত্ত্ব কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান্।

তিনকালে সত্য সেই শাস্ত্র পরমাণ॥

তথা হি তত্রৈব (২।৯।৩২)–

অহমে্বাসমে বাগ্রে নান্যদ্ষৎ সদসৎ পরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥

আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।

সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরম স্বরূপ॥

তথাহি তত্রৈব (১১।২।৪৪)–

আততত্ত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু বিবিধ সাধন।

জ্ঞানযোগ ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।

ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২১)–

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ব্রহ্ম আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়।

রূঢ়িবৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥

জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে।

যোগমার্গে অন্তর্য্যামী স্বরূপেতে ভাসে॥

রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।

স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রকাশ দুই ত স্বরূপ॥

রাজভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২৬)–

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ

জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতনাং যথা ভক্তিমাতামিহ॥

বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥

তথা হি তত্রৈব (১।১৫।১৫)–

যচ্চ ব্রজন্ত্যনির্ম্মিষামৃষভানুবৃত্ত্যা, ধূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীশীলাঃ।

ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশস কথনানুরাগবৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥

ব্রহ্মা দেবগণকে বলিয়াছিলেন, নিখিল সুর-গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ গোবিন্দের ভজনা করাতে যাঁহাদিগের নিকট হইতে যম দূরে পলায়ন করিয়াছেন, যাঁহাদিগের করুণস্বভাব সকলের স্পৃহণীয়, যাঁহারা একত্র উপবেশন পূর্ব্বক অনুরাগ সহকারে হরির কীর্ত্তি-কাহিনী পরস্পর কথোপ-কথন করিতে করিতে বিবশ হইয়া পড়েন, নেত্রবারি বিসর্জ্জন করেন ও রোমাঞ্চিত হন, হে
দেবগণ ! শ্রবণ কর, তাঁহারা আমাদিগের উপরিতনধামে গমন করিতে সমর্থ।

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।

অকাম মোক্ষকাম সর্ব্বকাম আর॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩।১০)–

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্॥

বুদ্ধিমান অর্থে যদি বিচারজ্ঞ হয়।

নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।

সব ফল দেয় তক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

অজাগলস্তন ন্যায় অন্যসাধন।

অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (৭।১৬)–

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্ণার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন ! আর্ত্ত (চৌরব্যাঘ্রাদি দ্বারা অভিভূত), জিজ্ঞাসু (তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী), অর্থার্থী (ধর্ম্মার্থেচ্ছু) এবং জ্ঞানী (আত্মজ্ঞানী), এই চতুর্ব্বিধ পুণ্যশীল ব্যক্তিরাই আমাকে ভজনা করেন।

আর্ত্তর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।

জিজ্ঞাসু জানী দুই মোক্ষকাম মানি॥

এই চারি সুকৃতি হয়ে মহাভাগ্যবান্।

তত্তৎকামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান্॥

সাধুসঙ্গকৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।

কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১০।১১)–

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।

কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥

যে ব্যক্তি সাধুসঙ্গগুণে বিষয়রূপ কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সাধুমুখে গীতমান হরিরুচিকর কীর্ত্তিকথা একবারমাত্র শুনিলেই আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না ; সুতরাং তাঁহাদিগের (পাণ্ডবদিগের) হরিবিরহ ঐরূপে অসহনীয় হওয়া বিচিত্র নহে।

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

তথা হি তত্রৈব (১।২)–

ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাংসতাম্।

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মুলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

প্রশব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

এক শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান॥

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান্।

স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার বিধান॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৮)–

সত্যং দিশত্যর্বিতমর্থিতা নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব।

এ তিনে সব ছাড়য় করে কৃষ্ণের স্বভাব॥

আগে যত মত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।

কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব॥

শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই করিল আভাষ।

এবে করি শ্লোকের মুখ্যার্থ প্রকাশ॥

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুই ত প্রকার।

কেবলব্রহ্মোপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর॥

কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।

সাধক ব্রহ্মময়প্রাপ্ত ব্রহ্মালয়॥

ভক্তি বিনা কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তিসাধন করে সেই প্রাপ্তব্রহ্মালয়॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ করায় কৃষ্ণের ভজন॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন॥
তথা হি ভগবৎসন্দর্ভে–
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং
কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি॥
মুক্ত মুনিগণও লীলাসহ সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভাবনা
করিয়া গোবিন্দের ভজনা করে।
জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণেরে ভজয়॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৪।৬)–
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥
ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১১)–
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদ্যাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥
ভজনপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব হরিগুণে আকৃষ্টমনা হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ বিস্তৃত আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।
নব যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশস্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাম্ (৭)–

অক্লেশাং কমলভুবঃপ্রবিশ্য গোষ্ঠীং

কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।

উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং, যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥

শ্রুতিবিশারদ নবযোগীন্দ্র ব্রহ্মগোষ্ঠীতে প্রবেশ বেদের শিরোভাগ উপনিষদ শুনিয়াও শ্রীহরির সঙ্গমলাভার্থ পুলকাঙ্গ হইয়া উত্তুঙ্গ প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার।

মুমুক্ষু জীবন্মুক্ত প্রাপ্তস্বরূপ আর॥

মুমুক্ষু জগতে অনেক সংসারী জন।

মুক্তি লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।২৬)–

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনাথ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

মুমুক্ষগণ তমোগুণযুক্ত ভূতপতিগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অথচ অন্য দেবতার প্রতি অসূয়াপরবশ না হইয়া প্রশাস্তমূর্ত্তি নারায়ণকলার ভজনা করেন।

সেই সবার সাধুসঙ্গে গুণস্ফুরায়।

কৃষ্ণভজন করায় মুমুক্ষ ছাড়ায়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাম্–

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽপ্যেকেন ভত্যেষ ভবো গুণেন।

সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন, কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥

হে মহাত্মন্ ! রুদ্রদেব বহুদোষযুক্ত হইলেও একটি গুণ দ্বারা শোভা পাইয়া থাকেন। অহো ! সুখাবহ সাধু-সঙ্গাখ্য সেই গুণ দ্বারা আজি আমাদিগের মোক্ষ-কামনা কৃশ হইয়া পড়িতেছে।

নারদের সঙ্গে সৌনকাদি মুনিগণ।

মুমুক্ষ ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন॥

কৃষ্ণের দর্শনে কারো কৃষ্ণের কৃপায়।

মুমুক্ষ ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁহার পায়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্য্যাম্ (১৩)–

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।

আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালম্॥

হায় ! এরূপ ঘনীভূত আনন্দবিগ্রহস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর আত্মারামকারে প্রকাশিত থাকিতেও আমার চিরকাল বিফলে নষ্ট হইল।

জীবন্মুক্ত অনেক সেই দুই ভেদ জানি।

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি॥

ভক্তে জীবন্মুক্ত সেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।

শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।২৬)–

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (১৮।৫৪)–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাম্–

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

ভক্তিবলে প্রাপ্ত স্বরূপদেহ পায়।

কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১।৬)–

বিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।

যুক্তিহিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, যখন ভগবান্ মহাপ্রলয়সময়ে যোগনিদ্রা আশ্রয় করেন, তখন জীবের আত্মোপাধির সহিত যে লয় হয়, তাহাকে নিরোধ কহে, আর অবিদ্যারোপিত অহঙ্কার প্রভৃতি বিসর্জ্জন করত বিশুদ্ধ জীবস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহার নাম মুক্তি।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয়।

কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২২।২।৩৫)–

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বির্পয্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং, ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম (৭।১৪)–

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৪।৪)–

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষারঘাতিনাম্॥

তথা হি তত্রৈব (১০।২।২৬)–

যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয় স্তভাবাদবিশদ্ধবুদ্ধয়।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

তথা হি তত্রৈব (১১।৫২)–

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক॥

তথা হি ভগবৎসন্দর্ভে–

মুক্তা অপি লীলয়া বিপ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।

পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপির অর্থ হয়॥

আত্মারামাশ্চ অপি করে কৃষ্ণ অহৈতুকী ভক্তি।

মুনয়ঃ সন্তঃ ইতি কৃষ্ণ-মনদে আসক্তি॥

নির্গ্রন্থা অবিদ্যাহীন কেহ বিধিহীন।

যাহা সেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন॥

চ শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।

আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥

আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ কহি বার ছয়।

পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকার লুপ্ত হয়॥

এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।

এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে॥

তথা বিশ্বপ্রকাশে–

সরূপাণামেকশেষ একরিভক্তৌ উক্তার্থ নামপ্রয়োগঃ।

রমশ্চ রামাশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ॥

পুনঃ পুনঃ কোন বিভক্তিতে এক শব্দ প্রযুক্ত হইলে তাহার একমাত্র অবশেষ থাকে, আর সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় না। যেমন–রাম, রাম, রাম এই তিন রাম শব্দের প্রয়োগ হইলে একটিমাত্র অবশেষ থাকিবে।

তবে সে চকারে সেই সমুচ্চয় কয়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয়॥

নির্গ্রন্থা অপি এই অপি সম্ভাবনে।

এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে॥

অন্তর্য্যামী উপাসক আত্মারাম কয়।

সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ হয়॥

সগর্ভ নির্গর্ভ এই হয় দুই ভেদ।

এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮)–

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।

চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ নিজ দেহান্তর্গত হৃদয়স্থিত প্রাদেশ প্রমাণ পুরুষকে চতুর্ভুজ ও শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিরূপে মনে মনে ধারণা করত স্মরণ করেন।

তথা হি তত্রৈব (৩।২৮।৩৪)–

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,

ভক্ত্যা দ্রবদ্হৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।

ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মূহুরর্দ্দ্যমান-

স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈব্বিযুঙ্‌ক্তে॥

কপিলদেব দেবহূতির নিকট বলিয়াছিলেন, এইরূপে ধ্যানমার্গে নিরত যোগীর ভগবান্ হরিতে প্রেমসঞ্চার হয়, ভক্তিতে হৃদয় দ্রব হইয়া যায় এবং প্রমোদজন্য দেহ পুলকিত হইয়া উঠে, তখন তিনি উৎকণ্ঠাজনিত অশ্রুকলার দ্বারা আনন্দ-সাগরে মগ্ন হন। বঁড়শী যেমন মৎস্য বিদ্ধ করিতে গিয়া বিমুগ্ধ হয়, সেইরূপ দুর্বিগাহ ভগবানের গ্রহণবিষয়ে তদীয় চিত্ত শনৈঃ শনৈঃ অক্ষম হইয়া শিথিল প্রয়াস হইতে থাকে।

যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় প্রাপ্তিসিদ্ধ আর।

দোঁহে তিন ভেদ হয় ছয়-প্রকার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (৬।৩)–

আরুরুক্ষক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, যে মুনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক, যোগসাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরমসাধন।

তথা হি তত্রৈব (৬।৪)–

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।

সর্ব্বসঙ্কল্পসন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

যখন সাধক ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত এবং নিখিল সঙ্কল্পবর্জ্জিত হন, তখনই তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।

কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া॥

চ শব্দে অপির অর্থ ইহাও করয়।

মুনি নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥

উরুক্রমে অহৈতুকী কাঁহা কোন অর্থ।

এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।

শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥

আত্মা শব্দে মন কহে মনে যেই রমে।

সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৭)–

উদারমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূপদৃশঃ,

পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,

পুনরিহ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

দেবগণ শ্রীহরিকে বলিয়াছিলেন, ভগবন্ ! তাপসগণমধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিরা উদরদেশমধ্যে মনিপুরস্থিত ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া থাকেন, আরুণিরা হৃৎপ্রদেশস্থ নাড়ীপথে সূক্ষ্মব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত ! তৎপরে তাঁহারা ত্বদীয় উপলব্ধিস্থল শিরঃপ্রদেশে উপনীত হন, তথায় গমন করিলে আর তাঁহাদিগকে কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না।

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।

অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ লঞা॥

আত্মা শব্দে যত্ন কহে যত্ন করিয়া।

মুনয়োপি ভজে কৃষ্ণ নির্গ্রন্থ হঞা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৫)–

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

নারদ বলিয়াছিলেন, ঊর্দ্ধে (ব্রহ্মধাম) ও অধোভাগে (স্থাবর লোক পর্য্যন্ত) ভ্রমণ করিয়াও যাহা লভ্য হয় না, পণ্ডিতব্যক্তি তাহার জন্যই যত্নবান্ হইবেন। যেরূপ চেষ্টা ব্যতিরেকে দুঃখ ঘটে, তদ্রূপ কালচক্রের গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকর্ম্মফলে বিষয়সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধোয় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।

আচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেযামভীপ্সিতম্॥

চ শব্দ অপি অর্থে অপি অবধারণে।

যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

তথা হি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে (২৩)–

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।

হরিণা চাশ্বদেয়তি দ্বিধা সা স্যাৎ সুর্দুলভা॥

এইরূপে বহুদিন আসক্তিশূন্য হইয়া সাধন করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বিশেষতঃ প্রভুও ইহা আশু দেন না, এই হেতু ঐ হরিভক্তি দুই প্রকারে সুদুষ্প্রাপ্য।

তথা হি শ্রীভাগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)–

তেষাং সততযুক্তানাং তজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামূপযান্তি তে॥

আত্মা শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।

ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে॥

মুনি-শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ নির্গ্রন্থ মূর্খজন।

কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৪)–

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন,

কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।

আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,

শৃন্বন্তি মিলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

কোন গোপী বেণুগীত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, হে অম্ব ! কি বিস্ময়ের বিষয় ! যে সকল পক্ষী এই বনে অভস্থিতি করিতেছে, তাহারা মুনি হইবার যোগ্য ; কারণ তাহারা সুন্দর নবপল্লবাবৃত বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হরি দর্শন করিতে করিতে যেন কতই আনন্দে নিমগ্ন হওত মুদিতলোচনে নীরবে মোহন বংশীগীত শুনিতেছে।

তথা হি তত্রৈব (১৫।৬)–

এতেঽনিলস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং, গায়ন্ত আদুপুরুষানুপথং ভজন্তে।

প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা, গূঢ়ং বনেঽপি ন জহাত্যনঘাত্মদৈবম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিয়াছিলেন, হে আদি-পুরুষ ! হে অনঘ ! এই সকল ভ্রমরেরা ত্বদীয় নিখিললোকপাবন যশোগান করিয়া তোমারই অনুসরণ করিতেছে, বোধ হয়, ইহারা ত্বদীয় আরাধকশ্রেষ্ঠ সেই সকল ঋষি ; তুমি উহাদিগের অভীষ্ঠদেব ; এই হেতু তুমি নরবেশে গোপনে কাননমধ্যে আসিয়াছ দেখিয়া উহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

তথা হি তত্রৈব (৩৫।৬)–

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতসা এত্য।

হরিমূপাসত যে যতচিত্তা, হন্ত মীলিতদৃশৌ ধৃতমৌনাঃ॥

তৎকালে সেই সরোবরে সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষীরা মনোহরসঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া আগমন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে নিমীলিতনেত্রে ও নীরবে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইত।

তথা হি তত্রৈব (২।৪।১৭)–

কিরাতহূনান্ধপুনিন্দপূক্বশা, আভীরশুক্ষা (কঙ্ক) যবনাঃ খসাদয়ঃ।

যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কিরাত, হূন, পুলিন্দ, পুক্বশ, আভীর, শুক্ষ, অথবা কঙ্ক, যবন্, খস প্রভৃতি পাপজাতি ও যাহারা কর্ম্মদোষে পাতকস্বরূপ হইয়াছে, তাহারাও যে প্রভুর আশ্রিতের শরণ লইলে পবিত্র হয়, সেই প্রভবিষ্ণু ভগবানকে নমস্কার।

কিংবা ধৃতি শব্দে নিজপূর্ণাদি জ্ঞান কয়।

দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্তে মহাপূর্ণ হয়॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ–

যতঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থ নভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

সকলপ্রকার দুঃখের মোচন হইয়া ভগবৎপ্রেম-লাভ হইলে যে পূর্ণতাজ্ঞান হয়, তাহারই নাম ধৃতি। ধৃতি প্রাপ্ত হইলে অভিলষিতার্থ, অতীত ও অপহৃত-বিষয়ের অপ্রাপ্তিজনিত শোকাদি থাকে না।

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।

কৃষ্ণপ্রেমসেবা পূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৭।৪৯)–

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতেহন্যৎকালবিপ্লুতম॥

তথা গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ–

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।

স এব ধৈর্য্যাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ ভগবানে স্থিরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অনিত্যসংসারে তিনিই ধৈয্যলাভ করিয়াছেন।

চ অবধারণে ইহা অপি সমুচ্চয়ে।

ধৃতমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচয়ে॥

আত্মা শব্দে বুদ্ধি কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অবশেষ॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুই ত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণ পায় সাধুসঙ্গ বিচারে রতিবুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি করে কৃষ্ণ পায়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াম্ (১০।৮)–
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

পণ্ডিতেরা আমাকে বিশ্বের উৎপত্তির হেতু ও আমা হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে জানিয়া প্রীতি সহকারে আমার ভজনা করেন।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৭।৪৫)–
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ ছেবমায়াং, স্ত্রীশূদ্রহুনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিম্ শ্রুতধারণা যে॥

ভগবদ্ভক্তব্যক্তির চরিত পাঠ করিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ইত্যাদি পাপজাতি এবং তির্য্যগজাতিও যখন দেবমায়া বিদিত হইয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তখন যাঁহারা ভগবানের রূপাদি ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়॥
তথা হি ভাগবদ্গীতায়াম (১০।১০)–
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং দ্বেন মামুপগান্তি তে॥
সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধনপ্রধান॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥
উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পাশ ভক্তি সিদ্ধি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।১০)–

অকামো বা সকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।

কৃষ্ণপদে ভক্তি করয়ে গুণে আকর্ষিয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১৭০)–

আত্মারামাশ্চ মুনয়ে নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ॥

তথা হি তত্রৈব (৯।১২)–

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিবানং নিজপাদপল্লবম্॥

আত্মাশব্দে স্বভাব কহে তাতে যেই রমে।

আত্মারাম জীব যত স্থাবরজঙ্গমে॥

জীবের স্বভাব কৃষ্ণে দাস অতিমান।

দেহে আত্মাজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

চ শব্দ এব অর্থ অপি শব্দ সমুচ্চয়ে।

আত্মারাম এবে হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥

এই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।

নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥

ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন।

নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥

কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।

কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণ হঞা তাঁহারে ভজয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১।৫৮)–

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-

পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।

নদ্যোঽয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-

গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিয়াছিলেন, অদ্য এই বৃন্দাবনস্থলী ধন্য হইল। তোমার পদস্পর্শে অত্রত্য তৃণগুল্ম, নখস্পর্শে বৃক্ষলতাসমূহ এবং তোমার সদয় দৃষ্টিপাতে নদীসমূহ, গিরিসমূহ ও মৃগপক্ষীরাও ধন্য। কারণ, তাঁহারা লক্ষ্মীবাঞ্ছিত ত্বদীয় বক্ষঃস্থল লাভ করিয়াছেন।

তথা হি তত্রৈব (২০।১৯)–

গো-পোপকৈরনু নং নয়তোরুদারবেণু স্বনৈঃকলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং, নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া কোন গোপী সখী-গণকে বলিতেছেন, হে সখীগণ ! কি আশ্চর্য্য দেখ, রামকৃষ্ণ শিরোদেশে গোপদ-বন্ধনরজ্জু পরি-বেষ্টন পূর্ব্বক স্কন্ধোপরি পাশ রাখিয়া মধুরবংশী-ধ্বনি করিতে করিতে গোপশিশুগণের সহিত বনে বনে গোচারণ করিতেছেন ; তাঁহাদিগের বেণুধ্বনি শুনিয়া গতিশীল জীবগণের অস্পন্দন ও বৃক্ষ সমূহের পুলক হইতেছে।

তথা হি তত্রৈব (৩৫।৫)–

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ, প্রেমহৃস্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

তথা হি তত্রৈব (২৪।১০)–

কিরাতহূনান্ধপুলিন্দপুক্কশা, আভীরশুক্ষ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই।
উনবিংশতি অর্থ হইল মিলি এই দুই॥
এই উনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
আত্মশব্দে দেহ করে চারি অর্থ তার॥
দেহারাম দেহ ভজে দেহোপাখি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে দেহ করে কৃষ্ণের ভজন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৪)–

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগানন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠা যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।১২)–

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি চ গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

শৌনকাদি মুনিগণ সূতকে কহিয়াছিলেন, আমরা এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি ; কিন্তু ইহা সফল হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই ; যজ্ঞীয় ধূমে আমাদিগের দেহ বিবর্ণ হইতেছে, এখন তুমি আমাদিগের গোবিন্দপাদপদ্মের মধুর যশোরূপ মকরন্দ পান করাও।

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।২১।৩৯)–
যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতঃ মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

পৃথুরাজ তাঁহার সভাসদ্গণকে কহিয়াছিলেন, যাহার পাদপদ্মসেবাভিচি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরণাঙ্গুষ্ঠনিঃসৃতা সুরনদীর ন্যায় ভবতা-পতাপিত জীবগণের বহুজন্মসঞ্চিত বুদ্ধিমালিনা দূর করে, তোমরা তাঁহারই ভজনা কর।

দেহারাম সর্ব্বকাম সর্ব্ব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সর্ব্ব কাম॥
তথা হি হরিভক্তিসুধোদয়ে (৭)–
স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থেণঽস্মি বরং ন যাচে॥
এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥
চ শব্দে সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণেরে ভজয়॥
নির্গ্রন্থ হইয়া ইহা অপি নির্দ্ধারণে।
রামাশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিহরয়ে বনে॥
চ শব্দে অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর।
বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয় যৈছে প্রকার॥
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
আত্মারাম অপি ভজে গৌণ অর্থ কয়॥
চ এবার্থে মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়।
আত্মারামা অপি অপি গর্হা অর্থ কয়॥
নির্গ্রন্থ হঞা এই দোহার বিশেষণ।
আর অর্থ শুন তৈছে সাধুসঙ্গম॥
নির্গ্রন্থ শব্দে কহে তবে ব্যাধ নির্ধন।
সাধুসঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণভজন॥

কৃষ্ণরামাশ্চ এই কৃষ্ণ মনন।
ব্যাধ হঞা পূজ্যভাগবতোত্তম॥
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ মহিমার জ্ঞানে॥
একদিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ।
ত্রিবেণীস্নানে প্রয়াগ করিলা গমন॥
বন পথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি।
বাণবিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়ি॥
আর কত দূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়ফড়॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে।
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ওত হৈয়া।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া॥
শামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা।
নারদে দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদ প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয়॥
গোসাঞি প্রমাণ পথ ছাড়ি কেনে আইলা।
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইয়া॥
নারদ কহে পথ ভুলি আইলা পুছিতে।
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয়।
ব্যাধ কহে যেই কহ সেই ত নিশ্চয়॥
নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ।
অর্দ্ধমারা কর কেন না লও পরাণ॥
ব্যাধ কহে শুন গোসাঞি মৃগারি মোর নাম।

পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম॥
অর্দ্ধমরা জীব যদি ধড়ফড় করে।
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।
ব্যাধ কহে মৃগাদি লও যেই তোমার মনে॥
মৃগ-ছাল চাহ যদি আইস মোর ঘরে।
যে চাহ তাহা দিব মৃগ-ব্যাঘ্রস্বরে॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছু নাহি চাই।
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমে মারিবে অর্দ্ধমারা না করিবে॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলে আমারে।
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয় তাহা মোরে॥
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীব পায় ব্যথা।
জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অপরাধ তোমার।
কদর্থ না দিয়া মার এ পাপ অপার॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তৈছে তোমা মারিবে জন্ম-জন্মান্তরে॥
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মন প্রসন্ন হইল।
তাঁর বাক্য শুনি মনে তয় উপজিল॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম।
কেমনে তরিব আমি পরম অধর্ম্ম॥
এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তোমার পায়॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন।
তবে যে করিতে পারি তোমার মোচন॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেই ত করিব।
নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব॥

ব্যাধ কহে ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে।

নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে॥

ধনুক ভাঙ্গিয়া ব্যাধ তবে তাঁর চরণে পড়িল।

তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল॥

ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন।

এক এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন॥

নদীতীরে একখানি কুঁড়িরা করিয়া।

তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া॥

তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন।

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ কীর্ত্তন॥

আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব প্রতিদিনে।

সেই অন্ন লয়ে যত খাও দুই জনে॥

তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল।

সুস্থ হঞা মৃগাদি তিনে ধাঞা পলাইল॥

দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার।

ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে নমস্কার॥

যথাস্থানে নারদ গেল ব্যাধ আইলা ঘর।

নারদের উপদেশ করিল সকল॥

গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।

গ্রামের লোক সব অন্ন আনি দিতে লাগিল॥

এক দিন অন্ন আনে দশ বিশ জনে।

দিল তত লয় যত খায় দুই জনে॥

এক দিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে।

আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে॥

তবে দুই ঋষি আইল সেই ব্যাধ-স্থানে।

দূর হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে॥

আস্তেব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায়।

পথে পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায়॥

দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া।

বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
নারদ কহে ব্যাধ এই না হয় আশ্চর্য্য।
হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্যে হয় সাধুবর্য্য॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাম্–
এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তব হিংদাদয়ো গুণাঃ
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
তবে সেই ব্যাধ দোঁহে অঙ্গনে আনিল।
কুশাসন আনি দোঁহে ভক্ত্যে বসাইল॥
জল আনি ভক্ত্যে দোঁহার পাদ প্রক্ষালিল।
সেই জল স্ত্রীপুরুষে পিয়া শিরে লইল॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা।
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে–
অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে॥

হে দেবর্ষে ! অহো ! তুমি ধন্য ! ত্বদীয় করুণা-নীচ ব্যাধও পুলকিত হইয়া আশু হরিভক্তি প্রাপ্ত হইল।

নারদ কহে বৈষ্ণব তোমার অন্ন কিছু আয়।
ব্যাধ কহে যাবে পাঠাও সেই দিয়া যায়॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাঞি।
সবে দুই জনার যোগ্য ভক্ষ্যমাত্র চাই॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।
এত বলি দুই জন হইলা অন্তর্দ্ধান॥
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান।
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গ-প্রভাব-জ্ঞান॥
এই আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল।
এই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল॥
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার।

স্থূলে দুই অর্থ সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার॥
আত্ম শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্ আর ভগবানাধ্যান॥
তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম।
বিধিভক্ত রাগভক্ত দুইবিধ নাম॥
দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার।
পারিষদ সাধনসিদ্ধ সাধকগণ আর॥
যত যত রতিভেদ সাধক দুই ভেদ।
বিধি রাগমার্গে চারি চারি অষ্টদ ভেদ॥
বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস।
সখা-গুরু কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ॥
সাধক সিদ্ধদাস সখা গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্নরতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন॥
অজাতরতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত যোশ ভেদ প্রকার॥
রাগমার্গে ঐছে ভক্ত ষোড়শ বিভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ॥
মুনি নির্গ্রন্থ চ অপি চারি শব্দের অর্থ।
যাহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ॥
বত্রিশ ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ।
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ॥
ইতরেতর চ দিয়ে সমাস করিয়ে।
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্নবার।
শেষে সব লোপ করি রাখি একবার॥
তথা হি পাণিনিঃ–
সরূপানামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানাম প্রয়োগে ইতি।
আটান্নবার আত্মারাম সব লোপ হয়।
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়॥

তথা হি–

অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ।

অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ ইতরেতর সমাস করিলে বৃক্ষাঃ অবশিষ্ট থাকে।

অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি যৈছে হয়।

তৈছে সব আত্মারামাশ্চ কৃষ্ণভক্তি করয়॥

আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে কহিয়ে চকার।

মুনয়শ্চ ভক্তি করে এই অর্থ তার॥

নির্গ্রন্থা এব হঞা অপি নির্দ্ধারণে।

এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥

সর্ব্ব সমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয়।

আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থ ভজয়॥

অপি শব্দ অবধারণে শেষ চারিবার।

চারি শব্দ সঙ্গে এবে করিবে উচ্চার॥

যথা–উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেবকুর্ব্বন্ত্যে।

এই ত করিল শ্লোকের ষষ্ঠিসংখ্য অর্থ।

এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ॥

আত্ম শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব লক্ষণ।

ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত তার শক্তিতে গণন॥

তথা হি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬০)–

বিষ্ণুশক্তি পর্যু প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা চ তথাপরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্য তৃতীয় শক্তিরিষ্যতে॥

তথা চ অমরঃ–

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রকৃতি প্রকৃতি স্ত্রিয়াম্।

ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান, প্রকৃতি॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।

তবে সব ত্যজি তবে কৃষ্ণের ভজয়॥

ষাটি অর্থ কহিল সব কৃষ্ণের ভজন।

এই অর্থ হয় এই সব উদাহরণ॥

একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।

তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে॥
অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদপ্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সামর্থ্য॥
প্রভু কহে কেন কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচারণ॥
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ হয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
তথা হি প্রাচীনকৃতশ্লোকঃ–
অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন ন টীকয়া॥

আমি (নারায়ণ) শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ জানি, ব্যাসনন্দন শুকদেবও জানেন, ব্যাসদেব কিঞ্চিৎ জানিলেও জানিতে পারেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হয়, কিন্তু টীকা বা বুদ্ধি দ্বারা উহা গ্রাহ্য নহে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২৩)–
ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠমধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥

ঋষিগণ সূতের প্রতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূত ! ধর্ম্মরক্ষাকর্ত্তা যোগেশ্বর হরি অধুনা নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন, তবে ধর্ম্ম অধুনা কোন্ ব্যক্তির শরণ লইবেন বল।

তথা হি তত্রৈব (৩।৪৩)–
কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশমেষঃ পুরাণোর্কোঽধুনোদিতঃ॥

শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট সূত বলিয়াছিলেন, ভগবান্ হরি ধর্ম্ম-জ্ঞানাদির সহিত স্বধামে প্রস্থান করিলে অজ্ঞানান্ধ মানবের সম্বন্ধে পুরাণসূর্য্যরূপ ভাগবত অভ্যুদিত হইয়াছেন।

এই ত করিল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ॥

আমা যেন যেবা কেহ বাতুল হয়।

এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়॥

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।

প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥

মুঞি নীচ জাতি কিছু না জানি বিচার।

মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতির পরচার॥

সূত্র করি দিশা যবি কর উপদেশ।

আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥

তবে আর দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয়ে।

ঈশ্বর তুমি যে করহ সেই সিদ্ধ হয়ে॥

প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।

কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ॥

তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন।

সর্ব্বাবরণে লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ॥

গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ দোঁহার পরীক্ষণ।

সেব্য ভগবান সব মন্ত্রবিচারণ॥

মন্ত্র-অধিকারী মন্ত্রশুদ্ধ্যাদি-শোধন।

দীক্ষা প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য শৌচ আচমন॥

দন্তধাবন স্নান সন্ধ্যাদি বন্ধন।

গুরুসেবা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রচক্রাদি ধারণ॥

গোপীচন্দন মালাধৃতি তুলসী আহরণ।

বস্ত্র-পীঠ গৃহসংস্কার কৃষ্ণ-প্রবোধন॥

পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।

পঞ্চকালে পূজা রতি কৃষ্ণের ভোজন শয়ন॥

শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ আর শালগ্রামলক্ষণ।

কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন॥

নামমহিমা নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।

বৈষ্ণবলক্ষণ সেবা অপরাধখণ্ডন॥

শঙ্খজল-গন্ধপুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ।

জপ স্তুতি পরিক্রিয়া দণ্ডবৎ বন্দন॥
সাধুলক্ষণ সাধুসঙ্গ সাধুর সেবন।
অসৎসঙ্গ ত্যাগ শ্রীভাগবত শ্রবণ॥
দিনকৃত্য পক্ষকৃত্য একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য জন্মাষ্টম্যাদি বিধিবিচারণ॥
একাদশী জন্মাষ্টমী বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী॥
এই সবের বিদ্ধা-ত্যাগ অবিদ্ধা-করণ।
অকারণে দোষ কৈল ভক্তি আলম্বন॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন।
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দির চরণ-লক্ষণ॥
সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব-আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্ত ব্যবহার॥
এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন।
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ॥
এই ত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥
নিজগ্রন্থে কর্ণপুর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া॥
তথা হি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৯।১৩০)–
গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্তা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,
রূপসাগ্রজ এয এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবলৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্‌বিদাম্॥

শ্রীরূপের অগ্রজ এই সনাতন বঙ্গাধিপতির সভার ভূষণস্বরূপ ছিলেন। ইনি সমৃদ্ধিমতী সম্পত্তি ত্যাগ করত বৈরাগ্য-লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সনাতন শৈবালাবৃত মহা-সরোবরের ন্যায়, তদীয় হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র ; কিন্তু বহির্ভাগে তিনি অবধূতবেশী ছিলেন।

ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের প্রেমদাতা।
তথা হি তত্রৈব (১৬৬)–
তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্যোদৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।

আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং, সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥

চম্পকবৎ গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গপ্রভু সনাতনকে সমাগত দর্শনমাত্র বিশাল দীর্ঘবাহুযুগল দ্বারা অনুকম্পা সহকারে আলিঙ্গন করিলেন।

তথা হি তত্রৈব (১০৪)–

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা, লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।

কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।

যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ॥

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান।

বিধি-রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান॥

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস ভক্তির সিদ্ধান্ত।

ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতচরণ।

যার প্রাণধন সেই পায় সেই ধন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মা-
রামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানু-
গ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসি-মুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।

সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগতঃ॥

সন্ন্যাসিবৃন্দকে বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রহণ করাইয়া এবং সনাতনকে দীক্ষিত করত গৌরাঙ্গ প্রভু নীলাচলে আগমন করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এইমত মহাপ্রভু দুইমাস পর্য্যন্ত।

শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত॥
পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী।
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভু যদি উপেক্ষিল।
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল॥
সন্ন্যাসীর কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া॥
যাঁহা তাঁহা প্রভু নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন॥
প্রভুর অভাব যেবা দেখে সন্নিধানে।
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে॥
কোন প্রকারে পারো যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব ইহা না করিলে॥
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে॥
হেনকালে নিন্দাশুনি শেখর তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভুপদে কৈল নিবেদন॥
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল॥
হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিয়া চরণ॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আরদিন মধ্যাহ্ন করি তার ঘরে গেলা॥
তাঁর যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার॥
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্তি হয় ত কখন।
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন॥

যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
প্রভুতে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাহার সমান।
সভামধ্যে প্রভুর করিয়া সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ব্যাসসূত্রের অর্থ করে অতীব মোহন॥

উপনিষদের করে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে না শুনে।
মুখে হয় হয় করে হৃদয় না মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি॥
হরেনাম শ্লোকে যেই করিল ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাষে সুখে মুক্তি হয়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।৪)–
শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তোষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্‌যথা স্থূলতুযাবঘাতিনাম্॥
তথা হি তত্রৈব (২।২।৩)–
যেহনোহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান।

তার নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান॥

শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।

তাহা নাহি করে পণ্ডিত করে উপহাস॥

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি।

এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩)–

নাতং পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দামাত্রমবিকল্পবিদ্ধবর্চ্চঃ।

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্, ভূতেন্দ্রিয়াজ্ঞকদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি॥

বিধাতা ধ্যানে হৃদয়পটে ভগবানের চিদানন্দ-মূর্ত্তি দেখিয়া স্তুতি করিতেছেন।–হে পরম ! ত্বদীয় অনাবৃততেজ নির্ব্বিশেষ আনন্দমাত্র যে স্বরূপবোধ করিতেছি, তাহা অতঃপর দেখিতেছি না। হে আত্মন্ ! আমি এই রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই মূর্ত্তি বিশ্ব হইতে পৃথক, অথচ এই বিশ্বের সৃষ্টি ইহা হইতেই হইতেছে। এই মূর্ত্তি উপাস্যস্বরূপের মুখ্য এবং ভূতেন্দ্রিয়াত্মক।

তথা হি তত্রৈব (৪)–

তদ্‌বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,

ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।

তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম ভুভ্যং,

যো নাদৃতো নরকভাগভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! অহো ! তুমি কি আমাদিগের মঙ্গলার্থে ধ্যানে এই রূপ দেখাইলে ? হে প্রভো ! পরিচর্য্যা দ্বারা তোমাকে নমস্কার করি। নিরীশ্বরবাদী নরকভাক্ ব্যক্তিরাই তোমাকে আদর করে না।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়াম্ (৯।১১)–

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো সর্ব্বভূতমহেশ্চরম্॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্ব-ভূতমহেশ্বর, আমি মানবী তনু ধারণ করিয়াছি, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

তথা হি তত্রৈব (১৬।১৯)–

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।

ক্ষপাম্যজস্রমশুভামাতুরীষ্বেব যোনিষু॥

আমি সেই সকল সাধুবিদ্বেষী, ক্রূর, অমঙ্গলকারি নরাধমকে সংসারে অসুরযোনিতে অজস্র নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

সূত্রে পরিণামবাদ তাহা না মানিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া॥
এই ত কল্পিত অর্থ মনে নাহি তায়।
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়॥
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ।
কাঁহা মুক্তি পাব কাঁহা কৃষ্ণের প্রসাদ॥
ব্যাসূত্রের অর্থ আচার্য্য করি আচ্ছাদন।
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন॥
চৈতন্যগোসাঞি যেই কহে সেই মত সার।
আর যত মত সেই সব ছারখার॥
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন॥
আচার্য্যের আগ্রহে অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের গাথা করে অন্য রীতে॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে॥
মীমাংসক কহেন ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাঙ্খ্য কহে জগতের প্রকৃত কারণ॥
ন্যায় কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয়॥
পাতঞ্জল কহে কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান্।
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাহাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি॥

তথা হি একাদশীতত্ত্বে–

তর্কেঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না, নৈকোঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী অমৃতের ধার।

তিঁহো যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার॥

এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন॥

হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি।

দেখিতে চলিয়াছে বিন্দুমাধব হরি॥

পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।

শুনি মহাপ্রভু মুখে ঈষৎ হাসিল॥

মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা।

অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা॥

শেখর পরমানন্দ তপন সনাতন।

চারিজন মিলি করে নামসংকীর্ত্তন॥

তথা হি–

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন॥

চৌদিকেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি।

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥

নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ।

দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ॥

দেখিয়া প্রভুর নিত্য দোঁহার মাধুরী।

শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি॥

কম্প স্বরভঙ্গ স্বেদ বৈবর্ণ্য স্তম্ভ।

অশ্রুধারায় ভিজি লোক পুলককদম্ব॥

হর্ষ দৈন্য চপলাদি সঞ্চারি বিকার।

দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার॥

লোক-সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।

সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সংবরিল॥

প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিল চরণ।

প্রকাশানন্দ আসি তাঁর বন্দিল চরণ॥

প্রভু কহে তুমি জগদ্গুরু প্রিয়তম।

আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম॥

শ্রেষ্ঠ হৈয়া কেন কর হীনের বন্দন।

আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্ম সম॥

যদ্যপি তোমার সম ব্রহ্ম সম ভাষে।

লোকশিক্ষা লাগি এমত করিতে না আইসে॥

তিঁহো কহে তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।

তোমার চরণস্পর্শে সব ক্ষয় গেল॥

তথা হি ভাগবতে (১।৫)–

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।

যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

অচিন্ত্যশাক্তমান্ ভগবানের নিকট অপরাধী হইলে জীবন্মুক্ত-ব্যক্তিও সেই অপরাধনিবন্ধন বন্ধ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৪।৮)–

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎ-পাদস্পর্শহতাশুভঃ।

ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, ভগবানের পাদস্পর্শমাত্র অশুভ বিনষ্ট হওয়াতে সে সর্পদেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিদ্যাধরার্চ্চিত রূপ প্রাপ্ত হইল।

প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।

জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধচিহ্ন॥

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম।

নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥

তথা হি পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৩।১২)–

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।

প্রভু যদি কর তাঁর দাস অভিমান॥

প্রভু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে।

সর্ব্বনাশ হয় এই তোমার নিন্দাতে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৪।৪)–

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।

সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

তথা হি তত্রৈব (১০।৪।৪০)–

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।

হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

তথা হি তত্রৈব (৭।৫।২৫)–

নৈষাং মতিস্তাবদুরক্রমাঙ্ঘ্রিং, স্পর্শত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং, কিঙ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

এবে তোমার পাদাজে উপজিবে ভক্তি।

তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি॥

এত কহি প্রভু লইয়া তথাই বসিলা।

প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা॥

মায়াবাদে করিবে যত দোষের আখ্যান।

সবে জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান॥

সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ।

তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন॥

তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।

সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি॥

প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।

ব্যাসসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্॥

তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।

অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥

যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।

তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥

প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।

সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥

ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।

ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল॥

নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।

শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥

এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।

শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥

চারিবেদ উপনিষদ যত কিছু হয়।

তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥

যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় রচন।

ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥

অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।

ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৮।১৮)–

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

ত্রিলোকীতলে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত ; সুতরাং ঈশ্বর যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর ; নিজের জন্য অন্যের ধানাকাঙ্ক্ষা করিও না।

ভাগবতের সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।

চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥

আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব আমার জ্ঞান বিজ্ঞান।

আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম॥

সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।

সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০)–

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গতিদং ময়া॥

এই তিন অঙ্গ আমি কহিনু তোমারে।

জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে॥

যৈছে আমার স্বরূপ যৈছে আমার স্থিতি।

যৈছে আমার কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি॥

আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক্ তোমারে।
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাহারে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩১)–
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
সৃষ্টির পূর্ব্বে যড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি হইয়ে।
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেও আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চক পায় আমাতেই লয়ে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩২)–
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম॥
অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থির নির্দ্ধার॥
যেই জন এই বিগ্রহ না মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্ধারণে॥
এই শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক।
মায়াকার্য্য হইতে আমি ব্যতিরেক॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে আভাস।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ॥
মায়াবতী হৈলে হয় আমার অনুভব।
এই সম্বন্ধতত্ত্ব কহিল শুন আর সব॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩৩)–
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্ বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥
অভিধেয় সাধন ভক্তের শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার॥

ধর্ম্মাদি বিষয় যৈছে এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে নেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৫)–
এতাবদেব জিজ্ঞাসং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেমপ্রয়োজন।
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহির অন্তরে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩৪)–
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষু চ্চাবচেষ্বেনু।
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥
ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা দেখিয়ে আমারে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৫৩)–
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষ্যদ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ, স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥

অবশভাবেও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে নিখিল পাতক নষ্ট হয়, সেই ভগবান্ স্বয়ং যাঁহার হৃদয় পরিহার না করিয়া প্রণয়রজ্জু দ্বারা বদ্ধচরণ হইয়া থাকেন, তিনিই ভাগবতোত্তমঃ।

তথা হি তত্রৈব (২।৭৩)–
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
তথা হি তত্রৈব (১০।৩০।৪)–
গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ নাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভুতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্॥

গোপীগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরি-গুণগান করিতে করিতে উন্মত্তবৎ বনে বনে অনুসন্ধান করত শূন্যবৎ সর্ব্বভূতান্তঃস্থ সেই পুরুষোত্তমের কথা বনস্পতি সকাশে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অতএব ভাগবতে এই নিত্য কয়।

সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)–

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এই তিন সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি।

ভাগবতে প্রতি শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।২৯)–

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সত্যম্।

ভক্তিঃ পুন্যতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

এবে শুন প্রেমে যেই মূল প্রয়োজন।

পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৩২)–

স্বরন্তঃ স্মরয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌঘহরং হরিম্।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥

প্রবুদ্ধ জনককে বলিয়াছিলেন, পাপহারী ভগবান হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে ও অপরকে স্মরণ করাইবে এবং সাধনভক্তি (প্রেমভক্তি) সঞ্জাত হইলে পুলকিততনু ধারণ করিবে।

তথা হি তত্রৈব (২।৩৯)–

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

অতএব ভাগবতসূত্রের অর্থ রূপ।

নিজকৃত সূত্রের নিজ ভাষ্যরূপ॥

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১০)–

অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ম্।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

এই ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপ, আর ইহাতে মহাভারতের অর্থনির্ণয় ও বেদার্থ সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে।

তথা হি ভাগবতে (১।১)–

গ্রন্থোহষ্টাদশসহস্রঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতাভিধঃ।

সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রিতিঃ ক্বচিৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রসংখ্য শ্লোকে পরিপূর্ণ, উহাতে বেদেতিহাসের সারাংশ সন্নিবিষ্ট আছে। বেদান্তের সারাংশই ভাগবৎ নামে কথিত। ভাগবতরসামৃতে পরিতৃপ্ত ব্যক্তির কখনও অন্য গ্রন্থে রতি জন্মে না।

গায়ত্রীর অর্থ এই গ্রন্থ আরম্ভণ।
সত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধন প্রয়োজন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১)–

জন্মাদ্যস্য যতোন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিমিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

তথা হি তত্রৈব (১।১।২)–

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যঃ বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তপত্রয়োম্মুলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

তথা হি তত্রৈব (১।১৩)–

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতরসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবকাঃ॥

বেদব্যাস বলিয়াছিলেন, হে ভাবুকগণ ! এই ভাগবত বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফল, ইহা শুকদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে অখণ্ডরূপে নিপতিত হইয়াছে। অতএব পরমানন্দরসপূর্ণ এই কলসুধা তোমরা আমোক্ষ পুনঃ পুনঃ পান কর।

তথা হি তত্রৈব (১।১।১৯)–

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ-শ্লোক-বিক্রমে।
যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

শৌনকাদি মুনিগণ সূতকে বলিয়াছিলেন, হে সূত ! উত্তমঃশ্লোক হরির চরিত শ্রবণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই নাই ; কারণ কৃষ্ণকথা শ্রোতা রসিকগণের নিকট স্বাদু হইতেও স্বাদুতর।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-স্মৃতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হবে পাবে প্রেমধন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতায়াম্ (১।১।১৯)–

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচিত ন কাঙ্ক্ষতি।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

তথা ভগবৎসন্দর্ভে–

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১৯)–

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তম-শ্লোক-লীলয়া।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

তথা হি তত্রৈব (৩৫)–

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

তথা হি তত্রৈব (১।৭।১০)–

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

সভাতে কহিল এই শ্লোকবিবরণ॥

এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার।

করিয়াছেন যাহা শুনি আগ্রহ চমৎকার॥

তবে সব লোক শুনি আগ্রহ করিল।

একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল॥

শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।

চৈতন্যগোসাঞি শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধারিল॥

এত কহি উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।

নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি॥

সব কাশীবাসী করে নামসংকীর্ত্তন।

প্রেমে হাসে কান্দে গায় করয়ে নর্ত্তন॥

সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।

বারাণসীপুরী প্রভু করিল নিস্তার॥

নিজগণ লৈয়া প্রভু আইলা বাসাঘর।

বারাণসী হৈলা দ্বিতীয় নদীয়া নগর॥
নিজগণ লৈয়া প্রভু কহে হাস্য করি।
কাশীতে বেচিতে আমি আঁইনু ভাবকালী॥
কাশীতে গাহক নাহি বস্তু নাহি বিকায়।
পুনরপি বহিয়া দেশে লওয়া নাহি যায়॥
আমি বোঝা বহিমু তোমা সবার দুঃখ হৈল।
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল॥
সবে কহে লোক তারিতে তোমার অবত্তার।
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার॥
এ বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ॥
বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল॥
লক্ষকোটি লোক আইসে নাহিক গণন।
সংকীর্ত্তন-স্থানে প্রভুর না পায় দরশন॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বরদর্শনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে॥
বাহু তুলি প্রভু কহে বোল কৃষ্ণ হরি।
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া॥
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন।
পাছে লোক লইল তবে ভক্ত পাঁচ জন॥
তপন মিশ্র রঘুনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন॥
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে॥
যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড-পথে॥

সনাতনে কহিল তুমি যাও বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন॥
এত বল চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতন গোসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা॥
এথা রূপগোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁর সুবুদ্ধিরায় মিলিলা॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল গৌড়-অধিকারী।
সৈয়দ হুঁসেনখাঁ করে তাহার চাকুরী॥
দীঘি দেখাইতে তার মন্‌সীব কৈল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে হুঁসেন খা গৌড়ের রাজা হৈল।
সুবুদ্ধিরায়ের তবে বহু বাড়াইল॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধিরায়কে মারিতে কহে রাজা-স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি নিলে ইঁহা নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চায় রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোয়ার পানি তার মুখে দেয়াইল॥
তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহো পণ্ডিতের স্থানে।
তাঁরা কহেন তপ্তঘৃত খাইঞা ছাড় প্রাণে॥
কেহ কেহ কহে এই নহে অল্প দোষ হয়।

শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা।
তাঁরে মিলি রায় আপনি বৃত্তান্ত কহিলা॥
প্রভু কহে ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥
এক নামাভাষে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা।
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা॥
কতক দিবস তিঁহো নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুবার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল॥
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে পয়সার চানা চাবানা খাইয়া।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি তারে করান ভোজন।
গৌড়ে আইলে দধিভাত তৈল মর্দ্দন॥
রূপগোসাঞি আইল তারে বহু প্রীতি কৈল।
আপন সঙ্গে লয়ে তারে দ্বাদশ বন দেখাইল॥
মাসমাত্র রূপগোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি আইল সনাতনানুসন্ধানে॥
গঙ্গাতীরপথে প্রভু প্রয়াগে আইলা।
ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা॥
এথা সনাতনগোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরাতে আইলেন রাজসরান পথ দিয়া॥
মথুরাতে সুবুদ্ধিরায় তাহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা॥

গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাহা সনে না হৈল মিলন॥
সুবুদ্ধিরায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে॥
মহাবিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে।
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে॥
মথুরামাহাত্ম্যশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈল বনেতে ভ্রমিয়া॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা।
রূপগোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ শেখর মিশ্র তপন।
তিন জন সহ রূপ করিল মিলন॥
শেখরের ঘরে বাসা মিশ্রঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনি সনাতনে প্রভুর শিক্ষা॥
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইল বড় সুখে॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হইল লোক-মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া॥
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জনে বনপথে মহাসুখ পাইলা॥
সুখে চলি আইসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈল নানা রঙ্গে॥
আঠারনালাতে আসি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাইয়া বোলাইল নিজ ভক্তগণে॥
শুনিয়া ভক্তের গণ পুনরপি লীলা।
দেহে প্রাণ আইল যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা।

নরেন্দ্র আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা॥
পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিল চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
দামোদর স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ কাশীস্বর গোবিন্দ বক্রেশ্বর॥
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র পণ্ডিত দামোদর।
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লইয়া চলে প্রভু জগন্নাথ-দর্শনে॥
আর যত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥
আনন্দে সবারে প্রভু আলিঙ্গিলা।
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা॥
জগন্নাথ-সেবক আনি মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা॥
মহাপ্রভু আইল গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্রবাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা॥
প্রভু কহে মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে।
সবা সঙ্গে ইহাঁ আজি করিব ভোজনে॥
তবে দোঁহে জগন্নাথ-প্রসাদ আনিল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু-ভোজন করিল॥
এই ত কহিল প্রভু দেখিয়া বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি গমন॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ॥

মধ্যলীলায় করিল এই দিগ্‌দরশন।
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ লীলার সূত্রগণ।
তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তারবর্ণন॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপবর্ণন।
তঁহি মধ্যে নানা ভাবের দিগ্‌দরশন॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর করিল সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস॥
চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আস্বাদন।
গোপাল স্থাপন ক্ষীরচুরির বর্ণন॥
পঞ্চমে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন॥
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমেরে করিল উদ্ধার।
সপ্তমে তীর্থযাত্রা বাসুদেব-নিস্তার॥
অষ্টমে রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনি শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার॥
নবমে করিল দক্ষিণ-তীর্থভ্রমণ।
দশমে করিল সব বৈষ্ণব-মিলন॥
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া-সংকীর্ত্তন।
দ্বাদশে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন॥
ত্রয়োদশে রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে হেরোপঞ্চমী-যাত্রা-দরশন॥
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈল আস্বাদন॥
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখ কহিল।

সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা আমোঘে তারিল॥
ষোড়শে বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশপথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে॥
সপ্তদশে বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে বৃন্দাবন-বিহার বর্ণন॥
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপের শক্তিসঞ্চারণ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপবর্ণন॥
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে বিবিধ সাধন ভক্তিবিবরণ॥
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি-রসের কথন।
চতুর্বিংশে আত্মারাম-শ্লোকার্থ বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হইতে পুনঃ নীলাচলে আগমন॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈল অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ॥
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলাসার।
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে।
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে॥
কৃষ্ণতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্বসার।
ভাগবততত্ত্ব রসলীলাতত্ত্বসার॥
শ্রীভাগবত তত্ত্বরস করিল প্রচার।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবল জানাইল সংসার॥
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে।
কাঁহো ভক্ত-মুখে কাঁহো শুনিল আপনে॥
শ্রীচৈতন্য সম আর দয়ালু বদান্য।
ভক্ত-বৎসল না দেখি আর ত্রিজগতে অন্য॥

শ্রদ্ধা করি এ লীলা শুন ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্যচরণ॥
ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহা পাইবে পায়॥
যথা রাগঃ

কৃষ্ণলীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশ দিকে হবে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মন-হংশ চরাও তাহাতে॥
ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা সবার পদধূলি অঙ্গে বিভূষণ করি
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন॥
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তগণ যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেমরস কুমুদবনে প্রফুল্লিত রাতিদিনে
তাতে চরাও মন-ভৃঙ্গগণ॥
নানাভাবে ভক্তজন হংস চক্রবাকগণ
যাতে সব করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি মৃণাল যাহা পায় সর্ব্বকাল
ভক্ত হংস করয়ে আহার॥
সেই সরোবরে গিয়া হংস চক্রবাক হইয়া
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুখ পাইবে পরম সুখ
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥
এই অমৃত অণুক্ষণ সাধু মহান্ত মেঘগণ
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত ফল ভক্ত খায় নিরন্তরে
তার প্রেমে জীয়ে জগজন॥
চৈতন্য-লীলামৃত-পূর কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর

দোঁহে মিলি হয় সমাধূর্য্য।
সাধুগণপ্রসাদে তাহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥
যে লীলা-অমৃত বিনে খায় যদি অন্ন-পানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে উৎফুল্লিত তনু মনে
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর পান যাহা সম নাহি আন
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তবৃন্দ
আর যৈছে শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ করি শিরেতে ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ঠ-পূরণ॥
শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ-জীব-চরণ
শিরে ধরি যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥
শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দ দেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেত চ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥
শ্রীমন্মদনগোপাল ও গোবিন্দের তুষ্টিবিধানার্থ
এই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যে সমর্পিত হউক।
তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদরলোকৈর্নাদৃতং তৈরলাভ্যম্।
ক্ষিতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমস্তাৎ,
সহৃদয়সুমনোভির্ম্মোদমেযাং তনোতি॥

যাহারা খল, তাহারা অতিগুহ্য এই

গৌরলীলামৃত আদর করে না, ইহা তাহাদিগের দুষ্প্রাপ্য, সহৃদয় সজ্জনেরাই ইহার সম্যক্ স্বাদ-গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র পৃথিবী চিরদিন সেই সমস্ত সাধুর আনন্দ বিস্তার করুন।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে
কাশীবাসি বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচলগমনং
নাম পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

॥অন্ত্যলীলা॥

॥শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়ে শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্॥

যাঁহার কৃপা পঙ্গুব্যক্তিকে গিরিলঙ্ঘনে এবং বাক্‌শক্তিহীনকে বেদাদি অধ্যয়নে সমর্থ করে, আমি সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্॥

এই অন্ধ (অজ্ঞানান্দ) আমি দুর্গম সংসারমার্গে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ স্খলিতগতি হইতেছি, সাধুগণ কৃপা-যষ্টি-প্রদানদ্বারা আমার অবলম্বন হউন্।

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরুর করো চরণবন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
জয়তাং সূরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ॥
দীব্যদবৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥
শ্রীমান্ রাসরসাম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীগোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন।

অন্ত্যলীলা বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্য-লীলা সূত্রগণ।
পূর্ব্বে গ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন॥
আমি জরাগ্রস্থ নিকট জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন॥
পূর্ব্বলিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি তাহা লিখিয়ে বিস্তারে॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা।
স্বরূপগোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাইলা॥
শুচি শচী আনন্দিতা সব ভক্তগণ।
সবে মিলি নীলাচলে করিয়া গমন॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাঁটি সমাধান।
সবাকে পালন করে দেয় বাস স্থান॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে॥
একদিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে॥
কুক্কুর রহিলা শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা॥
একদিন শিবানন্দ ঘাঁটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা॥
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত সেবকে পুছিলে॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ মনুষ্য পাঠাইলা॥
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর লোক সব আইল।
দুঃখী হৈঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল॥

প্রভাতে কুক্কুর চাহি কোথাও না পাইল।
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল॥
উৎকণ্ঠায় চলি আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিয়া সকলে॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসস্থানে।
প্রভুস্থানে আর একদিন সবার গমনে॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই কুক্কুরে।
প্রভু-কাছে বসি আছে কিছু অল্প দূরে॥
প্রসাদ নারিকেলশস্য দেন ফেলাইয়া।
"কৃষ্ণ রাম হরি" কহ বলেন হাসিয়া॥
শস্য খায় কুক্কুর কৃষ্ণ কহে বার বার।
দেখি লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠতে গেলা॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হইল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিল কহিতে॥
এইমতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইল।
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈল॥
রূপগোসাঞি প্রভু-পাশ করিলা গমন।

প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন॥
অনুপমের লাগি তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ-পাশ আইল লাগি না পাইল॥
উড়িষ্যাদেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল কৃপা করি॥
“আমার নাটক পৃথক্ করহ বচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ”॥
স্বপ্ন দেখি রূপগোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসাস্থলে॥
হরিদাস ঠাকুর তারে বহু কৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে মোরে প্রভু যে কহিলা॥
উপলভোগ দেখি হরিদাসের দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন প্রভু আইলা আচম্বিতে॥
রূপ দণ্ডবৎ করে হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা॥
হরিদাস রূপ লঞা প্রভু বসিলা এক স্থানে।
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিলা।
রূপ কহে তার সঙ্গে দেখা না হইলা॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাম তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা না হইল তাঁর সাথে॥
প্রয়াগে শুনিল তিঁহো গেলা বৃন্দাবন।
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন॥

রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত করিয়া॥
সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন।
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দোঁহার কৃপাতে ইহার হউক শক্তি।
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি॥
গৌড়িয়া উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবারই হৈল রূপ স্নেহের ভাজন॥
প্রতিদিন আসি রূপ করেন মিলনে।
মন্দিরে প্রসাদে পান দেন দুই জনে॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুই জন করি কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভু কৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার॥
ভক্তগণ লঞা কৈল গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি কৈল সব বন্যভোজন॥
প্রসাদ খায় হরি বলে সব ভক্তগণ।
দেখি হরিদাস-রূপের হরিষিত মন॥
গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥
“কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥”

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্কচিন্নৈব গচ্ছতি॥

যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ একজন এবং নন্দসুত কৃষ্ণ অন্যজন। নন্দসুত কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না, কিন্তু যদুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্ব্বক মথুরায় গমন করেন ! এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।

রূপগোসাঞিির মনে কিছু বিস্ময় হইলা॥

"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।

জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল॥

পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।

দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা॥"

দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।

পৃথক্ করিলা লিখি করিয়া ভাবনা॥

রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা।

রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তন দেখিলা॥

প্রভুর নৃত্য শ্লোক শুনি শ্রীরূপগোসাঞি।

সেই শ্লোকের অর্থ করিলা তথাই॥

সেই পূর্ব্বে সব কথা করিয়াছি বর্ণন।

তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন॥

সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।

কোন্ শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে॥

সবে একা স্বরূপগোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।

শ্লোকানুরূপ পদ করান আস্বাদনে॥

রূপগোসাঞি প্রভুর জানি অভিপ্রায়।

সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে তার॥

তথা হি কাব্যপ্রকাশে (১৪)–

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বয়স্তা এব চৈত্রক্ষপা-

স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃকদম্বানিলাঃ।

সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ,

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমূৎকণ্ঠতে॥

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোকঃ–

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা।
সমুদ্র-স্নান করিবারে রূপগোসাঞি গেলা॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে॥
শ্লোক পড়ি সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপগোসাঞি স্নান করি আইলা॥
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তারে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা॥
"গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে।"
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
সে শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
রূপের পরীক্ষা লাগি তাহারে পুছিল॥
"মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।"
স্বরূপ কহে "জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান॥"
প্রভু কহে "ইহ আমায় প্রয়োগে মিলিলা।
যোগাপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হইলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহার রসের বিশেষ॥"
স্বরূপ কহে "যাতে এই শ্লোক দেখিল।
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহি জানিল॥"

তথা হি ন্যায়ঃ–

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে।

কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥

ফলদ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়। কারণ,

কার্য্য কারণানুরূপ গুণ লাভ করে।

তথা হি নৈষধীয়ে (১ম সর্গ)–

স্বর্গাপগাহেমমৃণালিনীনাং নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।

অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং, কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥

আমরা মন্দাকিনীর স্বর্ণমৃণালিনীর কোমল-মৃণালাগ্র ভক্ষণ করিয়া তদনুরূপ কোমলও মনোহর তনু প্রাপ্ত হইয়াছি ; কেন না, কার্য্য কারণানুরূপ গুণই প্রাপ্ত হয়।

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।

রূপগোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥

একদিন রূপ করেন নাটক লিখন।

আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন॥

সম্ভ্রমে দোঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা।

দোঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা॥

“কাঁহা পুথি লিখ” বলি এক পত্র নিল।

অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈল॥

শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাতি।

প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।

পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা॥

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।১২)–

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,

কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,

কো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন, হে বৎসে ! জানি না, কৃষ্ণ এই দুটি বর্ণ কীদৃশ অমৃত দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এই দুইটি বর্ণ যখন জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন রসনাপংক্তিপ্রাপ্তির অভিলাষ হয়। শ্রবণবিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদসংখ্য কর্ণলাভের স্পৃহা জন্মে এবং মনোরূপ-প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ব্যাপারই এতৎসকাশে পরাভূত হইয়া পড়ে।

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী।
নাচিতে লাগিল শ্লোকের অর্থ প্রশংসি॥
"কৃষ্ণ-নামের মহিমা শাস্ত্র সাধু-মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"
তবে মহাপ্রভু দোঁহে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম রামানন্দ স্বরূপাদি সাথ॥
সবা মিলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে॥
দুই শ্লোক কহি প্রভু হইল মহাসুখ।
নিজ ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দোঁহারে লাগিলা কহিতে॥

ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ॥
তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (৭০)–
ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্,
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোহয়ম্॥

সুশীল বিমলবুদ্ধি এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ স্বীয় সেবকের অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহা দেখেন না, অল্পপরিমাণে কৃত সেবাকেও বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মবিদ্বেষী জনের গুণেও দোষারোপ করেন না।

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুই জন।
দণ্ডবৎ হৈয়া কৈল চরণ বন্দন॥
ভক্ত সঙ্গে কৈল প্রভু দোঁহাকে মিলন।
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ॥
রূপ হরিদাস দোঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিল পিঁড়ার উপরে॥

“পূর্ব্ব শ্লোক পড় রূপ” প্রভু আজ্ঞা কৈল।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিল॥
স্বরূপগোসাঞি তবে যে শ্লোক পড়িল।
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল॥
তথা হি শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত-শ্লোকঃ–
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমূরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥
রায় ভট্টাচার্য্য বলে “তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিল কেমনে॥
আমারে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিল সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে প্রভু নাহি পায় অন্ত॥
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ।
তাহা বিনে নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ॥”
প্রভু কহে “কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক॥”
বার বার প্রভু তারে আজ্ঞা যদি দিল।
তবে সে শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল॥
তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।১২)–
তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনয়িতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥
যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি সবার হইল আনন্দ বিস্ময়॥
সবে বলে “নামমহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর॥”
রায় কহে “কোন গ্রন্থ কর হেন জানি।

যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি॥”

স্বরূপ কহে “কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।

ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে॥

আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।

দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।

দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥”

রায় কহে নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি।

শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি॥

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।১)–

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী,

দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্‌গমবিষমসংসারসরণিঃ-

প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী॥

যাহা চন্দ্রমার সুধামাধুর্য্যরূপ গর্ব্ব প্রশমিত করিয়াছে এবং যাহা রাধা প্রভৃতির প্রণয়রূপ কর্পূরযোগে সৌগন্ধ ধারণ করিয়াছে, সেই হরি-লীলাশিখরিণী ত্বদীয় আধ্যাত্মিকাদিতাপহর, ভীষণসংসারপথপর্য্যটনজাত পিপাসা দূর করুক্।

রায় কহে “কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।”

প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥

প্রভু কহে “কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে।

গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব-সমাজে॥”

তবে রূপগোসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।

শুনি প্রভু কহে “এই অতি স্তুতি হৈল॥”

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।২)–

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,

সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।

“কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া॥”

রায় কহে “কোন্ মুখে পাত্র সন্নিধান।”

রূপ কহে “কালসাম্য প্রবর্ত্তক নাম॥”

তথা নাটকচন্দ্রিকায়াম্ (১)–

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ।

সময়ানুরূপ পাত্রসন্নিবেশের নাম প্রবর্ত্তক॥

তথা বিদগ্ধমাধবে (১।২৭)–

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্,চপূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম।

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ, রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী॥

এই বসন্তঋতু উপস্থিত। এই সময়ে পৌর্ণমাসী তিথি মনোহর বিশাখানক্ষত্রসহ গ্রহকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া নবরাগরঞ্জিত পূর্ণচন্দ্রমার সহিত সমবেতা হওত শোভা সম্পাদন করিতেছে। পক্ষান্তরে,–বসন্তকালীন রাত্রিতে দেবী পৌর্ণমাসী অতীব আগ্রহ সহকারে নবীনানুরাগে অনুরাগী পরিপূর্ণতম শ্রীহরির কৌতুক-বর্দ্ধনার্থ সুরুচিরা রাধাকে সঙ্গে লইয়া আগমনপূর্ব্বক মিলিত হইলেন।

রায় কহে প্ররোচনাদি কহ শুনি।

রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি॥

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।১৫)–

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ,

শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।

লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-

র্ম্মন্যে মদ্‌র্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি॥

নাট্যাভিনয়কালে পারিপার্শ্বিক সূত্রধারের প্রতি বলিতেছে,–দেখ, এই সভাতে স্বভাবনির্ম্মল নির্ম্মলমতি ভক্তবৃন্দ সমবেত, এই বিদগ্ধমাধবনামা প্রবন্ধও গোপীপ্রিয় কৃষ্ণের লীলাচরিতে শোভিত, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের রসলীলাস্থান এই বৃন্দাবন আমাদিগের অভিনয়ের উপযুক্ত রঙ্গভূমি, বোধহয়, অদ্য আমাদিগের ন্যায় সকলের পুণ্যপরিণাম বিকাসিত হইল।

তথা তত্রৈব (৬)–

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা,

বিধাত্রী সিদ্ধার্থান হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।

পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমধিমুন্মথ্য জনিতো,

হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্॥

সূত্রধার বলিল, হে বুধগণ ! আমি লঘুস্বভাব হইলেও মদ্‌বিরচিত কৃষ্ণগুণাত্মিকা এই কবিতা আপনাদিগের অভিলষিত পূরণ করিবে, কারণ, অতি ঘৃণিতজাতি শবর কর্ত্তৃক কাষ্ঠঘর্ষণে সমূৎপাদিত অগ্নি কি স্বর্ণের অন্তর্মালিন্য নষ্ট করে না ?

রায় কহে কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ।

পূর্ব্বানুরাগ বিকার চেষ্টা কামলিখন॥

ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি প্রভুর ভক্তগণে চমৎকার হৈল॥

তত্রৈব (২।৮)–

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ,
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

হে সখি ! কৃষ্ণঃ এই নাম শ্রবণমাত্র একজনের বুদ্ধিলোপ হইল, বংশীধ্বনি শ্রুতিমাত্র অপরের ঘনীভূত উন্মাদ উপস্থিত হইল, স্নিগ্ধ নবনীরদদ্যুতি দেখিবামাত্র অপর একজনের চিত্তক্ষেত্রে সেই মূর্ত্তি লগ্ন হইয়া রহিল ; হা ধিক্ ! আমাকে একত্র পুরুষত্রয়ের রতি বহন করিতে হইল। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

তথা তত্রৈব (২।৬)–

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াৎ পর্য্যবস্যতি॥

ললিতার প্রতি রাধিকা বলিলেন, হে সখি ! শ্রীরাধিকার এই মনোবেদনা দুঃসাধ্য। ইহার চিকিৎসা নিন্দায় পর্য্যবসিত হইবে ; কারণ, ঐ রোগ শান্তি অসম্ভব।

তথা তত্রৈব (২)–

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণঃ সুন্দর, মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্হি॥

হে সুন্দর ! তুমি আমার হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি সবলে সেই সেই দিকেই আমার গতি রোধ করিয়া থাক।

তথা তত্রৈব (২।২৩)–

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানান্তু বিলোকনান্মুহুরসৌ সাশ্রু পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং,
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ॥

মুখরা পৌর্ণমাসীকে বলিয়াছিল, এই বালিকা রাধিকা পুরোবর্ত্তী ময়ূরপুচ্ছ দেখিবামাত্র অকস্মাৎ কম্পিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়াছে এবং গুঞ্জাদর্শন-মাত্র সাশ্রু-নয়নে পুনঃ পুনঃ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছে, জানি না, কোন্ নবযুবা ইঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক এই সমস্ত অদ্ভুত নটরঙ্গ জন্মাইয়া দিতেছে।

তত্রৈব (২।৩৫)–

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুদা মা রোদীর্ম্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।

তমালস্য স্কন্ধে সখি ললিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং,

যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥

বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া রাধিকা বলিয়াছিলেন, হে সখি ! যদি শ্রীহরি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলেন, তবে আর আমার অপরাধ কি ? তুমি বৃথা রোদন করিও না। আমার মৃত্যুর পর তমাল-তরুর মূলশাখায় মদীয় বাহুলতিকা এরূপভাবে বেষ্টন করিয়া রাখিও, যেন এই দেহ চিরদিন বৃন্দারণ্যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইরূপেই আমার ঔর্দ্ধদৈহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করিও।

রায় কহে "কহ দেখি ভাবের স্বভাব।"

রূপে কহে "ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ভাব॥"

তথা হি তত্রৈব (২।১৬)–

শীড়ার্ভি নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,

নিস্যন্দেন মূদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।

প্রেম্না সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,

জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

রায় কহে "সহজ কহ প্রেমের লক্ষণ।"

রূপগোসাঞি কহে "সাহজিক প্রেমধর্ম্ম॥"

তথা হি তত্রৈব (৫।৪)–

স্তোত্রং যত তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,

নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

দোষেণ ক্ষয়িতং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী,

প্রেয়ঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ংবিক্রীড়তি প্রক্রিয়া॥

পৌণমাসী মধুমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, সকল প্রেমিকের প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপেই ক্রীড়া করে, –তিনি স্বীয় প্রশংসাবাক্য-শ্রবণে ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তে ব্যথা অনুভব করেন, নিন্দা পরিহাসরূপে পরিণত হইয়া তাঁহাকে বিপুল আনন্দ প্রদান করে এবং প্রেমাধারের দোষ-শ্রবণে তাঁহার প্রেমের হ্রাস বা গুণশ্রবণে প্রেমের বৃদ্ধি হয় না।

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা,

তত্রৈব (২।৪০)–

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,

স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে পরাঞ্চিস্যতি।

কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্,

হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মুলিতা॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের প্রতি বলিয়াছিলেন যে, সেই বিধুমুখী রাধিকা সখীগণ-প্রমুখাৎ আমার এই নিষ্ঠুরাচরণের কথা শুনিলে হয় ত প্রেমাঙ্কুর ছিন্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়াও হৃৎপদ্মে কত যাতনা ভোগ করিবেন ; অথবা দুরন্ত মদনের বাণে চকিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায় ! মুর্খতাবশতঃ আমি ফলোন্মুখী কোমলা মনোরথ-লতিকাকে সমূলে উন্মূলিত করিলাম।

তত্রৈব (২।৩২)–

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলতা গুর্ব্বৌ গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃসখি তথা যুয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো,
ধিক্ ধৈয্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥

রাধিকা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন, হে সখি ! যাঁহার আলিঙ্গন সুখলাভের ইচ্ছায় আমি গুরুজন বর্গের লজ্জাকেও শিথিলিত করিয়াছি, প্রাণাধিক-প্রিয়তম বন্ধু তোমাদিগকেও ক্লেশ দিয়াছি, আর সতী-কুলসেবিত মহান্ ধর্ম্মকেও গণনা করি নাই, আধুনা সেই কৃষ্ণও আমাকে উপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু আমি পাপীয়সী এখনও জীবিত রহিয়াছি, আমার এই ধৈয্যকে ধিক্।

তত্রৈব (২।৩৪)–

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি ন হি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং,
কথং যা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী॥

রাধিকা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ ! আমরা স্ব স্ব বাল্যভাববশতঃ গৃহাভ্যন্তরে বিহার করিতেছিলাম, সুখ-দুঃখ বা ভালমন্দ কিছুই জানিতাম না ; এ নিরাশ্রয়দশায় আমাদিগকে আনয়ন করা কি তোমার উচিত হইয়াছে ? যদিও আনিয়াছ, এখন কি আবার ঔদাসীন্য অবলম্বন করা তোমার বিবেচনার যুক্তিযুক্ত ?

তথা তত্রৈব (২।৩৯)–

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥

রাধিকাকে উদ্দেশ্য করিয়া ললিতা বলিয়াছিলেন, আমরা অন্তর্যাতনায় ব্যাকুল হইয়া সম্প্রতি শমন ভবনে গমনে প্রস্তুত আছি, তথাপি এই কৃষ্ণ কপটতাপূর্ণ হাস্য ত্যাগ করিলেন না। মেধাবিনি রাধিকে ! কিরূপে এই গভীর কপট চরিত্র গোপনন্দনে তোমার মহাপ্রেমের উদয় হইল ?

তথা তত্রৈব (২।৭)–

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।

লেভে কৃষ্ণার্ণ বনবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং,

বগ্‌বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাং করোষি॥

পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণসাগর ! নবরসসমন্বিতা রাধাতরঙ্গিণী পতিতরু পরিত্যাগপূর্ব্বক কুলধর্ম্ম-সেতু ভগ্ন করিয়া বেগে গুরুজনরূপ গিরি লঙ্ঘন করত তোমাতে মিলিত হইতে আসিতেছিল, তুমি বাকৃতরঙ্গ বিস্তারপূর্ব্বক তাহাকে বিমুখী করিলে কেন ?

রায় কহে "বৃন্দাবন মুরলীনিঃস্বন।

কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন॥

কহ তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।"

ক্রমে রূপগোসাঞি কহে করি নমস্কার॥

যথা বিদগ্ধমাধবে (২।১৯)–

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,

বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।

কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-

র্ম্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি॥

বৃন্দাবন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, এই বৃন্দাবনে আম্রমুকুলের মধুর সৌরভে মধুপবৃন্দ বন্দীভূত হইয়া রহিয়াছে, নিরন্তর মলয়-সমীর প্রবাহিত হইয়া অল্পবিস্তর আন্দোলিত করিতেছে, সখে ! এই সেই বৃন্দারণ্য আমার অসীম আনন্দ-বর্দ্ধন করিতেছে।

তথা তত্রৈব (১।১৬)–

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ॥

পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি, মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥

বলদেব শ্রীদামকে বলিয়াছিলেন, আহা ! বৃন্দাবনধাম কেমন দিব্য-লতিকায় পরিবেষ্টিত। লতিকাবলীর অগ্রদেশ বিবিধরূপে অনুরঞ্জিত, প্রতি পুষ্প মধুপগণ মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, মধুব্রতগণ আবার কেমন শ্রুতিমধুর সঙ্গীতে নিরত রহিয়াছে।

তথা তত্রৈব (১।২৯)–

ক্বচিদ্‌ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,

ক্বচিদ্‌বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।

ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো,

হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, কোন স্থলে ভৃঙ্গকুল সঙ্গীত করিতেছে, কোন স্থলে শীতলসমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কোন স্থানে বন-লতিকা নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লিকাপুষ্পের বিমলগন্ধ বিস্তারিত হইতেছে এবং কোন স্থানে বা পক্কদাড়িমসমূহ বিদীর্ণ হওয়াতে রসধারা বিগলিত হইতেছে ; হে সখে ! দেখ, বৃন্দাবন কেমন আমাদিগের ইন্দ্রিয়সুখ বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে।

তত্রৈব (২।১)–

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,

বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভররুণৈস্তৎপরিসরৌ।

তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বুনদময়ী,

করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলীমুরলী॥

পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন, আহা ! শ্রীকৃষ্ণের হস্তে এই মঙ্গলময়ী কেলিমুরলী কেমন শোভা পাইতেছে ! ইহার মুখে ও পুচ্ছে অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিত স্থূল ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত ; ঐ স্থূলের দুই পার্শ্বে ঐ প্রমাণ পরিসর অরুণবর্ণ মণি দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং ঐ উভয়ের মধ্যভাগ হীরক ও কাঞ্চনে গঠিত।

সদ্‌বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,

পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।

কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্ব্বিষমা গৃহীতা,

গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা॥

শ্রীমতী রাধিকা বিশাখার সম্মুখে মুরলীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মুরলিকে ! সদ্বংশে তোমার জন্ম, পুরুষোত্তম হরির হস্তে তোমার বাস, জাত্যাংশেও তুমি সরল ; কিন্তু হায় ! তবে কেন তুমি গুরুর নিকট হইতে গোপীবিমোহনকারী বিষম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ ?

তথা তত্রৈব (৪।৪)–

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা,

লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাসি।

তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,

হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥

চন্দ্রাবলী বলিয়াছিলেন, হে সখি মুরলি ! তুমি রন্ধ্রসমূহে পরিপূর্ণা, লঘু, অত্যন্ত কঠিন, শুষ্ক ও গ্রন্থিল, তবে কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সর্ব্বদা হরি-হস্তের আলিঙ্গন ও তদীয় শ্রীমুখের চুম্বন লাভ করিতেছ ?

তথা তত্রৈব (১৭)–

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং,

ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।

ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘুর্ণয়ন,

ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

জলদপটল স্তম্ভিত করত, পুনঃ পুনঃ গন্ধর্ব্বগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া, সনন্দনাদি তাপসকুলকে ধ্যানচ্যুত করিয়া, প্রজাপতিকে বিস্মিত করিয়া, পাতালস্থ বলিরাজের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, নাগরাজ অনন্তকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড-কটাহের মূল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীরব সমন্তাৎ বিস্তারিত হইল।

তথা তত্রৈব (১।১৪)–

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ

প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।

অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদয়ো,

হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥

পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে বলিয়াছিলেন অহো ! শ্রীকৃষ্ণ কি মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার দেহকান্তি নীলমণি অপেক্ষাও দিব্যপ্রভায় সমুজ্জ্বল, নয়নের দীপ্তিতে প্রফুল্লপুণ্ডরীকপ্রভাও পরাভূত হইয়াছে ; ইঁহার পীতাম্বর নবকুসুম-কান্তিকেও সজ্জিত করিতেছে এবং কাননজাত পত্রপুষ্পাদি বিরচিত বেশভূষা দিব্যবেশের শোভাকে বিড়ম্বিত করিতেছে !

তথা ললিতমাধবে (৪।২৫)–

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্‌বিভুগ্নত্রিকং,

সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।

বংশীং কুত্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং,

রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥

ললিতা শ্রীরাধিকাকে বলিয়াছিলেন, হে সখি বরাঙ্গি ! যাঁহার বামজঙ্ঘার নিম্নভাগে দক্ষিণপদ একত্র হইয়াছে, যাঁহার তিন অঙ্গ (গ্রীবা, কটি ও চরণ) কিঞ্চিৎ কুটিল, স্কন্ধ কুটিলভাবে স্তম্ভিত, নয়নাঞ্চল বঙ্কিমভাবে সঞ্চালিত, যাঁহার ঈষৎ উন্মীলিত অধরে চপলাঙ্গুলীযুক্ত মুরলী শোভা পাইতেছে, এবং যাঁহার ভ্রূরূপ ভ্রমর বিরাজ করিতেছে, অগ্রবর্ত্তী সেই মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দকে স্বীকার কর।

তথা তত্রৈব (১।১৪)–

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্

সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।

যুগপদয়মপূর্ব্বং কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,

মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষ্যাং চিনোতি॥

শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্ময়ে ললিতাকে কহিতেছেন, হে সুমুখি ! অগ্রবর্ত্তী এ কোন্ অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা, তাহা বল। ইনি দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ নিশিত অস্ত্রদীপ্তিতে কুলবালাগণের কুলধর্ম্মরূপ প্রস্তর ভেদপূর্ব্বক যুগপৎ লক্ষ মরকতমণি দ্বারা গোষ্ঠকক্ষা রচনা করিতেছেন।

তত্রৈব (১।৪২)–

নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়াম্বিদেহদ্যুতি-

র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।

সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-

চ্ছিদাকরণকৌতুকী জয়তী যশ্য বংশীধ্বনিঃ॥

ললিতা রাধিকাকে কহিলেন, সখি ! ব্রজেন্দ্র-কুলচন্দ্রমা কোন্ অপূর্ব্ব নবযুবা বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার দেহকান্তি নবনীরদমণ্ডলীর গর্ব্বকেও বিড়ম্বিত করিতেছে এবং ইঁহার বংশীরব যেন কৌতুকসহকারে কুলবালাগণের নীবিবন্ধন-স্বরূপ বন্ধন ছেদনপূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছে।

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (১।২০)–

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,

মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।

দশাং কষ্টামষ্টাপদমতি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-

বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥

শ্রীমতীর রূপ দেখিয়া পৌর্ণমাসী বলিয়াছিলেন, আহা ! শ্রীরাধিকার রূপ কি মনোহর। ইঁহার নেত্রশোভা নববিকসিত পদ্মশোভাকে বিড়ম্বিত করিতেছে। ইঁহার উল্লাসময়ী বদনশোভা পদ্মকাননের শোভাকে লজ্জিত করিয়াছে এবং ইঁহার দেহ-শোভা কাঞ্চন-শোভাকেও ক্লেশের অবস্থায় ফেলিয়াছে।

তথা তত্রৈব (৫।১৯)–

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং, শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।

ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং, তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিয়াছিলেন, দিবসে চন্দ্রমা এবং রাত্রিকালে পদ্ম প্রভাহীন হয়। অহো ! তবে শোভাময় মৎপ্রিয়াবদন কাহার সহিত তুলনার যোগ্য হইবে ?

তথা তত্রৈব (২।৩৪)–

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ,

স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।

মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, যাহার গণ্ডদ্বয় হর্ষরসতরঙ্গে ঈষৎ বিকসিত হইয়াছে, কামধনু সদৃশ ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই পক্ষ্মযুক্তনেত্রবিশিষ্টা শ্রীমতী রাধিকার কটাক্ষ মদোন্মত্তা, মধুররাবা, চপলা ভ্রমরীর ভ্রম জন্মাইয়া মদীয় হৃদয় দংশন করিল।

রায় কহে তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।

দ্বিতিয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার॥

রূপ কহে কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।

মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত-প্রকাশ॥

তোমার আগে ধার্ষ্ট এই মুখব্যাদান।

এত বলি নান্দী শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান॥

তথা ললিতমাধবে (১।১)–

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকান্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।

চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী, দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মূদং বঃ॥

শ্রীহরির যে পূর্ণ যশঃশশী অসুরাঙ্গনাগণের কুচচক্রবাকের ও বদনপদ্মের খেদবর্দ্ধন করে এবং ভক্তবর্গরূপ চকোরসমূহের আনন্দ জন্মায়, তাহা তোমাদিগকে হর্ষ প্রদান করুক্।

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা॥

তথা তত্রৈব (১।২)–

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্লুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্ততু॥

যিনি ধরাতলে সমুদিত হইয়া ভুরিপরিমাপে নিজ প্রেমসুধা বিস্তার করিয়াছেন, "দ্বিজকুলাধিরাজ" এই আখ্যা যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারহারী এবং যিনি জগতের সকলেরই মন হরণ করেন, সেই শচীসুতরূপ চন্দ্রমা আমার আনন্দবিধান করুন।

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস॥
কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেন স্তুতি-ক্ষারবিন্দু॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পুর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতে লজ্জা লোকে করে উপহাস॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণেঃ॥
রায় কহে কোন্ অঙ্গে শাস্ত্রের প্রবেশ।
তবে রূপগোসাঞি কহে তাহার বিশেষ॥

তথা হি ললিতমাধবে (১।১১)–

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্॥

কলানিধি কৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কিরাত-নৃপতির (কংসের) প্রাণসংহার পূর্ব্বক যথাকালে তথায় (শ্রীমতী রাধিকার) পাণিগ্রহণ করিবেন।

উদ্ঘাত্যক নাম এই মুখ্য বিধি অঙ্গ।
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ॥

তল্লক্ষণং যথা সাহিত্যদর্পণে–

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।

যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে॥

কোন পথের অর্থবোধ হেতু অপরার্থের সহিত সেই অবোধিত শব্দের সংযোগ হইলেই তাহার নাম উদ্‌ঘাত্যক।

রায় কহে কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।

শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ॥

তথা হি ললিতমাধবে (১।১৮)–

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।

সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী॥

যে স্বকার্য্যপটীয়সী মুরলীকাকলী দূতীরূপিণী হইয়া লোকলজ্জা হরণপূর্ব্বক রাধিকাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণ করিয়া লয়, সেই সংযোজনকারী বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

তথা তত্রৈব (১।১৭)–

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।

ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি॥

গোক্ষুরধুলিপটল কৃষ্ণের আগমনসূচনা করিতেছে এবং পুরোবর্ত্তী অন্ধকার তদীয় সঙ্গমসংঘটন করিতেছে। অতএব গোপাঙ্গনাদিগের হরিদর্শনের গমনপথ সর্ব্বদর্শী শ্রুতির সমীপেও প্রকাশিত হইল না।

তথা তত্রৈব (২।১১)

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-

র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।

অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃ গঞ্চলতস্করৈ-

র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া রাধিকা সখীকে বলিতেছেন, সহচরি ! মদোন্মত্ত হস্তিবৎ বিলাসশালী, নিরাতঙ্ক, নবীনজলদকান্তি এই নবযুবা কে ? কোন্ স্থান হইতে ইনি এই বৃন্দাবনে আগমন করিলেন ? অহো ! ইনি চপলনেত্রাঞ্চলরূপ তস্কর দ্বারা মদীয় হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধন হরণ করিতেছেন।

তথা তত্রৈব (২।২)–

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,

বিলোচনচকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।

উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,

ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥

শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন, যিনি মদিয় চিত্তরূপ হস্তীর বিহারার্থ সুরতরঙ্গিণীরূপিণী, যিনি মদীয় নেত্রচকোরের শারদীয় পূর্ণশশিপ্রভার সদৃশী এবং যিনি মদীয় বক্ষোরূপ গগনতটের অলঙ্করণ জন্য চারুতারাবলীসদৃশী, অধুনা আমি চিরবাঞ্ছিত ও অভিলষিতসিদ্ধির সহিত সেই রাধিকাকে প্রাপ্ত হইলাম।

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।

রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র-বদনে॥

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।

নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার॥

প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।

শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন॥

তথা হি প্রাচীনকৃত-শ্লোকঃ–

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।

পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

যদি পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তদীয় মস্তক ঘূর্ণিত না করে, তবে কবির কাব্যরচনার ও ধানুকীর শস্ত্রক্ষেপে কি প্রয়োজন ?

তোমা শক্তি বিনা জীয়ে নহে এই বাণী।

তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি॥

প্রভু কহে আমা সনে ইহার মিলন।

ইঁহার গুণে ইঁহায় আমার জুষ্ট হইল মন॥

মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।

ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥

সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।

ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥

ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।

পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥

তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তার রীতি।

দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্য তাহাতেই স্থিতি॥

এই দুই ভাই আমি পাঠাইলাঙ্ বৃন্দাবনে।

শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥

রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।

কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥

মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে।

সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে॥

ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস।

যাকে করাও সে করিবে জগতে তোমার বশ॥

তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।

তাঁহারে করাইল সবার চরণবন্দন॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।

কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন॥

প্রভুকৃপা রূপে তার রূপে সদ্‌গুণ।

দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন॥

তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লৈয়া গেলা।

হরিদাস ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা॥

হরিদাস কহে তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।

যে সব বর্ণিলা ইহা কে জানে মহিমা॥

শ্রীরূপ কহেন আমি কিছুই না জানি।

যেই মহাপ্রভু কহান সেই কহি বাণী॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে–

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।

তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

এইমত দুইজন কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গে।

সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস সঙ্গে॥

চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ।

গোসাঞি বিদায় দিল গৌড়ে করিল গমন॥

শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা।

দোললীলা প্রভু-সঙ্গে আনন্দে দেখিলা॥

দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিল।

অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিল॥

বৃন্দাবন যাহ তুমি রহিও বৃন্দাবনে।

একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে॥

ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।

লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥

কৃষ্ণ-সেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।

আমিহ দেখিতে তাহা যাব একবার॥

এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।

রূপগোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ॥

প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা।

পুনরপি বৃন্দাবন-পথে গৌড় আইলা॥

এই ত কহিল পুনঃ রূপের মিলন।

ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে

শ্রীরূপসঙ্গোৎ সবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃশ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,

শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।

সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম, পরমগুরু, পরাপরগুরু প্রভৃতি ও বৈষ্ণবগণকে বন্দনা করি ; সাগ্রজ সনাতন, জীবগোস্বামী ও রঘুনাথসহ রূপ-গোস্বামীকে বন্দনা করি ; নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও পরিজনসমন্বিত চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি এবং ললিতা-বিশাখাদিসহ রাধাকৃষ্ণপদে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর অবতার।

নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার॥

সাক্ষ্যদ্দর্শনে আর যোগ্য ভক্ত জীবে।

আবেশ করয়ে কাঁহা হয় আবির্ভাবে॥

সাক্ষ্যদ্দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল ব্রহ্মচারি দেহে আবির্ভাব হৈলা॥
প্রদ্যুম্ন নৃসিংহানন্দ কৈল আবির্ভাব।
লোক নিস্তারিব হই ঈশ্বরস্বভাব॥
সাক্ষ্যদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল।
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল॥
গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া॥
আর নানা দেশে লোক দেখি জগন্নাথ।
চৈতন্যচরণ দেখি হইল কৃতার্থ॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব গন্ধর্ব্ব সব মনুষ্যবেশে আসি॥
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া।
কৃষ্ণ বলি নাচে সবে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥
এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী॥
তা সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্য ভক্ত জীবদেহে করেন আবেশে॥
সেই জীবে নিজভক্তি করেন প্রকাশে।
তাঁহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্বদেশে॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশের দিগ্‌দরশন॥
অম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী।
পরম বৈষ্ণব তিঁহো বড় অধিকারী॥
গৌড়দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল॥
গ্রহগ্রস্থ প্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া॥
অশ্রু কম্প-স্তম্ভ স্বেদ সাত্ত্বিক বিকার।

নিরন্তর প্রেমে নিত্য সঘন হুঙ্কার॥
যৈছে গৌরকান্তি তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহাতে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ॥
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
তাহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম॥
চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে॥
পরীক্ষা করিতে তার যবে ইচ্ছা হইল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল॥
“আপনে বোলান মোরে ইহা আমি জানি।
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি॥
তবে জানি ইহাতে হয় চৈতন্যাবেশে।”
এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে॥
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়॥
ব্রহ্মচারী কহে শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই চারি যাহ বোলাহ তাহারে॥
চারিদিকে ধায় লোকে শিবানন্দ বলি।
“শিবানন্দ কোন্ তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী”॥
শুনি শিবানন্দ সেন আনন্দ হইল।
নমস্কার করি তার নিকটে বসিল॥
ব্রহ্মচারী বোলে “তুমি যে কৈলে সংশয়।
একমন হইয়া তাহা শুনহ নিশ্চয়॥
গৌর গোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড় যেই করেছ অন্তর॥”
তবে শিবানন্দমনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি বহু ভক্তি কৈল॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব॥

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীনিবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘবভবনে॥
এই চারি ঠাঞিঃ প্রভুর সদা আবির্ভাব।
প্রেমাবিষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হইয়া।
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত তেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তিঁহো বড় ভাগ্যবান্॥
একবৎসর তিঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইল উৎকণ্ঠা অন্তর॥
মহাপ্রভু দেখি তারে বড় কৃপা কৈলা।
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকট রহিলা॥
তবে প্রভু তারে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিল ইহাকে আসিতে॥
এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে।
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি সনে॥
শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষমাসে।
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তার পাশে॥
জগনানন্দ হয় তাঁহা তিঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেহ করিল।
শুনি ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল॥
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিল স্থির হইয়া।
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া॥
পৌষমাস আইল দোঁহে সামগ্রী লইয়া।
সন্ধ্যা পর্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া॥
এইমত মাস গেল গোসাঞিঃ না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাহাই আইল।

দোঁহে তারে মিলে তবে স্থানে বসাইলা॥
দোঁহার দেখি দুঃখ কহে নৃসিংহানন্দ।
“তোমা দোঁহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ॥”
তবে শিবানন্দ তারে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন না আইলা॥
শুনি ব্রহ্মচারী কহে করহ সন্তোষে।
আমি ত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে॥
তাঁহার প্রভাব প্রেম জানে দুই জনে।
আনিবে প্রভুরে এই নিশ্চয় কৈল মনে॥
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম।
নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম॥
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল।
পানিহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল॥
কালি মধ্যাহ্নে তিঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাকসামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে॥
তবে তাঁকে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিল কিছু সন্দেহ না কর॥
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর॥
পাকসামগ্রী আন আমি যেই চাই।
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার।
নানা সূপ ব্যঞ্জন পিঠা ক্ষীর উপহার॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ কতক বাড়িল।
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক বাড়িল।
তিনজনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল॥
দেখি শীঘ্র আসি বসিলা চৈতন্যগোসাঞি।
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাই॥

আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার।
হা হা কিবা কর বলি করয়ে ফুৎকার॥
জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপভোগ॥
নৃসিংহের জানি হৈল আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে জীয়ে কৈছে দাস॥
ভোজন দেখিয়া তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাষ॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈতে মন।
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানিহাটি।
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন পরিপাটী॥
শিবানন্দ কহে কেন করহ ফুৎকার।
ব্রহ্মচারী কহে তোমার প্রভুর ব্যবহার॥
তিন জনার ভোগ তিঁহো একলা খাইল।
জগন্নাথ নৃসিংহের উপবাস হৈল॥
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে কিবা সত্য হয়॥
তবে শিবানন্দ কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি॥
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল।
পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লইয়া ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাইয়া প্রভুর চরণ॥
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা॥
গত বর্ষে পৌষে মোরে করাইল ভোজন।

কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥

শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।

শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল॥

এইমত শচী-গৃহে সতত ভোজন।

শ্রীনিবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥

নিত্যানন্দের নৃত্য দেখি আসে বারে বারে।

নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥

প্রেমবশ গৌরপ্রভু যাঁহা প্রেমোত্তম।

প্রেমবশ হই তিঁহো দেন দরশন॥

শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে।

যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে॥

এই ত কহিল গৌরের আবির্ভাব।

ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্য প্রভাব॥

পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্ আচার্য্য।

পরম পণ্ডিত তিঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য॥

সখ্যভাবাক্রান্ত চিত্ত গোপ অবতার।

স্বরূপ-গোসাঞিঃ সহ সখ্যব্যবহার॥

একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।

মধ্যে মধ্যে প্রভুর তিঁহো করে নিমন্ত্রণ॥

ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।

একলে প্রভুকে লইয়া করান ভোজন॥

তার পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।

বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান॥

গোপাল-ভট্টাচার্য্য নাম তার ছোট ভাই।

কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই॥

আচার্য্য তাঁহারে প্রভু-পদে মিলাইলা।

অন্তর্য্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা॥

আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রতিভাষ।

কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস॥

স্বরূপেরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়ি গোপাল আসিয়াছে এখানে॥
সবে মিলি আসি শুনি ভাষ্য ইহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচনে॥
বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক ভাষ্য শুনে।
সেবা সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে॥
মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার।
মায়াবাদ শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার॥
আচার্য্য কহে আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠচিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে॥
স্বরূপ কহে তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
চিদ্‌ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইমাত্র শুনে॥
জীব জ্ঞান কল্পিত ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন প্রাণ॥
লজ্জাভয় পাইয়া আচার্য্য মৌন হৈলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা॥
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন॥
ছোট হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি আপনে আনিয়া॥
মোর নামে শিখিমাহিতীর ভগিনীস্থান গিয়া।
উত্তম চালু এক মণ আনহ মাগিয়া॥
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধুরী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপগোসাঞি আর রায় রামানন্দ।

শিখিমাহিতী তিন আর ভগিনী অৰ্দ্ধজন॥
তার ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের অধিক উল্লাস॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল প্রসাদ আদা চাকি লেবু সলবণ॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যান্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা।
আচার্য্য কহে মাধুরী-পাশ মাগিয়া আনিলা॥
প্রভু কহে কোন্ যাই মাগিয়া আনিল।
ছোট হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
নিজ গৃহে আসি গোবিন্দে আজ্ঞা দিলা॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহ আসিতে না দিবা॥
দ্বার মানা হরিদাস দুঃখী হইলা মনে।
কি লাগি দ্বার মানা কেহ নাহি জানে॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিল প্রভুর পাশ॥
কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।১৫)–
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

পরিক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, জননী, ভগিনী অথবা কন্যার সহিত নির্জ্জনে একাসনে বসিবে না ; কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।

“ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥”
এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞিং-আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা॥
আরদিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে॥
“অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ॥”
প্রভু কহে “কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥
নিজকার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।
কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা॥”
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ নিজ কার্য্যে সবে গেলা ত উঠিয়া॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা॥
আরদিন সবে পরমানন্দ পুরী-স্থানে।
প্রভুকে প্রসন্ন’ কর কৈল নিবেদনে॥
তবে পুরী একা প্রভু স্থানে আসিলা।
নমস্করি প্রভু তারে সম্ভ্রমে কহিলা॥
পুছিল “কি আজ্ঞা কেনে হইল আগমন”।
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া কহেন প্রভু “শুনহ গোসাঞিং।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞিং॥
মোরে আজ্ঞা দেও মুঞিং যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ যাঙ সাথ॥”
এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।

পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা॥

আস্তেব্যস্তে পুরী তবে প্রভুস্থানে গেলা।

অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা॥

“তোমার যা ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর॥

লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।

আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার॥”

এত বলি পুরীগোসাঞি গেলা নিজ স্থানে।

হরিদাসস্থানে গেলা সব ভক্তগণে॥

স্বরূপগোসাঞি কহে “শুন হরিদাস।

সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস॥

প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

প্রভু কৃপা করিবেন দয়ালু অন্তর॥

তুমি হঠ কৈলে আর হঠ সে বাড়িবে।

স্নান ভোজন কৈলে আপনি ক্রোধ যাবে॥”

এত বলি তারে স্নান-ভোজন করাইয়া।

আপন ভবনে আইলা তারে আশ্বাসিয়া॥

প্রভু যদি যান জগন্নাথ দরশনে।

দূরে রহি হরিদাস করেন দর্শনে॥

মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।

নিজভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।

স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥

এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।

তবু মহাপ্রভু-মনে প্রসাদ নহিল॥

রাত্রিশেষে হরিদাস প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।

প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া॥

প্রভুপাদপ্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল।

ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল॥

সেইক্ষণে প্রভু স্থানে দিব্যদেহে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানে রহিলা॥
গন্ধর্ব্বদেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায় অন্যে নাহি জানে॥
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাঁহা তাঁরে আনহ এখানে॥
সবে কহে হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে॥
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা॥
একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ॥
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে॥
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মিলি কৈল অনুমানে॥
বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল॥
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন এই মিথ্যা অনুমান॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপামাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্‌গতি যে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইলা।
হরিদাসের বার্ত্তা তিঁহো সবারে কহিলা॥
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল।
শুনি শ্রীবাসাদি সবে বিস্ময় হইল॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।

প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা॥
“হরিদাস কাঁহা” যদি শ্রীবাস পুছিলা।
“স্বকর্ম্মফলভাক্ পুমান্” প্রভু উত্তর দিলা॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল॥
শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
“প্রকৃতি-দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত”॥
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরি প্রভুপাশে আইলা॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন॥
আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্যশিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা নিজ ভক্তে আত্মসাত।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা-সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ তর্কে হবে বিপরীত॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
শ্রীহরিদাসশিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং সজীবম।
সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি।
যাহা প্রীতি তাহা আইসে বালকের রীতি॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে॥
আর দিন সে বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা।
সহিতে না পারে দামু কহিতে লাগিলা॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কাঁহা গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হৈবে॥
শুনি প্রভু কহে "কাঁহা কহ দামোদর।"

দামোদর কহে “তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হইয়া মনে কেন বিচার না কর।
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর॥”
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিরচিলা॥
ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥
এতেক বিচার প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদর নিভৃতে বোলাইলা॥
প্রভু কহে দামোদর চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা॥
তোমা বিনা তাহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হইতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ যাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে।
শীঘ্র করি পুনঃ তাহা করিও গমনে॥
মাতাকে কহিও মোর কোটি নমস্কারে।
মোর সুখে কথা কহি সুখ দিহ তাঁরে॥

নিরন্তর নিজ কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইহাতে॥
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও।
আর গুহ্য তাঁরে স্মরণ করাইও॥
“বার বার আসি আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে॥
ভোজন করিয়ে আমি তুমি তাহা জান।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি মান॥
এই মাঘসংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানাব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়স রান্ধিলা॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া যবে কৈলে ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল অশ্রু ভরিল নয়ন॥
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল।
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল॥
ক্ষণেক অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখ পাত।
স্বপন দেখিল যেন নিমাঞি খাইল ভাত॥
বাহ্য বিরহ দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইল এই সব জ্ঞান হৈল॥
পাকপাত্র দেখেন সব অন্ন আছে ভরি।
পুন ভোগ লাগাইল স্থান সংস্কার করি॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তব শুদ্ধ প্রেমে মোর করে আকর্ষণ॥
তোমার অজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লেয়াও আমা তোমার প্রেমবলে॥”
এই মত বার বার করাইহ স্মরণ।
এতেক নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ॥
এতেক কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল।
মাতাকে বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ কৈল॥
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা।

মাতাকে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা॥

আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল।

প্রভুর যৈছে আজ্ঞা তাহা আচরিল॥

দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।

তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার॥

প্রভুগণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদালঙ্ঘন।

বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা-স্থাপন॥

এই সেই কহিল দামোদরে বাক্যদণ্ড।

যাহার শ্রবণে ভাগে অজ্ঞান পাষণ্ড॥

চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটিসমুদ্র হৈতে।

কি লাগি করে কেহ না পারে বুঝিতে॥

অতএব দূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।

বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি॥

একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।

তাহা লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা॥

“হরিদাস কলিকালে যবন অপার।

গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহাদুরাচার॥

ইহা সবার কোনমতে হইবে নিস্তার।

তাহার হেতু না দেখিয়া এ দুঃখ অপার॥”

হরিদাস কহে “প্রভু চিন্তা না করিও।

যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও॥

যবনসকলের মুক্তি হবে অনায়াসে।

হা রাম হা রাম বলি কহে নানা ভাসে॥

মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।

যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম॥

যদ্যপি সঙ্কেতে তার হয় নানাভাস।

তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥

তথা নৃসিংহপুরাণে–

দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ

উক্ত্বপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

মুহুর্ম্মহঃ “হারাম” এই বাক্য উচ্চরণপূর্ব্বক বরাহদশনাহত ম্লেচ্ছও যখন মুক্তি পায়, তখন শ্রদ্ধাসহকারে রামনাম গ্রহণ করিলে যে মুক্তি হইবে, তাহাতে আর কথা কি আছে ?

“অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ।

বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাঁহার বন্ধন॥

রাম দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।

প্রেমবাচী হা শব্দ তাহাতে ভূষিত॥

নামের অক্ষর সবের এই ত স্বভাব।

অব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥”

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১১)–

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা,

শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্

তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে,

নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

প্রভুর একটিমাত্র নাম যাহার বাক্যে সমুচ্চারিত, স্মৃতিপটে সমুদিত অথবা শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয়, অথচ তাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা অন্য সঙ্কেতবিশিষ্ট হউক না কেন, তাহা নিঃসন্দেহঃ পরিত্রাণ করে, কিন্তু হে দ্বিজ ! যে সকল পাষণ্ড ধন, জন, দেহ, পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে মুগ্ধ, তাহাদিগের হৃদয়ে নাম নিক্ষিপ্ত হইলে কদাচ আশু ফলপ্রদ হয় না।

“নামাভাস হৈভে হয় সংসারে ক্ষয়।

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাম্ (২৫)–

তং নির্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং,

শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।

প্রদ্যোন্নন্তঃকরণকুহরে যন্নামভানো-

রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥

হে গুণনিধে নারদ ! যাহার নামসূর্য্যের আভাসমাত্রও প্রকাশিত হইলে আশু পুঞ্জীকৃত মহাপাতকান্ধকার পলায়িত হয়, তুমি নিষ্কপটে পবিত্রেরও পবিত্র ও স্বর্গবাসী প্রভৃতির শিরোভূষণ সেই ভগবানকে ভজনা কর।

নানাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়॥”

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১৬।২।৪২)–

ম্রিয়মাণো হর্রেনাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।

অজামিলোঽপগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, অজামিলনামা এক ব্যক্তি পুত্রের নামে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, এই জন্য তাহার বৈকুণ্ঠপদলাভ হয়, সুতরাং শ্রদ্ধা সহকারে ঐ নাম উচ্চারণ করিলে যে বৈকুণ্ঠলাভ হইবে, ইহাতে আর কি বক্তব্য আছে ?

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।

শ্রীভাগবতে তাহা অজামিপ সাক্ষী॥"

শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।

পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে॥

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।

ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥"

হরিদাস কহে "প্রভু সে কৃপা তোমার।

স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥

তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।

স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥

শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।

স্থাবরের শব্দ লাগে প্রতিধ্বনি হয়॥

প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন।

তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন॥

সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন।

শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥

যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে॥

বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন।

তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন॥

জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।

ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥

উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার।

স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥"

প্রভু কহে “সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য হবে॥”
হরিদাস বলে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীবজাতি॥
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাবে।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিবে॥
সেই জীব হতে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম॥
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠ গেলা অন্য জীব অযোধ্যা ভরিয়া॥
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।১৫)
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্‌বিমূচ্যতে॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্ ! যোগেশ্বরেশ্বর জন্মরহিত ভগবান কৃষ্ণে এরূপ বিস্ময় ভাব প্রকাশ করিও না, তাঁহা হইতে সচারচর সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫)–
অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানু-
বন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্লভং প্রযচ্ছতি, কিমূত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্।

বিদ্বেষভাবে দর্শন, ধ্যান ও কীর্ত্তন করিলেও যখন ভগবান্ দ্বেষিগণকে অখিল সুরাসুরদুর্লভ ফল প্রদান করেন, তখন ভক্তগণকে যে সেই ফল প্রদান করিবেন, ইহাতে কি বক্তব্য আছে ?

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার॥
যে কহে চৈতন্যমহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়॥
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু॥

এত শুনি প্রভুমনে চমৎকার হৈল।

“মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল॥

মনে সন্তোষে তারে কৈল আলিঙ্গন।

বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন॥

ঈশ্বরস্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।

ভক্তঠাঞি লুকাইতে নারে হয় ত বিদিতে॥”

তথা হি আলকমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃৎ

যমুনাচার্য্য-স্তোত্রে (১৮)–

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়িসংভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং, পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাইয়া।

হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হইয়া॥

ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।

ভক্তগণশ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস॥

হরিদাসের গুণগান অসংখ্য অপার।

কেহ কোন অংশে বর্ণে নাহি পায় পার॥

চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।

হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ॥

সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র।

কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র॥

বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন।

হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ॥

হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।

বেণাপোলের বনমধ্যে কত দিন রহিলা॥

নির্জ্জনবনে কুটির করি তুলসী-সেবন।

রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন॥

ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষানির্ব্বাহণ।

প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥

সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান।

বৈষ্ণব-দ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥

হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে।

তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥

কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র না পায়।

বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥

বেশ্যাগণে কহে "এই বৈরাগী হরিদাস।

তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্মনাশ॥"

বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।

সে কহে "তিন দিনে হরিব তার মতি॥"

খান কহে "মোর পাইক যাউক তোমার সনে।

তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে॥"

বেশ্যা কহে "মোর সঙ্গ হউক একবার।

দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥"

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।

হরিদাসের বাসা গেল উল্লাসিত হৈয়া॥

তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাইয়া।

গোসাঞিরে নমস্করি রহিল দাণ্ডাইয়া॥

অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।

কহিতে লাগিল কিছু সুমধুরস্বরে॥

"ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথম যৌবন।

তোমা দেখি কোন নারী ধরিতে নারে মন॥

তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।

তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥"

হরিদাস কহে "তোমারে করি না অঙ্গীকার।

সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥

তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন।

সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥"

এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিল।

কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈল॥

প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচারে রামচন্দ্র খানেরে কহিলা॥
“আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥”
আর দিন রাত্রি হৈল বেশ্যা আইল।
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল॥
কাল দুঃখ পাইলে অপরাধ না লইবে মোর।
অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহা বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
রাত্রিশেষ হৈল বেশ্যা উষিপিষি করে।
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তাহারে॥

“কোটিনাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল রাত্রিশেষে॥
আজি সমাপ্ত হবে যেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল॥
কালি সমাপ্ত হবে তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥”
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিলা।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি।
দ্বারে বসি নাম শুনে বলে হরি হরি॥
কাল পূর্ণ হবে আজ বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে ঠাকুর চরণে।

রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে॥
“বেশ্যা হৈয়া মুঞি পাপ করিয়াছো অপার।
কৃপা করি মো অধমেরে করহ নিস্তার॥”
ঠাকুর কহে “খানের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেই দিন যাইতাম এইস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥”
বেশ্যা কহে “কৃপা করি কর উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য যাতে যায় ভবক্লেশ॥”
ঠাকুর কহে “ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্তন নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥”
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি॥
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস।
ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
পরম বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি॥
বেশ্যার চরিত্র দেখে লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধবীজ রুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া আগেতে ফলিল॥
মহদপরাধের হৈল ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ॥

সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দগোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-ভিতরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন-ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক বলে "গোসাঞি মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমার দিব বাসস্থান॥
গোয়ালার গোশালা হয় অনন্ত বিস্তার।
ইহা সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার মনুষ্য অপার॥"
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
"সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়॥"
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা॥
ইহা রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিলা।
গোসাঞি যাহা বসিলা তার মাটী খোদাইলা॥
গোময়জলে লেপিলা সব মন্দির প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্র রাজায় না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হইয়া ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্যবধ করি ঘরে মাংস রান্ধাইল॥
স্ত্রীপুত্র সহিতে রামচন্দ্রের বান্ধিয়া।

তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য-রন্ধন।
আরদিন সবা লইয়া করিল গমন॥
জাতি ধন জন খানের সকল লইল।
বহু দিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়॥
হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিল বলরাম আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে॥
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করয়ে দর্শন॥
হরিদাস কৃপা করে তাহার উপরে।
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে॥
তাহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইল ঠাকুর লইয়া॥
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া ত দুই ভাই পাইল বড় সুখে॥

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ॥
কেহ বলে "নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।"
কেহ বলে "নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥"
হরিদাস কহে "নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়॥"
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১।৩৮)–
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
রসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদন্নৃবত্যতি লোকবাহ্যঃ॥
আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হর্রেনাম॥

পাতকরূপ অজ্ঞানজলধির নৌকার ন্যায় যাহা একবারমাত্র প্রকাশিত হইলে অখিললোকের পাপপুঞ্জ হরণ করে, সেই জগন্মঙ্গল শ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হউক॥

"এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।"
সবে কহে "তুমি কহ অর্থবিবরণ॥"
হরিদাস কহে "যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়নাশ।
উদয় হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম আদি পরকাশ॥
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে।
সেই মুক্তি না লয় সে কৃষ্ণ চাহে দিতে॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪২)–
ম্রিয়মাণো হর্রেনাম গৃণন পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

তথা হি তত্রৈব (৩।২৯।১১)–

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবেনং জনাঃ॥

গোপাল চক্রবর্ত্তী নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ॥
গৌড়ে রহে পাদ্‌শাহা আগে আরিন্দাগিরী করে।
বারো লক্ষ মুদ্রা সেই পাদ্‌শাহের ভরে॥
পরমসুন্দর পণ্ডিত নূতন যৌবন।
নামাভাসে মুনি শুনি না হৈল সহন॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বলে সে সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ॥
কোটীজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই যুক্তি নয়।
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে "কেনে করহ সংশয়।
শাস্ত্রে কহে নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥"
ভক্তিসুখ আগে মুক্তি অতিতুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥"

তথাহিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্য ভক্তিলহর্য্যাম্–

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

বিপ্র কহে "যদি নামাভাসে মুক্তি হয়।
তবে তোমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়॥"
হরিদাস কহে "যদি নামাভাসে নয়।
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়॥"
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই পুরোহিত তারে করিল ভর্ৎসন।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুমি ভক্তি কাঁহা জান॥
হরিদাস ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান।

সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ॥
শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা॥
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে॥
“তোমা সবার দোষ নাহি এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি তার একনিষ্ঠ মন॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব॥
যাহ ঘরে কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক্ কার॥”
তবে সে হিরণ্যদাস ঘর আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার মানা কৈল॥
তিন দিন রহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল।
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল॥
চম্পককলিসম হস্তপদাঙ্গুলী।
কোঁকর হৈল সব কুষ্ঠে গেল গলি॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসি তাঁরে করে নমস্কার॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না হইল।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল॥
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণস্বভাব ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে॥
বিপ্র-দুঃখ শুনি হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তারে দিল।
ভাগবতগীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল॥

আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা আস্বাদন॥
হরিদাস কহে "গোসাঞি করি নিবেদন।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কি কারণ॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ।
আমার আদর কর না বাসহ লাজ॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিয়ে যাতে তোমার রক্ষা হয়॥"
আচার্য্য কহেন "তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ-ভোজন।"
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন॥
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব জগৎ কেমনে হইবে মোচন॥
কৃষ্ণ অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল।
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল॥
হরিদাস করে গোফায় নামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন॥
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার।
আর এ অলৌকিক চরিত্র তাঁহার॥
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার।
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগৎ উদ্ধার॥
তর্ক না করিও তর্ক-অগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি॥
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নামসংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি দশ দিশা সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্না করে ঝলমল॥
দ্বারেতে তুলসীর সেবা পিণ্ডির উপর।

গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর॥

হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা।

তার অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হৈলা॥

তাহার অঙ্গগন্ধে দশদিক্ আমোদিত।

ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত॥

আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার।

তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার॥

যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিল চরণ।

দ্বারে বসি কহে কিছু মধুরবচন॥

"জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান।

তব সঙ্গ লাগি মোর এখানে প্রয়াণ॥

মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়।

দীনে দয়া করে এই সাধুভাব হয়॥"

এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ।

যাহার দর্শনে মুনির ধৈর্য্য হয় নাশ॥

নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর আশয়।

বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়॥

সংখ্যা নামসংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মনে।

তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥

যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য মন।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥

দ্বারে বসি শুন তুমি নামসংকীর্ত্তন।

নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি আচরণ॥

এত বলি করেন তিঁহো নামসংকীর্ত্তন।

সেই নারী বসি নাম করিল শ্রবণ॥

কীর্ত্তন করিতে ক্রমে প্রাতঃকাল হৈল।

প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥

এইমত তিন দিন করে আগমন।

নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥

কৃষ্ণনামাবিষ্টমন সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব প্রকাশ॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রিশেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন।
রাত্রিদিনে নহে তোমার নাম সমাপন॥
হরিদাস ঠাকুর কহে আমি কি করিব।
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কারে।
“আমি মায়া আসিলাম পরীক্ষা করিতে তোমারে॥
ব্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল।
একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার দর্শনে কৃষ্ণনাম-শ্রবণে॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে।
কৃষ্ণ উপদেশি কৃপা করহ আমাতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটি কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি রাম নাম পাঞাছি শিব হৈতে।
তোমা সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রাম নাম।
কৃষ্ণ-নাম পারক হয়ে করে প্রেমদান॥
কৃষ্ণনাম দেহ তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমাকে ভাসাও যৈছে এই প্রেম-বন্যা॥”
এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।

এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত॥
প্রত্যয় করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার॥
চৈতন্যবিতারে কৃষ্ণ-প্রেম লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে প্রেমবন্যা ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেম-লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করে নাম প্রেম আস্বাদন॥
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময়।
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম না জন্ময়॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলা এই ত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
শ্রীরূপগোসাঞি কড়চায় লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপায় তা লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা॥
হরিদাসঠাকুরের কহি মহিমা-কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-
মহিমাকথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবন হইতে পুনরায় সমাগত সনাতনকে স্নেহ নিবন্ধন দেহপাত হইতে রক্ষা করিয়া পরীক্ষাগ্রহণান্তে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচলে আইলা॥
ঝারিখণ্ডপথে আইলা একেলা চলিয়া।
কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে।
গাত্রকণ্ডু হৈল রসা খাজুয়া হৈতে॥
নির্ব্বেদ হইলে পথে করেন বিচার।
নীচজাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তারে স্পর্শ হৈলে মোর হইবে অপরাধে॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় সদ্‌গতি পাইয়ে॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথচাকায় এই ছাড়িব শরীর॥
মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িব এই পরমপুরুষার্থ॥
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা॥

হরিদাসে কৈল তিঁহো চরণবন্দন।
হরিদাস জানি তারে কৈল আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু দেখিতে তার উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে “প্রভু আসিবে এখন॥”
হেন কালে প্রভু উপলভোগ দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা॥
প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া।
প্রভু আলিঙ্গিয়া হরিদাসেরে উঠাইয়া॥
হরিদাস কহে সনাতন করে নমস্কার।
সনাতন দেখি প্রভু হইল চমৎকার॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা॥
মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কুষ্ঠরসা গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রী অঙ্গে লাগিল॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে।
সনাতন কৈল সবার চরণবন্দনে॥
ভক্তগণ লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তিঁহো কহেন পরমমঙ্গল দেখিনু চরণে॥
মথুরার বৈষ্ণব সবার কুশল পুছিল।
সবাকার কুশল সনাতন জানাইল॥
প্রভু কহে ইহাঁ রূপ ছিল দশমাস।
ইহা হৈতে গৌড় গেলা হৈল দিন দশ॥
তোমার অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥
সনাতন কহে নীচবংশে মোর জন্ম।

অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলকর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশে মঙ্গল আমার॥
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হইতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে॥
রাত্রিদিন রঘুনাথের নাম আর ধ্যান।
রামায়ণ নিরবধি শুনে আর গান॥
আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমা দোঁহে সঙ্গে তিঁহো রহে নিরন্তর॥
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা ভাগবত শুনে।
তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুই জনে॥
শুনহ বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর।
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রেম বিশাল প্রচুর॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দোঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
এইমত বার বার কহি দুই জন।
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন॥
তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিব।
দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃষ্ণভজন করিব॥
এত কহি রাত্রিকালে করয়ে চিন্তন।
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা দোঁহায় কৈল নিবেদন॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মায়া।
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন।
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাঁড়ন না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥

তবে আমি দোঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলা।
সাধু দৃঢ় ভক্তি তোমার কহি প্রশংসিলা॥
দেশের উপরে তোমার হয় কৃপালেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ॥
গোসাঞি কহেন "এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তার এই মত॥
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে তিনজন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে॥
ভাল হৈল তোমার ইহা হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহা হরিদাস সনে॥
কৃষ্ণভক্তি-রসে তিঁহো পরম প্রধান।
কৃষ্ণনাম আস্বাদন করে লয় কৃষ্ণ নাম॥"
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ দ্বারায় দোঁহে প্রসাদ পাঠাইলা॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে॥
কভু আসি প্রতিদিন মিলে দুই জনে।
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে॥
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথ মন্দিরে।
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে॥
একদিন আসি প্রভু দোঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা॥
সনাতন দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেক তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এই সব তমোধর্ম্ম।

তমোরজ ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥

ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।

প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হইতে নয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৯)–

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতককারণ।

সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ॥

প্রেমী ভক্ত-বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।

প্রেমে কৃষ্ণ মিলে সেই না পায় মরিতে॥

গাঢ়ানুরাগ বিয়োগ না যায় সহন।

তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৫৬।৬৪)–

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো,

বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।

যদ্যম্বুজাক্ষ ন লভয়ে ভবৎপ্রসাদং,

জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥

শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া রুক্মিনী বলিয়াছিলেন, হে অম্বুজাক্ষ ! উমাপতি সদৃশ মহাত্মারা আত্মার তমোনাশার্থ ত্বদীয় যে সকল পাদপদ্মরজে স্নান করিতে অভিলাষ করেন, তোমার সেই প্রসাদ যদি আমি না পাই, তাহা হইলে অনাহারে এই প্রাণ ক্ষীণ করিয়া বিসর্জ্জন করিব, তাহা হইলেও ত তোমার প্রসাদ হইবে ?

তথা তত্রৈব (২৯।৩২)–

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপুরকেন,

হাস্যাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্।

নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,

ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে॥

হে প্রিয় ! তোমার সহাস্য দর্শন ও মধুর-সংগীতে আমাদিগের যে কামাগ্নির সঞ্চার হইল, অধরামৃত দানে তাহা নির্ব্বাণ কর ; নচেৎ ত্বদীয় বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া যোগিবৎ আমরা ধ্যানে ত্বদীয়পাদৃপদ্মান্তিক লাভ করিব।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।

অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন॥

নীচজাতি নহে ভজনে অযোগ্য।

সৎকুলজ বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকূলাদি বিচার॥

দীনের অধিক দয়া করে ভগবান্।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৯)–

বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি।

কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন।

নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।

প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার॥

সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে।

প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে॥

সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।

যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র॥

নীচ পামর মুই পামরস্বভাব।

মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥

প্রভু কহে "তোমার দেহ মোর নিজ ধন।

তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥

পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে।

ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার কিবা না পার করিতে॥

তোমায় শরীরে মোর প্রধান সাধন।

এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥

ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।

বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।

লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে আচরণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহা ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজবলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কিমতে সহিব॥
তবে সনাতন কহে "তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কি বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥
যৈছে যারে নাচাইতেছ সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে কেবা নাচায় কেহ নাহি জানে॥"
হরিদাসে কহে প্রভু "শুন হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইহঁ করিতে চাহেন বিনাশ॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইহারে যেন না করে অন্যায়॥"
হরিদাস কহে "মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইহা না হয় কাহার॥"
তবে মহাপ্রভু করি দোঁহারে আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি আলিঙ্গন।
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন॥
তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন।
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন॥

নিজ দেহে যে কার্য্য না পারে করিতে।
সে কার্য্য করাইবেন তোমা সেই মথুরাতে॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয়॥
ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র আচার নির্ণয়।
তোমা দ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয়॥
আমার এ দেহ প্রভু-কার্য্যে না লাগিল।
ভারত ভূমিতে জন্মি এ দেহ ব্যর্থ হৈল॥”
সনাতন কহে “তোমা সম কেবা আছে আন।
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহা ভাগ্যবান্॥
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সে নিজ কার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে॥
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নামসংকীর্ত্তন।
সবার আগে কহ নামের মহিমা-কথন॥
আপন আচারে কেহ না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ না করে আচার॥
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু তুমি জগতের আর্য্য॥”
এইমত দুই জনে নানা কথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদনে রহি একসঙ্গে॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌর ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈল সব রথযাত্রা-দর্শন॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন।
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন॥
চারিমাস রহিল সব নিজ ভক্তগণ।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাস বক্রেশ্বর।
বাসুদেব মুরারি রাঘব দামোদর॥
পুরী ভারতী স্বরূপ পণ্ডিত গদাধর।

সার্ব্বভৌম রামানন্দ জগদানন্দ শঙ্কর॥

কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।

সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন॥

যথাযোগ্য সবার কৈল চরণবন্দন।

তারে করাইল সবার কৃপার ভাজন॥

সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন।

যথাযোগ্য কৃপা মৈত্রী গৌরব-ভাজন॥

সকল বৈষ্ণব তবে গৌরদেশ গেলা।

সনাতন মহাপ্রভুর চরণ বন্দিলা॥

দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।

দিনে দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাড়িল॥

পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে সনাতন যবে আইলা।

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা॥

জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা।

ভক্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা যে করিলা॥

মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।

প্রভু বোলাইল তার আনন্দ বাড়িল॥

মধ্যাহ্নে সমুদ্রে বালু হঞাছে অগ্নি সম।

সেই পথে সনাতন করিলা গমন॥

প্রভু বোলাঞাছে এই আনন্দিত-মনে।

তপ্ত বালুকাতে পোড়ে পা তাহা না জানে॥

দুই পায়ে ফোস্কা হৈল গেলা প্রভু স্থানে।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে॥

ভিক্ষা অবশেষে পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।

প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইল॥

প্রভু কহে "কোন্ পথে আইলে সনাতন।"

তেঁহো কহে "সমুদ্রপথে করিলা গমন॥"

প্রভু কহে "তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা।

সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন না আইলা॥

তপ্ত বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার কেমনে হইল সহন॥”
সনাতন কহে “দুঃখ বহু না পাইল।
পারে ব্রণ হঞাছে তাহা ন জানিল॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হইবে মোর॥”
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হৈঞা তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
“যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদার রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি না ঐছে করিলে করে কোন্ জন॥”
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
তার কণ্ডু রসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥
বার বার নিষেধে তবু করে আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে দুঃখ পায় সনাতন॥
এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা॥
দুইজনে বসি কৃষ্ণকথা গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা॥
“ইহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।

মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে॥
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথ না দেখিয়া এ দুঃখ অপার॥
হিত নিমিত্ত আইলাম আমি হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে॥”
পণ্ডিত কহে “তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন॥
প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈসে তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে॥
যে কার্য্যে আইলে প্রভুর দেখিলে চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন॥”
সনাতন কহে “ভাল কৈলে উপদেশ।
তাঁহা যাব সেই মম প্রভু-দত্ত দেশ॥”
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আরদিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা॥
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥
দূত হৈতে পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন॥
অপরাধ-ভয়ে তিঁহো মিলিতে না আইলা।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইলা॥
সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে॥
“হিত লাগি আইনু মুঞি হৈল বিপরীত।
সেবা-যোগ্য নহে অপরাধ করো নিত নিত॥
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁলে মোর অপরাধ হয়॥

তাহাতে আমার অঙ্গে রক্ত-রস চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে প্রভু স্পর্শ তুমি বলে॥
বীভৎস অঙ্গে স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশ।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশ॥
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিহো উপদেশ দিল॥”
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে॥
“কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা সবাকারে উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥”
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রাণাধিক আর্য্য।
তোমারে উপদেশে বালকা করে ঐছে কার্য্য॥
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
“জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার সৌভাগ্য আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মতা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরব স্তুতি নিম্ব নিসিন্দারস॥
আজিও নহিলে মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান।
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্॥”
শুনি মহাপ্রভুর কিছু লজ্জিত হইল মন।
তোরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচন॥
“জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রাণাধিক শাস্ত্রে প্রবীণ।

কাঁহা জগা কালিকার বটুক নবীন॥

আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।

কত ঠাঞি বুঝাইয়াছি ব্যবহার-ভক্তি॥

তোমায় উপদেশ করে না যায় সহন।

অতএব তারে আমি করি ভর্ৎসনা॥

বহিরঙ্গজ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।

তোমার গুণে স্তুতি করায় ঐছে তোমার গুণ॥”

যদ্যপি করাও মমতা বহুজনে হয়।

প্রীতিস্বভাবে কাহাতে কোন ভাবোদয়॥

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।

তোমার দেহ আমাকে লাগে অমৃত সমান॥

অপ্রাকৃত দেহে তোমার প্রাকৃত কভু নয়।

তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়॥

প্রাকৃত হৈলে তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।

ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাহিক প্রকৃতে॥”

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৮।৪)–

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

বাচো দিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥

দ্বৈতবস্তুমাত্রই অবস্তু ; তন্মধ্যে কোনটি ভাল, কোনটি আবার মন্দ কি ? যাহা বাক্যোক্ত, চক্ষুরাদির বিষয় অথবা মন দ্বারা ধ্যাত, তাহারই নাম অবস্তু।

“দ্বৈত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।

এই ভাল এই মন্দ সব ভ্রম॥”

তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৫।১৮)–

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

পণ্ডিতেরা কি বিদ্যাবিনয়বান্ বিপ্র, কি গো, হস্তী, কি কুক্কুর, কি চণ্ডাল। সকলকেই সমভাবে দর্শন করেন।

তথা তত্রৈব (৬।৯)–

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥

যাহার চিত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়াছে, যিনি নির্ব্বিকার ও বিজিতেন্দ্রিয় এবং কি লোষ্ট্র, কি পাষাণ, কি স্বর্গ, সকল পদার্থে যাহার সমজ্ঞান, সেই যোগীই যোগারূঢ়।

“আমি ত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দন পঙ্কজে আমার জ্ঞান হয় সম॥
এই লাগি তোমা ত্যাগ করিতে না জুয়ায়।
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায়॥”
হরিদাস কহে “প্রভু যে কহিলে তুমি।
এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি॥
আমা সম যে অধমে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীন দয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার॥”
প্রভু হাসি কহে “শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন॥
তোমাকে লাল্য আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্য নহে দোষ পরিজ্ঞান॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান॥
মাতার যৈলে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে তার মহাসুখ পায়॥
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভার।
সনাতনের ক্লেদ আমার ঘৃণা উপজায়॥”
হরিদাস কহে “তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী তাতে ক্রীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তার কন্দর্প সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপায় তরঙ্গ॥”
প্রভু কহে “বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীর্ঘকাল ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।

সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৯।৩২)–

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।

তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।

আমা পরীক্ষিতে ইহা দিলা পাঠাইয়া॥

ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।

কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে॥

পারিষদ দেহ এই না হয় দুর্গন্ধ।

প্রথম দিবসে পাইল চতুঃসমের গন্ধ॥

বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন।

তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল নন্দনের সম॥

প্রভু কহে সনাতন না ভাবিহ দুখ।

তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ॥

এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা সনে।

এ বৎসর বৈ তোমাকে আমি পাঠাব বৃন্দাবনে॥

এত বলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গন।

কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥

দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।

প্রভুকে কহেন এই ভঙ্গী যে তোমার॥

সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।

সেই পানী লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজিলা॥

কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলা সনাতনে।

এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে॥

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেল নিজালয়।

প্রভুর গুণ কহে দোঁহে হঞা প্রেমময়॥

এই মত সনাতন রহে প্রভুস্থানে।

কৃষ্ণ-চৈতন্য-গুণকথা হরিদাস সনে॥
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা॥
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে।
দুই জনার বিচ্ছেদদশা না যায় বর্ণনে॥
যেই বনপথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেই পথে যাইত মন কৈল সনাতন॥
যে পথে যে গ্রাম নদী শৈল শিলা লীলা।
বলভদ্র ভট্টস্থানে সব লিখি নিলা॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া।
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া॥
যে যে লীলা প্রভু পথে কৈল যে যে স্থানে।
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হয় সনাতনে॥
এই মতে সনাতন বৃন্দাবন আইলা।
পাছে আসি রূপগোসাঞি তাহারে মিলিলা॥
এক বর্ষ রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল তাহা আনাইল।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ততীর্থ উদ্ধারিল।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥
সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্তভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টীপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি॥

হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাহা পাইয়ে পার॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন॥
রূপগোসাঞি কৈল রসামৃত সিন্ধু সার।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাহা পাইয়ে বিস্তার॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
কৃষ্ণরাধালীলারস তাহা পাইয়ে পার॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
যেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল॥
তাঁর লঘুভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপাম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহো ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ॥
ভাগবতসন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজ-প্রেম-লীলা রসসার দেখাইল॥
ষট্‌সন্দর্ভ কৃষ্ণ-প্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল॥
জীবগোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রাতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন॥
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে যে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥
তার আজ্ঞা লঞা আইল আজ্ঞাফল পাইল।
শাস্ত্র করি কত কাল ভক্তি প্রচারিল॥
এই তিন গুরু সার রঘুনাথদাস।

ইহা সবার চরণ বন্দ যাঁর মুঞি দাস॥

এই ত কহিল পুনঃ সনাতনসঙ্গমে।

প্রভুর আজ্ঞায় জানি যাহার শ্রবণে॥

চৈতন্যচরিত্র এই ইক্ষুদণ্ড সম।

চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ

সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।

দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়ে॥

আমি জীবাপকাররূপ কীট কর্ত্তৃক দষ্ট, হিংসা-রূপ ব্রণ দ্বারা প্রপীড়িত এবং দৈন্যরূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সুবৈদ্য শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ॥

জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।

জয় স্বরূপ গদাধর জয় সনাতন॥

একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে।

দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে॥

শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।

কোন ভাগ্যে পাইয়াছ তোমার দুর্ল্লভ চরণ॥

কৃষ্ণ-কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।

কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥

প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।

সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথা-রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।২।৮)–
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি ষতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

লোকের ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে যদি তদ্দ্বারা হরিকথায় রতি না জন্মে, তবে সেই ধর্ম্মাচরণ বৃথা শ্রম মাত্র।

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তাকে বসাইল আসনে॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল॥
দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী॥
তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্ত্তনে॥
তুমি ইহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন॥
তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জনা লঞা॥
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গান সংমার্জ্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন।
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন॥
কাষ্ঠপাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে স্বভাব॥
সেব্য বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করে আরোপণ॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেমসীমা॥
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতার গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকট লাস্য রায়ে যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥
তবে সেই দুই জনেরে প্রসাদ খাওয়াইল।
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তার মন॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা॥
মিশ্রকে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া॥
“বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর কাঁহা করো তোমার কিঙ্কর॥”
মিশ্র কহে “দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র হৈল তোমা দরশনে॥”
অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা।
বিদায় করিলা মিশ্র নিজঘর গেলা॥
আর দিন মিশ্র আইলা প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা শুনিলে রায়-স্থানে॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা॥
আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্তি করি মানি।

দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন॥
এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন স্পর্শন॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ-মন।
নানা ভাবোদ্গম তার করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠপাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে কহি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই জনে কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্রোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নহে মহা ধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যে বিহরে সদায়॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৯)–
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,

হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর এই ব্রজবধূগণসহ বিহার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, ভগবানে তাঁহার পরমা ভক্তি জন্মে ; তিনি আশু ধীর হইয়া হৃদ্রোগরূপ কাম বিসর্জ্জন করেন।

যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।

সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥

তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।

নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥

রাগানুগামার্গে জানি রায়ের ভজন।

সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।

শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাহ তথা॥

মোর নাম লইহ তিঁহো পাঠাইল মোরে।

তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥

শীঘ্র যাহ যাহ তিঁহো আছেন সভাতে।

এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিল ত্বরিতে॥

রায়-পাশ গেলা রায় প্রণতি করিলা।

আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হৈলা॥

মিশ্র কহে “মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে।

তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে॥”

শুনি রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।

কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে॥

“প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।

ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা॥”

এত কহি তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।

“কি কথা শুনিতে চাহ” মিশ্রেরে পুছিলা॥

তেঁহো কহে “যে কহিলা বিদ্যানগরে।

সেই কথা তুমি কহিবে আমারে॥

অনেক কি কথা তুমি প্রভু উপদেষ্টা।

আমি ভিক্ষুক বিপ্র তুমি মোর পোষ্টা॥
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি।
দীন দেখি কৃপা করি কহিবে আপনি॥”
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা॥
আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত॥
বক্তা শ্রোতা শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি জানে দিন-শেষে॥
সেবক কহিল “দিন হইল অবসান।”
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিলা বিশ্রাম॥
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল।
“কৃতার্থ হইলাম” বলি চলিতে লাগিল॥
ঘরে গিয়া মিশ্র করিল স্নান ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত মন।
প্রভু কহে “কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণ ?”
মিশ্র কহে “প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণ-কথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা॥
রামানন্দ রায় কথা কহনে না যায়।
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তিরসময়॥
আর এক কথা রায় কহিল আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে॥
মোর মুখে কথা কহে আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণাযন্ত্র॥
মোর মুখে কথা ইহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার॥
যে সব শুনিনু কৃষ্ণ-রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি দেবের এ সব না হয় গোচর॥

হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি॥”
প্রভু কহে রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥
মহানুভবের এইমত স্বভাব হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ॥
গৃহস্থ হইয়া নহে ষড়্বর্গের বশে।
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥
এই সব গুণ তার প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে॥
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা ভঙ্গিতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে॥
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্যস্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে সর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্রদ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায় করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রসপ্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্বজ্ঞান॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।

নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লইয়া আইল শুনাইতে॥
ভগবান্ আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয়।
তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিলা আশ্রয়॥
প্রথমে নাটক তিঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল॥
সবাই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম।
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন॥
গীত শ্লোক গ্রন্থ কবিত্ব যেই করি আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ ঠাঞি উত্তরে যদি লয় তার মন।
তবে মহাপ্রভু ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রশ্ন করিয়াছে নিয়মে॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈল নিবেদন।
এই কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম॥
আদৌ তুমি শুন যদি আমার মনে মানে।
পাছে মহাপ্রভুকে তবে করাব শ্রবণে॥
স্বরূপ কহে তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস রসাভাস যার নাহি এ বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার-জ্ঞান নাহিক যাহার॥

কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুখ।
বিদগ্ধ আত্মীয়বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ॥
ভগবান্ আচার্য্য কহে শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভালমন্দ জানিবে বিচার॥
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিলা।
তার আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈলা॥
সবা লৈয়া স্বরূপগোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দীঃ-শ্লোক পড়িলা॥

তথা হি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য–
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ,
স দিশতু তব ভব্যৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥

যিনি স্বর্ণবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক এই নীলাচলে পদ্মপলাশলোচন জগন্নাথদেবের সহিত অভেদাত্মা হইয়া অসংখ্য জড়প্রকৃতি লোকের চৈতন্যসম্পাদন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন্।

শ্লোক শুনি সর্ব্বলোকে তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে॥
কবি কহে জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্যগোসাঞি তাহে শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড় জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন॥

আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়॥
পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তারে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান॥
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ববর্ণে তার এই রীতি॥
আর এই করিয়াছ পরম প্রমাদ।
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বর কৈল অপরাধ॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ নাহিক বিভেদ॥
তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে–
দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যাতে ক্বচিত।
দেহদেহিভেদ কখনও ঈশ্বরে বিদ্যমান থাকে না।
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩)–
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্ণঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি॥
তথা হি তত্রৈব–
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গলমঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং তৎ উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ॥
কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥
তথা হি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে–
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥
শুনি সভাসদের হৈল মহা চমৎকার।

সত্য কহে গোসাঞি করেছেন তিরস্কার॥

শুনিয়া কবিবর হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।

হংসমধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥

তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরমসদয়।

উপদেশ কৈল তারে যৈছে হিত হয়॥

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।

তবে ত জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

তবে ত পণ্ডিত তোমার হইবে সফল।

কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥

এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ।

তোমার হৃদয়ের অর্থে দোঁহার লাগে দোষ॥

তুমি যৈছে তৈছে কর না জানিয়া প্রীতি।

সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি॥

যৈছে দৈত্যারি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।

সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)–

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।

কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমূপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥

কৃষ্ণের নিন্দা উদ্দেশে ইন্দ্র কহিলেন, কৃষ্ণ বাচাল বালক, অবিনীত, অজ্ঞ, পাণ্ডিত্যাভিমানী ও মনুষ্য, গোপকুল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয়াচরণ করিল।

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল।

বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল॥

ইন্দ্র বলে মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।

তারি মুখে সরস্বতী করেন স্তবন॥

বাচাল কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য।

বালিশ তথাপি শিশু-প্রায় গর্ব্বশূন্য॥

বন্দ্যাভাবে অনম্র স্তব্ধ শব্দে কয়।

যাহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সে অজ্ঞ হয়॥
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় পণ্ডিতমানী।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে মনুষ্য অভিমানী॥
জরাসন্ধ কহে কৃষ্ণ পুরুষ অধম।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধ হন॥
যাহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম।
সেই হয় পুরুষোত্তম সরস্বতীর মন॥
বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যাবদ্ধ হয়।
অবিদ্যা-নাশক বন্ধ হন শব্দে কয়॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন॥
তৈছে শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন যাতে স্তুতি ভাষে॥
জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহঁ দারুব্রহ্ম স্থাবরস্বরূপ॥
তাঁহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা॥
সংসারাবতারণ হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায়ে সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাইয়া।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হইয়া॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিল বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার যৈছে করিলে বর্ণন॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।

সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লইয়া॥

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈল।

তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল॥

সেই কবি সর্ব্বত্যাগী রহিল নীলাচলে।

গৌরভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে॥

এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্রবিবরণ।

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ॥

তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা।

আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা॥

প্রস্তাবে কহি কবির নাটক-বিবরণ।

অজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার।

এক লীলা-প্রবাহে বহে শত শত ধার॥

শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই পড়ে শুনে।

গৌরলীলা-ভক্তি-ভক্ত রসতত্ত্ব জানে॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রো-

পাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।

ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

যিনি কৃপা করিয়া রঘুনাথদাসকে সংসাররূপ কুগৃহান্ধকূল হইতে ভঙ্গীতে পরিত্রাণ পূর্ব্বক স্বরূপ-হস্তে দিয়া অন্তরঙ্গোপাসনা দিয়াছেন, আমি সেই চৈতন্যের শরণ গ্রহণ করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাড়য়।
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখভয়॥
উৎকট বিরহদুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে সে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভু রাখয়ে পরাণ॥
শুনে প্রভু নানা রঙ্গে হয় অন্যমনা।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ বেদনা॥
তাঁর সুখ-হেতু সঙ্গে দুইজনা।
কৃষ্ণরস শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহায়।
গৌরসুখদান হেতু তৈছে রামরায়॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান।
তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ॥
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহনে না যায়।
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি যারে লোকে গায়॥
এইমত বিরহে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন ভক্তগণ॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি তারে শিক্ষাইলা॥
প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহো নিজঘরে যায়।
মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি হইলা বিষয়ী প্রায়॥
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্বকর্ম্ম।
দেখিয়া ত মাতা-পিতার আনন্দিত মন॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা।

প্রভুপাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা॥

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।

সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী॥

হিরণ্যদাস মুলুক নিল মকড়া করিয়া।

তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া॥

বারো লক্ষ দেয় রাজায় সাধে বিশ লক্ষ।

সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥

রাজঘরে কৈফিয়তে দিয়া উজীর আনিল।

হিরণ্যদাস পলাইল রঘুনাথেরে বান্ধিল॥

প্রতিদিন রঘুনাথেরে করয়ে ভর্ৎসনা।

“বাপ জ্যেঠা আন নহে পাইবে যাতনা॥”

মারিতে আনয়ে যদি দেখে রঘুনাথে।

মন ফিরে যায় তবে না পারে মারিতে॥

বিশেষ কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ভর।

মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে মারিতে সভয় অন্তর॥

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায়।

মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায়॥

“আমার পিতা জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।

ভাই ভাই তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই॥

কভু কলহ কভু প্রীতি ইহার নিশ্চয় নাঞি।

কালি পুনঃ ভাই সব হবে একঠাঞি॥

আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক।

আমি তোমার পাল্য তুমি আমার পালক॥

পালক হঞা পাল্যে তাড়িতে না জুয়ায়।

তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান জিন্দাপীর প্রায়॥”

এত শুনি ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।

দাড়ি বহি অশ্রু পড়ি কান্দিতে লাগিল॥

ম্লেচ্ছ বলে “আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র।

আজি তোমা ছাড়াইব করি এক সূত্র॥”

উজীরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।

প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল॥

“তোমার নির্ব্বুদ্ধি জ্যেঠা অর্দ্ধ লক্ষ খায়।

আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে না জুয়ায়॥

যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলায় আমারে।

যেমতে ভাল হয় করুন্ ভার দিনু তাঁরে॥”

রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল।

ম্লেচ্ছ সহিত বশ কৈল সব শান্ত হৈল॥

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।

দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল॥

রাত্রে উঠি একলা চলিলা পলাইয়া।

দূর হৈতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া॥

এইমত বারে বারে পলায় ধরি আনে।

তবে তার মাতা কহে তার পিতার স্থানে॥

“পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া।”

তার পিতা কহে তারে নির্ব্বণ্ণ হইয়া॥

“ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।

এ সব বান্ধিতে নারিকেল যার মন॥

দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।

জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাতে॥

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।

চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে॥”

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।

নিত্যানন্দগোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥

পানিহাটি গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।

কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।

বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।

দেখি প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িল কত দূরে।
সেবক কহে “রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে॥”
শুনি প্রভু কহে “চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥”
প্রভু বোলায় তিহো নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া প্রভু তার মাথে ধরিল চরণ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়॥
“নিকট না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দাণ্ডিব তোমারে॥
দধিচিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।”
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথ-মনে॥
সেই ক্ষণে নিজলোক পাঠাইল গ্রামে।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রামে হৈতে আনে॥
চিঁড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা।
সব দ্রব্য আনাইয়া চৌদিকে ধরিল॥
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সর্জ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই চারি হোলনা আনাইল॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি চিঁড়া ভিজায় তাতে॥
এক ঠাঞি তপ্ত দুগ্ধে চিঁড়া ভিজাইয়া।
অর্দ্ধেক ছানল দধি চিনি কলা দিয়া॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা চিনি তাতে কর্পূর তাতে দিল॥
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা॥

চবুতরা উপর যত প্রভুর নিজগণ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলরচন॥
রামদাস সুন্দরানন্দ দাস গদাধর।
মুরারি কমলাকর সদাশিব পুরন্দর॥
ধনঞ্জয় জগদীশ পরমেশ্বরদাস।
মহেশ গৌড়ীদাস হোড় কৃষ্ণদাস॥
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজজন।
উপরে বসিলা সব কে করে গণন॥
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা॥
দুই দুই মৃৎ-কুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধচিঁড়া আরে দধিচিঁড়া কৈল॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া।
দুই হোলনায় চিঁড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া॥
তীরে স্থান না পাইয়া আর যত জন।
জলে নামি দধিচিঁড়া করয়ে ভক্ষণ॥
কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে॥
হেন কালে আইল তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিল দেখি হইয়া বিস্মিত॥
নিস্‌কড়ি নানা মত প্রসাদ আনিল।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিল॥
প্রভুরে কহে “তোমা লাগি ভোগ লাগাইল।
ইহাঁ উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল॥”
প্রভু কহে “এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
গোপজাতি আনি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিন-ভোজন রঙ্গে॥”
রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেয়াইল।

রাঘব দ্বিবিধ চিঁড়া তাহাতে ভিজাইল॥
সকল লোকের চিঁড়া পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিঁড়া একেক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভুর আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন্ ভাগ্যবানে॥
তবে হাসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিঁড়া রাখিলা ডাহিনে॥
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তাই চিঁড়া খাইতে লাগিলা॥
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা॥
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন।
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন॥
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিনভোজন সবার হইল স্মরণ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব কৃপা জানিবে কোন্ জন।
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিন-ভোজন॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে যমুনা-পুলিন জ্ঞান কৈলা॥

মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে।
চিঁড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়॥
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন।
সেই চিঁড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ॥
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল॥
আর তিন কুণ্ডিকায় যাহা অবশেষ ছিল।
গ্রাস গ্রাস করি বিপ্র সব ভক্তে দিল॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু আগে দিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা।
আপনার গণ সহিত খাইল বাঁটিয়া॥
এই ত কহিল নিত্যানন্দের বিহার।
চিঁড়া দধি মহোৎসব খ্যাত নাম যার॥
প্রভু বিশ্রাম কৈল দিন অবশেষে হৈল।
রাঘবমন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল॥
ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দরায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাষায়॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্য জন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে।
মহাপ্রভু আইসে যার নৃত্য দেখিবারে॥
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।

মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া॥

মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা।

দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা॥

দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল।

সকল বৈষ্ণব শেষ পরিবেশন কৈল॥

নানা প্রকার পায়স পিঠা দিব্য শালান্ন।

অমৃত নিন্দয়ে যৈছে বিবিধ ব্যঞ্জন॥

রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।

মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার॥

পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায়।

মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক বাঢ়ায়॥

প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।

মধ্যে মধ্যে প্রভু তারে দেন দরশন॥

দুই ভাইকে আনিয়া রাঘব পরিবেশে।

যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে॥

কত উপহার আনে হেন নাহি জানি।

রাঘব-গৃহে পাক করে রাধা ঠাকুরাণী॥

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তিঁহো পাইয়াছেন বরে।

অমৃত হইতে তাঁর পাক অধিক মধুরে॥

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার।

দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার॥

ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।

পণ্ডিত কহে “ইহ পাছে করিবে ভোজন॥”

ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিরা করিল ভোজন।

হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন॥

ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন।

রাঘব আনি পরাইল মাল্য চন্দন॥

বিড়া খাওয়াইয়া-কৈল চরণবন্দন।

ভক্তগণে দিলা বিড়া মাল্য চন্দন॥

রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তারে॥
কহিল “চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন।
তার শেষ পাইলে তোমার খণ্ডিবে বন্ধন॥”
ভক্তচিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ॥
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা॥
রঘুনাথ দাস কৈল চরণবন্দন।
রাঘব পণ্ডিত দ্বারা কৈল নিবেদন॥
অধম পামর আমি হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাব চৈতন্য-চরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভূ সিদ্ধ নয়॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা মাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপাবিনে কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তারে অধমেহ পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ কর আশীর্ব্বাদ॥
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রিয়-সুখ সনে॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহ নাহি তায় মানে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর পাঙ চৈতন্যচরণে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।

ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪২)–

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।

জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইল।

তার মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিল॥

“তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন।

নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ॥

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।

অন্তরঙ্গ ভৃত্য বলি রাখিবে চরণে॥”

সব ভক্তগণে তার আশীর্ব্বাদ করাইল।

তা সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল॥

প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল।

রাঘব সহিতে নিভৃতে মুক্তি কৈল॥

যুক্তি করি শত মুদ্রা সোনা তোলা সাতে।

নিভৃতে দিল প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে॥

তারে নিষেধিল “প্রভুকে এবে না কহিবা।

নিজঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবা॥”

তবে রাঘব পণ্ডিত তারে ঘরে লঞা গেলা।

ঠাকুরদর্শন করাইয়া মালা-চন্দন দিলা॥

অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবারে।

তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে॥

“প্রভুর সঙ্গে যত প্রভুর ভৃত্যাশ্রিত জন।

পূজিতে চাহি যে আমি সবার চরণ॥

বিশ পঞ্চাশ দশ বার পঞ্চদশ দ্বয়।

মুদ্রা দেই বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়॥”

সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।

যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা॥

তার পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।

নিত্যানন্দকৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গা-মণ্ডপে করেন শয়ন॥
তাহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥
তাঁ সবার সঙ্গে রঘু যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ তবহি ধরা পড়ে॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে॥
চারি দণ্ড রাত্রি যবে আছয়ে অবশেষ।
যদুনন্দন ভট্টাচার্য্য তবে করিল প্রবেশ॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহো হয় অনুগৃহীত।
রঘুনাথের গুরু তেঁহো হয় পুরোহিত॥
অঙ্গনে আসি তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে তারে সাধিবার তরে॥
রঘুনাথ কহে "তার করহ সাধন।
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ॥"
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা।
রক্ষক সব শেষ রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে।
কহিতে শুনিতে দোঁহে চলে সেই পথে॥
অর্দ্ধ-পথে রঘুনাথ গুরুর চরণে।
"আমি সেই বিপ্র সাধি পাঠাইব তব স্থানে॥
তুমি ঘর যাহ সুখে মোরে আজ্ঞা হয়।"
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়॥

"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে॥"
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া॥
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলেন একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিল।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিল॥
হেথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরু-পাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া॥
তেঁহো কহে "আজ্ঞা মাগি গেল নিজঘর।"
পলাইল রঘুনাথ উঠিল কোলাহল॥
তার পিতা কহে "গৌড়ের সব ভক্তগণ।
প্রভু-স্থানে নীলাচলে করিলা গমন॥
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া।
দশ জন যাহ তারে আনহ ধরিয়া॥"
শিবানন্দ পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
"আমার পুত্রেরে তুমি দিবে বাহুড়িয়া॥"
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জন।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে "তেঁহো এথা না আইল॥"
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর।
তাঁর মাতা-পিতার হৈল চিন্তিত অন্তর॥
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণমুখ হঞা॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান।

কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ॥
বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥
স্বরূপাদি সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে এই আইল রঘুনাথ॥
প্রভু কহে "আইস" তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিল।
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈল॥
প্রভু কহে "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাঢ়িল বিষম বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥"
রঘুনাথ কহে "আমি কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাঢ়িল আমা এই আমি মানি॥"
প্রভু কহে "তোমার পিতা জ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আমি আজা করি মনে॥
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃ রূপদাস।
অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস॥
ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয় বিষয় মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয় স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা।
কহনে না যায় কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥"
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা॥

এই রঘুনাথ আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
“তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে।
স্বরূপের রঘু আজি হৈতে ইহার নামে॥”
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল।
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল॥
স্বরূপ বলে মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল।
এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য কহিতে না পরি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি॥
পথে ইহ করিয়াছ বহুত লঙ্ঘন।
কত দিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ॥
রঘুনাথে কহে যাঞা কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন॥
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ।
বিস্মিত হইয়া করে ভাগ্য প্রশংসন॥
রঘুনাথ সমুদ্রে যাইয়া স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি গোবিন্দ-পাশ আইলা॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তারে দিল।
আনন্দিত হইয়া মহাপ্রসাদ পাইল॥
এইমত রহে তেঁহো স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চ দিনে॥
আর দিন পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া॥
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ।
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া।

পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া॥

এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহারে।

নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বারে॥

সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণবনাম সংকীর্ত্তন।

স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন॥

কেহ ছত্রে যাইয়া খায় যেবা কিছু পায়।

কেহ রাত্রে ভিক্ষা মাগি সিংহদ্বারে রয়॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।

যাহা দেখি প্রীত হয় গৌর ভগবান্॥

প্রভুকে গোবিন্দ কহে রঘু প্রসাদ নাহি লয়।

রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হইয়া মাগি খায়॥

শুনি তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।

ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥

আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।

আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে॥

কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ।

কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ॥

প্রভু আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ।

স্বরূপ গোবিন্দ দিয়া কহে নিজ বাত॥

প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।

রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥

কি মোর কর্ত্তব্য মুঞি না জানি উদ্দেশ।

কি মোর কর্ত্তব্য প্রভু কর উপদেশ॥

হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।

তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥

সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে।

আমি যত নাহি জানি ইহ তত জানে॥

গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।

ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাহি ইহার পাবে সবিশেষ॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥
এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তারে কৃপা আলিঙ্গন॥
পুনঃ সমর্পিল তারে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥
হেন কালে আইল গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন॥
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
সবা লইয়া কৈল প্রভু বন্যভোজন॥
রথযাত্রা সবা লইয়া করিল নর্ত্তন।
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহে বিবরণ।
তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন॥
তোমারে পাঠাতে পত্রী পাঠাইলা আমারে।
ঝাকড়া হইতে তোমায় না পাইয়া গেল ঘরে॥
চারিমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা।
মহাপ্রভুর স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো নাম রঘুনাথ।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাত॥

শিবানন্দ কহে তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।

পরম বিখ্যাত তেঁহো কেবা নাহি জানে॥

স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছে সমর্পণ।

প্রভুভক্তগণের তেঁহো প্রাণ সম॥

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।

সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া॥

কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।

কভু উপবাস কভু করয়ে চর্ব্বণ॥

এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।

কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে॥

শুতি তার মাতা-পিতা দুঃখিত হৈলা।

পুত্রঠাঞি দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈলা॥

চারি শত মুদ্রা দুই ভৃত্য এক ব্রাহ্মণ।

শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ॥

শিবানন্দ কহে তুমি সব যাইতে নারিবা।

আমি যাই তবে আমার সঙ্গে যাইবা॥

এবে ঘর যাহ যবে আমি সব চলিব।

তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লইয়া যাইব॥

এই ত প্রস্তাবে শ্রীকবি কর্ণপূর।

রঘুনাথমহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর॥

তথা হি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে–

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-

স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।

শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সতত স্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো

বৈরাগ্যৈকনিধর্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

মধুচরিত বাসুদেবদত্তের প্রিয়শিষ্য যদুনন্দন আচার্য্য, যদুনন্দনের শিষ্য বহুগুণাধার আমাদিগের প্রিয়তম চৈতন্যের করুণাপাত্র, স্বরূপ গোস্বামীর প্রিয় ও অতিস্নিগ্ধচরিত রঘুনাথদাস ; বৈরাগ্যনিধিই ঐ রঘুনাথের অবলম্বন ; নীলাদ্রিনিবাসি-গণের মধ্যে কে তাঁহাকে জ্ঞাত না আছে ?

তথা হি তত্রৈব–

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা, সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।

যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং, তৎ প্রেমসৌখ্যং ফলমুজ্জিজৃম্ভে॥

অখিললোক একান্তমনে রঘুনাথকে প্রীতি করায় যেন তিনি অকৃষ্টপচ্যা সৌভাগ্যভূমিবৎ হইলেন। অভিরুচিবীজ বপন করিলেই ঐ ভূমি ফলবতী হয় এবং প্রেমসুখরূপ ফল উৎপাদন করে।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল।

কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিল॥

বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।

রঘুনাথের সেবক বিপ্র তার সঙ্গে চলে॥

সেই বিপ্র ভৃত্য চারিশত মুদ্রা লঞা।

নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া॥

রঘুনাথদাস অঙ্গীকার না করিল।

দ্রব্য লইয়া দুই জন তাহাই রহিল॥

তবে রঘুনাথে করি অনেক যতন।

মাসে দুদিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ॥

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল।

পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল॥

মাস দুই রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।

স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন॥

রঘু কেনে আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।

স্বরূপ কহে মনে কিছু বিচার করিল॥

বিষয়ীর দ্রব্য লইয়া করি নিমন্ত্রণ।

প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন॥

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।

শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিল॥

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।

ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥

কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল।
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে॥
স্বরূপ কহে সিংহদ্বারে দুঃখান্ন চাহিয়া।
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া॥
প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি বেশ্যার আচার॥
তথা হি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য–
অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি, ন দত্তমন্যঃ সমেব্যতি স দাস্যতি॥

ইনি আসিতেছেন, ইনি গতদিবসে আমাকে অন্ন দিয়াছেন, অদ্যও দিবেন। এই অন্য ব্যক্তি, ইনি দিবেন না ! এই যে আগমন করিতেছেন, ইনিই দিবেন। না, ইনি দেন নাই, দিবেনও না। অপর কেহ আসিবেন, তিনি দিবেন। ভিক্ষা-স্থানে এরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প করা প্রার্থীর উচিত নহে।

ছত্রে গিয়া যথালাভ উদর-ভরণ।
মনঃকথা নাহি সুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন॥
এত বলি পুনঃ তাঁরে প্রসাদ করিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল॥
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহো সেই শিলা গুঞ্জামালা লইয়া গেলা॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা গোবর্দ্ধনের শিলা।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা॥
অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়া প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে ধরে গুঞ্জামালা॥
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণকলেবর॥
এইমত তিন বৎসর শিলামালা ধরিল।

তুষ্ট হয়ে শিলামালা রঘুনাথে দিল॥

প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।

ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥

এই শিলা কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।

অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥

এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।

সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥

দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।

এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি॥

শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।

আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥

এক বিতস্তি দুই বস্ত্র পিঁড়া একখানি।

স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানী॥

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।

পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

প্রভুর স্বহস্তে দত্ত গোবর্দ্ধন শিলা।

এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা॥

জল তুলসী সেবার যত সুখোদয়।

ষোড়শোপচার পূজায় তত সুখ নয়॥

এইমত কত দিন করেন পূজন।

তবে স্বরূপগোসাঞি তারে কহিল বচন॥

অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ।

শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম॥

তবে অষ্টকৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।

স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান॥

রঘুনাথ শিলামালা যবে পাইল।

গোসাঞি অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল॥

শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিল গোবর্দ্ধন।

গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকা-চরণ॥

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ॥
অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না ছিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরিবে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তথা খাইয়া আপনাকে করে নির্ব্বেদন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৩২)–
আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ॥

যিনি জ্ঞানবলে বাসনা বিধুত করিয়া পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কি ইচ্ছায় ও কি কারণে লোভের বশীভূত হইয়া দেহ শোষণ করিবেন ?

প্রসাদান্ন পসরীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাখে ঘরে আনি।
ভাত ধুয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায়।
নুণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল॥
স্বরূপ কহে ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমা সবায় নাহি দেও কি তোমার প্রকৃতি॥

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিল।
আরদিন আসি প্রভু কহিতে লাগিল॥
কাঁহা বস্তু খাও সবে আমারে না দেও কেন।
এই বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি বলে কাড়ি নিলা॥
প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥
আপন উদ্ধারে এই রঘুনাথদাস।
চৈতন্য স্তব কল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥
তথা হি স্তবাবল্যাম্–
মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

আমি মন্দব্যক্তি হইলেও যিনি কৃপা করিয়া রমণীকাঞ্চন হইতে পরিত্রাণ করত মদীয় আত্মীয় স্বরূপের নিকটে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি আনন্দিত হইয়া নিজ বক্ষের প্রিয় গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন গিরি দিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ মদীয় চিত্তে সমুদিত হইয়া এক্ষণে আমাকে পুলকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এই ত কহিল রঘুনাথের মিলন।
যে ইহা শুনে পায় চৈতন্যচরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথ-
দাসমিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-মকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপামরো ভবেৎ॥

যাঁহাদের কৃপায় অধম ব্যক্তি দেবতুল্য হয়, আমি সেই চৈতন্যচরণপদ্মের রসাস্বাদী সাধুগণকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লইয়া।
হেনকালে বল্লভভট্ট মিলিল আসিয়া॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ।
প্রভু ভাগবতবুদ্ধো কৈল আলিঙ্গন॥
মান্য করি প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা॥
"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈল দেখিনু তোমারে॥
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হব ইথে কি বিচিত্র॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩০)–
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃশুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥

যাঁহাদিগের স্মরণে মানবের গৃহ সদ্য শুদ্ধ হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শ, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশন প্রভৃতি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ?

কলিকালে ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে ধরিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।

যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥

প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।

কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে–

সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতেষ্বপি প্রেমদো ভবতি॥

মহাপ্রভু কহে শুন ভট্ট মহামতি।

মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি॥

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত নাহি যাঁর সম।

অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম॥

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।

কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি॥

নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর।

ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ প্রেমের সাগর॥

ষড়্‌দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।

ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম॥

তেঁহো দেখাইল মোরে ভক্তিযোগপার।

তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তি মাত্র সার॥

রামানন্দ রায় কৃষ্ণ-রসের নিধান।

তেঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥

তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ শিরোমণি।

রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।

দাস সখা গুরু কান্তা আশ্রয় যাঁহার॥

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত কেবলাভাব আর।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।১৬)–

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥
আত্মভূত শব্দে কহে পারিষদগণ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
তথা হি তত্রৈব–
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥
শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন॥
মোর সখা মোর পুত্র এই শুদ্ধ মন।
অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৮।৩৭)–
নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিলে ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান।
ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলাভাব প্রধান॥
তথা হি তত্রৈব–
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্॥
এ সব শিখাইল মোরে রায় রামানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব অন্য॥
দামোদর স্বরূপ প্রেমরস মূর্ত্তিমান।
যার সঙ্গে হৈল ব্রজ মধুর-রসজ্ঞান॥
শুদ্ধ প্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য এই তার চিহ্ন॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে–
পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুভাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ, কিতব ঘোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥
সর্ব্বোত্তম ভজন ইহার সর্ব্বভক্ত জিনি।
অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী॥
তথা হি তত্রৈব (৩২।১৭)–
ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ূষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহসৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কেবল পরম প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাই উদ্ধব সমান॥
তেঁহ যার পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইল এ সব শিক্ষণ॥
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান।
দিন প্রতি লয় তেঁহো তিন লক্ষ নাম॥
নামের মহিমা আর তাঁর ঠাঁই শিখিলা।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলা॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি পণ্ডিত গদাধর।
জগদানন্দ দামোদর শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
কাশীশ্বর মুকুন্দ বাসুদেব মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌর অবতরি॥
কৃষ্ণনাম-প্রেম কৈল জগতে প্রচার।
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি আমার॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি।
ভঙ্গী করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী॥
“আমি সে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি॥”
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি সে হইল খর্ব্ব॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার॥
ভট্ট কহে এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে।

কোন্ প্রকারে পাইব ইহা সবার দর্শনে॥

প্রভু কহে কেহ গৌড়ে কেহ দেশান্তরে।

সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে॥

ইহাই রহেন সবে বাসা নানাস্থানে।

ইহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে॥

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।

বহু যত্ন করি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা।

সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা॥

বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার।

তাঁ সবার আগে ভট্ট খদ্যোৎ আকার॥

তবে ভট্ট বহু প্রসাদ আনাইলা।

গণ সহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা॥

পরমানন্দপুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।

এক দিকে বৈসে সব করিতে ভোজন॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দ রায় পার্শ্বে দুইজন।

মধ্যে মহাপ্রভু বসিল আগে পাছে ভক্তগণ॥

গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।

অঙ্গনে বসিল সব হইয়া সারি সারি॥

প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার।

প্রত্যক্ষে সবার পদে করি নমস্কার॥

স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।

পরিবেশন করে আর রাঘব দামোদর॥

মহাপ্রসাদ বল্লভ ভট্ট বহু আনাইলা।

প্রভুসহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলা॥

প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি।

হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি॥

মালা চন্দন গুবাক পান অনেক আনিল।

সবা পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল॥

রথ-যাত্রা-দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল।
পূর্ব্ববৎ সাত-সম্প্রদায় পৃথক্ করিল॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস রাঘব পণ্ডিত গদাধর॥
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
হরিবোল বলি প্রভু করেন নর্ত্তন॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন॥
দেখি বল্লভভট্ট হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন সম্ভাল॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল॥
যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভুর স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ॥
প্রভু কহে "ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবত অর্থ শুনিতে নহি অধিকারী॥
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥"
ভট্ট কহে "কৃষ্ণনামের অর্থ ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি তাহা করহ শ্রবণে॥"
প্রভু কহে "কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি॥"
তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে–
তমাল-শ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ॥

ইহা যাবতীয় শাস্ত্রেরই মীমাংসা যে, কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ি অর্থে তমাল-শ্যামল যশোদানন্দন।

এই অর্থ মাত্র আমি জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥
ফল্গু-বল্‌গন প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি করেন উপেক্ষা॥
বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজঘর।
প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঞি।
নানামত প্রীতি করে তাঁর ঠাঁই যাই॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ॥
লজ্জিত হইলা ভট্ট হৈল অপমানে।
দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থানে॥
দৈন্য করি কহে "নিল তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥"
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়।
কি করিব ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়॥
যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ হইলাম শরণ॥
অন্তর্য্যামি প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু বিষম তাঁর গণ॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ॥
প্রত্যহ বল্লভভট্ট আইসে প্রভুর স্থানে।
উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে॥
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্তস্থাপন।

শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন॥
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংসমধ্যে যেন রহে বক প্রায়॥
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-প্রকৃতি পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে॥
পতিব্রতা হইয়া পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম লও কোন্ ধর্ম্ম হয়॥
আচার্য্য কহে আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।
ইহারে পুছহ ইহঁ করিবে প্রমাণ॥
প্রভু কহে তুমি না জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
স্বামি-আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম॥
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে।
পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়॥
শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই দুঃখমনে করে চিন্তন॥
নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
একদিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত॥
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায়।
স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়॥
আরদিন বসিলা আসি প্রভু নমস্করি।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে আনি।
একবাক্যতা নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি॥
প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

এত কহি মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা॥
জগতের হিত লাগি গৌর অবতার।
অন্তরে অভিমান জানেন আছয়ে যাহার॥
নানা অবজানে ভট্টে শোধে ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান॥
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈল পাছে উঘাড়ে নয়ানে॥
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা কৃপা কৈলা॥
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ।
এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন॥
আমি জিতি এই গর্ব্ব শূন্য হউক চিত।
ঈশ্বরস্বভাব করে সবাকার হিত॥
আপনা জানাতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাতে মোরে করে অপমান॥
আমার হিত করেন ইহো আমি মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥"
এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি স্তুতি করেন সরসবচনে॥
"আমি অজ্ঞ জীব অজ্ঞোচিত-কর্ম্ম কৈল।
তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল॥
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা কৈলা।
আপনার করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি অজ্ঞ হিতস্থানে মানি অপমান।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দে করিল অজ্ঞান॥
তোমার কৃপা অঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধ গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল॥
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ।

কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥”
প্রভু কহে “তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা তাঁহা নাহি গর্ব্বপর্ব্বত॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধরস্বামী নাহি মান এত গর্ব্ব ধর॥
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব্ব যে কিছু লিখিবে।
অর্থ ব্যর্থ-লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান্॥
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥”
ভট্ট কহে “যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ॥”
প্রভু অবতীর্ণ হৈল জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ তারে সুখ দিতে॥
জগতের হিত হউক এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি করে তার হৃদয়-শোধন॥
স্বগণ সহিত প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা।
হাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা॥
জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব।
সত্যভামা প্রায় প্রেমের বাম্য স্বভাব॥
বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু সনে।
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুই জনে॥
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণস্বভাব॥

তাঁর প্রণয়রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাষ।
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিলা ত্রাস॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল॥
বল্লভভট্টের হয় বাল্য উপাসনা।
বালগোপালমন্ত্রে তেঁহো করেন সেবনা॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোর গোপাল উপাসনায় মন দিল॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে॥
আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হব স্বতন্ত্র॥
তুমি যে আমার ঠাঁই কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন॥
এইমতে ভট্টের কত দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হইল॥
নিমন্ত্রণের দিবস পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ জগদানন্দে গোবিন্দে পাঠাইলা॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
“পরীক্ষিতে প্রভু তোমাকে কৈল উপেক্ষণ॥
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলা ওলাহন।
ভীতপ্রায় হঞা কেন করিলে সহন॥”
পণ্ডিত কহেন “প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি।
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি॥
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি।
আপনে করি কৃপা গুণ-দোষ বিচারি॥”
এত বলি পণ্ডিত প্রভুর দ্বারে আইলা।

রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন॥
“আমি চালাইল তোমা তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা॥”
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা কহনে না যায়।
গদাধর প্রাণনাথ নাম হৈল যায়॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনে না যায়।
গদাইর গৌরাঙ্গ বলি লোকে যারে গায়॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে।
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে॥
পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ।
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন॥
অভিমান-পঙ্ক লুঞা ভট্টেরে শোধিল।
সে দ্বারায় আর সব লোকে শিক্ষাইল॥
অন্তরে অনুগ্রহ বাহ্যে উপেক্ষার প্রায়।
বাহ্যার্থ যেই লয় সেই নাশ যায়॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ॥
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা।
পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব সব প্রার্থিত সিদ্ধি হৈলা॥
এই ত কহিল বল্লভভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌর প্রেমধন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভক্ষ্যান্নং সমকোচয়ৎ॥

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে স্বীয় ভক্ষ্যান্নের পরিমাণ সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু যার প্রাণধন॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজ ভক্ত-সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গে॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দপুরী প্রভুরে মিলিলা॥
পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন।
পুরীগোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন॥
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি॥
তিন জনে উপদেশ কৈল ততক্ষণ।
জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ॥
জগন্নাথ প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া॥
ভিক্ষা করি কহে পুরী "শুন জগদানন্দ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ॥"
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল॥

আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইলা।
আচমন করি নিন্দা করিতে লাগিলা॥
শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করে ধর্ম্মনাশ।
বৈরাগী হৈয়া এত খাও বৈরাগ্যে নাহি ভাস॥
এই ত স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইল তাঁর স্থান॥
পুরীগোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
"মথুরা না পাইনু" বলি করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে ভয় নাই করে॥
"তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন॥"
শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
"দূর দূর পাপী" বলি ভর্ৎসন করিল॥
"কৃষ্ণকথা না পাইনু না পাইনু মথুরা।
আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইলা জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুমি যাও যথি।
তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্‌গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মুখে॥"
এই যে মাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইহার বাসনা জন্মিল॥
শুষ্ক ব্রহ্মেতে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ।
সর্ব্বলোকে নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ॥
ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।

স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি-মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম লীলা শুনান অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হৈঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল "কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন।
এই দুই দ্বারে শিক্ষাইল জগর্জ্জন॥
জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান।
এই শ্লোক পড়ি তাঁহা করিল অন্তর্দ্ধান॥
তথা হি পদ্যাবল্যাম্–
অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাপলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমি॥

হে দীনদয়ার্দ্র ! হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! কবে তোমার দর্শন পাইব ? হে দায়িত ! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, আমি কি করি ?

এই ত শ্লোক কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ॥
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর॥
প্রস্তাবে কহিল পুরী-গোসাঞি নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্তস্বভাব কভু রহে কোন স্থলে॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ।
প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান তিন জন॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয়।

কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়॥
প্রভুর স্থিতি রীতি ভিক্ষা শয়ন প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি বুলে কাঁহা ছিদ্র না পাইল॥
"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্নভক্ষণ।
এই ভোগ হয় কৈছে ইন্দ্রিয়বারণ॥"
এই নিন্দা করি কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম-সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি বুলে এই তাঁর কাম॥
যত নিন্দা করে তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে॥
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর॥
তথা হি রামচন্দ্রপুরীবাক্যম্–
রাত্রাবত্র ঐক্ষবরসমাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।
অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ॥

গত নিশিতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল বলিয়া পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে। অহো ! বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের ইন্দ্রিয়লালসা এত ! রামচন্দ্রপুরী এই বলিয়া উঠিয়া চলিলেন।

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়॥
শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ ভয় মন।
গোবিন্দ বোলাঞা কিছু কহেন বচন॥
"আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এই ত নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥"
ইহা বই অধিক আর কিছু না আনিবা।

অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত।
শুনি সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রপাত॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবার দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি প্রাণ লইল সবার॥
সেই দিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক চৌঠী ভাত পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার॥
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল॥
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন॥
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল অজ্ঞাপন।
"দোঁহে অন্যত্র মাগি কর উদরভরণ॥"
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু-পাশ আইল॥
প্রণাম করি কৈল প্রভুর চরণবন্দন।
প্রভুকে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদরভরণ॥
তোমাকে ক্ষীন দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন।
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম॥
যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধি হয় জ্ঞানযোগ॥
তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৬।১৬)–
নাত্যশ্নতোঽপি যোগেঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন ! অতিভোজী একান্ত অনাহারী, অতিনিদ্রাতুর এবং অধিক জাগরণশীলের যোগসাধন হয় না।

তথা হি তত্রৈব (৬।১৭)–

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

আহার-বিহার, কর্ম্মচেষ্টা ও নিদ্রা-জাগরণ নিয়মিত হইলেই, সেই ব্যক্তির দুঃখনাশন যোগসাধন হয়। প্রভু কহে “অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।

মোরে শিক্ষা দেও এই ভাগ্য আমার॥”

এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা।

ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা॥

আরদিন ভক্তগণ পরমানন্দপুরী।

প্রভু-পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি॥

“রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।

তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ॥”

পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করিয়া।

যে খায় তাহারে খাওয়ায় যতন করিয়া॥

খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন।

“এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন॥

সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াও কর ধর্ম্মনাশ।

অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ত্রাস॥”

কে কৈছে ব্যবহারে কেবা কৈছে খায়।

এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদয়॥

শাস্ত্রে যেই কর্ম্ম করিয়াছেন বর্ণন।

সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইহার করণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২৮।১)–

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।

বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥

অন্যের স্বভাব বা কর্ম্মকে প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নহে। এই বিশ্বকে প্রকৃতিপুরুষের একাত্মক দেখাই বিচক্ষণের কর্ত্তব্য।

তার মধ্যে বিধি পূর্ব্ব প্রশংসা ছাড়িয়া।

পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া॥

তথা হি পাণিনিসূত্রম্–

পূর্ব্বপরয়োমধ্যে পরবিধির্ব্বলবান্

“যার গুণ শত আছে না করে গ্রহণ।

গুণমধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ॥

ইহার স্বভাব ইহাঁ কহিতে না জুয়ায়।

তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্মদুঃখ পায়॥

ইহাঁর বচনে কেন অন্নত্যাগ কর।

পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বোল ধর॥”

প্রভু কহেন “সবে কেন পুরীকে কর রোষ।

সহজ ধর্ম্ম করে তেঁহো তাঁর কিবা দোষ॥

যতি হয়ে জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়।

যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়॥”

তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল।

সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল॥

দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।

কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে॥

অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করে নিমন্ত্রণ।

প্রসাদ মূল্য হইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ॥

ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।

কিছু প্রসাদ আছে কিছু পাক করে ঘরে॥

পণ্ডিত গোসাঞি ভগবানাচার্য্য সার্ব্বভৌম।

নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ॥

তাঁ সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।

তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য যৈছে তাঁর মন॥

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।

যাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥

কভু লৌকিক রীতে যেন ইতরজন।

কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য প্রকটন॥

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্যপ্রায়।

কভু তারে নাহি মানে দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে॥
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিবের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন তবে প্রসাদভোজন॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাহার দোষ না লইল।
তার ফল দ্বারা লোক শিক্ষা করাইল॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পুর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর॥
চৈতন্য-চরিত লিখি শুন একমনে।
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা-
সঙ্কোচনাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্য-গণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্ত-মরুঃ শশ্বদনৃপতান্॥

শ্রীচৈতন্যপ্রভুর মহাভাগবত অসংখ্য অনুচরবৃন্দের প্রেমবন্যায় মূঢ়গণের চিত্তমরুও নিরন্তর আপ্লাবিত হইল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।

জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয়॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।

জয় গৌর-ভক্তগণ সব রসময়॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।

নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণ-প্রেমরঙ্গে॥

অন্তর-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।

নানাভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ॥

দিনে নৃত্য কীর্ত্তন জগন্নাথ দরশন।

রাত্রে রায় স্বরূপ-সনে রস আস্বাদন॥

ত্রিজগতের লোক আসি করয়ে দর্শন।

যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

মনুষ্যের বেশে আসি গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।

সপ্ত পাতালের যত দৈত্য বিষধর॥

সপ্তদ্বীপে নরখণ্ডে বৈসে যত জন।

নানা বেশে আসি করেন প্রভুরে দর্শন॥

প্রহ্লাদ বসি ব্যাস শুক আদি মুনিগণ।

প্রভু আসি দেখে প্রেমে হয় অচেতন॥

বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা।

কৃষ্ণ কহ বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া॥

প্রভুর দর্শনে সব লোকে প্রেমে ভাসে।

এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে॥

একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল।

গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চঢ়াইল॥

তলে খড়্গা পাতি উপরে ডারি দিবে।

প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে॥

সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়।

তার পুত্র তোমার সেবক রাখিতে জুয়ায়॥

প্রভু কহে রাজা কেন করয়ে তাড়ন।

তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক রাম রায়ের ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই॥
মালজাঠা দণ্ডপাটে তার অধিকার।
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার॥
দুই লক্ষ কাহন তাঁর ঠাঁই বাকি হৈল।
দু লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত মাগিল॥
তেঁহো কহে স্থূলদ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব।
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব॥
ঘোড়া দরকার হয় লহ মূল্য করি।
এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র মিত্র সনে॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘটাইয়া।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়॥
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ববচনে।
রাজা কৃপা করে তারে ভয় নাহি মানে॥
আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ার খাঁটি মূল্য করিতে না জুয়ায়॥
শুনি রাজ-পুত্রমনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঁই যাই বহু লাগানি করিল॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই ঘোড়া ছদ্ম করি।
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চঢ়াইয়া লহ কৌড়ি॥
রাজা বলে “যেই ভাল কর সেই যায়।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সেই উপায়॥”
রাজপুত্র আসি তারে চাঙ্গে চঢ়াইল।
খড়্গ উপরে ফেলাইতে খড়্গ পাতিল॥

শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ।
“রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ॥
বিলাত সাধিয়া খায় নাহি রাজভয়।
দাঁড়ী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়॥
যেই চতুর সেই করুক্ রাজবিষয়।
রাজদ্রব্য শোধি পায় তাহা করে ব্যয়॥”
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
বাণীনাথাদি সবংশে লৈয়া গেল বান্ধিয়া॥
প্রভু কহে রাজা আপন খেলার দ্রব্য লইব।
আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাহা কি করিব॥
তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী সব তোমার দাস।
তোমার উচিত নহে করিতে উদাস॥
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
“মোরে আজ্ঞা দেহ সবে যাইব রাজস্থানে॥
তোমা সবার এই মত রাজঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া॥
পাঁচ গণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেন দিবে লক্ষ কাহন॥”
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া।
“খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিয়াছে ডারিয়া॥”
শুনি প্রভুগণ করে প্রভুকে অনুনয়।
প্রভু কহে আমি ভিক্ষুক আমা হৈতে কিছু নয়॥
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ তাঁর হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তু মকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥
ইহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিল।

হরিচন্দন পাত্র যাই রাজারে কহিল॥
“গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকি হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ নিজধনক্ষয়॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে অর্থ প্রাণ কেনে লয়॥”
রাজা কহে “এই বাত আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেন লব তার দ্রব্য চাহি আমি॥
তুমি যাই কর তাই সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তার প্রাণ॥”
তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথ শীঘ্র নামাইল॥
দ্রব্য দেহ রাজা মাগে উপায় পুছিল।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ তেঁহো ত কহিল॥
ক্রমে ক্রমে দিব আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ কি বলিতে পারি॥
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্যে লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল॥
এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে যবে বান্ধিয়া আনিল॥
বাণীনাথ নির্ভয়ে ত লয় কৃষ্ণনাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্রাম॥
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈল অঙ্গে কাটে রেখা॥
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছন্দ-বন্ধ॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে।
প্রভু তাহে কহে কিছু সোদ্বেগবচনে॥

ইহা রহিতে নারি যাব আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা না পাই সোয়াথ॥
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা প্রকারে করে তারা রাজদ্রব্যব্যয়॥
রাজার কি দোষ রাজা নিজদ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য তারা আমারে জানায়॥
রাজা-গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেন নিজ দুঃখ কহি আসি॥
আজি তারে জগন্নাথ করিল রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাহে ইহাঁ রহি মোর নাহি প্রয়োজন॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ।
ব্যবহার লাগি তোমা ভজে সে জ্ঞান-অন্ধ॥
তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন।
তোমার ভজে বিষয় লাগি সেই মূর্খজন॥
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল।
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল॥
তোমা লাগি রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি খায় বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়বাঞ্ছা তার ইচ্ছা হয়॥
তার দুঃখ দেখি তার সেবকাদিগণ।

তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ॥
সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি।
আপনার সুখ দুঃখ হয় ভোগ্যভোগী॥
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।৮)–
তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো, ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভির্বিধন্নমস্তে, জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
তুমি বসি রহ কেনে যাবে আলালনাথ।
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত॥
যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি হে রাখিবে সেই করিবে রক্ষণ॥
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তার ঘরে॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়ম।
যত দিন রহে তেঁহো শ্রীপুরুষোত্তম॥
নিত্য আসি করে মিশ্রের পাদসংবাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তারে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা॥
দেব শুন আর এক অপরূপ বাত।
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ॥
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তার সব বিবরণ॥
গোপীনাথ পট্টনায়কে চাঙ্গে চঢ়াইল।
তাঁর সেবক সব আসি প্রভুকে কহিল॥
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল অনেক ভর্ৎসনা॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।

নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্যব্যয়॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক হয় এই রাজধন।
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপী জন॥
রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা মহাধাম্মিক এই পাপী ভণ্ড॥
রাজকৌড়ি নাহি দেয় আমাকে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইহা কে সহিতে পারে॥
আলালনাথ যাই তাহা নিশ্চিন্তে রহিব।
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব॥
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা॥
এতক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন।
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন।
প্রাণ রাজ্য কর প্রভু-পদে নির্ম্মঞ্ছন॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন॥
রাজা কহে তারে আমি দুঃখ না দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া খড়্গো তারা আমি না জানিয়ে॥
পুরুষোত্তম জানায় তেঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জন্য তাঁহারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস॥
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি।
এই মুঞি তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি॥
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি ছাড়িল প্রভু কদাচিৎ সুখ মানে॥
রাজা কহে কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা॥

ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত।
তার পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত॥
এত বলি মিশ্রে নমস্করি ঘরে গেলা।
গোপীনাথে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা॥
রাজা কহে সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল।
সে মাল জ্যাঠা পাঠ পুনঃ তোমায় বিষয় দিল॥
আবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন॥
এত বলি নেতধটী তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ বিদায় তোমা দিল॥
পরমার্থ প্রভুর কৃপা সেই বহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে॥
রাজ্যবিষয় ফল এই কৃপায় আভাসে।
তাহার গণনা কারো মনে নাহি আইসে॥
কাঁহা চাঙ্গে চড়াইল লয় ধন প্রাণ।
কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান॥
কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয় না যায় কৌড়ি।
কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ী॥
প্রভুর ইচ্ছা নহে তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইব।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিব॥
তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন॥
বিষয়সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদনের প্রভাবে তবে ফলে এত ফল॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব।
ব্রহ্মা শিব আদি যার না পায় অন্তর্ভাব॥
হেথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে॥
প্রভু কহে “কাশীমিশ্র কি তুমি করিলা।

রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা॥”
মিশ্র কহে শুন প্রভু রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদনে॥
প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া॥
ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম॥
অতএব যাঁহা তাঁহা দেয় অধিকার।
খায় পেটে লুটে বিলায় না করে বিচার॥
রাজমহীন্দ্রার রাজা কৈনু রামরায়।
যে খাইল যেবা দিল নাহি লেখা যায়॥
গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহে ত খাইয়া॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করে বিচার।
জানা সহিত অপ্রীত দুঃখ পাইল এইবার॥
জানা এত কৈল ইহা মুঞি নাহি জানো।
ভবানন্দের পুত্র সব আত্ম করি মানো॥
তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা সনে॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ॥
পঞ্চপুত্র সহ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইয়া প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা॥
“তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ দিলে মূল॥
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডব বিপদে তারিলে॥

নেতধটী মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার বৃত্তান্ত কৃপা সকলি কহিলা॥
বাকী কৌড়ি বাদ দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল।
পুনঃ বিষয় দিয়া নেতধটী পরাইল॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ প্রমাদ।
কাঁহা নেতধটী পুনঃ এ সব প্রসাদ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈল।
চরণস্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাইয়া॥
কিন্তু তোমা স্মরণে নহে এই মুখ্যফল।
ফলাভাস এই যাতে বিষয় চঞ্চল॥
রামরায়ে বাণীনাথে কৈল নির্ব্বিষয়।
সে কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি ঘুচাহ বিষয়।
নির্ব্বিণ্ণ হইলে মোতে বিষয় না হয়॥
প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ॥
মহা বিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজ দাস॥
কিন্তু মোর করিহ আজ্ঞার পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ যাতে দুই যায়।
এত বলি সবাকারে দিলেন বিদায়॥
রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল।
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।

হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা॥

প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার।

তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার॥

তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।

আমা হৈতে কিছু নহে প্রভু তবে কৈল॥

গোপীনাথের নিন্দা আর আপনি নির্ব্বেদ।

এই মাত্র কহি ইহার না বুঝিলা ভেদ॥

কাশীমিশ্রে না সাধিল রাজারে সাধিল।

উদ্‌যোগ বিনা এত দূর ফল ফলিল॥

চৈতন্য-চরিত্র এই পরম গম্ভীর।

সেই বুঝে তাঁর পদে যার মন স্থির॥

যেই ইহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য প্রকাশ।

প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ হয় নাশ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ-

পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।

যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া॥

যিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী, শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তবর্গের দত্ত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্যেও যাঁহার প্রীতি জন্মে, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।

পরম আনন্দে সবে নীলাচলে যাইতে॥

অদ্বৈত্য-আচার্য্য-গোসাঞিঃ সৰ্ব্ব অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস আদি ধন্য॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে॥
অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঞিঃ তার সঙ্গের কারণে॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তার আজ্ঞা ভাঙ্গি তার সঙ্গে যে রহিলা॥
আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখপোষ॥
বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস॥
দুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্ত খান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান্॥
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা নাম না যায় লিখন॥
কুলীন গ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন আইলা সবারে লইয়া॥
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝারি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া॥
নানা অপূৰ্ব্ব ভক্ষ্য দ্রব্য প্রভুযোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপভোগ॥
আম্রকাসন্দী আদা ঝালকাসন্দী নাম।
লেম্বু আদা আম্র-কলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা॥
সুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুক্তায় যে সুখ হয় নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।

সুক্তা পাতা কাসন্দীতে মহাসুখ হয়॥

মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।

গুরু ভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা যায়॥

সুক্তা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।

সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস॥

তথা হি ভারবৌ (৮।৮০)–

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধাবুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।

স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং, বসন্তি হি প্রেম্নি গুণা ন বস্তুনি॥

বিপক্ষ সমক্ষে কোন পীবরস্তনী নায়িকার বক্ষোপরি তৎ-বল্লভ কর্ত্তৃক একগাছি পুষ্পমালা প্রেক্ষিপ্ত হইলে রমণী তাহা ত্যাগ করিল না, কারণ, প্রেমেই দ্রব্যগুণ থাকে, বস্তুতে থাকে না।

ধনিয়া মৌরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।

নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥

শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু আর আম-পিত্তহর।

পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রে কুথলী ভিতর॥

কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।

কৃত নাম লব যত প্রকার আচার॥

নারিকেলখণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল।

চিরস্থায়ী খণ্ড বিকার করিল সকল॥

চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।

অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥

শালিকা চুটি ধান্যের আতপচিঁড়া করি।

নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি॥

কতক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃকেতে ভাজিয়া।

চিনি পাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥

শালি তণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।

ঘৃত সিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া॥

কর্পূর-মরিচ-লবঙ্গ-এলাচি রসবাস।

চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস॥

শালিধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া।

চিনি পাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুকে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃৎপাত্রে সোন্দাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল॥
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া॥
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার॥
ঝালির উপর মুনসিব মকরধ্বজ কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জললীলা॥
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নরেন্দ্র আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে॥
সেইকালে আইল গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন॥
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে॥

গৌড়িয়া-সম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন॥
জলক্রীড়া বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে সহিলে খেলন॥
গৌড়িয়া সংকীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল শব্দ ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লয়ে জলাক্রীড়া করে কুতূহলে॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছে বর্ণন॥
পুনঃ ইহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাঢ়য়॥
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়॥
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজঘরে আইলা।
প্রসাদ আনায়ে ভক্তগণে খাওয়াইলা॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈল।
নিজ নিজ পূর্ব্ববাসায় সবায় পাঠাইল॥
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি রাখিলা॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা॥
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা।
বেড়া-কীর্ত্তনের তাহা আরম্ভ করিয়া॥
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
বক্রেশ্বর অচ্যুতানন্দ পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজ খান আর নরহরি দাস॥
সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।

মোর সম্প্রদায়ের প্রভু ঐছে সবার মন॥
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আসিল॥
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া॥
কীর্ত্তন আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক হৈল কোলাহল॥
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন॥
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে প্রেমাবেশে নাচে গৌর রায়॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গারিতে আজ্ঞা দিল॥
তথাহি পদম্–
জগমোহম পরিমুণ্ডা যাই।
মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাঞি॥ ধ্রু॥
এই পদে নৃত্য করে পরম আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভু-প্রেমে ভাসে॥
বোল বোল বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া॥
প্রভু পড়ি মুর্চ্ছা যায় শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমূলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
‘জজ গগ পরি মম’ গদ্গদ বচন॥
এক এক দন্ত যেন পৃথক পৃথক নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে॥
ক্ষণে বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।

তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য নহে শেষ॥

সব লোকের উথলিল আনন্দসাগর।

সব লোক পাসরিল দেহ আত্মঘর॥

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।

ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়॥

প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।

স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দ স্বরে গায়॥

কোলাহল নাহি প্রভু কিছু বাহ্য হৈল।

তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল॥

ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।

সবা লঞা প্রভু কৈল সমুদ্র-স্বপন॥

সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদভোজন।

সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন॥

গম্ভীরার দ্বারে করে আপনে শয়ন।

গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন॥

সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।

প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন॥

গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন।

তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন॥

সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছে শয়ন।

ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন॥

এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।

প্রভু কহে “শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে॥”

গোবিন্দ কহে করিতে চাহি পাদ-সংবাহন।

প্রভু কহে কর বা না কর যেই তোমার মন॥

তবে গোবিন্দ তার বহির্বাস উপরে দিয়া।

ভিতরঘর গেলা গোবিন্দ প্রভুকে লঙ্ঘিয়া॥

পাদসংবাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল।

মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল॥

সুখে নিদ্রা হৈলা প্রভুর চাপে অঙ্গ।
দণ্ড দুই বহি প্রভুর হৈল নিদ্রাভঙ্গ॥
গোবিন্দ দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
কেন আজি এতক্ষণ আছিস বসিয়া॥
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলে প্রসাদ খাইতে।
গোবিন্দ কহে দ্বারে শুইলা যাইতে নাহি পথে॥
প্রভু কহে ভিতরে তবে আইলে কেমনে।
তৈছে কেন প্রসাদ লইতে না কৈলে গমনে॥
গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবার নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধ আভাষে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তারে উত্তর না দিলা॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি লাগিলা চাপিতে॥
যাইতে ত পথ নাই যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে॥
এই সব হয় ভক্তি-শাস্ত্র-সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই সব মর্ম্ম॥
ভক্তগণে প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এ সব প্রকাশিতে কৈলে এত ভঙ্গী॥
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য।
অদ্যাপিও গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা-গৃহে কৈল ক্ষালন মার্জ্জন॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
হোরা পঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন॥
চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ।

জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন॥

পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।

প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা॥

কেহ কোন প্রসাদ আনি দিল গোবিন্দঠাঞি।

ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি॥

কেহ পেঁড়া কেহ লাড়ু কেহ পিঠাপানা।

বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ প্রকার যায় নানা॥

অমুক এই দিয়াছেন গোবিন্দ করে নিবেদন।

ধরি রাখ বলি প্রভু না করে ভক্ষণ॥

ধরিতে ধরিতে ঘরের ধরিল এক কোণ।

শত জনের ভক্ষ্য যত হইল সঞ্চয়ন॥

গোবিন্দেরে সবে পুছি করিয়া যতন।

আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করালে ভক্ষণ॥

কাঁহা কিছু কহি গোবিন্দ করেন সঞ্চয়ন।

আর দিন প্রভুকে কহে নির্ব্বেদ-বচন॥

আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।

তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥

তুমি সে না খাও তারা পুছে বার বার।

কত বঞ্চনা করিব কেমনে আমার নিস্তার॥

প্রভু কহে আদিবশ্যা দুঃখ কাঁহে মানে।

কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে॥

এত কহি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।

নাম ধরি ধরি প্রভু করে নিবেদনে॥

আচার্য্যের এই পেঁড়া নানা রসপূপী।

এই অমৃতগোটিকামণ্ডা এই কর্পূরকুপী॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।

পিঠা পানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর॥

আচার্য্য রত্নের এই সব উপহার।

আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥

বাসুদেব দত্তের এই মুরারি গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার॥
শ্রীমান্ সেন শ্রীমান পণ্ডিত আচার্য্য নন্দন।
তাহাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন॥
কুলীনগ্রামীর এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥
যদ্যপি মাসকের বাসি মুখ-করা নারিকেল।
অমৃতগুটীকাদি পানাদি সকল॥
তথাপি নূতন প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ সেই নহে প্রভুর প্রসাদ॥
শতজনকের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডকে খাইল।
আর কিছু আছে বলি গোবিন্দেরে পুছিল॥
গোবিন্দ কহে রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে আজি রহ তাহা দেখিব পাছে॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিলা॥
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল॥
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্মাস্য গোঁয়াইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।

আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ডসার॥
শাক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকীর আর ভ্রষ্ট পটোল॥
ভ্রষ্ট ফুলবড়ী আর মুদ্‌গাদির সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাঁহা একা যায়েন কাঁহা গণের সহিত॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধিনন্দন রাঘব।
শ্রীবাস আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি॥
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র চৈতন্যদাস নাম॥
প্রভু মিলাইতে তারে সঙ্গে আনিল।
মিলাইতে প্রভু তারে নাম পুছিল॥
চৈতন্যদাস নাম শুনি হাসে গৌররায়।
কি নাম ধরিয়াছে বুঝন না যায়॥
সেন কহে যে জানিল সেই নাম ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল॥
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা॥
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রসন্ন নহে মন॥
আর দিনে চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভু অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ী লবণ।
সামগ্রী দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন॥

প্রভু কহে এ বালক আমার মন জানে।
সন্তুষ্ট হৈলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥
এত বলি দধি ভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন॥
বার মাস এইমত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়॥
গদাধর পণ্ডিত আচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইহা সবার আছে ভিক্ষা-দিবস-নিয়ম॥
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর॥
মধ্যে মধ্যে ঘরভাতে কৈল নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণ প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ॥
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘটাইল নিমন্ত্রণ॥
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলে সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা॥
এই ত কহিনু প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্য-কথন॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্য-চরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা॥
শুনিতে অমৃত সব জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্ত-
দত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎ-প্রভুম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥

সেই হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তৎপ্রভু চৈতন্যকেও নমস্কার করি ;–যাঁহার (হরিদাসের) মৃতদেহ ভূপতিত হইলে যিনি নিজক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয়॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাস নাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ প্রাণনাথ॥
জয় কাশীশ্বর জগদানন্দ প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ সনাতন রঘুনাথেশ্বর॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি দেহ প্রভু নিজ পদদান॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আশ্চর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান॥
জয় গৌরভক্তগণ গৌর যার প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান॥
জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ।
রঘুনাথ গোপাল ছয় মোর প্রাণনাথ॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি করি আপনা পাবন॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন-বিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।

কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয়॥

দিনে দিনে বাঢ়ে বিকার রাত্রে অতিশয়।

চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে হয়॥

স্বরূপগোসাঞি আর রামানন্দ রায়।

রাত্র-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়॥

একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।

হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হইয়া॥

দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন।

মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা সংকীর্ত্তন॥

গোবিন্দ কহে উঠি আসি করহ ভোজন।

হরিদাস কহে আমি করিব লঙ্ঘন॥

সংখ্যা কীর্ত্তন পূরে নাহি কেমতে খাইব।

মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব॥

এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।

এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ॥

আরদিন মহাপ্রভু তার ঠাঁই আইলা।

"সুস্থ হও হরিদাস" তাহারে পুছিলা॥

নমস্কার করি তেঁহো কৈল নিবেদন।

"শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধিমন॥"

প্রভু কহে "কোন্ ব্যাধি কহ ত নির্ণয়।"

তেঁহো কহে "সংখ্যা কীর্ত্তন না পূরয়॥"

প্রভু কহে "বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর।

সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেনে ধর॥

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।

নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥

এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।"

হরিদাস কহে "শুন মোর নিবেদন॥

হীন জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।

হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥

অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।

রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চঢ়াইলে॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।

জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয়॥

অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।

বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।

লীলা সংবরিবে তুমি লয় মোর চিতে॥

সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।

আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥

হৃদয়ে ধরিব তোমার কমলচরণ।

নয়নে দেখিব তোমার চাঁদবদন॥

জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।

এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥

মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয়।

এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥

এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে।

এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে॥”

প্রভু কহে “হরিদাস যে তুমি মাগিবে।

কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥

কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।

তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া॥”

চরণে ধরি কহে হরিদাস “না করিহ মায়া।

অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া॥

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।

তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়॥

আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল।

এই পিপীলিকা মৈল পৃথিবীর কাঁহা ক্ষতি হৈল॥

ভক্তবৎসল প্রভু তুমি মুই ভক্তাভাস।

অবশ্য পূরিবে প্রভু মোর আশ॥
মধ্যাহ্ন করিতে চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে॥”
তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা।
হরিদাস দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া॥
হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ।
হরিদাসের আগে আসি দিলা দরশন॥
প্রভু কহে “হরিদাস কহ সমাচার।”
হরিদাস কহে “প্রভু যে আজ্ঞা তোমার॥”
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহা সংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপগোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নামসংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইল পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল।
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু লয়ে বার বার।
প্রভু-মুখ-মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিল উৎক্রামণ॥

মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্যাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দ করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইল বিহ্বল॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন॥
এইমত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চঢ়াইয়া।
সমুদ্রে লইয়া গেল কীর্ত্তন করিয়া॥
অগ্রে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে "সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥"
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ-চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপন স্বহস্তে বালু দিল তার গায়॥
তারে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল।
চৌদিকের পিণ্ডায় তাহা আবরণ কৈল॥
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।

সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারীর ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়া ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥
শুনিয়া পসারী সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া।
প্রসাদ দিতে আনে তারা আনন্দিত হৈয়া॥
স্বরূপগোসাঞি কহিলেন পসারীরে।
“একেক দ্রব্যের একেক পুয়া দেহ মোরে॥”
এইমত নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া।
লইয়া আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিল।
আর বাণীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
এইসব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে লৈয়া জন চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
একেক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য করি পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে প্রভু বসি করহ দর্শন।
আমি ইহা সবা লইয়া করি পরিবেশন॥
স্বরূপ জগদানন্দ কাশীশ্বর শঙ্কর।
চারি চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সে দিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া॥
পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল॥

আকণ্ঠ পূরিয়া সবাকে করাইল ভোজন।
দেহ দেহ বলি প্রভু বলেন বচন॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্যচন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হইয়া প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাঁহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসব যে করিল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনের হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি করি ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
এবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥
এই ত কহিল হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণের কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল সন্ন্যাসী-শিরোমণি॥
দেশকালে দিল তারে দর্শন স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল প্রয়াণ॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্যচরিত্র॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-
নির্ব্বাণবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মূদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্॥

হে ভক্তগণ ! তোমরা প্রমোদসহকারে চৈতন্যচরিতামৃত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কর, পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন কর, পুনঃ পুনঃ চিন্তা কর।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয়॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর॥
অতঃপর মহাপ্রভুর বিষণ্ণ অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগদশা স্ফূরে নিরন্তর॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥
রাত্রিদিন এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিবারে সবে করিলা গমন॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঁই॥
কুলীন গ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিল সব নবদ্বীপে আসি॥
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্যগোসাঞি॥
শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্য-রত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী॥
শিবানন্দপত্নী চলে তিন পুত্র লঞা।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া॥
দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন।
দুই তিন শত ভক্ত করিল গমন॥
শচী মাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিয়া॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান॥
সবার সব কার্য্য দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান॥
একদিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সব ছাড়িয়া শিবানন্দ একলা রহিলা॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রামভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসস্থান নাহি মিলে॥
নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া।
শিবানন্দ গালি পাড়ে বাসা পাইয়া॥

তিন পুত্র মরুক্ শিবার এখন না আইল।
ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা না দেয়াইল॥
শুনি শিবানন্দ-পত্নী কান্দিতে লাগিল।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল॥
শিবানন্দের পত্নী তারে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রেরে শাপ দিছে গোসাঞিঃ বাসা না পাইয়া॥
তি হো কহে বাউলী কেন মরিস্ কান্দিয়া।
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লইয়া॥
এত বলি প্রভু-পাশ গেল শিবানন্দ।
উঠি তারে মারিল প্রভু নিত্যানন্দ॥
আনন্দিত হয় শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসা কৈল গৌরঘরে গিয়া॥
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিল॥
আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা॥
শাস্তিচ্ছলে কৃপা কর এ তোমার করুণা।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু॥
আজি মোর সফল হইল জন্ম কুল কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণ ভক্তি অর্থ কাম ধর্ম্ম॥
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম আলিঙ্গন॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসস্থান॥
নিত্যানন্দ প্রভুর নব চরিত্র বিপরীত।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি করে তার হিত॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম।

মামার অগোচরে কহে করি অভিমান॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
ঠাকুরালী করে গোসাঞি তারে মারে লাথি॥
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান।
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান॥
পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার।
গোবিন্দ কহে শ্রীকান্ত আগে পেটাঙ্গি উতার॥
প্রভু কহে শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঙা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ করুক্ যাতে ইহার সুখ॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে এই প্রভুবাক্য শুনি।
জানিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভু এত অনুমানি॥
শিবানন্দে লাথি মারিলা ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈল সবার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে হৈতে কৈল প্রভুর দর্শন॥
বাসাঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল।
মহাপ্রসাদে ভোজনে সবারে বসাইল॥
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইলা।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সবায় কৃপা কৈলা॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস সেন নাম জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভুর স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিহ তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥

প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস॥
শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার।
যার সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন॥
শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ হেথায়।
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়॥
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর।
মোদক বেচে প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর॥
বালককালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধখণ্ড মোদক দেয় প্রভু তাহা খান॥
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বাল্যকাল হৈতে।
সে বৎসর সেই আইলা প্রভুকে দেখিতে॥
পরমেশ্বর মুঞি বলি দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি প্রভু কিছু তাহারে পুছিল॥
পরমেশ্বর কুশলে হও ভাল হৈল আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে প্রভুকে কহিলা॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা॥
প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধ্য না জানে।
অন্তরে সুখী হৈল প্রভু তার সেই গুণে॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ॥
প্রভুপ্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।

সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে॥

দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।

রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন॥

এইমত নানা লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেলা।

গৌরদেশ যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিলা॥

সব ভক্ত করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।

সর্ব্বভক্তে কহে প্রভু মধুর বচন॥

প্রতিবর্ষ আইস সবে আমারে দেখিতে।

আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে॥

তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে।

তোমা সবার সঙ্গসুখ লোভ বাঢ়ে চিত্তে॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা গৌড়েতে রহিতে।

আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন কিছু না পারি বলিতে॥

আইলেন আচার্য্যগোসাঞি মোরে কৃপা করি।

প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি শুধিতে না পারি॥

মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।

নানা দুর্গমপথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা॥

আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।

পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া॥

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।

কি দিয়া তা সবার ঋণ করিব শোধন॥

দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।

তাঁহা বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন॥

প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।

অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন॥

প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন।

কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন॥

সবাই রহিল কেহ টলিতে নারিল।

আর দিন পাঁচ সাত এইমতে গেল॥

অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়॥
আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া॥
নিত্যানন্দে কহিল তুমি না আইস বার বার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া॥
নিজ কৃপা-গুণে প্রভু বান্ধিল সবারে।
মহাপ্রভু কৃপা-ঋণ কে শুধিতে পারে॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥
পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ আইসে দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লয়ে আইল নদীয়া-নগরে॥
আয়ীর চরণ যাই করিল বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈল নিবেদন॥
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর মিনতি-স্তুতি মাতাকে কহিলা॥
জগদানন্দে পাইয়া মাতা আনন্দিত মনে।
তিঁহো প্রভুর কথা কহে শুনে রাত্রি-দিনে॥
জগানন্দ কহে মাতা কোন কোন দিনে।
তোমার হেথা আসি প্রভু করেন ভোজনে॥
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া॥
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে।

সাক্ষাতে খাই আমি তেঁহো স্বপ্ন হেন মানে॥
মাতা কহে কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহা খায় ইচ্ছা হয় মোর মন॥
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন।
পুত্র না দেখিয়ে মোর মুরয়ে নয়ন॥
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে।
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্র-দিনে॥
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা।
জগদানন্দ পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা॥
আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগানন্দ।
জগদানন্দ পাঞা হৈল আচার্য্য আনন্দ॥
বাসুদেব মুরারি গুপ্ত জগদানন্দ পাঞা।
আনন্দে রাখিল ঘরে না দেন ছাড়িয়া॥
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনে পাসরে সবে চৈতন্যকথা সুখে॥
জগদানন্দ মিলিতে যায় ভক্ত-ঘরে।
সেই সেই ভক্তসুখে আপনা পাসরে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে সে মানে পাইল চৈতন্য॥
শিবানন্দ সেন গৃহে যাইয়া রহিল।
চন্দনাদি তৈল তাহা এক মাত্রা কৈল॥
সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া॥
গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিল।
"প্রভু অঙ্গে দিও তৈল" গোবিন্দে কহিল॥
তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
"জগদানন্দ চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন॥"
তাঁর ইচ্ছা প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত বায়ু প্রকোপ শান্ত হঞা যায়॥

এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।

ইহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া॥

প্রভু কহে “সন্ন্যাসীর নাহি তৈল অধিকার।

তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥

জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে।

তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে॥”

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।

মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল॥

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আরবার।

“পণ্ডিতের ইচ্ছা হৈল করুণ অঙ্গীকার॥”

শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধবচন।

“মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন॥

এই সুখ লাগি আমি করিল সন্ন্যাস।

আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস॥

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাইবে।

দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥”

শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।

প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা॥

প্রভু কহে “পণ্ডিত তৈল আনিলা গৌড় হৈতে।

আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে॥

জগন্নাথে দেহ লঞা দীপে যেন জ্বলে।

তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে॥”

পণ্ডিত কহে “কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী।

আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি॥”

এত বলি ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া।

প্রভু আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥

তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘর গিয়া।

শুইয়া রহিল ঘরে কপাট খিলিয়া॥

তৃতীয় দিবসে প্রভু তার দ্বার যাঞা।

"উঠহ পণ্ডিত" করি কহেন ডাকিয়া॥
"আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধন।
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশন॥"
এত বলি প্রভু গেলা পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ-প্রক্ষালন করি বসিলা আসনে॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল।
কলার ডোঙ্গা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে আনি ধরি॥
প্রভু কহে "দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্নব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিব ভোজন॥"
হস্ত তুলি রহে প্রভু না করে ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম-বচন॥
"আপনে প্রসাদ লয়েন পাছে মুঞি লইব।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব॥"
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা॥
"ক্রোধাবেশে পাকের হয় এত ঐছে স্বাদ।
এই ত জানিয়ে তোমার কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করান উত্তম করিয়া॥
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণেরে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কি করি বর্ণন॥"
পণ্ডিত কহে "যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা॥"
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে॥

আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন।
আরদিন হৈতে ভোজন হইল দশগুণ॥
বার বার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে॥
তবে প্রভু কহে করি বিনয়-সম্মান।”
“দশগুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান॥
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন।
পণ্ডিত আনিল মুখবাস মাল্য চন্দন॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
“আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে॥”
পণ্ডিত কহে “প্রভু যাই করেন বিশ্রাম।
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান॥
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রমাই রঘুনাথ।
ইহা সবার দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত॥”
প্রভু কহেন “গোবিন্দ তুমি ইহাই রহিবে।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমাকে কহিবে॥”
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন॥
“তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদসংবাহনে।
কহিও পণ্ডিত এবে বসিলা ভোজনে॥
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া॥
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত॥
আপনে প্রভুর শেষ করিল ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ॥
“দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।

শীঘ্র সমাচার তুমি করিবে আমায়॥”

গোবিন্দ আসি দেখিল পণ্ডিতের ভোজন।

তবে মহাপ্রভু কৈল স্বচ্ছন্দে শয়ণ॥

জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে।

সত্যভামা কৃষ্ণের যেন শুনি ভাগবতে॥

জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে করিবে সীমা।

জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহোই উপমা॥

জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই জন।

প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-

তৈলভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনু।

দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে॥

যাঁহার মন ও দেহ কৃষ্ণ-বিরহ-পীড়ায় ক্ষীণ হইয়াও ভাবসমূহ প্রফুল্লতা ধারণ করে, আমি সেই গৌরচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে।

নানা মতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মন কায়।

ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয়॥

কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতি কায়।

শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥

দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।

বলিতে নারে জগদানন্দ সৃজিল উপায়॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গেরি দিয়া রাঙ্গাইল।
শিমূলের তূলা দিয়া তাহা পূরাইল॥
এই তুলিবালিস গোবিন্দের হাতে দিল।
“প্রভুকে শোয়াইহ ইহায়” তাহারে কহিল॥
স্বরূপগোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
“আজি আপনে যাইয়া করাইহ শয়ন॥”
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তুলিবালিস দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা॥
গোবিন্দেরে কহে ইহা করাইল কোন্ জন।
জগদানন্দ নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন॥
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল।
কলার শরলার উপর শয়ন করিল॥
স্বরূপ কহে তোমার ইচ্ছা কি করিতে পারি।
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী॥
প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট তুলীবালিস মস্তক মুণ্ডন॥
স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল উপায়।
কদলীর শুষ্ক পত্র অপার আনায়॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল॥
এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥
তাহাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী।
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তারে না পারে চলিতে॥

ভিতরে দুঃখ বাহিরে প্রকাশ না কৈল।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিল॥
প্রভু কহে মথুরা যাইবে আমায় ক্রোধ করি।
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
“পূর্ব্বে হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ অবশ্য যাইব নিশ্চিতে॥”
প্রভু প্রীতে তাঁর গমনে না করে অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা মাগে বার বার॥
স্বরূপগোসাঞিকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন।
“পূর্ব্ব হইতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে যাহ বলি॥
সহজেই মোর তাহা যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লইয়া দেহ করিয়া বিনয়॥”
তবে স্বরূপগোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
“জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে॥
তোমারি ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসে একবার॥
আয়ী দেখিতে যৈছে গৌড়দেশ যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়॥”
স্বরূপগোসাঞির বোলে তবে আজ্ঞা দিল।
জগদানন্দ বোলাইল তাঁরে শিক্ষাইল॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে।
আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রী আদি সাথে॥
কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপাড় করি বান্ধে।
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে॥
মথুরা গেলে সনাতন সঙ্গে রহিবে।

মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবে॥
দূরে রহি ভক্তি করি সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ সবার আচার-চেষ্টা লইতে না পারিবা॥
সনাতন সঙ্গে করিহ বন-দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ॥
শীঘ্র আসিহ তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে চড়িহ দেখিতে গোপাল॥
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান করো বৃন্দাবনে॥
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিল প্রভুর বন্দিয়া চরণ॥
সব ভক্তগণ ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা॥
তপনমিশ্র চন্দ্রশেখর দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকলি শুনিলা॥
মথুরায় আসি মিলিলা সনাতনে।
দুই জনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে॥
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশাদি বন।
গোকুলে রহিল দোঁহে দেখি মহাবন॥
সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহেন একঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই॥
সনাতনের ভিক্ষা করে যাই মহাবনে।
কভু দেবালয়ে কভু ব্রাহ্মণ-সদনে॥
সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি মাগি অন্ন পান॥
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল।
নিত্যকৃত করি তেঁহো পাক চড়াইল॥
মুকুন্দ সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্বাস তেঁহো দিল সনাতনে॥

সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসাদ্বারে বসিল আসিয়া॥
রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
মহাপ্রভু প্রসাদ জানি তাহারে পুছিলা॥
কাঁহাতে পাইলে এই রাতুল বসন।
মুকুন্দ সরস্বতী দিল কহে সনাতন॥
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লইয়া মারিতে আইলা॥
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ প্রধান।
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয় ইহা পারে সহিবারে॥
সনাতন কহে সাধু পণ্ডিত মহাশয়।
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কেমতে॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিল॥
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবেরে পরিতে না জুয়ায়।
কোন প্রবাসীকে দিব কি কাহ উহায়॥
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল।
দুই জন বসি তবে প্রসাদ পাইল॥
প্রসাদ পাই দুই জনে কৈল আলিঙ্গন।
চৈতন্যে-বিরহে দোঁহে করিল ক্রন্দন॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্য-বিরহ দুঃখ না যায় সহনে॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে।

আমিহ আসিতেছি রহিতে করিহ এক স্থানে॥
জগদানন্দ পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল।
সনাতন প্রভুকে কিছু ভেট বস্তু দিল॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ব পীলুফল আর গুঞ্জামালা॥
জগদানন্দ পণ্ডিত চলিলা সব লইয়া।
ব্যাকুল হৈল সনাতন তারে বিদায় দিয়া॥
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান মনে বিচারিল।
দ্বাদশাদিত্যশিলায় এক মঠ পাইল॥
সেই স্থান রাখিল গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রহিল এক চালি বান্ধিয়া॥
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেল জগদানন্দ।
সব ভক্ত সহ গোসাঞি পরম আনন্দ॥
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা॥
সনাতনের নামে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈল।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল॥
সব দ্রব্য রাখিলেন পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হইয়া॥
যে কেহ আনে আঁটি চুষিতে লাগিল।
যে জানে গৌড়িয়া পীলু চিবাইয়া খাইল॥
মুখে তার ঝাল গেল জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনে পীলু খাইতে এই এক লীলা॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে সবার বিলাস॥
একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিল গাইতে॥
গুর্জ্জরী রাগ লইয়া সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগমন হরে॥

দূরে গান শুনি প্রভুর হইলা আবেশ।
স্ত্রী পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ॥
তাঁরে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে সিজের বারি হয় ফুটিয়া চলিলা॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল কিছু না জানিলা।
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পিছনে ধাইলা॥
ধাইয়া যায়েন স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রী গান বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে॥
স্ত্রীনাম শুনি মহাপ্রভু বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা॥
প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিল জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।
গোবিন্দ কহে জগন্নাথ রাখে মুঞি কোন্ ছার॥
প্রভু কহে গোবিন্দ মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা॥
এত বলি নেউটি প্রভু গেলা নিজস্থানে।
শুনি মহা ভয় পাইল স্বরূপাদি মনে॥
হেথা তপনমিশ্রপুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য॥
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া॥
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজবিশ্বাস॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ-উপাসক॥
অষ্ট প্রহর রাম নাম জপে রাত্রিদিনে।
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
রঘুনাথভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।

ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা॥
নানা সেবা করি করে পাদসংবাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কোচিত মন॥
তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত।
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ॥
রামদাস কহে আমি শূদ্র অধম।
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজধর্ম্ম॥
সঙ্কোচ না কর তুমি আমি তোমার দাস।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস॥
এত বলি ঝালি বহে করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপে রাত্রি-দিনে॥
এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাইয়া মিলিলা কুতূহলে॥
দণ্ড প্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ বলি কৈল আলিঙ্গনে॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তা সবার বার্ত্তা পুছিলা॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজ আমার হেথা করিবে প্রসাদ ভোজন॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইলা॥
এইমত প্রভু সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাঢ়য়ে উল্লাস॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করে নিমন্ত্রণ।
ঘরভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ॥

রামদাস বিশ্বাস যদি প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান॥
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ॥
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল।
"বিবাহ না করিও" বলি নিষেধ করিল॥
"বৃদ্ধা মাতা পিতা মাই করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।"
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তার গলে॥
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তারে দিল।
প্রেমে গরগর ভক্ত কান্দিতে লাগিল॥
স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু আজ্ঞা পাঞা॥
চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা-সেবা কৈল।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িল॥
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা॥
"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাই রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"
এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইল॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।

ছুটা পানবিড়া মহোৎসবে পাইয়াছিলা॥
সেই মালা ছুটা পান প্রভু তারে দিলা।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি রূপ সনাতনে॥
রূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবতপঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্ররোধ ঝরে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন॥
নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে॥
মহাপ্রভুর দত্ত মালা মরণের কালে।
প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধিলেক গলে॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণ প্রেম অনর্গল।
এই ত কহিল তাতে চৈতন্যের কৃপাফল॥
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবনে আগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল॥

যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি।
তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-
বৃন্দাবনগমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্‌ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত ভ্রান্তিনিবন্ধন গৌরাঙ্গ মন, দেহ ও বুদ্ধি দ্বারা যে সকল ভাবচেষ্টাদি প্রকটন করিয়াছিলেন, অধুনা তাহারই কিছু কিছু বলিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর প্রিয়তম॥
জয় স্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রভুর ভক্তগণ।
শক্তি দেহ যেন করি চৈতন্য বর্ণন॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুদ্ধিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥
স্বরূপগোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।

সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা-গ্রন্থন॥

স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার।

তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীক্য ব্যবহার॥

তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন।

হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন॥

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।

বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥

উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-প্রলাপ॥

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।

সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।

অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ স্থায়িভাবে (১৪৭)–

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।

ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।

উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ॥

যদি অধিরূঢ় মহাভাবের মোহনাখ্য ভাব কোনরূপ অতুলনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, তবে ভ্রান্তিময়ী বৈচিত্র জন্মায়, তাহাকেই দিব্যোন্মাদ কহে। ইহার আবার উদ্‌ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদি বহুবিধ ভেদ আছে।

একদিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।

কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখিলা স্বপন॥

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ মুরলীবদন।

পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন॥

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।

মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু এই জ্ঞান হৈলা॥

প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা।

জাগিলে স্বপ্নজ্ঞান হৈল প্রভু দুঃখী হইলা॥

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন।

কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন॥

যাবৎকালে দর্শন করে গরুড়ের পাছে।

প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে॥

উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।

গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া॥

দেখিয়া গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।

তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥

“আদিবস্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন।

করুক্ যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন॥”

আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিলা।

মহাপ্রভু দেখি তার চরণ বন্দিলা॥

তার আর্ত্তি দেখি তবে প্রভু কহিতে লাগিলা।

এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা॥

জগন্নাথের আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।

মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে॥

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।

ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥

পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন।

জগন্নাথ দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হইল মন।

যাহা তাহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন॥

এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।

জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের স্বরূপ দেখিল॥

কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন।

কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাম কাঁহা বৃন্দাবন॥

প্রাপ্তরত্ন হারাইলা ঐছে ব্যগ্র হৈলা।

বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা॥

ভূমির উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে।

অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে॥

“পাইনু বৃন্দাবননাথ পুনঃ হারাইনু।

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ কাঁহা মুঞি আইনু॥

স্বপ্নাবেশে প্রেমে কভু গরগর মন।

বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন॥

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য।

দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজন-কৃত্য॥

রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দ লইয়া।

আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া॥

তথা হি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ–

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,

যযৌ বিষাদোজ্ ঝিতদেহগেহঃ।

গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে, বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ-রামানন্দকে বলিলেন, মদীয় আত্মা কৃষ্ণরূপ নিধি হারাইয়া, দেহরূপ গেহ ত্যাগ করিয়া, যোগিধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যগণসহ বৃন্দারণ্যে গমন করিয়াছে।

যথা রাগঃ

প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া তার গুণ স্মরিয়া

মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি

ধৈর্য্য গেল হইল চপল॥

শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী।

যার লোভে মোর মন ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম

যোগী হঞা হইল ভিখারী॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণলীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল

গড়িয়াছে শুক কারিকর।

সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণালাউ থালি ধরি

আশাঝুলি স্কন্ধের উপর॥

চিন্তা-কন্থা উড়ি গায় ধুলি বিভূতি মলিন কায়

‘হা হা কৃষ্ণ’ প্রলাপ উত্তর।

উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিজ মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥
ব্যাস-শুকাদি যোগিগণ কৃষ্ণ আত্ম নিরঞ্জন
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে করিয়াছে বর্ণনে
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ॥
দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি মহা বাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিনু গমন।
মোর দেহ স্বসদন বিষয়ভোগ মহাধন
তবে ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
যত যত প্রজাগণ যত স্থাবর-জঙ্গম
বৃক্ষ লতা গৃহস্থ আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন ফল মূল পত্রাশন
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে॥
কৃষ্ণগুণ রূপ রস গন্ধ শব্দ পরশ
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন॥
শূন্য কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয়॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

তথা হি উজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে (৬৫)–

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।

প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশা দশ॥

ইষ্টলাভার্থ চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুতা, অঙ্গমালিন্য, অসংবদ্ধভাষণ, রোগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও স্পন্দনরাহিত্য এই দশটিকেই দশ দশা কহে।

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে।

কভু কোন্ দশা উঠে স্থির নহে মনে॥

এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিল।

রামানন্দরায় শ্লোক পড়িতে লাগিল॥

স্বরূপ গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।

দুই জনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান॥

এই মত অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্য্যাপন।

ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন॥

রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজঘরে।

স্বরূপ গোবিন্দ শুইলেন বহির্দ্বারে॥

সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।

উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন॥

শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কপাট কৈল দূরে।

তিন দ্বার দেয়া আছে প্রভু নাহি ঘরে॥

চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।

প্রভু চাহি বুলে সবে ব্যাকুল হইয়া॥

সিংহদ্বারে উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি।

তার মধ্যে পড়ি আছে চৈতন্য গোসাঞি॥

দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি আনন্দিত হইলা।

প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিতে লাগিলা॥

প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।

অচেতন দেহ নাসা শ্বাস নাহি বয়॥

একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।

অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥

হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি-সন্ধি যত।

একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হইল সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালাফেন প্রভুর উত্তাল নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ॥
স্বরূপগোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কানে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণে লঞা॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
"হরিবোল" বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥
তথাহি স্তবাবল্যাম্–
কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ,
শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বাবাণ্যা বিকলং গদ্গদবচা,
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

এক দিন কাশীমিশ্রের গৃহে প্রবলকৃষ্ণবিরহ যাতনা-নিবন্ধন গৌরাঙ্গের দেহ-সন্ধি শিথিল হওয়াতে হস্তপদ অতীব দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন তিনি "কা কা" শব্দে ভূলুণ্ঠিত হইয়া গদ্গদ-বচনে ও বিকলান্তঃকরণে রোদন করিয়াছিলেন। অহো ! অদ্যপি সেই ছবি আমার হৃদয়-কন্দরে আবির্ভূত হইয়া আমাকে নিরতিশয় আনন্দিত করিতেছে।

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল।
"কাঁহা কর কি" এই স্বরূপে পুছিল॥
স্বরূপ কহে "উঠ প্রভু চল নিজ ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিব গোচরে॥"
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল॥
শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার।
প্রভু কহে "কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥

সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥”
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল॥
এই ত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই সেই ভাব হয়।
ইতরলোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥
রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
চটকপর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হৈলা।
পর্ব্বত দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)–
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো, যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং ভনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্য্যৎপানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥
এই শ্লোক পরি প্রভু চলে বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে॥
ফুকার পড়িল মহা কোলাহল হৈল।
যেই যাহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল॥
স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর।
রমাই নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর॥
পুরী ভারতী গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে॥
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল চলিতে নাহি শকতি॥

প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্রে বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িল।
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইল॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন॥
স্বরূপাদিগণ তাহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা॥
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার॥
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে॥
এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
'হরিবোল' বলি প্রভু উঠে আচম্বিতে॥
আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি॥
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায়॥
বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধ-বাহ্য হৈল।
স্বরূপ গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল॥
"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল॥
ইহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে।

দেখোঁ যদি কৃষ্ণে করে গোধন চারণে॥
গোবৰ্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবৰ্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী।
তার রূপভাব সখি বর্ণিতে না জানি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাহা হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞা আইলা॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥”
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥
হেনকালে আইল পুরী ভারতী দুই জন।
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম॥
নিপট্টবাহ্য হইলে প্রভু দোঁহাকে বন্দিলা।
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা॥
প্রভু কহে “দোঁহে কেন আইলা এত দূরে।”
পুরীগোসাঞি কহে “তোমার নৃত্য দেখিবারে॥”
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইল সব বৈষ্ণব সনে॥
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা॥
এই ত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদভাব।
ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাঁহার প্রভাব॥
চটকগিরিগমন-লীলা রঘুনাথদাস।
চৈতন্যস্তবক-কল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ॥
তথা হি স্তবাবল্যাং ৮মঃ শ্লোকঃ–
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক-গিরিরাজস্য কলনা-

দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্নীতুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো,
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

নীলাদ্রির সমীপবর্ত্তী চটক পর্ব্বত দেখিয়া “আমি এ স্থান হইতে বৃন্দাবনগোষ্ঠে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত দর্শন করি” বলিয়া যে গৌরাঙ্গ উন্মাদবৎ প্রধাবিত হইলে তদীয় ভক্তবৃন্দ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়াছিলেন, অহো ! সেই গৌরাঙ্গ প্রভু আমার হৃদয়ে সমুদিত হইয়া আমাকে নিরতিশয় আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন।

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা॥
সংক্ষেপ করিয়া করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরি-
গমনরূপদিব্যোন্মাদদর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূবি দর্শিতা॥

শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণভাবরূপ সাগরে নিমগ্ন ও ভাসমান হইয়া ভূরি পরিমাণে প্রেম-মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ কলেবর॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম।
জয় জয় শ্রীনিবাস আদি ভক্তগণ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন কভু অর্দ্ধ বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি তিন রীতে প্রভু স্থিতি॥

স্নান-দর্শন-ভোজন দেহস্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়॥
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
একেবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ॥
এক মন পঞ্চ দিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল আগেয়ানে॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লইয়া আসিল॥
স্বরূপ রামানন্দ এই জনে লঞা।
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠার কারণ॥
এই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ॥
তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৩)–
সৌন্দর্য্যা মৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযুষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥

সৌন্দর্য্যরূপ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত অবলাগণের চিত্তগিরি প্লাবিত করিয়া, সস্মিত মধুরবচনে শ্রবণময়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া, কোটিচন্দ্রমা সদৃশ শীতল অঙ্গবিন্যাস করিয়া এবং অমৃতবৎ অধরশোভা বিস্তার করিয়া গোপরাজনন্দন মদীয় ইন্দ্রিয়পঞ্চককে বলে আকর্ষণ করিতেছেন।

যথা রাগঃ
কৃষ্ণ রূপ শব্দ স্পর্শ সৌরভ্য অধর-রস
যার মাধুর্য্য কহনে না যায়।
দেখি লোভে পঞ্চজন এক অশ্ব মোর মন
চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়॥
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ।

মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহা লম্পট দস্যুগণ

সবে কহে ‘হবে পরধন’॥ ধ্রু॥

এক অশ্ব একক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে

এক মন কোন্ দিকে যায়।

এক কালে সব টানে গেল ঘোড়ার পরাণে

এ দুঃখ সহন না যায়॥

ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ ইহা সবার কাঁহা দোষ

কৃষ্ণ-রূপাদি মহা আকর্ষণ।

রূপাদি পাঁচ পাঁচ টানে গেল ঘোড়ার পরাণে

মোর দেহে না রহে জীবন॥

কৃষ্ণরূপামৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু

এক বিন্দু জগৎ ডুবায়।

ত্রিজগতের যত নারী তার চিত্ত উচ্চগিরি

তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়॥

কৃষ্ণের বচন-মাধুরী নানা রস নর্ম্মধারী

তার অন্যায় কহনে না যায়।

জগতের নারীর কানে মাধুরী গুণে বান্ধি টানে

টানাটানি কাণের প্রাণ যায়॥

কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল কি কহিব তার ফল

ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন।

সশৈল নারীর বক্ষ তাহা আকর্ষিতে দক্ষ

আকর্ষয়ে নারীগণমন॥

কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্যবর মৃগমদ মনোহর

নীলোৎপলের হয়ে গর্ব্বধন।

জগৎনারীর নাসা তার ভিতরে পাতে বাসা

নারীগণের করে আকর্ষণ॥

কৃষ্ণের অধরামৃত তাতে কর্পূর মন্দস্মিত

স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন।

অন্যত্র ছড়ায় লোভ না পাইলে মনঃক্ষোভ

ব্রজনারীগণে মূলধন॥

এত কহি গৌরহরি দুই জনার কণ্ঠে ধরি

কহে "শুন স্বরূপ রামরায়।

কাঁহা কর কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ

দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥"

এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে।

বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

সেই দুইজন প্রভুর করে আশ্বাসন।

স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক পঠন॥

কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ।

ইহার শ্লোক গীতে প্রভুর করান আনন্দ॥

একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।

পুষ্পের উদ্যান তাহা দেখিলা আচম্বিতে॥

বৃন্দাবন ভ্রমে তা পশিলা ধাইয়া।

প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ-অন্বেষিয়া॥

রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল।

পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল॥

সেই ভাবে প্রভুর প্রতি তরুলতা।

শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৯)

চুত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিদারজম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।

যেঽন্যে পরার্থভাবকা যমুনোপকূলাঃ, শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

হে চুত ! হে পিয়াল ! হে পনস ! হে অসন ! হে কোবিদার ! হে জম্বু ! হে অর্ক ! হে বিল্ব ! হে বকুল ! হে আম্র ! হে কদম্ব ! হে নীপ ! হে অন্যান্য তরুবৃন্দ ! তোমরা কালিন্দীতীরে বাস করিতেছ, পরহিতসাধনার্থই তোমাদিগের জন্ম, আমরা কৃষ্ণবিরহনিবন্ধন আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। কৃষ্ণ কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেও।

তথা হি তত্রৈব (১০।৩০।৭)–

কৃচিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।

সহ ত্বলিকুলৈর্বিভ্রদৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

হে কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি ! ভগবান্ কৃষ্ণ ভ্রমরবৃন্দের সহিত তোমাকে ধারণ করেন, তুমি তদীয় সেই প্রিয়তমকে কি দেখিয়াছ ?

তথা হি তত্রৈব (১০।৩০।৮)–

মালত্যদর্শি বঃ কৃচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।

প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ ময়স্পর্শেন মাধবঃ॥

হে মালতি ! হে মল্লিকে ! হে জাতি ! হে যূথিকে ! তোমাদিগের মাধবকে কি তোমরা নেত্র-গোচর করিয়াছ ? তিনি কি করস্পর্শ দ্বারা তোমাদের প্রীতিসাধন পূর্ব্বক এই পথে গমন করিয়াছেন ?

আম্র পনস পিয়াল জম্বু কোবিদার।

তীর্থবাসী সবে কর পর উপকার॥

কৃষ্ণ তোমার ইহা আইলা পাইলা দর্শন।

কৃষ্ণের উদ্দেশ করি রাখহ জীবন॥

উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।

এই সব পুরুষজাতি কৃষ্ণের সখার সমান॥

এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমার।

এ স্ত্রীজাতি লতা আমার সখীপ্রায়॥

অবশ্য কহিবে পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।

এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে॥

তুলসি মালতি যূথি মাধবি মল্লিকে।

তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে॥

তুমি সব হও আমার সখীর সমান।

কৃষ্ণোদ্দেশ কহি মোর রাখহ পরাণ॥

উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।

এই কৃষ্ণদাসী ভয়ে না কহে আমারে॥

আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।

তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২০।২০।১১)–

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈস্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনিবৃতিমচ্যুতো বঃ।

কান্তাঙ্গসঙ্গকূচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ, কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

হরিণীকে সম্বোধন করিয়া গোপী বলিয়াছিলেন–হে সখি হরিণদয়িতে ! মাধব স্বীয় প্রিয়তমার সহিত এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তদীয় শোভনাঙ্গ দেখাইয়া তোমাদিগের কি নেত্ররঞ্জন করিয়াছিলেন ? কেন না, কুলপতি হরিহর কুন্দকুসুমমালা তাঁহার প্রিয়ার বক্ষঃস্থলসঙ্গ নিবন্ধন কূচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত যে গন্ধ বিস্তার করিয়াছিল, সেই গন্ধ এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে।

বনমৃগ রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।

তোমার সুখ দিতে আইলা নাহিক অন্যথা॥

রাধার প্রিয়সখী আমরা নহি বহিরঙ্গ।

দূরে হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গগন্ধ॥

রাধা অঙ্গ-সঙ্গ কূচকুঙ্কুম ভূষিত।

কৃষ্ণ কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত॥

কৃষ্ণ ইহা ছাড়ি গেলা ইহ বিরহিণী।

কিবা উত্তর দিবে এই না শুনে কাহিনী॥

আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।

শাখা বড় পড়িয়াছে পৃথিবী উপরে॥

কৃষ্ণ দেখি এই সব করে নমস্কার।

কৃষ্ণাগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২০।১২)–

বাহুং প্রিয়াংস উপাধয় গৃহীতপদ্মো, রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।

অন্বীয়মান ইহ বস্তুরবঃ প্রণামং, কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥

তরুগণকে সম্বোধন করিয়া গোপী বলিয়াছিলেন, হে তরুগণ ! বলদেবানুজ কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্কন্ধে বামবাহু রাখিয়া দক্ষিণকরে লীলাপদ্ম ধরিয়া তুলসীগন্ধে মত্ত অলিপুঞ্জ কর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া এই স্থানে বিহার করিতে করিতে প্রেমপূর্ণনেত্রে তোমাদিগের প্রতি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ?

প্রিয়মুখে ভৃঙ্গ পড়ে তাহা নিবারিতে।

নীলপদ্ম চালাইতে হৈলা অন্যচিতে॥

তোমার প্রণাম কি করিয়াছ অবধান।

কিবা নাহি কর কহ বচন প্রমাণ॥

কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।

কিবা উত্তর দিবে এই নাহিক সংবিত॥

এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে।

দেখে তাহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে॥

কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।

অপার সৌন্দর্য্য হরে জগৎ নেত্র-মন॥

সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।

হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া॥

পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল।

অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল॥

পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন।

উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন॥

কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন।

যাহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র-মন॥

পুনঃ কেন না দেখিয়া মুরলীবদন।

তাঁহার দর্শনলোভে ভ্রময়ে নয়ন॥

বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোকে কহিলা।

সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৪)–

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ,

সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।

ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ,

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্॥

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন, হে সখি বিশাখে ! মদনমোহন কৃষ্ণ অদ্য মদীয় নেত্রের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন। নবনীরদবৎ তদীয় অঙ্গকান্তি সমুজ্জ্বল ; তদীয় পীতাম্বর নবতড়িদ্বৎ মনোহর, রত্ননির্ম্মিত বংশী তদীয় বদনদেশে শোভা পাইতেছে, তদীয় মুখকমল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রবৎ স্নিগ্ধ, মস্তক ময়ূরবর্হে বিভূষিত এবং মনোহর মুক্তাহারের দীপ্তিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল
সমুদ্ভাসিত হইতেছে।

রাগঃ

নবঘন-স্নিগ্ধ বর্ণ দলিতাঞ্জন চিক্কণ

ইন্দীবর নিন্দি সুকোমল।

জিনি উপমার গণ হরে সবার নেত্র মন

কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল॥

কহ সখি কি করি উপায়।

কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক মোর নেত্র চাতক

না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু॥

সৌদামিনী পীতাম্বর স্থির নহে নিরন্তর

মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।

ইন্দ্রধনু শিখি-পাখা উপরে দিয়াছে দেখা
আর ধনু বৈজয়ন্তী মাল॥
মুরলীর কলধ্বনি মধুর গর্জ্জন শুনি
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল লাবণ্য-জ্যোৎস্না-ঝলমল
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়॥
লীলামৃত বরিষণে সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে
হেন মেঘ যবে দেখা দিলা।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা-পবনে মেঘ নিল অন্য স্থানে
মরে চাতক পিতে না পাইলা॥
পুনঃ কহে হায় হায় পড় পড় রাম রায়
কহে প্রভু গদ্‌গদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক ভুলি প্রভু হর্ষ শোক
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যান॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৬)–
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রিগণ্ডস্থলাধরসুখং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য, বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥
যথা রাগঃ
কৃষ্ণ জিতি পদ্মচাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
তাতে অধর মধুরস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি ঘর-দ্বার॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম
করে নানা উপায় তাহার॥ ধ্রু॥
গণ্ডস্থল ঝলমল নাচে মকর-কুণ্ডল
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত-কটাক্ষ-বাণে তা সবার হৃদয় হানে
নারীবধে নাহি কিছু ভয়॥

অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার

কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।

ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সবার মন বক্ষ

হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥

সুললিত দীর্ঘার্গল কৃষ্ণে ভূজযুগল

ভূজ নহে কৃষ্ণসর্পকায়।

দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে নারীর হৃদয় দংশে

মরে নারী সে বিষজ্বালায়॥

কৃষ্ণ-করপদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল

জিনি কর্পূর বেণামূল চন্দন।

একবার যার স্পর্শে স্মরজ্বালা-বিষ নাশে

যার স্পর্শে লুব্ধ নারীমন॥

এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি

দুই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।

এই শ্লোক পাইয়া রাধা বিশাখাকে কহে রাধা

উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭)–

হরিণ্মণিকবাটিকাপ্রততিহারিবক্ষঃস্থলঃ,

স্মরার্ত্তরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ।

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্॥

শ্রীরাধিকা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন, হে সখি ! মদনমোহন কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য মদীয় বক্ষস্পৃহা বিস্তার করিতেছে। অহো ! তদীয় বক্ষঃস্থল মরকতমণিনির্ম্মিত কবাটিকার বিস্তৃতিকেও নিন্দিত করিয়াছে ; বাহুরূপ অর্গল কামার্ত্তা সুন্দরীগণকে আবদ্ধ করত তাহাদিগের যাতনাদিহরণে সুনিপুণ, শশাঙ্করশ্মি, হরিচন্দন, নীলপদ্ম ও কর্পূর অপেক্ষাও তদীয় অঙ্গ সুস্নিগ্ধ।

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।

আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু॥

চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় এক স্থানে।

দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্দ্ধানে॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৪৩)–

তাসাং তৎ সৌভগমিদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

সেই গোপিকাবৃন্দের সৌভাগ্যজন্য গর্ব্ব ও মানদর্শনে গর্ব্বপ্রশমনার্থ ও সেই সমস্ত গোপিকার প্রসন্নতা-প্রদর্শনার্থ সর্ব্বশক্তিময় হরি সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন।

স্বরূপগোসাঞিকে কহে গাহ এক গীত।

যাতে আমার হৃদয়ে হয় ত সংবিৎ॥

স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।

গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া॥

তথা হি গীতগোবিন্দে (২।৩)–

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্,

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।

সখীকে সম্বোধন করিয়া রাধিকা বলিয়াছিলেন, হে সখি ! যিনি বৃন্দাবনপুলিনে মহা-রাসোৎসবসময়ে নানারূপ বিলাস-পরিহাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অদ্য মদীয় চিত্ত সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে।

স্বরূপগোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।

উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥

অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল।

হর্ষাদি ব্যাভিচারী সব উথলিল॥

ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবসাবল্য।

ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য॥

সেই পদ পুনঃপুনঃ করায় গায়ন।

পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্ত্তন॥

এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।

স্বরূপগোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥

বোল বোল বলি প্রভু কহে বার বার।

না গায় স্বরূপগোসাঞি প্রেম দেখি তার॥

বোল বোল প্রভু বোলে ভক্তগণ শুনি।

চৌদিকেতে সবে মিলে করে হরিধ্বনি॥

রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।

ব্যজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল॥

প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে॥
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজ স্থান॥
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাহা প্রবেশ তাঁহার॥
বিলাপ সহিত এই উন্মাদবর্ণন।
শ্রীরূপগোসাঞি ইহা করিয়াছে লিখন॥
তথা হি স্তবমালায়াম্–
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া,
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদম্॥

সমুদ্রোপকূলে উপবনরাজি দেখিয়া বৃন্দাবন-স্মৃতি হওয়ায় যিনি পুনঃ পুনঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সময়ে সময়ে কৃষ্ণনামোচ্চারণে যাঁহার রসনা চপল হইত, যিনি ভক্তিতত্ত্বের গূঢ়রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করয়ে সূচন॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-
বিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতঃ হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥

যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভাবসুধা আস্বাদন পূর্ব্বক ভক্তবৃন্দকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমদীক্ষা উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।

জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

এইমত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে।

ভক্তগণ সবে সদা প্রেম-বিহ্বলে॥

বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।

পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন॥

তা সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্ত বাহ্য হৈল।

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল॥

তা সবার সঙ্গে আইলা কালিদাস নাম।

কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন॥

মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।

কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার॥

কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করি পাশক চালায়॥

রঘুনাথ দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈলা বুড়া॥

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।

সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিলা ভোজন॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়।

উত্তম বস্তু ভেট লঞা তার ঠাঞি যায়॥

তার ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া।

কাহাও না পান যবে রহে লুকাইয়া॥

ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়।

লুকাইয়া সেই পাত্র আনি চাটি খায়॥

শূদ্র বৈষ্ণবের ঘর যায় ভেট লঞা।

এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া॥

ভূমিমালি জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।

আম্রফল লঞা তেঁহো গেল তাঁর স্থান॥

আম্রভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।

তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥

পত্নী সহিতে তেঁহো আছেন বসিয়া।

বহু সম্মান কৈল কালিদাসেরে দেখিয়া॥

ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাঁহা সনে।

ঝাড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে॥

“আমি নীচজাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।

কোন্ প্রকারে করিব তোমার সেবন॥

আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।

তাহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥”

কালিদাস কহে “ঠাকুর কৃপা কর মোরে।

তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে॥

পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দরশন।

কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন॥

এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর।

পদরজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর॥”

ঠাকুর কহে “ঐছে বাত কহিতে না জুয়ায়।

আমি নীচ জাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥”

তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল।

শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল॥

তথা হি হরিভক্তিবিলাসে (১০)–

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্চপচঃ প্রিয়।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।৯।৯)–

বিপ্রাদ্দ্বিষড় গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।

মন্যে পুনাতি স কুলং ন তু ভুরিমানঃ॥

তথা তত্রৈব (২।৩৩।৭)–

অহো বত শ্বপচতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্॥

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

শুনি ঠাকুর কহে “শাস্ত্রে এই সত্য হয়।

সেই নীচ নহে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
আমি নীচ জাতি আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয় আমার নাহি ঐছে শক্তি॥”
তারে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা।
ঝড়ু ঠাকুর তবে তারে অনুব্রজি আইলা॥
তারে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা।
তাহার চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িলা॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাসের সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তার নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিলা॥
ঝড়ুঠাকুর ঘরে যাই দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল॥
কলার পটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকশিয়া।
তার পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোষা আঁটি ফেলিল পটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে॥
আঁটি চোষা সেই পটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইল লঞা॥
সেই খোলা আঁটি চোষা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌরদেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু সনে॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের গাড়ে।
বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন আড়ে॥
সেই গাড়ে করে প্রভু পাদ প্রক্ষালন।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর দর্শন॥

গোবিন্দের মহাপ্রভু করিয়াছেন নিয়ম।
মোর পদজল যেন না লয় কোন জন॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত লয় করি কোন ছল॥
একদিন প্রভু তাহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি তাহা পাতিলেন হাতে॥
এক অঞ্জলি দুই অঞ্জলি তিন অঞ্জলি পিল।
তবে মহাপ্রভু তারে নিষেধ করিল॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবৎ বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তারে তুষ্ট হৈল।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাহারে করিল॥
বাইশ পশার পাছে উত্তর-দক্ষিণদিকে।
এক নৃসিংহমূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার॥
তথা হি নৃসিংহপুরাণম্–
নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে–
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে॥

ভগবন্ ! তুমি নরসিংহরূপী ! তুমি প্রহ্লাদের আহ্লাদবর্দ্ধন করিয়াছিলে, তুমি হিরণ্যকশিপুর বক্ষোরূপ পাষাণবিদারণার্থ নখপংক্তি ধারণ করিয়াছিলে, তোমাকে নমস্কার।

তথা হি নৃসিংহপুরাণম্–
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে॥

এই স্থানে, সে স্থানে, অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্রই নৃসিংহদেব বিরাজিত ; অতএব আদিদেব নৃসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করি।

তবে প্রভু কৈলা জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি মধ্যাহ্নে করিলা ভোজন॥

বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া॥
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে॥
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের একি মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভু কৃপা সীমা॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তভুক্তশেষে হৈল মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধুলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণ নাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহা কৃপা কৈল অলক্ষিতে॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল।
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল॥
পুত্রে সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভুর স্থানে।
পুত্রেরে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে॥
"কৃষ্ণ" কহ বলি প্রভু বলে বার বার।
তবু কৃষ্ণ নাম বালক না করে উচ্চার॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল॥
প্রভু কহে "আমি নাম জগত লওয়াইল।

স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-নাম করাইল॥

ইহারে নারিল কৃষ্ণ-নাম কহাইতে।”

শুনিয়া স্বরূপ গোসাঞিঃ লাগিল কহিতে॥

“তুমি কৃষ্ণ-নাম মন্ত্র কৈলা উপদেশে।

মন্ত্র পাঞা কারো আগে না করে প্রকাশে॥

মনে মনে জপে মুখে না করে আখ্যান।

এই ইহার মনঃকথা করি অনুমান॥

আরদিন কহে প্রভু “পড় পুরীদাস।”

এই শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ॥

তথা হি কর্ণপুরকৃতে আর্য্যাশতকে (১)–

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

যিনি নীলোৎপলবৎ নেত্রপ্রীতিকরও কজ্জলবৎ

সন্তোষজনক ইন্দ্রনীলমণিগ্রথিতমালার ন্যায় বক্ষঃ-

শোভনকারী এবং গোপিকাবৃন্দের সমস্ত ভূষণ-

স্বরূপ, সেই হরি জয়যুক্ত হউন।

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।

ঐছে শ্লোক করে লোক চমৎকার মন॥

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।

ব্রহ্মাদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা॥

ভক্তগণ প্রভু সঙ্গে রহে চারি মাসে।

প্রভু আজ্ঞা দিল সবে গেল গৌড়দেশে॥

তাঁ সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।

তাঁরা গেল পুনঃ হৈল উন্মাদ প্রধান॥

রাত্রি দিন স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ গন্ধরস।

সাক্ষাৎ অনুভবে যেন কৃষ্ণ উপস্পর্শ॥

একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে।

সিংহদ্বারের দলই আসি করিলা বন্দনে॥

তারে বলে “কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

মোরে কৃষ্ণ দেখাও” বলি ধরে হাত॥

সেই কহে ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।

আইস তুমি মোর সঙ্গে করাঙ দর্শন॥

তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।

এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত॥

সেই বলে এই দেখ পুরুষোত্তম।

নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন॥

গরুড়ের কাছে রহি করেন দরশন।

দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলীবদন॥

এই লীলা নিজ গ্রন্থে রঘুনাথদাস।

চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥

তথা হি স্তবাবল্যাম্–

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকর সখে

ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।

দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-

তদ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

রঘুনাথদাস বলিয়াছেন, “হে সখে ! আমার প্রাণকৃষ্ণ কোথায় ? এখন তুমি আশু আমাকে সেই কৃষ্ণের দর্শন করাও।” এইরূপে উন্মাদবৎ দ্বারপালকে কহিলে দ্বারপাল “আশু তদীয় প্রিয়তমের দর্শনে আগমন কর” বলিল। তখন যিনি দ্বারাধিপের হস্তপ্রান্ত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গপ্রভু মদীয় হৃদয়-মন্দিরে সমুদিত হইয়া এখনও আমাকে উন্মাদের ন্যায় করিয়া তুলিতেছেন।

হেনকালে গোপালবল্লভভোগ লাগাইল।

শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥

ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ।

প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঁই কৈল আগমন॥

মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে।

আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে॥

বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম।

তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন॥

তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।

আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল॥

কোটি অমৃত পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার॥
এই দ্রব্যে তত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হইল।
জগন্নাথের সেবক দেখি সংবরণ কৈল॥
“সুকৃতিলভ্য ফেলালব” বলে বার বার।
ঈশ্বর-সেবক পুছে “কি অর্থ ইহার॥”
প্রভু কহে “এই যে দিল কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদিদুর্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়॥
‘সুকৃতি’ শব্দে কহে কৃষ্ণ-কৃপা হেতু পুণ্য।
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য॥”
এত বলি প্রভু তা সবারে বিদায় দিলা।
উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা নির্ব্বাহন।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ॥
বাহ্যে কৃত্য করে প্রেমে গরগর মন।
কষ্টে সংবরণ করে আবেশ সঘন॥
সন্ধ্যাকৃত করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে।
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ-আনিলা।
পুরী ভারতীকে প্রভু কিছু পাঠাইলা॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ।
সবাকে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি আস্বাদন।

অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন॥

প্রভু কহে “এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য।

ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লঙ্গ গব্য॥

রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।

প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব॥

এই দ্রব্যে এত আস্বাদ গন্ধ লোকাতীত।

আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥

আস্বাদ দূরে রহুক গন্ধে মাতে মন।

আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল।

অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥

অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্য বিস্মরণ।

মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ॥

অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি।

সবে এই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি॥

হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন।

আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।

রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৪)–

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং, বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্॥

কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গোপী (রাধিকা) বলিয়াছিলেন, হে বীর ! তদীয় অধরামৃত রমণ-লীলা-কৌতুকাদি-বর্দ্ধক, শোকনাশক এবং শব্দিত বেণুতে সম্যক্‌রূপে লগ্ন। উহা মনুষ্যের ইতর-সুখলিপ্সা বিস্মৃত করাইয়া দেয়। উহা আমাদিগকে দান করে।

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।

রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮৮)–

ব্রজাকুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ,

প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।

সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ,

স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

বিশাখাকে সম্বোধন করিয়া রাধিকা বলিয়াছিলেন, সখি ! যাঁহাকে লাভ করিলে ব্রজকুলাঙ্গনাগণের ইতররসে ইচ্ছা থাকে না, যাঁহার অধরামৃত প্রকৃষ্টরূপে বিরাজমান রহিয়াছে, বহু পুণ্য না থাকিলে যে অধরামৃতের কণিকামাত্রও লাভ করা যায় না এবং যাঁহারা নাগবল্লীসৎ সুবৃত্ত তাম্বুলচর্ব্বিত সুধার আস্বাদনকে পরাভূত করিয়াছে, সেই মদনমোহন অদ্য আমার রসনার
লিপ্সা বর্দ্ধিত করিতেছেন।

এত কহি গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া॥

যথা রাগঃ

তনু মন করায় ক্ষোভ বাড়ায় সুরত-লোভ
হর্ষ শোকাদি-ভাব বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস জগৎ করে আত্মবশ
লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয়॥
নাগর শুন তোমার অধরচরিত।
মাতায় নারীর মন জিহ্বা করে আকর্ষণ
বিচারিতে সব বিপরীত॥ ধ্রু॥
আছুক নারীর কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ আপনা পিয়াইতে মন
অন্য রস সব পাসরায়॥
সচেতন বহু দূরে অচেতন সচেতন করে
তোমার অধর বড় বাজীকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন তার জন্মায় ইন্দ্রিয়মন
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর॥
বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা পুরুষাধর পিয়াইয়া
গোপীগণে জানায় নিজ পান।
অহে শুন গোপীগণ বলে পিঙো তোমার ধন
তোমার যদি থাকে অভিমান॥
তবে মোরে ক্রোধ করি লজ্জা ভয়-ধর্ম্ম ছাড়ি
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান।

নহে পিমু নিরন্তর তোমায় নাহিক ডর
অন্যে দেখো তৃণের সমান॥
অধরামৃত নিজস্বরে সঞ্চারিয়া সেই বলে
আকর্ষয়ে ত্রিজগৎ-জন।
আমরা ধর্ম্ম-ভয় করি রহি যদি ধৈর্য্য ধরি
তবে আমায় করে বিড়ম্বন॥
নীবি খসায় গুরু আগে লজ্জা ধর্ম্ম করায় ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায়।
আনি করায় তোমার দাসী শুনি লোকে কহে হাসি
এইমত নারীরে নাচায়॥
শুষ্কবাঁশের কাঠখান এতে করে অপমান
এই দশা করিলা গোসাঞি।
না সহি কি করিতে পারি তাহে রহি মৌন ধরি
চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই॥
অধরের এই রীত আর শুন বিপরীত
সে অধর সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য ভোজ্যপান হয় অমৃত সমান
তার নাম হয় কৃষ্ণ-ফেলা॥
সে ফেলার এক লব না পায় দেবতা সব
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়।
বহু জন্ম পুণ্য করে তবে সুকৃতি নাম ধরে
সে সুকৃতি তবে লয় পায়॥
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল কহে তার নাহি মূল
তাহে আর দম্ভ পরিপাটী।
তার যেবা উদ্‌গার তারে কহে অমৃত-সার
গোপীর মুখ করে আলবাটী॥
এ সব তোমার খুঁটিনাটি ছাড় এই পরিপাটী
বেণুদ্বারে কাঁহে হর প্রাণ ?

আপনার হাসি লাগি নহ নারীর বধভাগী
দেহ নিজাধরামৃত দান॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি গেল।
ক্রোধ শান্ত হৈল প্রভুর উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥
পরমদুর্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত॥
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে॥
তাহে জানি কোন্ তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল॥
কহ কামরায় কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।৯)–
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥

কোন কোন গোপিকা বলিলেন, হে গোপিকাগণ ! শ্রীকৃষ্ণের যে অধরামৃত কেবল তোমাদিগেরই ভোগ্য ও রসপূর্ণ, অহো ! কি পুণ্যফলে একাকী বেণু তাহা পর্য্যাপ্তপরিমাণে পান করিতেছে ? আরও দেখ, কুলবৃদ্ধ আচার্য্যগণ স্ব স্ব কুলবৃদ্ধ ভগবদ্ভক্ত দেখিলে যেমন পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, সেইরূপ যাহাদের জলে ঐ বেণু পরিপুষ্ট হইয়াছিল, জননী-সদৃশী সেই নদীসকল কমলবিকাশ করত যেন রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং যাহাদিগের বংশে সে জন্মিয়াছিল, সেই তরুগণও মধুধারা বর্ষণ পূর্ব্বক যেন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

এই শ্লোক শুনি মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে আলাপ করিয়া॥
যথা রাগঃ
ওহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজের কোন কন্যাগণ
অবশ্য করিবে পরিণয়।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ যাকে মানে নিজধন
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়॥

গোপীগণ ! কহ সব করিয়া বিচারে।

কোন্ তীর্থে কোন্ তপ   কোন্ সিদ্ধমন্ত্র জপ

এই বেণু কৈল জন্মান্তরে॥ ধ্রু॥

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা   যে কৈল অমৃত সুধা

যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।

এই বেণু অযোগ্য অতি   একে স্থাবর পুরুষ জাতি

সেই সুধা সদা করে পান॥

যার ধন না কহে তারে   পান করে বলাৎকারে

পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।

তার তপস্যার ফল   দেখ ইহার ভাগ্যবল

ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়॥

মানস-গঙ্গা কালিন্দী   ভুবনপাবন নদী

কৃষ্ণ যদি তাতে করেন স্নান।

বেণু ঝুটাধর রস   হঞা লোভে পরবশ

সেই কালে হর্ষে করে পান॥

এত নদী বহু দূরে   বৃক্ষ সব তার তীরে

তপ করে পর-উপকারী।

নদীর শেষ রস পাঞা   মূল দ্বারা আকর্ষিয়া

কেনে পিয়ে বুঝিতে না পারি॥

নিজাঙ্কুরে পুলকিত   পুষ্পহাস্য বিকসিত

মধু মিশে বহে অশ্রুধার।

বেকে মানি নিজ জাতি   আর্য্যের যেন পুত্র নাতি

বৈষ্ণব হইলে আনন্দ বিকার॥

বেণুর তপ জানি যবে   সেই তপ করি তবে

এ অযোগ্য আমারা যোগ্য নারী।

যা না পাঞা দুঃখে মরি,   অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি

তাহা লাগি তপস্যা বিচারি॥

এতেক প্রলাপ করি   প্রেমাবেশে গৌরহরি

সঙ্গে লৈয়া স্বরূপ রামরায়।

কভু নাচে কভু গায়		ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়
এইরূপে রাত্রি-দিন যায়॥
স্বরূপ রূপ-সনাতন		রঘুনাথের শ্রীচরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত		অমৃত হইতে পরামৃত
গায় দীন হীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস-
প্রসাদবিরহোন্মাদপ্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লিখ্যতে শ্রীলগৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্॥

যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক ভাবচেষ্টা দর্শন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের মুখে শ্রবণ পূর্ব্বক উহা লিখিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে॥
এক দিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
যবে যেই ভাব প্রভুর করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ প্রভু করে বিলাপ করিয়া॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।

গোসাঞি শয়ন করাই দোঁহে ঘর গেল॥

গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিয়া শয়ন।

সব রাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়াণ॥

তিন দ্বারে কবাট ঐছে আছে ত লাগিয়া।

ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া॥

সিংহদ্বারে দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গা গাভীগণ।

তাঁহা যাই পড়িল প্রভু হইয়া অচেতন॥

এতা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া।

স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া॥

তবে স্বরূপগোসাঞি সঙ্গে লইয়া ভক্তগণ।

দেউটি জ্বালিয়া করে প্রভু অন্বেষণ॥

ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেল।

গাভীগণমধ্যে যাইয়া প্রভুরে পাইল॥

পেটের মধ্যে হস্ত-পাদ কূর্ম্মের আকার।

মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥

অচেতনে পড়ে আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।

বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল॥

গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভু-অঙ্গ-সঙ্গ॥

অনেক করিল যত্ন না হয় চেতন।

প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ॥

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।

অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন॥

চেতন হইতে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল।

পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল॥

উঠিয়া বসিলেন প্রভু চাহে ইতি উতি।

স্বরূপে কহে “তুমি আমা আনিলে কতি॥

বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে হরিল শ্রবণ॥
গোপীগণ সহ বিহার রাস পরিহাস।
কণ্ঠ ধ্বনি উক্তি শুনি আমার কর্ণোল্লাস॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি।
আমা ইহা লইয়া আইলা বলাৎকার করি॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি॥”
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ বাণী।
কর্ণ তৃষ্ণায় মরি পড় রসামৃত শুনি॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৯।৩৭)–
কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্‌॥
শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা॥
যথা রাগঃ
হৈল গোপী-ভাবাবেশে কৈল রাসে পরবেশে
কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মুখে হাস্য-বাণী ত্যাগে তাহা সত্য মানি
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন॥
নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়।

এই ত্রিজগতে ভরি আছে যত যোগ্য নারী
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়॥ ধ্রু॥
কৈলে জগতে বেণুধ্বনি সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিণী
দূতী হৈয়া মোহে নারীমন।
মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া আর্য্যপথ ছাড়াইয়া
আনি তোমায় করে সমর্পণ॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণু দ্বারে হানে কটাক্ষ কামশরে
লজ্জাভয় সকল ছাড়াও।
এবে আমায় কর রোষ করি পরিত্যাগ দোষ
ধার্ম্মিক হইয়া ধর্ম্ম শিখাও॥
অন্য কথা অন্য মন বাহিরে অন্য আচরণ
এই সব শঠপরিপাটী।
তুমি জান পরিহাস হয় নারীর সর্ব্বনাশ
ছাড় এই সব খুঁটিনাটি॥
বেণুনাদ অমৃত ঘোলে অমৃত সমান মিঠা বোলে
অমৃত সমান ভূষণ-শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কান হরে মন হরে প্রাণ
কেমনে নারী ধরিবেক চিত॥
এত কহি ক্রোধাবেশে ভাবের তরঙ্গে ভাসে
উৎকণ্ঠা সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা বাণী পড়ি আপনি বাখানি
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আকর্ষণ॥
পুনর্যথা রাগঃ
"কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি নবঘনধ্বনি জিনি
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতিকণে ডুবায় জগতের কানে
পুনঃ কান বাহুড়ি না যায়॥
কহ সখি কি করি উপায় ?
কৃষ্ণের মাধুরী গানে হরিলে আমার কানে

এবে না পায় তৃষ্ণায় মরি যায়॥

সে শ্রীমুখ-ভাষিত অমৃত হৈতে পরামৃত

স্মিত কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।

শব্দ অর্থ দুই শক্তি নানা রস করে ব্যক্তি

প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম বিভূষিত॥

সে অমৃতের এক কণ কর্ণচকোর-জীবন

কর্ণচকোরী জীয়ে সেই আশে।

ভাগ্যবসে কভু পায় অভাগ্যে কভু না পায়

না পাইলে মরয়ে পিয়াসে॥

যেবা বেণুকলধ্বনি একবার তাহা শুনি

জগন্নারী-চিত্ত আলুলায়।

নীবিবন্ধ পড়ে খসি বিনা মূল্যে হয় দাসী

বাউলি হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়॥

যেবা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তেঁহো একাকিনী শুনি

কৃষ্ণপাশ আইসে প্রত্যাশায়।

না পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গ বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ

তপ করে তবু নাহি পায়॥

এই শব্দামৃত চারি যার হয় ভাগ্য ভারী

সেই কর্ণে ইহা করে পান।

ইহা যেই নাহি শুনে সে কান জন্মিল কেনে

কাণা কড়ি সম সেই কান॥”

করিতে ঐছে বিলাপ উঠিল উদ্বেগভাব

মনে কহো নাহি আলম্বন।

উদ্বেগ বিষাদ মতি ঔৎসুক্য ত্রাস স্মৃতি,

নানাভাবে হইল মিলন॥

ভাবসারল্যে রাধার উক্তি লীলাসুখে হৈল স্ফূর্ত্তি

সেই ভবে পড়ে এক শ্লোক।

উন্মাদে সামর্থ্যে সেই শ্লোকের করে অর্থে

যেই অর্থ নাহি জানে লোক॥

তথা হি কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২)–

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,

কথয়াতঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।

মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,

কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥

রাধিকা শ্রীকৃষ্ণবিরহের চরমদশায় সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন–সখিগণ ! এখন কি করিলে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই ? তোমরাও ত আমার ন্যায় কাতরা, সুতরাং আর কাহাকেই বা এ যাতনার কথা বলি ? কৃষ্ণের আশায় যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই ভাল, আর কিছু করিব না। এখন তাঁহার কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সৎকথা বল। হায় ! তিনি যে মদীয়

হৃদয়গুহাশায়ী, তবে কিরূপেই বা তাঁহার কথা পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, সেই মধুর হাস্যপূর্ণ নয়নমনের আনন্দবর্দ্ধন শ্রীনন্দনন্দনের মদীয় তৃষ্ণা চিরদিনই আলম্বিত রহিয়াছে।

যথা রাগঃ

এই কৃষ্ণের বিরহে উদ্বেগ মন স্থির নহে

প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়।

যেবা তুমি সখিগণ বিষাদে বাউল মন

কারে পুছোঁ কে কহে উপায় ?

হা হা সখি কি করি উপায় ?

কাঁহা কারো কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ

কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়॥ ধ্রু॥

ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়

বলিতে হইল ভাবোদ্‌গম।

পিঙ্গলার বচন স্মৃতি করাইল ভাবমতি

তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ॥

দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে

আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।

ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য কহ অন্য কথা ধন্য

যাতে কৃষ্ণ হই বিস্মরণ॥

কহিতে হইল স্মৃতি চিত্তে হইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি

সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে।

যারে চাহি ছাড়িতে সে শুইয়া আছে চিতে

কোন রীতে না পারি ছাড়িতে॥

রোষাভাবের স্বভাব আন কৃষ্ণে দেখায় কামজ্ঞান

কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।

কহে যে জগত মারে, সে পশিল অন্তরে

এই বৈরি না দেয় পাসরিতে॥

ঔৎসুক্যের প্রাধান্য যিনি অন্য ভাবসৈন্য,

উদয় হইল নিজ রাজ্য মনে।

মনে হৈল লালস না হয় আপন বশ

দুঃখ মনে করেন ভর্ৎসনে॥

মন মোর বাম দীন জল বিনা যেমন মীন

কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায়।

মধুর হাস্য-বদনে মননেত্র রসায়নে

কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাঢ়ায়॥

হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন হা হা পদ্মলোচন

হা হা দিব্য সদ্‌গুণসাগর।

হা হা শ্যামসুন্দর হা হা পীতাম্বরধর

হা হা রাসবিলাস নাগর॥

কাঁহা গেলে তোমা পাই তুমি কাঁহা তাঁহা যাই

এত কহি চলিল ধাইয়া।

স্বরূপ উঠি কোলে করি প্রভুরে আনিল ধরি

নিজ স্থানে বসাইল নিয়া॥

ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হইল স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল

স্বরূপ কিছু কর মধুর গান।

স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্দ-গীতি

শুনি প্রভুর জুড়াইল কান॥

এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্র দিনে।

উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রালাপ বচনে॥

একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।

সহস্র মুখেত বর্ণে যদি নাহি পায় পার॥

জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন।

শাখাচন্দ্র ন্যায় করি করি দিগ্‌দরশন॥
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কান।
অলৌকিক গাঢ় চেষ্টা প্রেম হয় জ্ঞান॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য অদ্ভুত বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য॥
সর্ব্বভাবে ভজ লোক চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন॥
এই কহিল প্রভুর কর্ম্মাকৃতি ভাব।
উন্মাদ চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥
তথা হি স্তবাবল্যাম্–
অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মরু চ ভিত্তিত্রয়মহো,
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনুদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ,
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥

যিনি কাশীমিশ্রের গৃহে অর্গলবদ্ধ দ্বারত্রয় উদ্‌ঘাটন না করিয়া তিনটি অতুচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন পূর্ব্বক দারুণ হরিবিরহে সঙ্কুচিত-দেহে কূর্ম্মবৎ কলিঙ্গদেশীয় ধেনুমধ্যে পতিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ প্রভু মদীয় হৃদয়ে অভ্যুদিত হইয়া আমাকে অতুল হর্ষপ্রদান করিতেছেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানু
ভাবোন্মাদপ্রলাপবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং,
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু সঃ শচীসূনুরিহ নঃ॥

শারদীয় জ্যোৎস্নাসহ সমুদ্র দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে হরিবিরহ-তাপসাগরে মগ্ন হওয়ার ন্যায় যিনি প্রধাবিত হইয়া মূর্চ্ছিতদশায় সমুদ্রজলে মগ্ন হইয়া সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং প্রভাতে স্বগণ যাঁহাকে সেই দশায় প্রাপ্ত হন, সেই শচীসুত আমাদিগকে রক্ষা করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরাঙ্গভক্তবৃন্দ॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদার্ণবে ভাসে॥
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান সকল॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে শুনিতে॥
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।
ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা কভু গড়ি যায়॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে॥
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে প্রভু পায় হর্ষ শোক॥
সে সব শ্লোকের অর্থ সে সব বিকার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
অতি বাহুল্যভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে॥
পূর্ব্বে যেই দেখিয়াছি দিগ্‌দরশন।

তৈছে জানিহ বিকার-প্রলাপ-বর্ণন॥
সহস্রবদনে যবে কহয়ে অনন্ত।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত॥
কোটি যুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলায় তবু নাকি পায় শেষ॥
ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না অন্ত পায় কেবা ছার আর॥
ভক্ত-প্রেমের যে দশা যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ যত সুখ যতেক বিকার॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনে নাচায় তিনে নাচে এক ঠাঞি॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চাঁদ ধরিতে চাহে যেন হৈয়া বামন॥
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণ।
কৃষ্ণপ্রেমকণ তৈছে জীবের স্পৃর্শন॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাঁহা তাহার পাইবেক অন্ত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তাহা ছোঁয় এক কণ॥
এইমত রাসের শ্লোক সকলি পঢ়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।২৩)–
তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ স্বকৃচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্‌ষাঃ শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ॥

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব বলিয়াছিলেন, মদমত্ত হস্তী যেমন করিণীগণের সঙ্গে জলক্রীড়া করে, লৌকিক-মর্য্যাদাতীত ভগবান্ সেইরূপ শ্রম-বিদুরণার্থ গোপিকাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাজলে অবগাহন করিলেন। [তখন গোপললনাদিগের কূচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুসুমমালায় কতিপয় ভ্রমর উপবিষ্ট ছিল, তাহারা গন্ধর্ব্বরাজের ন্যায় মধুরসংগীত করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল।]

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হইল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ককাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোনার্কের দিকে প্রভু তরঙ্গ লঞা যায়।
কভু ডুবায়ে রাখে কভু ভাসায়ে লঞা যায়॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥
ইহা স্বরূপাদিগণ প্রভুরে না দেখিয়া।
কাঁহা গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা॥
মহাবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥
জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা।
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে কিবা কিবা নরেন্দ্ররে।
চটক পর্ব্বতে কিবা গেল কোনার্কেরে॥
এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল॥

প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥
তথা হি অভিজ্ঞানশকুন্তলানাটকে (৪)–
অনিষ্ট শঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি।
বন্ধগণের হৃদয়ে অনিষ্টাশঙ্কাই উদয় হয়।
সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
চিরায়ু পর্ব্বত দিকে কত জন গেলা॥
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কাঁদে নাচে গায় বলে হরি হরি॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহ ত কারণ॥
জালিয়া কহে “ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় কৈল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্পিত হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শনমাত্র মনুষ্যের পৈতে সেই কায়॥
শরীর দীর্ঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥

অস্থিসন্ধি ছুটি চর্ম্ম বরে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে॥
মড়া-রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত।
মো মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত॥
সেই ত ভূতের কথা কহনে না যায়।
ওঝা ঠাঞি যাইছি যদি যে ভূত ছাড়ায়॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে॥
এই ভূত নৃসিংহ নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে॥
ওথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
এত শুনি স্বরূপগোসাঞি সব তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী॥
আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পলাইল।
ভয় না পাইও বলি সুস্থির করিল॥
একে প্রেম আরে ভয় দ্বিগুণ অস্থির।
ভয় অংশ গেল সেই হৈল কিছু ধীর॥
স্বরূপ কহে যাহে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥
প্রেমাবেশে পড়িল তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।
ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়॥
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে।

কাঁহা তাঁহারে উঠাঞাছ দেখাও আমারে॥

জালিয়া কহে প্রভুকে দেখিয়াছি বার বার।

তেঁহো নহে এই অতি বিকৃত আকার॥

স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।

অস্তি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার॥

শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হৈল।

সবা লঞা গেল মহাপ্রভুকে দেখাইল॥

ভূমেতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।

জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥

অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়।

দূরপথ উঠাইয়া আনন না যায়॥

আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।

বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া॥

সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।

উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে॥

কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিল।

হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥

উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে।

অর্দ্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।

অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥

অন্তর্দ্দশায় ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।

সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্যনাম॥

অর্দ্ধবাহ্য কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।

আভাসে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥

কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।

দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি।

যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥

তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥
যথা রাগঃ
পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে সমর্পিয়া সখী-করে
সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ কৈল জলাবগাহন
জলকেলি রচিল সুঠাম॥
সখি হে দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্তকরিবর চঞ্চল করপুষ্কর
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে॥ ধ্রু॥
আরম্ভিল জলকেলি অন্যোন্যে জল ফেলাফেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জলাধার।
সবে জয় পরাজয় নাহি কিছু নিশ্চয়
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌ঘন সিঞ্চে শ্যাম নবঘন
ঘন বর্ষে তড়িত উপরে।
সখীগণের নয়ন তৃষিত চাতকীগণ
সেই অমৃত সুখে পান করে॥
প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি তবে যুদ্ধ করাকরি
তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি।
তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি তবে কৈল রদারদি
তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি॥
সহস্রকর জল সেকে সহস্র নেত্রে গোপী দেখে
সহস্র পদে নিকটে গমন।
সহস্র মুখচুম্বনে সহস্র বপু সঙ্গমে
গোপী মর্ম শুনে সহস্র কানে॥
কৃষ্ণ রাধায় লঞা বলে গেলা কণ্ঠমগ্ন জলে
ছাড়ি তাঁহা যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠে ধরি ভাসে জলের উপরি

গজোদ্‌ঘাতে যৈছে কমলিনী॥

যত গোপী সুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি

সবার বস্ত্র করিল হরণে।

যমুনার জল নির্ম্মল অঙ্গ করে ঝলমল

সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে॥

পদ্মিনী লতা সখীচয় কৈল কারো সহায়

তার হস্তে পদ্ম সমর্পিল।

কেহ মুক্তকেশপাশ আগে কৈল অধোবাস

হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল॥

কৃষ্ণের কলহ রাধা সনে গোপীগণ সেইক্ষণে

হেমাব্জবনে গেলা লুকাইতে।

আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে মুখমাত্র জলে ভাসে

পদ্মমুখে নারি চিনিতে॥

এথা কৃষ্ণ রাধা সনে কৈল যে আছিল মনে

গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।

তবে রাধা সূক্ষ্মমতি জানিয়া সখীর স্থিতি

সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা॥

যত হেমাব্জ জলে ভাসে তত নীলাব্জ তার পাশে

আসি আসি করয়ে মিলন।

নীলাব্জ হেমাব্জ ঠেকে যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে

কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ॥

চক্রবাক-মণ্ডল পৃথক্ পৃথক্ যুগল

জল হৈতে করিল উদগম।

উঠিল পদ্মমণ্ডল পৃথক্ পৃথক্ যুগল

চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন॥

উঠিল বহু রক্তোৎপল পৃথক্ পৃথক্ যুগল

পদ্মগণের কৈল নিবারণ।

পদ্ম চাহে লুঠি নিতে উৎপল চাহে রাখিতে

চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ॥

পদ্মোৎপল অচেতন চক্রবাক সচেতন
চক্রবাক পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দোঁহার উলঠা স্থিতি ধর্ম্মে হইল বিপরীতি
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়॥
মিত্রের সহবাসী চক্রবাকে লুটে আসি
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রু মিত্র রাখে উৎপল এ বড় চিত্র
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাষ দুই অলঙ্কার প্রকাশ
করি কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি আস্বাদন আনন্দিত মোর মন
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল॥
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি তীরে আইল শ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল মর্দ্দন আমলকী উদ্‌বর্ত্তন
সেবা করে তীরে সখীগণ॥
পুনরপি কৈল স্নান শুষ্কবস্ত্র পরিধান
রত্নমন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার
বন্যবেশ করিল রচন॥
বৃন্দাবনে তরুলতা অদ্ভুত তাহার কথা
বারোমাসে ধরে ফুল ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ কুঞ্জে দাসী যত জন
ফুল পাড়ি আনিয়া সকল॥
উত্তম সংস্কার করি বড় বড় থালী ভরি
রত্নমন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি ধরিয়াছে সারি সারি
আগে আসন বসিবার তরে॥
এক নারিকেল নানাজাতি এক আম্র নানাভাতি

কলা কোলি বিবিধ প্রকার।

পনস খর্জ্জুর কমলা নারঙ্গ জাম সম তারা

দ্রাক্ষা বাদাম মেয়া যত আর॥

খরমুজা ক্ষীরিণী তাল কেশর পানিফল

মৃণাল বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত।

কোন দেশে কোন খ্যাতি বৃন্দাবনে সবপ্রাপ্তি

সহস্র জাতি লেখা যায় কত॥

গঙ্গাজল অমৃত কেলি পীযূষগ্রন্থি কর্পূর কেলি

সরপূরী অমৃত পদ্ম চিনি।

খণ্ডখিরিসার বৃক্ষ ঘরে করি নানা ভক্ষ্য

রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥

ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি কৃষ্ণ হৈল মহা সুখী

বসি কৈল বন্যভোজন।

সঙ্গে লঞা সখীগণ রাধা কৈল ভোজন

দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥

কেহ করে বীজন কেহ পাদ সংবাহন

কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ।

রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেল সখীগণ শয়ন কৈল

দেখি আমার সুখী হৈল মন॥

হেনকালে মোরে ধরি মহা কোলাহল করি

তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।

কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ

সে সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

এতেক কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল।

স্বরূপগোসাঞিকে দেখি তাঁহারে পুছিল॥

“ইহা কেনে তোমরা সব আমাকে লঞা আইলা।”

স্বরূপগোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা॥

“যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।

সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি এত দূরে আইলা॥

এই জালিয়া জালে করি তোমায় উঠাইলা।

তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হৈলা॥

সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।

জালিয়ার মুখে শুনি পাইলু আসিয়া॥

তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।

তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া॥

কৃষ্ণনাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল।

তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহারে শুনিল॥

প্রভু কহে "স্বপ্নে দেখি, গেলাঙ বৃন্দাবনে।

দেখি, কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণসনে॥

জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে।

দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥"

তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে স্নান করাইয়া।

প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা॥

এই ত কহিল প্রভুর সমুদ্রপতন।

ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং

নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।

প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ॥

যিনি মুখসংঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রলাপোক্তি প্রয়োগ করিয়া বসন্তঋতুতে জগন্নাথবল্লভাখ্য কুসুমোদ্যানে বিরাজ করিয়াছিলেন, আমি সেই মাতৃভক্তশিরোমণি চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে।
উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে॥
নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যে দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিব সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র যে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥
গোপলীলায় পায় সেই প্রসাদ-বসনে।
মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনাঞা যতনে।
মাতাতে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে॥
মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী॥
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।

মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লৈয়া মাসেক রহিয়া॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা।
আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে সন্দেশ কহিলা॥
তরজা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।
প্রভুমাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে॥
প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা করিয়াছে বাউল॥
এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিল।
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিল॥
তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর এই আজ্ঞা বলি মৌন করিলা॥

জানিয়াও স্বরূপগোসাঞি প্রভুকে পুছিলা।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিলা॥
প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল॥
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজা লাগি কতকাল করে আরাধনা॥
পূজা-নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন।
তরজার কিবা অর্থ না জানি তাঁর মন॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ।
আমিও বুঝিতে নারি তরজার অর্থ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপগোসাঞি কিছু হইলা বিমন॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল॥

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।

রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।

উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদলক্ষণ॥

রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলপন।

স্বরূপ পুছেন জানি নিজ সখীজন॥

পূর্ব্বে যে বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।

সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

তথা হি ললিতমাধবে (৩।২৫)–

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ,

ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।

ক্ব বাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-

র্নিধির্ম্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্‌বিধিম্॥

শ্রীমতী রাধিকা হরিবিরহে সখী বিশাখা-সকাশে উৎকণ্ঠা-প্রশ্ন করিতেছে, –সখী ! নন্দবংশ-চন্দ্রমা কোথায় ? যিনি ময়ূরবর্হে অলঙ্কৃত, তিনি কোথায় ? যাঁহার মুরলীনাদ মৃদুমন্দ, তিনি কোথায় ? যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলবৎ, তিনি কোথায় ? যিনি রাসরসে নৃত্য করেন, তিনি কোথায় ? যিনি আমার প্রাণরক্ষার মহৌষধি-স্বরূপ, তিনি কোথায় ? যিনি আমার অমূল্য-
নিধি ও পরম সুহৃদ্‌স্বরূপ, তিনি কোথায় ? হা বিধে ! তোমাকে ধিক্ !

যথা রাগঃ

ব্রজেন্দ্র-কুল-দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু

জন্মি কৈল জগৎ উজোর।

কান্ত্যামৃত যেবা পিয়ে নিরন্তর পিয়া জীয়ে

ব্রজজনের নয়ন-চকোর॥

সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।

ক্ষণেক যাঁহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক

শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন॥ ধ্রু॥

এই ব্রজের রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী

নিজ করামৃত দিয়া দান।

প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই

দেখাও সখি রাখ মোর প্রাণ॥

কাঁহা সে চূড়ায় ঠাম শিখিপিচ্ছের উড়ান

নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তামালা বক-পাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম তনু॥
একবার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা।
নারীর মনে পশি যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি ইন্দ্রনীলসমকান্তি
যে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার-রস ছানি তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥
মোর সেই কলানিধি প্রাণরক্ষার মহৌষধি
সখি তোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে ধিক্ ধিক্ এই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥
যে জন জীতে নাহি চায় তারে কেনে জীয়ায়
বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক।
বিধিকে করে ভর্ৎসন কৃষ্ণে দেয় ওলাহন
পঢ়ি ভাগবতের এক শ্লোক॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯৯।২৭)

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া, সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিষুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং, বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥

কৃষ্ণ বিরহ ঘটিতেছে বলিয়া গোপাঙ্গনাগণ বিধিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে,–হে বিধে ! তোমার দয়ার লেশমাত্রও নাই, দয়া থাকিলে দেহীদিগকে মৈত্রী ও স্নেহে পরস্পর সংযোজিত করিয়া বাসনা পূর্ণ হইতে না হইতে বিয়োজিত করিবে কেন ? জানিলাম, তোমার ক্রিয়া বালকের কৃত কার্য্যের ন্যায় নিরর্থক।

যথা রাগঃ

না জানিস্ প্রেম-ধর্ম্ম ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম

তোর চেষ্টা বালক সমান।

তোর যদি লাগি পাইয়ে তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে

এমন যেন না করিস বিধান॥

অহো বিধি তোঁ বড় নিঠুর।

অন্যোন্যদুর্লভ জন প্রেমে করাঞা সম্মিলন

অকৃতার্থ কেন করিস দূর॥ ধ্রু॥

আরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন

নেত্র-মন লোভাইলে মোর।

ক্ষণেকে করিতে পান কাঢ়ি নিল অন্য স্থান

পাপ কৈলে দত্ত-অপহার॥

অক্রূর করে তোর দোষ আমায় কেন কর রোষ

ইহা যদি কহ দুরাচার।

তুঞি অক্রূরমূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণে নিলি চুরি করি

অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার॥

আপনার কর্ম্মদোষ তোরে করি কিবা রোষ

তোয় মোয় সম্বন্ধ বিদূর।

যে আমার প্রাণনাথ একত্র রহি যার সাথ

সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর॥

সব ত্যজি ভজি যারে সেই আপন হাতে মারে

নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।

তারি লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি

ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়॥

কৃষ্ণেরে কেনে করি রোষ আপন দুর্দ্দৈব দোষ

পাকিল মোর এই পাপফল।

যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন তারে কৈলে উদাসীন

এই মোর অভাগ্য প্রবল॥

এইমত গৌররায় বিষাদে করে হায় হায়

হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে তার বাক্য বিলপয়ে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥
তবে স্বরূপ রামরায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল গীত প্রভুর ফিরাইতে চিত
প্রভুর কিছু স্থির হইল মন॥
এই মত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপগোসাঞি প্রভুরে শুয়াইল॥
প্রভুরে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে॥
প্রেমাবেগে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগ উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘর্ষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্বরাত্রে করে ভাবে মুখসজ্ঘর্ষণ।
গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ শুনিল তখন॥
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা দেখি প্রভু-মুখ।
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল বড় দুখ॥
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল।
কাঁহা কৈলে এই তুমি স্বরূপ পুছিল॥
প্রভু কহে উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহির হইতে॥
দ্বার না পাইয়া মুখে লাগে চারি ভিতে।
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে॥
উন্মাদদশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে সেই বলে উন্মাদ-লক্ষণ॥

স্বরূপগোসাঞি তবে চিন্তা পাইল মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে॥
সব ভক্ত মিলি তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর পণ্ডিতেরে প্রভুর নিকটে শোয়াইল॥
প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তার উপরে করে পাদ প্রসারণ॥
প্রভুপাদোপধান বলি তার নাম হৈল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল॥
তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৩।৪)–
ইতিব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং, সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং, প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট॥

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্ ! ভগবান্ হরি যাঁহাকে আপনার পাদোপধানস্বরূপ করিয়াছিলেন, সেই বিদুর বিনীত হইয়া পূর্ব্বকথিতরূপে জিজ্ঞাসা করিলে ভগবৎকথায় প্রবর্ত্তমান মৈত্রেয় ঋষি হর্ষে পুলকিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ সংবাহন।

ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন॥
উঘাড় অঙ্গে শঙ্কর পড়িয়া নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন।
বসি পাদ চারি করে রাত্রি জাগরণ॥
তাহার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে।
তার ভয়ে নারে ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ॥
তথা হি স্তবাবল্যাম্–
স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ,
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং,
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উন্নয়ন্মাং মদয়তি॥

স্বীয় দশকোটি প্রাণ তুল্য ব্রজপুরের বিরহে উন্মত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বদা প্রলাপ করিতে করিতে বিকলচিত্ত হইতেন, নিরন্তর ভিত্তিতে মুখচন্দ্রঘর্ষণ-জনিত বক্ষঃস্থল দিয়া যাঁহার অঙ্গে রুধিরধারা প্রবাহিত হইত, সেই গৌরাঙ্গমূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে সমুদিত হইয়া আমাকে অতীব কাতর করিয়া তুলিতেছেন।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
প্রেমসিন্ধুমগ্ন রহে কভু ডুবে ভাসে॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে॥
জগন্নাথবল্লভনাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণে॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক শারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধ লইয়া বহে মলয়পবন।
গুরু হইয়া তরুলতা শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হৈল গৌর ভগবান্॥
ললিত-লবঙ্গলতা পদ গাওয়াইয়া।
নৃত্য করে বুলে প্রভু নিজগণ লইয়া॥
প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখি হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা॥
আগে পাইয়ে কৃষ্ণ তায় পুনঃ হারাইয়া।
ভূমেতে পড়িল প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হৈল পাগল॥

কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পঢ়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৬)–

কুরঙ্গমদজিদ্‌বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ,
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মন্দেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চ্চিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্‌॥

রাধিকা বিশাখাকে কহিলেন, সখি ! যিনি কস্তুরীগন্ধাপেক্ষাও সুরভিতর অঙ্গ সৌরভের প্রবাহাঘাতে ব্রজবালাদিগের অঙ্গ-সমূহ আকর্ষণ করেন, যাঁহার মুখ, নেত্র, নাভি, কর, চরণ প্রভৃতি আটটি অঙ্গপদ্মে কর্পূর ও কমল নিহিত আছে, যিনি কস্তুরী, কর্পূর, শ্বেতচন্দন ও অগুরু দ্বারা সতত অর্চ্চিত, সেই মদনমোহন কৃষ্ণ মদীয় নাসিকার লালসা বৃদ্ধি করিতেছেন।

যথা রাগঃ

কস্তুরিকা নীলোৎপল তার যেই পরিমল
তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে করে সর্ব্ব-আকর্ষণে
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে কৃষ্ণগন্ধে জগৎ মাতায়।
নারীর নাসাতে পৈশে সর্ব্বকাল তাহা বৈসে
কৃষ্ণপাশে ধরি লইয়া যায়॥ ধ্রু॥
নেত্র নাভি চরণ করযুগ বদন
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ অঙ্গে।
কর্পূর-লিপ্ত কমল তার যৈছে পরিমল
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে॥
হেম্‌-কীলিত চন্দন তাহা করে বর্ষণ
তাহে অগুরু চন্দন কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে
মিলি ডাকা যেন কৈল চুরী॥
হরে নারীর তনুমন নাসা করে ঘূর্ণন
খসায় নীবি ছুটায় কেশবন্ধ।
করে আগে বাউরী নাচায় জগৎ-নারী

হেন ডাকাইত অঙ্গগন্ধ॥

সেই গন্ধবশ নাসা সদা করে গন্ধের আশা

কভু পায় কভু নাহি পায়।

পাইলে পিয়া পেট ভরে পীঙ পীঙ তবু করে

না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়॥

মদনমোহন নাট পাসরি চাঁদের হাট

জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।

বিনি মূল্যে দেয় গন্ধ গন্ধ দিয়া করে অন্ধ

ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥

এইমত গৌরহরি গন্ধে কৈল মন চুরি

ভৃঙ্গপ্রায় ইতি উতি চায়।

যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে

কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায়॥

স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে সুখ পায়

এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।

স্বরূপ রামানন্দ গায় করি নানা উপায়

মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল॥

মাতৃভক্তি প্রলপন ভিত্ত্যে মুখসঙ্ঘর্ষণ

কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।

এই চারি-লীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে

কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য॥

এইমতে মহাপ্রভু পাইলা চেতন।

স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন॥

অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তাঁর।

তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার॥

এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।

পণ্ডিতেও তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে॥

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাম্ (১২)–

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

অলৌকিক প্রভু চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া।
তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া॥
ইহার সত্যতে প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রেমপ্রলাপ ভ্রমরগীতাতে॥
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থ সবিশেষে॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করে তার ইহাতে বিশ্বাস॥
শ্রদ্ধা করি শুন ইহা শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি সকল দুখ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুরায় হৃদয় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপ-
মুখসংঘর্ষণাদি নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবিদ্ভিনিষেব্যতে॥

ভাগ্যবান্ সাধুরাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমহেতু উদ্ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য ও আর্ত্তিবিশিষ্ট প্রলাপ শ্রবণ করেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।

রজনী-দিবস কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলে॥

স্বরূপ রামানন্দ এই দুইজন সনে।

রাত্রি-দিনে করে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে॥

নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ।

দৈন্যোদ্বেগাদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ॥

সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পড়িয়া।

শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই লঞা॥

কোন্ দিনে কোন্ ভাবে শ্লোক পঠন।

এই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ॥

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।

নাম-সংকীর্ত্তন কেলি পরম উপায়॥

সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।

সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৯)–

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম।

যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেরসঃ॥

নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।

সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,

সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

যাহা মানসমুকুরের মালিন্য অপসারণ করে, যাহা সংসাররূপ দাবাগ্নির নিবারক, যাহা পরম-মঙ্গলপথরূপ শ্বেতপদ্মের শুভ্র জ্যোৎস্নাসদৃশ, যাহা পরম বিদ্যারূপ বধূর প্রাণস্বরূপ, যাহা শ্রবণ করিলে সুখসাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহার পদে পদে অমৃতাস্বাদ পূর্ণরূপে বিরাজমান, যাহা আত্মাকে যেন রসাবেশে স্নাত করাইয়া অভূতপূর্ব্ব প্রীতিসুখ প্রদান করে, সেই হরিসংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হইতেছে।

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।

চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্গম॥

কৃষ্ণপ্রেমপদ্গম প্রেমাবৃত আস্বাদন।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

উঠিল বিষাদ দৈন্য পড়ে আপন শ্লোক।

যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি,

দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবান্ তোমার এরূপ করুণা যে, তদীয় নামসমূহে তুমি বহুধা স্বশক্তি নিহিত রাখিয়াছ এবং সেই সকল নামস্বরণার্থ অনেক অবসরও দিয়াছ, কিন্তু আমার এমন দুরদৃষ্ট যে, সেই নামে অনুরাগ জন্মিল না।

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।

কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।

আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।

তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥

বৃক্ষে যেমন কাটিলেও কিছু না বোলয়।

শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥

সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।

ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।

জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।

শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।

শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥

প্রেমের স্বভাব যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।

সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং, কবিতাং বা জগদীশ ন কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ ! আমি ধনকামনা করি না, জন চাই না, সুন্দরী নারী প্রার্থনা করি না, কবিত্বশক্তিও চাই না, কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতাসুন্দরী।

শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

অতি দৈন্য পুনঃ মাগোঁ দাস্য ভক্তি দান।

আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।

কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধুলি সদৃষঃ বিচিন্তয়॥

হে নন্দনন্দন ! তদীয় কিঙ্কর বিষম ভাবসাগরে নিমগ্ন এই আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থ ধূলিকণার ন্যায় দাস্যে গ্রহণ কর।

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।

পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥

কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।

তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন॥

পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হৈল উদ্‌গম।

কৃষ্ণ ঠাঁই মাগে প্রেম নাম সংকীর্ত্তন॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

প্রভো ! কবে তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইবে, মুখে বচন রুদ্ধ হইয়া আসিবে এবং কবে পুলোকাদ্‌গমে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইবে ?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্রজীবন।

দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগস্ফুরণ।

উদ্বেগ বিষাদ দৈন্য করে প্রলপন॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।

শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥

গোবিন্দবিরহে নিমেষকালও আমার পক্ষে যুগবৎ বোধ হয়, নেত্র দিয়া প্রাবৃটঋতুকালীন বারিধারার ন্যায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে থাকে এবং সমস্ত জগৎ যেন শূন্য জ্ঞান করি।

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে হৈল যুগসম।

বর্ষার মেঘ প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥

গোবিন্দবিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।

তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥

কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ।

সখী সব কহে কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ॥

এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।

স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়॥

ঈর্ষা উৎকণ্ঠা দৈন্য প্রৌঢ়ি বিনয়।

এত ভাব এক ঠাঞি করিল উদয়॥

এত ভাবে রাধার মন অস্থির হৈল।

সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল॥

সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল।

শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল॥

তথা হি পদ্যাবল্যাম্–

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

হে সখি ! সেই হরি আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক চরণতা কিঙ্করীই করুন, বা মহাকষ্টে নিপাতিত করিয়া নিষ্পেষিতাই করুন, অথবা অদর্শন দিয়া মর্ম্মাহতা করুন কিংবা লম্পট (বহুনারীর বল্লভ) হইয়া যথা তথা বিহার করুন, তিনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।

এই শ্লোকের হয় অতি অর্থের বিস্তার।

সংক্ষেপে কহিয়ে তার নাহি পাই পার॥

যথা রাগঃ

আমি কৃষ্ণপদদাসী　　　তেঁহো রসসুখরাশি

　　আলিঙ্গন করে আত্মসাথ।

কিবা না দেন দরশন　　　জানেন আমার তনু মন

　　তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥

　　সখি হে শুন মোর মনের নিশ্চয়।

কিবা অনুরাগ করে　　　কিবা দুঃখ দিয়া মারে

　　মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়॥ ধ্রু॥

ছাড়ি অন্য নারীগণ　　　মোর বশ তনু মন

　　মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।

তা সবারে দেন পীড়া　　　আমা সনে করে ক্রীড়া

　　সেই নারীগণে দেখাইয়া॥

কিবা তেঁহো লম্পট　　　শঠ ধৃষ্ট সকপট

　　অন্য নারীগণ করি সাথ।

মোরে দিতে মনঃপীড়া　　　মোর আগে করে ক্রীড়া

　　তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥

না গণি আপন দুঃখ　　　সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ

　　তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিলে দুঃখ　　　তাঁর হৈল মহাসুখ

　　সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥

মন মোর বাঞ্ছে কৃষ্ণ　　　তার রূপে সতৃষ্ণ

　　তারে না পাইয়া কাঁহে হয় দুঃখী ?

মুঞি তাঁর পায়ে পড়ি　　　লঞা যাঙ হাতে ধরি

　　ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী॥

কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ　　　কৃষ্ণ পায় সন্তোষ

　　সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে।

যথাযোগ্য করে মান　　　কৃষ্ণ তাথে সুখ পান

　　ছাড়ে মান অলপ সাধনে॥

সেই নারী জীয়ে কেনে　　　কৃষ্ণ-মর্ম্মব্যথা জানে

তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।

নিজসুখে মানে কাজ পড়ুক তার শিরে বাজ

কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥

যে গোপী মোর করে দ্বেষে কৃষ্ণের করে সন্তোষে

কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।

মুঞি তার ঘরে যাঞা তার সেবাদাসী হঞা

তবে মোর সুখের উল্লাস॥

কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী পতিব্রতা-শিরোমণি

পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।

স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি জীয়াইলে মৃত পতি

তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা॥

কৃষ্ণ মোর জীবন কৃষ্ণ মোর প্রাণধন

কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।

হৃদয় উপরে ধরোঁ সেবা করি সুখী করোঁ

এই মোর সদা রহে ধ্যান॥

মোর সুখ সেবনে কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে

অতএব দেহ দেঙ দান।

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে কোরে প্রাণেশ্বরী

মোর হয় দাসী অভিমান॥

কান্তসেবা সুখপূর সঙ্গম হৈতে সুমধুর

তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।

নারায়ণের হৃদে স্থিতি তবু পদসেবায় মতি

সেবা করে দাসী অভিমানী॥

এই রাধার বচন শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ

আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।

ভাবে মন নহে স্থির সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর

মন দেহ ধারণ না যায়॥

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম

আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ।

সে প্রেম জানাতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে

পদ কৈল অর্থের নিবন্ধ॥

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।

প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া॥

পূর্ব্বে অষ্ট শ্লোক করি লোকে শিক্ষা দিল।

সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনে আস্বাদিল॥

প্রভুর শিক্ষাষ্টক-শ্লোক যেই পড়ে শুন।

কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

যদ্যপিহ প্রভু কোটিসমুদ্রগম্ভীর।

নানা ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির॥

যেই যেই শ্লোক জয়দেব ভাগবতে।

রায়ের নাটকে যেই আর কর্ণামৃতে॥

সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠন।

সেই সেই ভাবাবেশে করে আস্বাদন॥

দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রি দিনে।

কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥

সেই রসলীলা সব আপনি অনন্ত।

সহস্র বদনে বর্ণি নাহি পায় অন্ত॥

জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে।

তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে॥

যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার।

সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার॥

বৃন্দাবনদাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।

সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল॥

তার ত্যক্ত অবশেষে সংক্ষেপে কহিল।

লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল॥

অতএব সে সব লীলা নারি বর্ণিবারে।

সমাপ্তি করিল লীলাকে করি নমস্কারে॥

যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন।

এই অনুসারে হবে আর আস্বাদন॥
প্রভুর গম্ভীরলীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর॥
যে কিছু বর্ণিল সেহো সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারি গ্রন্থে রাখিয়াছে লিখিয়া॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সেই বচন শুনি সেই পরম প্রমাণে॥
সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবে বর্ণনে॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে।
সত্য কহে আগে ব্যাস করিব বর্ণনে॥
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারিশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেক ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি॥

তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি ইহা মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্থ চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ॥
শ্রীগোবিন্দ শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীভক্ত আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস শ্রীগুরু শ্রীজীবচরণ॥
ইহাঁ সবার চরণকৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয় তেঁহো অতি কৃপা করে॥
শ্রীমদন-গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
অনুবান কৈলে পাই লীলার আস্বাদ॥
প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ॥
তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর যে আইল।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয়ে ছোট হরিদাসে করাইল শিক্ষণ।

তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য-দর্শন॥
তৃতীয়ে হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুরে বাক্যদণ্ড॥
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
হরিদাস করিল নামের মহিমা স্থাপন॥
চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তারে করিল রক্ষণ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে করিল পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন॥
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল।
রায় দ্বারা কৃষ্ণকথা তারে শুনাইল॥
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ।
স্বরূপগোসাঞি কৈলা বিগ্রহমহিমা স্থাপন॥
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিঁড়া-মহোৎসব হৈলা॥
দামোদর স্বরূপ ঠাঞি তারে সমর্পিল।
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তারে দিল॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন।
নানামতে কৈল তার গর্ব্বখণ্ডন॥
অষ্টমে রামচন্দ্রপুরীর আগমন।
তার ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন॥
নবমে গোপীনাথ-পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন॥
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন।
রাঘব পণ্ডিতের তাঁরা ঝালির সাজন॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন॥
একাদশ হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ।
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌর ভগবান্॥

দ্বাদশে জগদানন্দের তৈল ভঞ্জন।

নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দের তাড়ন॥

ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা।

মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা॥

রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের তাহাই মিলন।

প্রভু তারে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন॥

চতুর্দ্দশেদিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।

শরীর এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন॥

তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।

অস্থিসন্ধি ত্যাগ অনুভাবের উদ্‌গম॥

চটকপর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন।

তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপবর্ণন॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে উদ্যান বিলাপ।

বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশ॥

তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।

তার মধ্যে করিল রাসে কৃষ্ণ অন্বেষণ॥

ষোড়শে কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল।

বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল॥

শিবানন্দের বালকেরে শ্লোক করাইল।

সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল॥

মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ষিল।

কৃষ্ণাধরামৃতের ফল শ্লোক আস্বাদিল॥

সপ্তদশে গাভীমধ্যে প্রভুর পতন।

কূর্ম্মাকার অনুভাবের তাহাই উদগম॥

কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল।

কাস্ত্র্যঙ্গ তে শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল॥

ভাবসাবল্যে পুনঃ কৈল প্রলপন।

কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন।

কৃষ্ণ-গোপি-জলকেলি তাহা দরশন॥
তাঁহাই দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন।
জালিয়ার জালে প্রভু আইলা স্বভবন॥
ঊনবিংশে ভিত্তো প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি প্রলাপ বর্ণন॥
বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ-বিবরণ॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পঢ়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিল আবিষ্ট হইয়া॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কৈল।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল॥
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন।
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ॥
একেক পরিচ্ছেদের কথা অনেক প্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিল কথা না যায় বিস্তার॥

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীলগোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীলগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার নাথ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীযূক্ত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ শ্রীজীবচরণ॥
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত পূরণ॥
সবার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
তাঁর বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥

অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণবন্দন।
যা সবার চরণকৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হৈল শ্রম॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষাশ্লোকার্থ-
স্বাদনং নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।